কোনটীর স্ফুটগণনা আবশ্যক হইবে, তাহার মধ্য রাশ্যাদি উপরিভাগে স্থাপন করিয়া নিম্নে তাহার শীঘ্র রাশ্যাদি বিয়োগ কর। তাহাতে যে শেষ রাশ্যাদি থাকিবে, তাহার রাশিকে ৩০ দিয়া গুণ করিয়া অংশের সহিত যোগ করিতে হইবে। ঐ যুক্তাঙ্কের সংখ্যা যত হইবে, সেই গ্রহের শীঘ্রখণ্ডা হইতে সেই সংখ্যা স্থলে যে অঙ্ক আছে, সেই খণ্ডা এবং তৎপর খণ্ডা লইয়া উভয়ের অন্তর করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে ভোগ্য বলে। তাহা দ্বারা মধ্যভুক্তির কলা দ্বিগুণ করিয়া ৬০ দিয়া ভাগ দিলে যাহা পাওয়া যাইবে, তাহা পূর্ব্বকথিত প্রকার খণ্ডার ঋণধন বিবেচনা করিয়া খণ্ডায় হীন বা যোগ করিয়া যে অঙ্ক হইবে, তাহা শীঘ্র কেন্দ্রাংশফল। তাহাকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিবে। পরে তাহার আপনার শুদ্ধ রাশ্যাদিতে আপনার মন্দোচ্চ রাশ্যাদি হীন করিয়া অবশিষ্ট রাশিকে ৩০ দিয়া গুণ করিয়া অংশের সহিত মিশ্রিত করিবে। পরে কেন্দ্রাংশফলের অর্দ্ধাংশ মন্দকেন্দ্রাংশাদিতে যোগ করিয়া যে সংখ্যা হইবে, আপনার মান্দ্য খণ্ডায় সেই সংখ্যার স্থানে যে খণ্ডাঙ্ক হয়, তাহা এবং তাহার অনুখণ্ডা লইয়া পূর্ব্বোক্ত মত অংশফল সাধন করিলে তাহা মন্দকেন্দ্রাংশফল হইবে। ঐ মন্দকেন্দ্রাংশফল দুই স্থানে রাখিয়া একটীতে গ্রহের সংস্কৃত মধ্য যোগ করিয়া অপরটীতে তাহার নিজ শীঘ্রজ কেন্দ্রাংশ ফল মিশ্রিত করিলে যে অঙ্ক হইবে, তাহা হইতে ১২ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে তাহার অংশফল সাধন করিয়া যাহা অংশফল পাওয়া যাইবে, তাহা সংস্কৃত মন্দকেন্দ্রাংশফলে যোগ করিতে হয়। ইহাতে যে রাশ্যাদি হইবে, সেই রাশি হইতে দুই রাশি হীন করিলে যে রাশ্যাদি হইবে, সেই রাশ্যাদি সেই গ্রহের স্ফুটরাশ্যাদি হইবে। এই নিয়মানুসারে, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই পাঁচটী গ্রহের স্ফুটগণনা করিবে।

রাহুর স্ফুটগণনা—রাহুর গতি সর্ব্বদাই বক্র। এই কারণে প্রথমে মধ্য আনিবার নিয়মানুসারে রাহুর মধ্যানয়ন করিতে হইবে। এই মধ্য রাশ্যাদি দ্বাদশ রাশি হইতে বিয়োগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা রাহুস্ফুট এবং ইহাতে ৬ রাশি যোগ করিলে কেতুর স্ফুট হইয়া থাকে।

স্ফুটগণনায় অহর্গণ দ্বারা দিনবৃন্দ স্থির করিয়া রবিগ্রহের স্ফুটে মধ্য, কুজ, গুরু ও শনির শীঘ্র এবং বুধ, শুক্রের মধ্য স্থির করিয়া তবে স্ফুটগণনা করিতে হয়। প্রথমে গ্রহের মধ্য স্থাপন করিয়া তাহাকে আপনাপন শীঘ্র দ্বারা হীন করিলে যে রাশ্যাদি বাকী থাকিবে, তাহা শীঘ্রকেন্দ্র নামে খ্যাত এবং গ্রহগণের মধ্য হইতে স্ব স্ব মন্দোচ্চ রাশ্যাদি বাদ দিলে যে রাশ্যাদি হইবে, তাহা মন্দকেন্দ্র নামে খ্যাত। এই শীঘ্রকেন্দ্র ও মন্দকেন্দ্র স্ফুটগণনায় আবশ্যক হয়। এই নিয়মানুসারে গ্রহস্ফুটগণনা করিতে হয়। (সিদ্ধান্তরহস্য)

সূর্য্যসিদ্ধান্ত বা সিদ্ধান্তরহস্য মতে উক্ত প্রকারে স্ফুটগণনা করা হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন আরও স্ফুটগণনার অনেক গ্রন্থ আছে, বাহুল্যভয়ে তাহাদের মত উদ্ধৃত হইল না, এবং সে সকল সহজে বোধগম্যও নহে। স্ফুট জ্যোতিষের গণিতাংশ, এই গণিত দ্বারা ফলিত সূক্ষ্মরূপে মীমাংসিত হয়। গ্রহের স্ফুট না জানিতে পারিলে তাহার প্রকৃত অবস্থান ঠিক হয় না, সুতরাং সূক্ষ্মরূপে ফল স্থির হওয়া অসম্ভব।

জাতকের কোষ্ঠীগণনায় প্রথমে উক্ত নিয়মানুসারে গ্রহদিগের স্ফুট, ভাব, সন্ধি ও বল স্থির করিবে। গ্রহদিগের স্ফুটসাধন করিয়া লগ্নাদিরও স্ফুটসাধন করিতে হয়। অর্থাৎ এক জনের মকর লগ্ন, ইহা বলিলে ভালরূপে কিছু বুঝা গেল না, অতএব লগ্নস্ফুটসাধন দ্বারা স্থির করিতে হয় যে, মকরের কত অংশ, কত কলা, অত বিকলা তাহার লগ্নস্ফুট, এই লগ্নস্ফুট রাশ্যাদি ও গ্রহস্ফুট রাশ্যাদি এক হইলে সেই গ্রহ তত্তাবস্থ হইয়া তদ্দত্ত ফলের সূচক হইয়া থাকে। যেমন মকরের মঙ্গল বলিলে মকর লগ্ন, ঐ লগ্নস্ফুট ১০।২০ কলা, এবং মঙ্গলের স্ফুট ১০।২০ কলা, তাহা হইলে ঠিক মঙ্গল লগ্নস্থ হইয়া তদ্দত্ত ফলসূচক হইয়া থাকেন। কিন্তু স্ফুটের তারতম্য হইয়া থাকে।

এই রূপ লগ্নস্ফুটের ন্যায় ধন, সোদর, বন্ধু, পুত্র প্রভৃতি যে দ্বাদশ স্থান আছে, এই সকল স্থানেরই স্ফুট স্থির করিয়া ফলাফল নির্ণয় করিতে হয়। প্রথমে লগ্নস্ফুটগণনা করিয়া তৎপরে দশম লগ্নস্ফুটসাধন করিবে। জন্মলগ্ন হইতে যে রাশি দশম, তাহার উদয়াংশ প্রথমে নিরূপণ করিবে। ঐ রাশি আমাদের মস্তকোপরি আকাশমণ্ডলের তাৎকালিক মধ্যভাগে অবস্থান করে। উহার উদয়াংশ সূক্ষ্মরূপে নির্ণয় করা অত্যাবশ্যক, যে হেতু দশম লগ্ন যেরূপ হয়, মানবগণ তদনুরূপ শুভাশুভ সন্তানাদি লাভ করিয়া থাকে।

লগ্ন হইতে দশম লগ্ন ৯০ অংশ অন্তর। ইহা নিরূপণ করিতে হইলে অগ্রে স্ব স্ব দেশের নিরক্ষবৃত্তের দৈনিক উদয়াংশ খণ্ডানুসারে জন্মলগ্নের উদয়কালে নিরক্ষবৃত্তের কত অংশে উদয় হইয়াছিল, পরে উক্ত অংশ হইতে ৯০ বিয়োগ করিয়া যে অংশ অবশিষ্ট থাকিবে, লঙ্কার নিরক্ষবৃত্তের উদয়াংশ খণ্ডায় দেখিবে। তাহার সংলগ্ন কোন্ রাশির কত অংশ লিখিত আছে, সেই রাশ্যংশই দশম লগ্ন। ৯০ বিয়োগ কালে যদি অংশসংখ্যা ন্যূন হয়, তাহা হইলে ৩৬০ যোগ করিয়া বিয়োগকার্য্য সমাধা করিবে।

লগ্নরাশ্যাদিতে ৬ রাশি যোগ করিলে সপ্তম গৃহ, এবং দশম লগ্ন রাশ্যাদিতে ৬ রাশি যোগ করিলে চতুর্থ গৃহ হয়। চতুর্থ

গৃহের রাশ্যাদি হইতে লগ্নরাশ্যাদি বিয়োগ করিলে যে অঙ্ক অবশিষ্ট থাকে, তাহার তিন ভাগের এক ভাগ লগ্নরাশ্যাদিতে যোগ করিলে দ্বিতীয় গৃহ, এবং দ্বিতীয় গৃহের রাশ্যাদিতে ঐরূপ এক ভাগ যোগ করিলে তৃতীয় গৃহের উদিতাংশ হইবে।

দ্বিতীয় গৃহের রাশ্যাদিতে ৬ রাশি যোগ করিলে অষ্টম এবং তৃতীয় গৃহের রাশ্যাদিতে ৬ রাশি যোগ করিলে নবম গৃহ হইবে। সপ্তম গৃহের রাশ্যাদি হইতে চতুর্থ গৃহের রাশ্যাদি বিয়োগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার তিন ভাগের এক ভাগ, চতুর্থ গৃহের রাশ্যাদিতে যোগ করিলে পঞ্চম গৃহ এবং পঞ্চম গৃহের রাশ্যাদিতে উক্ত রূপ একভাগ যোগ করিলে ষষ্ঠ গৃহের উদিতাংশ হয়। পঞ্চম গৃহের রাশ্যাদিতে ছয় রাশি যোগ করিলে একাদশ গৃহ, এবং ষষ্ঠ গৃহের রাশ্যাদিতে ছয় রাশি যোগ করিলে দ্বাদশ গৃহ হইবে।

যোগকালে রাশিদিগের সমষ্টি দ্বাদশের অধিক হইলে উহা হইতে দ্বাদশ বাদ দিয়া অবশিষ্ট অঙ্ক গ্রহণ করিবে। সেই রূপ যদি লঘু রাশ্যাদি হইতে অধিক রাশ্যাদি বিয়োগ করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ লঘু রাশ্যাদিতে ১২ যোগ করিয়া বিয়োগ করিতে হইবে।

এই নিয়মানুসারে দ্বাদশ লগ্নের অর্থাৎ লগ্ন, ধনলগ্ন, সোদর-লগ্ন ইত্যাদি দ্বাদশ রাশিতে দ্বাদশ ঘরের স্ফুট জানা যাইবে। এই সকল ভাবস্ফুট দ্বারা উত্তম রূপে নির্ণীত হয়।

গ্রহস্ফুটগণনা করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত রূপে গণনা না করিয়াও সহজে গ্রহস্ফুটগণনা করা যাইতে পারে। অধুনা বঙ্গীয় পঞ্জিকায় প্রতিদিন পঞ্জিকার বাম ভাগে গ্রহ-স্ফুটগণনা প্রদত্ত হইয়া থাকে। ঐ স্ফুটদৃষ্টে অনায়াসে স্ফুটগণনা করিতে পারা যায়। ইহাতে দিনবৃন্দ, অব্দ-পিণ্ড, শীঘ্র, মধ্য, কেন্দ্র প্রভৃতি আনয়নের কিছুরই আব-শ্যক হয় না। পঞ্জিকায় প্রাতঃকালের স্ফুট প্রদত্ত হইয়া থাকে। বালক যে সময় জন্ম গ্রহণ করে, সেই সময় স্থির করিয়া প্রাতঃকালের স্ফুট যদি এত অংশ ও রাশ্যাদি হয়, তাহা হইলে উক্ত সময়ের স্ফুট কত, তাহা ত্রৈরাশিক দ্বারা অনায়াসে স্থির করিতে পারা যায়।

জ্যোতিষের ফলিতাংশ স্ফুটগণনার উপর নির্ভর করে। অতএব সূক্ষ্মরূপে যাহাতে গ্রহস্ফুটগণনা করা হয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

স্ফুটতা (স্ত্রী) স্ফুটস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। স্ফুটত্ব, স্ফুটের ভাব বা ধর্ম্ম।

স্ফুটন (ক্লী) স্ফুট-ল্যুট্। স্ফুটাদিত্বাৎ ন গুণঃ। ১ বিদরণ। ২ বিকসন।

স্ফুটফল (পুং) তুম্বুরু, তাম্বুল। (বৈদ্যকনি°)

স্ফুটবন্ধনী (স্ত্রী) স্ফুটং বন্ধনং যস্যাঃ ঙীষ্। পারাবতপদী, স্ফুটবল্কলী। (রত্নমালা)

স্ফুটরঙ্গিণী (স্ত্রী) ওষধিলতাভেদ।

স্ফুটবল্কলী (স্ত্রী) স্ফুটবন্ধনী।

স্ফুটা (স্ত্রী) স্ফুটতি বিকাসতে ইতি স্ফুট-ক, টাপ্। ১ ফটা, ফণা। (অমরটীকায় রামাশ্রম)

স্ফুটার্থ (ত্রি) স্ফুটোঽর্থো যস্য। প্রকাশিত, যাহার অর্থ পরিস্ফুট হইয়াছে।

স্ফুটি (স্ত্রী) স্ফুটতীতি স্ফুট-ইন্। ১ পাদস্ফোটরোগ। (হারাবলী) ২ স্ফুটিত কর্কটিকা, নির্ভিন্ন কর্কটীফল, চলিত ফুটী, যে কাকুড় ফুটিয়া গিয়াছে।

স্ফুটিকা (স্ত্রী) ফুটী।

স্ফুটিত (ত্রি) স্ফুট-ক্ত। ১ বিকসিত। (হেম) ২ ভিন্ন।

"অসদৃশজনসংপ্রয়োগগভীরো
হৃদয়মিব স্ফুটিতং মহাগৃহস্য।" (মৃচ্ছকটিক)

৩ পরিহসিত। ৪ ব্যক্তীকৃত।

স্ফুটী (স্ত্রী) স্ফুটি কৃদিকারাদিতি ঙীষ্। ১ পাদস্ফোটরোগ। ২ কর্কটীফল, ফুটী।

স্ফুট্ট, অনাদর। চুরাদি পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্ফুট্টয়তি। লিট্ স্ফুট্টয়াঞ্চকার। লুঙ্ অপুস্ফুট্টৎ।

স্ফুড়, নর্ম্ম, পরিহাস। চুরাদি পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্ফুণ্ডয়তি লিট্ স্ফুণ্ডয়াঞ্চকার। লুঙ্ অপুস্ফুণ্ডৎ। স্ফুড—বিকাশ, ফুল্ল। ভ্বাদি আত্মনে° অক° সেট্। লট্ স্ফুণ্ডতে। লিট্ পুস্ফুণ্ডে। লুঙ্ অস্ফুণ্ডিষ্ট। স্ফুড়—বৃতি, আবরণ। তুদাদি পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্ফুড়তি। লিট্ পুস্ফোড়। লুঙ্ অস্ফুড়ীৎ।

স্ফুৎকর (পুং) করোতীতি কৃ-অচ্, স্ফুদিত্যব্যক্তশব্দস্য করঃ। ১ অগ্নি। (শব্দচ°)

স্ফুৎকার (পুং) স্ফুদিতি ক্রিয়তে স্ফুৎ-কৃ-ঘঞ্। ফুৎকার।

স্ফুর, স্ফূর্ত্তি, স্ফুরণ। সঞ্চলন। তুদাদি পরস্মৈ° পক্ষে চুরাদি পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ স্ফুরতি। লিট্ পুস্ফোর, পুস্ফুরতুঃ। লট্ স্ফুরিতা। লঙ্ অস্ফুরীৎ। চুরাদি পক্ষে ণিচ্ স্ফোরয়তি, স্ফুরয়তি লঙ্ অপুস্ফুরৎ। সন্ পুস্ফুরিষতি। যঙ্ পোস্ফূর্য্যতে। যঙ্-লুক্ পুস্ফোর্ত্তি। নি, নির, বি—স্ফুর স্ফুরণ, কম্পন।

স্ফুর (পুং) স্ফুরতীতি স্ফুর-ঘঞ্। ১ ফলক। (হেম) ২ স্ফুরণ।

স্ফুরণ (পুং) স্ফুরতীতি স্ফুর-ল্যুট্। কিঞ্চিচ্চলন। পর্য্যায়—স্ফুরণ, স্ফুলন, স্ফোরণ, স্ফুর, স্ফুরণা, স্ফারণ, স্ফূর্ত্তি। (শব্দরত্না°)

"ক্রমোঽধুনাঙ্গস্ফুরিতস্য সম্যক্ প্রত্যেকমব্যক্তফলপ্রভাবং।
সর্ব্বত্র যত্রাবগতে স্বদেহাহৃৎপঙ্কতে কর্ম্মবিপাকসংবিৎ॥

মূর্দ্ধি স্ফুরত্যাশু পৃথিব্যবাপ্তিস্থানপ্রবৃদ্ধিশ্চললাটদেশে।
ভ্রূঘ্রাণমধ্যে প্রিয়সঙ্গমঃ স্যাৎ নাসাক্ষিমধ্যে চ সহায়লাভঃ॥"
(বসন্তরাজশাকুন অঙ্গস্ফুরণপ্র°)

বসন্তরাজশাকুনে অঙ্গস্ফুরণের শুভাশুভ ফলের বিষয় বিশেষ রূপে লিখিত আছে, অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহা আলোচিত হইল। মস্তক স্ফুরণ হইলে আশু রাজ্য লাভ, ললাটদেশে স্থানবৃদ্ধি ও ঘ্রাণের মধ্যে প্রিয়সঙ্গম, নাসা ও চক্ষুর মধ্যে সহায় লাভ, চক্ষুর অন্ত ও মধ্যদেশে অর্থলাভ ও উৎকণ্ঠা, আদিদেশে জয় এবং মধ্যদেশে যুদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব চক্ষুর এইরূপ বিভিন্ন স্থান স্ফুরণে বিভিন্ন রূপ ফল হইয়া থাকে। কর্ণস্ফুরণে প্রিয় বাক্যশ্রবণ, গণ্ডদেশে স্ত্রীলাভ, ঘ্রাণদেশে সুখ, অধর এবং ওষ্ঠদেশে সুমিষ্ট ভোজন, প্রিয়সঙ্গম, স্কন্ধ ও গলদেশে ভোগ ও বৃদ্ধি লাভ, বাহুস্ফুরণে প্রিয়সঙ্গম, করতলস্ফুরণে ধন-লাভ, পৃষ্ঠদেশে পরাজয় এবং বক্ষঃস্থলে জয়লাভ, পার্শ্বদেশে বিষয়লাভ, কটিদেশে বলহ্রাস, নাভিদেশে নিজদেশলাভ, ভ্রূদেশে ধন ও বন্ধু লাভ, হৃদয়ে দুঃখ ও ধননাশ, স্ফিক্ (পাছা) ও পায়ুদেশে বাহন লাভ, লিঙ্গদেশে শ্রেষ্ঠ স্ত্রীলাভ, মুষ্কদেশে পুত্র জন্ম, বস্তিদেশে স্ত্রীসঙ্গ, জানুদেশে অচিরে কার্য্যসিদ্ধি, জঙ্ঘা-দেশে নিজ দেশনাশ, চরণে স্থানলাভ এবং পদতলে গমন। যাত্রাদিকালে যদি এই সকল অঙ্গস্ফুরণ হয়, তাহা হইলে তাহার ফলাফল স্থির করিয়া যাত্রাদি করা বিধেয়। নচেৎ বিপদ্ ঘটিয়া থাকে। পুরুষদিগের দক্ষিণাঙ্গ এবং স্ত্রীদিগের বামাঙ্গ স্ফুরণে উক্ত প্রকার ফলাফল স্থির করিতে হইবে।

"যাত্রা সলাভাঙ্ঘ্রিতলপ্রকম্পে পুংসাং সদা দক্ষিণদেহভাগে।
স্ত্রীণাঞ্চ বামাবয়বে প্রজাতঃ স্পন্দঃ ফলানি প্রদিশত্যবশ্যং॥"
[স্পন্দ শব্দ দেখ]

স্ফুরণা (স্ত্রী) স্ফুর-ণিচ্-যুচ্-টাপ্। স্ফুরণ। (অমরটীকা)

স্ফুরন্ [ৎ] (ত্রি) স্ফুর-শতৃ। কম্পনযুক্ত, ২ স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট।
"গঙ্গোত্তুঙ্গতরঙ্গসঙ্গতজটাজূটাগ্রজাগ্রৎফণি-
স্ফূর্জৎস্ফুৎকৃতিভীতিসম্ভৃতচমৎকারস্ফুরৎসম্ভ্রমা।
আনন্দামৃতবাপিকাং বিদধতী চিত্তং গিরীশপ্রভো-
স্তাং পায়াম্নবসঙ্গমে ভগবতী লজ্জাবতী পার্ব্বতী॥" (কাব্যচ°)

স্ফুরিত (ক্লী) স্ফুর ভাবে ক্ত। ১ স্ফুরণ। (ত্রি) ২ স্ফুরণবিশিষ্ট।

স্ফুর্চ্ছ, বিস্মৃতি। ভ্বাদি পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্ফূর্চ্ছতি। লোট্ স্ফূর্চ্ছতু। লিট্ পুস্ফূর্চ্ছ। লুট্ স্ফূর্চ্ছিতা। লুঙ্ অস্ফূর্চ্ছীৎ।

স্ফু (স্ফূ) র্জ, বজ্রনির্ঘোষ, বজ্রের শব্দ। ভ্বাদি পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ স্ফূর্জতি। লিট্ পুস্ফূর্জ। লুট্ স্ফূর্জিতা। লুঙ্ অস্ফূর্জীৎ। সন্ পুস্ফূর্জিষতি। যঙ্ পোস্ফূর্জ্যতে। যঙ্-লুক্ পোস্ফূর্ত্তি। ক্ত স্ফূর্ণ, স্ফূর্জিত।

স্ফুল ১ স্ফূর্ত্তি। ২ চল। ৩ চয়। তুদাদি কুটাদি পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ স্ফুলতি। লিট্ পুস্ফোল। লুট্ স্ফুলিতা। লুঙ্ অস্ফুলীৎ। সন্ পুস্ফুলিষতি। যঙ্ পোস্ফুল্যতে। ণিচ্ স্ফোলয়তি। লঙ্ অপুস্ফুলৎ।

স্ফুল (ক্লী) স্ফুলতীতি স্ফুল-ক। বস্ত্রবেশ্ম, তাঁবু।

স্ফুলন (ক্লী) স্ফুল-ল্যুট্। স্ফুরণ। (অমরটীকা নীলকণ্ঠ)

স্ফুলমঞ্জরী (স্ত্রী) হড়হড়িয়াগাছ। (Achyránthes aspera)

স্ফুলিঙ্গ (ত্রি) স্ফুল-ইঙ্গচ্। যদ্বা স্ফুৎকারেণ লিঙ্গতীতি লিঙ্গ-অচ্। অগ্নিকরণ, চলিত ফিন্‌কী, ক্ষুদ্র অগ্নির কণাকে স্ফুলিঙ্গ কহে।
"বলাহকাদুচ্চরতঃ সুভীতান্
বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গানিব ঘোররূপান্।" (ভারত ৫।৪৮।৫৪)

স্ফুলিঙ্গক (পুং) স্ফুলিঙ্গ স্বার্থে কন্। স্ফুলিঙ্গশব্দার্থ।

স্ফুলিঙ্গিনী (স্ত্রী) স্ফুলিঙ্গোঽস্ত্যা অস্তীতি ইনি ঙীপ্। অগ্নির সপ্ত জিহ্বার অন্তর্গত জিহ্বাবিশেষ। (জটাধর)
"কালী করালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরূপী চ দেবী
লোলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ।" (মুণ্ডকোপনি° ১।২।৪)

স্ফূর্জক (পুং) স্ফূর্জতি অগ্নৌ ক্ষিপ্তঃ সন্নিতি স্ফূর্জ-ণ্বুল্। ১ তিন্দুক-বৃক্ষ, চলিত কুচিলা গাছ। ২ চকুচাকার পত্রকাণ্ড শ্যোণাকবৃক্ষ।

স্ফূর্জথু (পুং) স্ফূর্জতীতি স্ফূর্জ নির্ঘোষে অথুচ্। বজ্র-নিষ্পেষ, স্ফূর্জতু, বিস্ফূর্জতু, বজ্রনিষ্পেষ, (অমর ও তট্টীকা) বজ্রের ধ্বনি।

স্ফূর্জন (পুং) স্ফূর্জক, তিন্দুকবৃক্ষ। (রাজনি°)

স্ফূর্ত্তি (স্ত্রী) স্ফূর-ক্তিন্। স্ফুরণ।
"সসঙ্গত্ববিকারাভ্যাং বিম্বলক্ষণহীনতা।
স্ফূর্ত্তিরূপত্বমেতস্য বিম্ববৎ ভাসনং বিদুঃ॥" (পঞ্চদশী ৮।৩২)

স্ফূর্ত্তিমৎ (ত্রি) স্ফূর্ত্তিরস্যাস্তীতি স্ফূর্ত্তি-মতুপ্। ১ পাশুপত।
"পাঞ্চার্থিকঃ পাশুপতশ্চিদ্রূপঃ স্ফূর্ত্তিমান্ মতঃ।"
(ত্রি) ২ স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট।

স্ফেয়স্ (ত্রি) ইদমনয়োরতিশয়েন স্ফিরঃ স্ফির-ঈয়সুন্। (প্রিয়-স্থিরস্ফিরেতি) ইতি স্ফাদেশঃ। অতিশয়।

স্ফোট (পুং) স্ফুটতীতি স্ফুট-অচ্। ১ স্ফোটক। (রাজনি°) স্ফুট ভাবে ঘঞ্। ২ বিদারণ। স্ফুটাতে ব্যজ্যতে বর্ণৈরিতি স্ফুটত্যর্থোঽস্মাদিতি বা স্ফুট বিকসনে ঘঞ্। ৩ শব্দব্যাপার-বিশেষ। ইহার লক্ষণ "বর্ণানাং বাচকত্বানুপপত্তৌ যদ্বলাদর্থ প্রতীতিঃ স স্ফোটঃ, ইতি বর্ণাতিরিক্তো বর্ণাভিব্যঙ্গ্যো অর্থ-প্রত্যায়কো নিত্যঃ শব্দঃ স্ফোটঃ" (সর্ব্বদর্শনস°) বর্ণসমূহের বাচকত্বের অনুপপত্তিতে যে-বর্ণানুসারে অর্থপ্রতীতি হয়, তাহাকে

স্ফোট কহে। বর্ণের অতিরিক্ত এবং বর্ণের দ্বারা অভিব্যঙ্গ্য অর্থপ্রত্যায়ক যে নিত্য শব্দ তাহারই নাম স্ফোট। সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে মাধবাচার্য্য ইহার বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, আমরাও সংক্ষেপে এ বিষয়ের আলোচনা করিতেছি।

এই দর্শনমতে শব্দ দুই প্রকার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, নিত্য ও অনিত্য। তন্মধ্যে এক মাত্র নিত্য শব্দই স্ফোট। তদ্ভিন্ন বর্ণাত্মক শব্দসমূহ অনিত্য। এই স্ফোট দ্বারাই বর্ণাত্মক শব্দসমূহের অর্থপ্রতীতি হইয়া থাকে। এই বিষয়ে অনেক যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রধান যুক্তি এই যে, স্ফোট স্বীকার না করিলে কেবল শব্দাত্মক বর্ণ দ্বারা অর্থবোধ হইত না। অগ্নি এই "বর্ণ" উচ্চারণ করিলে যে অগ্নির বোধক হয়, তাহার কারণ এই যে, অকার, গকার, নকার ও ইকার এই চারিটি বর্ণ এরূপ স্ফোটাত্মক নিত্য, যাহাতে অগ্নির বোধ হইয়া থাকে, এই চারিটী বর্ণের কোন একটী বর্ণের দ্বারা অগ্নির বোধ হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে ইহার কোন একটি বর্ণ উচ্চারণ করিলে অগ্নির বোধ হইতে পারিত, কিন্তু তাহা হয় না, যদি বলি এই চারিটী বর্ণ মিলিত হইয়া অগ্নির বোধ হইতেছে, এ কথা বলাও বালকতা প্রকাশমাত্র, কারণ বর্ণসকল আশু বিনাশী। পর পর বর্ণের উৎপত্তিকালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণ-সকল বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং অর্থবোধের কথা দূরে থাকুক, তাহাদিগের একত্রাবস্থানই সম্ভবে না। অতএব বলিতে হইবে যে ঐ চারিটী বর্ণ দ্বারা প্রথমতঃ স্ফোটের অভিব্যক্তি অর্থাৎ স্ফোটতা জন্মে। পরে এই স্ফোট দ্বারাই অগ্নির বোধ হইয়া থাকে। এস্থলে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া বলেন যে, প্রত্যেক বর্ণ দ্বারা স্ফোটের অভিব্যক্তি স্বীকার করিলে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক বর্ণ দ্বারা অর্থবোধের দোষ ঘটে, এবং সমুদয় বর্ণদ্বারা অভিব্যক্তি স্বীকার করিলেও সেই দোষ ঘটে। যখন উভয় পক্ষেই এই দোষ জন্মিয়া থাকে, তখন স্ফোট স্বীকারের আবশ্যক কি? ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, যেমন একবার পাঠ দ্বারা পাঠ্য গ্রন্থের তাৎপর্য্য সমুদয় অবধারিত হয় না, কিন্তু বারংবার আলোচনা দ্বারা উহা দৃঢ়রূপে অবধারিত হয়। সেইরূপ প্রথম বর্ণ অকারের দ্বারা স্ফোটের কিঞ্চিন্মাত্র স্ফুটতা জন্মিলেও সম্পূর্ণ স্ফুটতা জন্মে না। পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয়াদি বর্ণ দ্বারা ক্রমশঃ স্ফুটতর ও স্ফুটতম হইয়া স্ফোট বহ্নির বোধক হয়। নতুবা কিঞ্চিন্মাত্র স্ফুট হইলেই যে স্ফোট অর্থবোধক হয়, এমত নহে। যেমন নীল, পীত ও রক্তাদি বর্ণের সান্নিধ্যবশতঃ এক মণিই কখন নীল, কখন পীত, কখন বা রক্ত রূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ স্ফোট এক মাত্র হইলেও ঘট ও পটাদি ভিন্ন ভিন্ন রূপে অর্থের বোধক হয়। এক মাত্র স্ফোট থাকাতেই শব্দের অর্থ সকল প্রতীতি হইয়া থাকে। এই মতে স্ফোটই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। শব্দশাস্ত্র আলোচনা করিলে অবিদ্যা নিবৃত্তি হয়, তৎপরে মুক্তি হইয়া থাকে। (সর্ব্বদর্শনস°)

"অক্ষরাণামকারস্তং স্ফোটস্ত্বং বর্ণসংশ্রয়ঃ।" (হরিবংশ ১৬।৫২)

স্ফোটক (পুং) স্ফুটতীতি স্ফুট-ণ্বুল্। ১ রোগবিশেষ, চলিত ফোড়া। পর্য্যায়—পিড়ক, গণ্ড, স্ফোট, বিস্ফোট। (রাজনি°) বিস্‌ফোড়া। [বিস্ফোটক শব্দ দেখ]। স্ফোটক শব্দে চলিত ফোড়া, বৈদ্যকশাস্ত্রে ইহার বিষয় বিশেষ রূপে আলোচিত হই-য়াছে। রসরক্তাদি কুপিত হইয়া ফোড়া জন্মাইয়া থাকে। ত্বক, মাংস, শিরা, স্নায়ু, অস্থি, সন্ধি, কোষ্ঠ এবং মর্ম্ম এই ৮টী স্ফোট-কের স্থান, অর্থাৎ এই ৮টী স্থানে ফোড়া হইয়া থাকে। এই সকল ফোড়ার মধ্যে যে সকল ফোড়া ত্বক্ ভেদ করিয়া হয়, তাহাকে সুখসাধ্য, ইহা ভিন্ন যে কোন স্থানে স্ফোটক হইলে তাহা কষ্টসাধ্য ও দুশ্চিকিৎস্য হয়।

ফোড়া হইলে কোন অহিতাচরণ করিবে না। অহিতা-চরণ না করিয়া সুচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করিলে সকল প্রকার ফোড়াই শীঘ্র প্রশমিত হয়। অহিতাচরণ করিলে বা চিকিৎসা না করিলে দোষ বৃদ্ধি হইয়া উহা কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে।

যে সকল স্ফোটকের মুখ অতিশয় ছোট বা অতিশয় বিবৃত, যাহা অতিশয় কঠিন বা অতিশয় মৃদু, অতিশয় উচ্চ বা অতিশয় নিম্ন, অতিশয় শীতল বা অতিশয় উষ্ণ, এবং কৃষ্ণ, রক্ত, পীত, প্রভৃতি বর্ণ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার বর্ণবিশিষ্ট, যাহা দেখিতে ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধবিশিষ্ট, পূয়, মাংস, শিরা ও স্নায়ু প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ, ঊর্দ্ধে শেফ্‌বিশিষ্ট ও ফাঁপা, দুর্গন্ধবিশিষ্ট পূয় ও অপ্রিয় গন্ধযুক্ত, দাহ, পাক, কণ্ডূ, শোথ প্রভৃতি উপদ্রববিশিষ্ট, যাহা দুষ্ট রক্তস্রাবী এবং দীর্ঘকালস্থায়ী তাহাকে দূষিত স্ফোটক কহে। দোষের ন্যূনাধিক্য অনুসারে স্ফোট সকল ৬ ভাগে বিভক্ত। প্রতি দোষানুসারে চিকিৎসা করা বিধেয়।

ত্বকে যে সকল ফোড়া হয়, তাহা কোন কারণে ঘৃষ্ট, ছিন্ন, ভিন্ন বা বিদীর্ণ হইলে তাহা হইতে অল্প কাঁচা মাংসবিশিষ্ট ও ঈষৎ পীতবর্ণ জলের মত রস নিঃসৃত হয়। ফোড়া মাংসগত হইলে তাহা হইতে ঘৃতের ন্যায় ঘন, শ্বেত, পিচ্ছিল পদার্থের স্রাব হইয়া থাকে। শিরোগত হইলে অথবা তৎক্ষণাৎ শিরা ছিন্ন হইলে অতিশয় রক্ত নিঃসৃত হয়। এই ফোড়া পাকিলে জলনালী দ্বারা যেরূপ জল নির্গত হয়, তাহা হইতে সেইরূপ লালা বা শ্লেষ্মার সহিত কৃষ্ণবর্ণ পূয় বিচ্ছিন্ন সূত্রের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম রূপে নিঃসৃত হইয়া থাকে। ফোড়া স্নায়ুগত হইলে যে স্রাব হয়, তাহা স্নিগ্ধ, ঘন, রক্তমিশ্রিত এবং নাসিকা হইতে নিঃসৃত শ্লেষ্মা সদৃশ। অস্থিগত হইলে অস্থিস্থান অভিহত

স্ফুটিত, ভিন্ন, বিদীর্ণ ও নিঃসার হইয়া পড়ে এবং তাহা হইতে ঝিনুকধোয়া জলের মত এক প্রকার জল নিঃস্থত হইতে থাকে। সেই স্রাব স্নিগ্ধ এবং মজ্জা ও রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া নিঃসৃত হয়। সন্ধিস্থানে ফোড়া হইলে তাহা ভালরূপে উত্থিত হয় না, তাহা টিপিলে তাহা হইতে কোন স্রাবই নির্গত হয় না এবং আকুঞ্চন, প্রসারণ, বেগে গমন, প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা তাহার স্রাব বৃদ্ধি হয়। কোষ্ঠদেশে যে ব্রণ জন্মে, তাহা হইতে রক্ত, মূত্র, পুরীষ, পূয় ও জলবৎ রস নিঃসৃত হয়। মর্ম্ম-স্থান হইতে ত্বক্ প্রভৃতি দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত থাকে।

বায়ু জন্য ফোড়ায় ত্বক্, মাংস, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি, অস্থি ও কোষ্ঠ এই সপ্ত স্থান হইতে যথাক্রমে কঠিন, ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, হিম-সদৃশ এবং দধিমস্ত ক্ষারজল মাংসধৌত অথবা তুষধৌত জলের ন্যায় স্রাব হইয়া থাকে।

পিত্তজন্য ফোড়ায় পূর্ব্বোক্ত সপ্ত ধাতু হইতে যথাক্রমে গোমেদ, গোমূত্র, ভস্ম, শঙ্খ, কষায়, মধু এবং তৈলের ন্যায় স্রাব নির্গত হয়। কফজন্য হইলে উক্ত সপ্ত স্থান হইতে যথাক্রমে নবনীত, হিরাকস, মজ্জা, তণ্ডুলপিষ্ট, তিল বা নারিকেলজল, বরাহ ও রক্ত সদৃশ স্রাব হয়। রক্তজন্য ফোড়া হইলে তাহাতে পিত্তজ সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং তাহা হইতে আমিষের ন্যায় গন্ধ নির্গত হইয়া থাকে।

বাতজন্য ফোড়ায় পীড়ন, ভেদন, তাড়ন, ছেদন, রোধন, বিলোড়ন, বিক্ষেপণ, চুমচুম্ করণ, অতিশয় দাহ, ভাঞ্জন, স্ফোটন, বিদারণ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। যে ফোড়ায় শরীরের এবং স্ফোটকের জ্বালা, পাকিবার সময় শরীরে অগ্নি নিঃক্ষেপ করিতেছে এরূপ যাতনা ও উষ্ণতা বৃদ্ধি হয় এবং ফোড়া গলিয়া গেলেও তাহাতে ক্ষারদগ্ধের ন্যায় জ্বালা ও অন্যান্য প্রকার বেদনা জন্মে তাহাকে পিত্তজ ফোড়া কহে। রক্তজন্য ফোড়ায় পিত্তজ লক্ষণসকল প্রকাশ পায়। যে ফোড়ায় কণ্ডু, গুরুত্ব, অল্প বেদনা ও শীতলতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাকে শ্লেষ্মজ কহে। যে ফোড়ায় পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাকে সান্নিপাতিক কহে।

বায়ুজন্য ফোড়ার বর্ণ ভস্ম, কপোত বা অস্থির ন্যায়, অথবা তাহা পুরুষ, অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ হয়। পিত্তজ ফোড়া নীল, পীত, হরিত, শ্যাম, কৃষ্ণ, রক্ত, কপিল অথবা পিঙ্গল বর্ণ হইয়া থাকে, রক্তজ হইলেও এই রূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়, শ্লেষ্মজ হইলে শ্বেত, স্নিগ্ধ, অথবা পাণ্ডুবর্ণ হয় এবং সান্নিপাতিক হইলে সকল বর্ণের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

রোগী যুবা, দৃঢ়শরীর, ক্লেশসহিষ্ণু অথবা বলবান্ হইলে তাহার ফোড়া সহজে আরোগ্য হয়। যৌবনাবস্থায় সকল ধাতুই বৃদ্ধি পায়, এই জন্য ফোড়া শীঘ্রই পুরিয়া উঠে। বৃদ্ধ, কৃশ, অল্প-প্রাণ এবং ভীরু ব্যক্তিতে এই সকলের বিপরীত গুণ লক্ষিত হইয়া থাকে। গুহ্যদেশ, ললাট, গণ্ড, ওষ্ঠ, পৃষ্ঠ, কর্ণফলক, কোষ, উদরস্কন্ধ, সন্ধি এবং মুখের অভ্যন্তরে যে সকল ফোড়া হয়, তাহা সহজসাধ্য। চক্ষু, দন্ত, নাসিকা, অপাঙ্গ, কর্ণ, নাভি, জঠর, সেবনী, নিতম্ব, পার্শ্ব, কুক্ষি, বক্ষ, স্তন অথবা সন্ধিস্থানে যে সকল ফোড়া হয় এবং যে ফোড়ার মধ্যে ফেনযুক্ত পূয় ও শোণিত এবং বায়ুপ্রবাহিনী নালী হয়, অথবা যাহাতে কোন প্রকার শল্য বিদ্ধ বা বদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা অতিকষ্টে প্রশমিত হয়। এইরূপ ফোড়া উত্তম রূপে চিকিৎসা করিলে অতিকষ্টে আরোগ্য হয়।

যে ফোড়া মাংসপিণ্ডের ন্যায় সর্ব্বদা স্রাবযুক্ত, যাহার অভ্যন্তরে পূয় ও বাহিরে বেদনা এবং যাহার ক্ষতস্থানের সকল পার্শ্ব অশ্বের গুহ্যদেশের ন্যায় উচ্চ, যে ফোড়া কঠিন গো-শৃঙ্গের ন্যায় উচ্চ, এবং কোমল মাংসাঙ্কুরবিশিষ্ট, যে ফোড়া হইতে দূষিত রুধির বা অল্প পিচ্ছিল পদার্থ নিঃসৃত হয়, এবং যাহার মধ্য ভাগ উন্নত এবং যে ফোড়ার ছিদ্র বা মুখ পর্য্যন্ত থাকে না, তাহা অসাধ্য। শরীরের যে সকল স্থানে মর্ম্ম, শিরাসন্ধি অথবা অস্থি না থাকে, সেই সকল স্থানে ফোড়া জন্মিয়া বিকৃত হইলে তাহাও অসাধ্য হয়। উক্ত স্ফোটক ক্রমে ক্রমে বিকৃত হইয়া সমুদায় ধাতুর মধ্যে প্রবেশ করে। বর্দ্ধিত বৃক্ষকে যেরূপ উন্মূলিত করা যায় না, সেইরূপ এই ফোড়াও বিনাশ করা অসম্ভব।

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকলের বিপরীত লক্ষণবিশিষ্ট স্ফোটক সহজে প্রশমিত হয়। এই লক্ষণযুক্ত স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া সহজে পাকিয়া তৎপরে শুকাইয়া যায়। নির্দ্দোষ ফোড়ায় বিশেষ কোন যন্ত্রণা থাকে না। ফোড়া পুরিয়া উঠিলেও দোষের প্রকোপ, ব্যায়াম, শারীরিক আঘাত, অজীর্ণ, হর্ষ, ক্রোধ প্রভৃতি কারণে পুনর্ব্বার তাহা বিদীর্ণ হয়। সুতরাং ফোড়া হইলে বিশেষ সাবধানে থাকিবে এবং সুবৈদ্য দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

প্রথমে স্নেহস্বেদ প্রভৃতি দ্বারা ফোড়ার চিকিৎসা করিবে, তাহাতে যদি উপশম না হয়, তাহা হইলে শস্ত্রক্রিয়া করিবে। তৎপরে ক্ষতস্থানে মালিশ প্রভৃতি প্রয়োগ করিলে উহা ক্রমে শুকাইয়া যায়। (সুশ্রুতশারীরস্থা°) সাধারণতঃ ফোড়ায় অস্ত্র-প্রয়োগ করিলে শীঘ্র আরোগ্য হইতে দেখা যায়। ফোড়া না পাকিলে অস্ত্রপ্রয়োগ করা বিধেয় নহে। প্রথমে ফোড়া হইলে যাহাতে ঐ ফোড়া শীঘ্র পাকে, সেইরূপ প্রলেপাদি দ্বারা তাহা পাকাইয়া তাহাতে পরে অস্ত্রপ্রয়োগ করিবে। অস্ত্রপ্রয়োগে দূষিত পূয়রক্তাদি নির্গত হইয়া তখন দোষের উপশম হয়, দোষ বিনষ্ট হইলেই উহা আশু আরোগ্য হয়। [ব্রণ ও নাড়ীব্রণ দেখ]

স্ফোটকর (পুং) ভল্লাতকবৃক্ষ। (রাজনি°)

স্ফোটন (ক্লী) স্ফুট-ল্যুট্। ১ বিদারণ। ২ প্রকাশন। ৩ শব্দ।

"ভ্রূবিভঙ্গোষ্ঠনির্দ্দংশবাহুস্ফোটনতর্জনাঃ।"

স্ফোটয়তীতি স্ফুট-ণিচ্-ল্যু। (ত্রি) ৪ ভেদক।

"শতপর্ব্বমহারৌদ্রং স্ফোটনং সর্ব্বতোমুখং।

প্রগৃহ্য রুচিরং বজ্রং দীপ্তং রৌদ্রাট্টহাসিনং॥"

(ক্লী) ৫ স্ফোটনবৎ বায়ুজন্য ব্রণবেদনা। (সুশ্রুত)

স্ফোটনী (স্ত্রী) মণি-শঙ্খবেধোপকরণ। চলিত ভোঙরী।

"লাস্ফোটন্যাং বেধনী চ স্ফোটনী বৃবদংশিকা।"

স্ফোটলতা (স্ত্রী) কর্ণস্ফোটালতা, চলিত কাণছিঁড়া। (রাজনি°)

স্ফোটবীজক (পুং) স্ফোটকারকং বীজং যস্য, ততঃ কন্। ভল্লাতকবৃক্ষ, চলিত ভেলাগাছ। (রাজনি°)

স্ফোটহেতুক (পুং) ভল্লাতকবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

স্ফোটা (স্ত্রী) সর্পফণা।

স্ফোটায়ন (পুং) স্ফোট এব অয়নং পরায়ণং যস্য। মুনিবিশেষ। পর্য্যায়—কক্ষীবান্। (হেম)

স্ফোটিকা (স্ত্রী) স্ফুটতীতি স্ফুট-ণ্বুল্ টাপি অত ইত্বং। ১ হা-পুত্রিকানামক পক্ষী। (ত্রিকা°) ২ স্ফোটক, ফোড়া।

স্ফোটিনী (স্ত্রী) কর্কটিকা লতা। (বৈদ্যকনি°)

স্ফোতা (স্ত্রী) শ্বেতোৎপলা শারিবা, চলিত অনন্তমূল।

স্ফোরণ (ক্লী) ১ স্ফার, প্রচুর। ২ বিকট। ৩ বিপুল।

স্ফোলন (ক্লী) স্ফাল, স্ফূর্ত্তি।

স্ফ্য, (ক্লী) খড়্গাকার কাষ্ঠ। "স্ফ্যশ্লিষ্টে জ্যাধিকরণঞ্চ, স্ফ্যস্য খড়্গাকারকাষ্ঠস্য" (তিথিতত্ত্ব)

স্ম, (অব্য°) শ্লোকপাদপূরণ। শ্লোকের পাদপূরণার্থে 'স্ম' এই অব্যয় শব্দের প্রয়োগ হয়। ব্যাকরণ-মতে 'স্ম' এই অব্যয় শব্দ অতীতকালবোধক হয়। বর্ত্তমানকালে লট্ বিভক্তি হয়, 'গচ্ছতি' এইরূপ প্রয়োগে গমন করিতেছে এই অর্থে বর্ত্তমানকাল বুঝায়। কিন্তু 'গচ্ছতি স্ম' এইরূপ 'স্ম' যোগে প্রয়োগ করিলে গমন করিয়াছিল, এই অতীতকালবোধক হইয়া থাকে।

"যস্ত্বেতদশুভং কর্ম্ম ন স্ম মে কথয়েঃ স্বয়ং।

ফলেন্মূর্দ্ধা স্ম তে রাজন্ সদ্যঃ শতসহস্রধা॥"

স্মৎ (অব্য°) অতিপ্রভূত, অনেক, বিপুল।

"স্মৎ সূরিভ্যো গৃণতে" (ঋক্ ২।৪।৯)

'স্মৎ অতিপ্রভূতং' (সায়ণ)

স্মৎপুরন্ধি (ত্রি) স্বর্গকুটুম্বী।

"স্মৎপুরন্ধি ন আগহি" (ঋক্ ৮।৩৪।৬)

'স্মৎপুরন্ধি স্বর্গকুটুম্বী' (সায়ণ)

স্মদভীশ্রু (ত্রি) শোভন রজ্জুযুক্ত।

"স্মদভীশ্রূ কশাবন্তা বিপ্রা" (ঋক্ ৮।২৫।২৪)

'স্মদভীশ্রূ শোভনরজ্জুযুক্তৌ' (সায়ণ)

স্মদিভ (পুং) ঋগ্বেদোক্ত ঋষিবিশেষ। (ঋক্ ১০।৪৯।৪)

স্মদিষ্ট (ত্রি) প্রশস্ত গতিবিশিষ্ট। "পরিস্পশো বরুণস্য স্মদিষ্টাঃ" (ঋক্ ৭।৮৭।৩) 'স্মদিষ্টাঃ স্মদিত্যেতৎ প্রশস্তার্থে সহার্থে চ বর্ত্তন্তে, প্রশস্তগতয়ঃ' (সায়ণ)

স্মদূধ্নী (স্ত্রী) সর্ব্বদা পয়ঃপ্রদাত্রী গাভী, যে গরু সকল সময় দুগ্ধ দেয়।

"স্মদূধ্নীঃ পীপয়ত দ্যুভক্তা" (ঋক্ ১।৭৩।৬)

'স্মদূধ্নীঃ স্মচ্ছব্দো নিত্যশব্দসমানার্থঃ, নিত্যমূধসাযুক্তাঃ, সর্ব্বদা পয়সাং প্রদাত্র্যঃ' (সায়ণ)

স্মদ্দিষ্টি (ত্রি) প্রশস্ত দর্শনযুক্ত, উত্তম দর্শনবিশিষ্ট। "স্মদ্দিষ্টীন্ দশ বসাকঃ" (ঋক্ ৬।৬৩।৯) 'স্মদ্দিষ্টীন্ প্রশস্তদর্শনান্' (সায়ণ)

স্ময় (পুং) স্ময়নমিতি স্মি-অচ্। ১ অদ্ভুত। ২ গর্ব্ব।

"ততো যথাবৎ বিহিতাধ্বরায়

তস্মৈ স্ময়াবেশবিবর্জ্জিতায়।" (রঘু ৫।১৯)

স্ময়ন (ক্লী) স্মি-ল্যুট্। গর্ব্ব।

স্মর (পুং) স্মরয়তি উৎকণ্ঠয়তীতি স্মৃ-ণিচ্-অচ্। ১ কামদেব।

"স্মরসি স্মর মেখলাগুণৈরুত গোত্রস্খলিতেষু বন্ধনং।

চ্যুতকেশরদূষিতেক্ষণান্যবতংসোৎপল তাড়নানি বা॥"(কুমার৪।৮)

স্মৃ-অপ্। স্মরণ।

স্মরকথা (স্ত্রী) স্মরস্য কথা। কামকথা, স্ত্রীলোক সম্বন্ধীয় রহস্যালাপ।

"হর্ম্ম্যপৃষ্ঠমুড়ুনাথরশ্ময়ঃ সোৎপলং মধু মদালসাপ্রিয়া।

বল্লকীস্মরকথারহঃস্রজো বর্গ এব মদনস্য বাগুরা॥"

হর্ম্ম্যপৃষ্ঠ, চন্দ্ররশ্মি, উৎপলসমন্বিত মধু, মদালসাপ্রিয়া, বীণাবাদন, কামকথা, গোপনস্থান এবং মাল্য এই সমস্ত বস্তু মদনের জালস্বরূপ।

স্মরকার (ত্রি) কামজনক।

স্মরকূপক (পুং) স্মরস্য কূপ ইব স্বার্থে কন্। ভগ, যোনি।

স্মরকূপিকা (স্ত্রী) স্মরস্য কূপিকা। যোনি।

স্মরগুরু (পুং) স্মরস্য গুরুঃ পিতাঃ কৃষ্ণাবতারে প্রদ্যুম্নজনকত্বাৎ তথাত্বং। ১ শ্রীকৃষ্ণ। মহাদেবের শাপে ভস্ম হইয়া কামদেব শ্রীকৃষ্ণ হইতে প্রদ্যুম্ন রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। ২ কাম-শিক্ষায় গুরু।

স্মরগৃহ (ক্লী) স্মরস্য গৃহং। যোনি। (জটাধর)

স্মরচক্র (পুং) স্মরস্য চক্রমিব আকৃতির্যস্য। রতিবন্ধবিশেষ। লক্ষণ—

"ধৃত্বা বামকরেণোরুং স্বপাদস্তোপরিস্থিতং।

দৃঢ়ঞ্চ রমতে কামী স্মরচক্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" (স্মরদীপিকা)

স্মরচন্দ্র (পুং) স্মরদীপিকাবর্ণিত কামকেলিভেদ।

স্মরচ্ছত্র (ক্লী) স্মরস্য ছত্রমিব। যোনি।

স্মরণ (ক্লী) স্মৃ-ল্যুট্। স্মৃতি। অনুভূত বিষয়জ্ঞান, পূর্ব্বে যে বিষয় অনুভূত হইয়াছিল, পরে সেই বিষয়জ্ঞান হইলে তাহাকে স্মরণ কহে। পর্য্যায়—আধ্যান, চর্চ্চা। (জটাধর) সংস্কারজন্য জ্ঞানবিশেষের নাম স্মৃতি বা স্মরণ। যে কোন কার্য্য করা যায়, তৎক্ষণাৎ তাহার সংস্কার হয়, এই সংস্কার চিত্তে আবদ্ধ থাকে, পরে এই সংস্কারজন্য যে জ্ঞান হয়, তাহারই নাম স্মরণ। ভাষা-পরিচ্ছেদে লিখিত আছে—

"বিভুর্ব্বুদ্ধ্যাদিগুণবান্ বুদ্ধিস্তু দ্বিবিধা মতা।
অনুভূতিঃ স্মৃতিশ্চ স্যাদনুভূতিশ্চতুর্ব্বিধা ॥" (ভাষাপরি°)

অনুভূতি বা অনুভব এবং স্মৃতি বা স্মরণরূপেও জ্ঞান দুই প্রকার, পূর্ব্ব সংস্কারজন্য জ্ঞানবিশেষের নাম স্মরণ। অননুভূত বিষয়ের স্মরণ হয় না। পূর্ব্বে যে বিষয়ের অনুভব ছিল, পরে তাহারই স্মরণ হয়। পাতঞ্জলদর্শনে লিখিত আছে যে, স্মৃতি বা স্মরণ একটী চিত্তবৃত্তি। অনুভূত-বস্তু-বিষয়িণী বৃত্তির নাম স্মৃতি। ইহার লক্ষণ—

"অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ" (পাতঞ্জলদ° ১।১১)

প্রমাণ, বিপর্য্যয় প্রভৃতি দ্বারা অধিগত পদার্থ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ বিষয় করে না, এরূপ চিত্তবৃত্তিকে স্মৃতি বা স্মরণ কহে। সংস্কারকে দ্বার করিয়া অনুভবই স্মরণের জনক হইয়া থাকে। ভাষ্যকার ইহার বিষয় বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

"কিং প্রত্যয়স্য চিত্তং স্মরতি, আহোস্বিৎ বিষয়স্যেতি, গ্রাহ্যোপরক্তঃ প্রত্যয়ো গ্রাহ্যগ্রহণোভয়াকারনির্ভাসঃ তথা জাতীয়কং সংস্কারমারভতে, স সংস্কারঃ স্বব্যঞ্জকাঞ্জনঃ তদাকারামেব গ্রাহ্যগ্রহণোভয়াত্মিকাং স্মৃতিং জনয়তি" ইত্যাদি। (ভাষ্য)

চিত্ত প্রত্যয়কে অথবা বিষয়কে স্মরণ করে? এই প্রশ্নের উত্তরে ভাষ্যকার মীমাংসা করিয়াছেন যে, চিত্ত উভয়কেই স্মরণ করে, কেন না অনুভব বিষয়ের (ঘটপটাদির) উপরক্ত অর্থাৎ বিষয়াধীন হইলেও বিষয় ও জ্ঞান উভয়াকারে ভাসমান হইয়া স্বানুরূপ (বিষয় ও জ্ঞানাকার) সংস্কার উৎপন্ন করে, সেই সংস্কারবিশেষ আপনার উদ্বোধকের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া সেই রূপেই বিষয় ও জ্ঞানাকারে স্মরণ জন্মায় অর্থাৎ তাহাতেই স্মরণ হয়। অনুভব ও স্মৃতি উভয়েই বিষয় ও জ্ঞানের অবভাস হয়। বিশেষ এই বুদ্ধিগ্রহণাকার-প্রধান, অর্থাৎ ইহাতে অজ্ঞাতের জ্ঞান বলিয়া জ্ঞানাংশেরই প্রাধান্য থাকে। আর স্মরণে জ্ঞাতের জ্ঞান হয়, পূর্ব্বে যে বস্তু জানা গিয়াছিল, স্মরণে তাহারই জ্ঞান হয়। এই জন্য বিষয়াংশের প্রাধান্য থাকে।

এই স্মৃতি বা স্মরণ দুই প্রকার,—ভাবিত স্মর্ত্তব্য ও অভাবিত স্মর্ত্তব্য। ভাবিত স্মর্ত্তব্য—যাহার স্মর্ত্তব্য স্মরণের বিষয় ভাবিত অর্থাৎ কল্পিত, অভাবিত স্মর্ত্তব্য—যাহার বিষয়টী পূর্ব্বের ন্যায় কল্পিত নহে। স্মৃতি মাত্রই প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতির অনুভব হইতে উৎপন্ন হয়। উক্ত সমস্ত বৃত্তিই সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক।

স্মরণ লক্ষণে যে অসম্প্রমোষ লিখিত হইয়াছে, অসম্প্রমোষ শব্দের অর্থ অনপহরণ, উহাকে ও প্রকারে রূপক করিয়া লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে, পিতৃধনে পুত্রের অধিকার আছে, পুত্র পিতৃধন গ্রহণ করিলে চুরি করিয়াছে বলিয়া যেমন বলা যায় না, স্মৃতির পিতা অনুভব, অধিক গ্রহণ না করিয়া অনুভাবের বিষয় সমস্ত বা তাহা হইতে কিছু অল্প বিষয় গ্রহণ করিলে তাহাতে স্মৃতির চৌর্য্যাপরাধ হইতে পারে না। ইহা দ্বারা বলা হইল যে স্মরণ অনুভূত বিষয়েরই হয়, অতিরিক্ত বিষয়ের হয় না।

প্রত্যভিজ্ঞা নামে আর একটী জ্ঞান আছে, যেমন 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' সেই এই দেবদত্ত, অর্থাৎ যাহাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছি, এ সেই দেবদত্ত, এই জ্ঞানকে কেবল অনুভব বা কেবল স্মৃতি বলা যায় না, ইহার বিষয় কতকটা অজ্ঞাত, কতকটা জ্ঞাত, কিন্তু অনুভবের সমস্ত বিষয়ই পূর্ব্বে অজ্ঞাত থাকে, স্মৃতির বিষয় মাত্র জ্ঞাত থাকে। এই প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞান অনুভব ও স্মৃতি এই উভয়ের মিশ্রণে সঙ্কীর্ণ রূপে হয়।

জ্ঞানের দুইটী অংশ, বিষয়াংশ ও জ্ঞানাংশ। ইহার ভেদ বুঝান কষ্টকর, সামান্য প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারা যায়। 'অয়ং ঘটঃ' এইটী ঘট ইত্যাদি জ্ঞানস্থলে ঘটটী (যাহা বহিরংশ) বিষয়াংশ এবং ইহার মধ্যে স্মরণ অর্থাৎ প্রকাশ যে টুকু থাকে, যাহা দ্বারা চিত্তে যেন একটী আলোকচ্ছটা প্রতিভাত হয়, ঐটী জ্ঞানাংশ। জ্ঞান শব্দে প্রকাশ বুঝায়, ইহার স্বরূপতঃ কোনই ভেদ নাই। বিষয় দ্বারাই উহা বিভিন্ন রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান ইত্যাদি স্থলে ঘটপটাদি বিষয়ই জ্ঞানের ভেদক হয়। জ্ঞানের নিজ অংশ সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ, কেবল বিষয় লইয়াই প্রত্যক্ষপরোক্ষ রূপে ব্যবহার হয়।

ইহাতে প্রদর্শিত হইল যে, অনুভব অর্থাৎ জ্ঞানের অংশদ্বয় আছে, এই অনুভব হইতে সংস্কার জন্মে, সংস্কার হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়। ইহাতে আশঙ্কা এই যে স্মৃতি উৎপন্ন হইয়া কাহাকে বিষয় করিবে, ঘটপটাদিকে না জ্ঞানকে? অনুভব ঘটাদিকে বিষয় করে, আপনাকে করে না, সুতরাং তজ্জনিত সংস্কারও কেবল ঘটাদিবিষয়ক হইবে, অনুভববিষয়ক হইবে না, সুতরাং স্মৃতি কেবল ঘটাদিকে বিষয় করুক। অথবা অনুভব জন্য স্মরণ হয় বলিয়া তাহাকেও বিষয় করুক। ভাষ্যে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলা হইয়াছে যে, অনুভব ও ঘটাদি বিষয় উভয়ই

স্মৃতির গোচর হইয়া থাকে। কারণ অনুভবে বিষয় ও জ্ঞান উভয়েরই প্রকাশ থাকে, স্মৃতিতেও ঠিক সেইরূপ থাকিবে। এই স্মরণ আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিকভেদে ত্রিবিধ। এই ত্রিবিধ স্মরণের উদাহরণ এইরূপ লিখিত আছে যে, নিদ্রা একটী প্রত্যয় অর্থাৎ অনুভববিশেষ, কারণ জাগ্রদবস্থায় ইহার স্মরণ হয়। কি ভাবে স্মরণ হয়, তাহা সত্ত্ব প্রভৃতি গুণভেদে বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে, আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, আমার মন নির্ম্মল হইয়া স্বচ্ছবৃত্তি উৎপন্ন করিতেছে, এইটী সাত্ত্বিক স্মরণ। আমি দুঃখে নিদ্রিত ছিলাম, আমার মন অকর্ম্মণ্য হইয়া অস্থির ভাবে ভ্রমণ করিতেছে, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ভ্রমণ করিতেছে, এইটী রাজসিক স্মরণ। আমি অতিমাত্র মূঢ়ভাবে নিদ্রিত ছিলাম, আমার শরীর ভারবোধ হইতেছে, চিত্ত শ্রান্ত হইয়া অলস হইয়াছে, চিত্ত নাই বলিয়াই যেন বোধ হইতেছে, ইহা তামসিক স্মরণ। এইরূপ যে স্মরণে সুখ, দুঃখ বা মোহ হয়, তাহাই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বলিয়া বুঝিতে হইবে। (পাতঞ্জলদ° সমাধিপা°)

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, সন্ধ্যাবন্দনা, পূজা, যাগ ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান কালে ভ্রমপ্রমাদাদিবশতঃ যদি তাহাতে ত্রুটি হয়, এই আশঙ্কায় যাগযজ্ঞাদির অবসানে বিষ্ণুর নাম স্মরণ করিবে। বিষ্ণুর নাম স্মরণে তৎক্ষণাৎ কার্য্য সম্পূর্ণ হইবে।

"অজ্ঞানাদ্যদিবা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ ॥" (স্মৃতি)

২ অর্থালঙ্কারবিশেষ, স্মরণালঙ্কার। ইহার লক্ষণ—

"সদৃশানুভবাদ্বস্তুস্মৃতিস্মরণমুচ্যতে।" (সাহিত্যদ° ১০।৬২৮)

যে স্থলে সদৃশ বস্তুর অনুভব দ্বারা বস্তুস্মৃতি হয়, তাহাকে স্মরণ কহে। সদৃশ বস্তু দেখিয়া পূর্ব্বানুভূত বস্তুর স্মরণ হইলে এই অলঙ্কার হয়। উদাহরণ—

"অরবিন্দমিদং বীক্ষ্য খেলৎখঞ্জনমঞ্জুলং।
স্মরামি বদনং তস্যাশ্চারু চঞ্চললোচনং ॥" (সাহি° ১০পরি°)

খেলংখঞ্জনমঞ্জুল অর্থাৎ ক্রীড়াশীল খঞ্জন অতএব মনোহর এই পদ্ম দেখিয়া তোমার চঞ্চললোচনযুক্ত সুন্দর বদন আমি স্মরণ করিতেছি। এই স্থলে সদৃশ পদ্ম দেখিয়া পূর্ব্বানুভূত বদনের স্মরণ হইয়াছে, এইরূপে সদৃশবস্তুর স্মরণ হওয়ায় এই স্থলে উক্ত অলঙ্কার হইল। যে যে স্থলে এইরূপ হইবে, সেই সেই স্থলেই এই অলঙ্কার হইবে।

রাঘবানন্দমহাপাত্র প্রভৃতি বলেন যে, বৈসাদৃশ্যেও যে স্থলে স্মরণ হয়, তথায়ও এই অলঙ্কার হইবে। সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য যাহা দ্বারাই হউক না কেন স্মরণ হইলেই এই অলঙ্কার হয়।

"রাঘবানন্দমহাপাত্রাস্তু বৈসাদৃশ্যাৎ স্মৃতিমপি স্মরণালঙ্কারমিচ্ছন্তি। তত্রোদাহরণং—
শিরীষমৃদ্বী গিরিষু প্রপেদে যদা যদা দুঃখশতানি সীতা।
তদা তদাস্যাঃ সদনেষু সৌখ্যলক্ষাণি দধ্যৌ গলদশ্রু রামঃ ॥"
(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

শিরীষকোমলা সীতা গিরিপ্রদেশে যে সময় শত শত দুঃখ পাইয়াছিলেন, সেই সময় রাম গলদশ্রু হইয়া সীতার গৃহাবস্থানকালের সুখলক্ষণসকল স্মরণ করিয়াছিলেন। এই স্থলে বিসদৃশ সীতার দুঃখ দেখিয়া সুখস্মৃতি হওয়ায় এই অলঙ্কার হইল।

স্মরণাপত্যতর্পক (পুং) স্মরণেন অপত্যং তর্পয়তীতি তৃপ-ণ্বুল্। কচ্ছপ।

স্মরণীয় (ত্রি) স্মৃ-অনীয়র্। স্মরণার্হ, স্মরণযোগ্য, স্মরণের উপযুক্ত।

স্মরতা (স্ত্রী) স্মরস্য স্মরণস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ১ স্মরণের ভাব বা ধর্ম্ম, স্মরত্ব, স্মরণ। ২ কামদেবের ভাব বা ধর্ম্ম।

স্মরদশা (স্ত্রী) স্মরস্য দশা কামাবস্থা। কামীদিগের কামনা পূর্ণ না হইলে যে অবস্থা হয়, তাহাকে স্মরদশা কহে। বিরহাবস্থা। এই অবস্থা দশ প্রকার।

"নয়নপ্রীতিঃ প্রথমং চিন্তাসঙ্গস্ততোঽথ সঙ্কল্পঃ।
নিদ্রাচ্ছেদস্তনুতা বিষয়নিবৃত্তিস্ত্রপানাশঃ।
উন্মাদো মূর্চ্ছা মৃতিরিত্যেতাঃ স্মরদশা দশৈব স্যুরিত্যাচক্ষতে ॥"

প্রথম নয়নপ্রীতি, চিন্তা, সঙ্গ, সঙ্কল্প, নিদ্রাচ্ছেদ, কৃশতা, বিষয়নিবৃত্তি, লজ্জানাশ, উন্মাদ, মূর্চ্ছা এবং শেষে মৃত্যু এই দশটী দশা। কবি নায়িকাদিগের বিরহবর্ণনস্থলে পর পর যথাক্রমে এই স্মরদশা বর্ণন করিবেন। কিন্তু দশমদশা অর্থাৎ মৃত্যুবর্ণন করিবেন না। মেঘদূত, কুমারসম্ভব প্রভৃতি মহাকাব্যে যক্ষপত্নী ও পার্ব্বতীর স্মরদশা বর্ণনস্থলে মৃত্যু ভিন্ন ৯টী দশা বর্ণিত হইয়াছে। স্মরদশা বর্ণনস্থলে প্রথম নয়নপ্রীতি, নায়িকার নায়ককে দেখিতে সর্ব্বদাই অভিলাষ, তাহাকে দেখিতে না পাইলে সর্ব্বদাই তাহার চিন্তা, এবং তৎসঙ্গলাভে অভিলাষ, তাহাতেও প্রিয়সমাগম না হইলে কি প্রকারে তাহাকে লাভ করা যায় ইত্যাদি সঙ্কল্প, তৎপরে নিদ্রানাশ, কৃশতা, তৎপরে বিষয়নিবৃত্তি, অর্থাৎ নায়ক ব্যতীত আর কোন বিষয়ই ভাল লাগে না, বিষয়ত্যাগের পর লজ্জানাশ, উন্মাদ ও মূর্চ্ছা এই ৯টী অবস্থা হইলেও যদি নায়ক-সমাগম না হয়, তাহা হইলে অবশেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ৯টী অবস্থা বর্ণন করিয়াই নায়িকার নায়কের সহিত মিলন করান আবশ্যক।

স্মরদহন (পুং) স্মরস্য দহনঃ। শিব।

স্মরদায়িন্ (ত্রি) স্মরং কামপীড়াং দদাতি দা-ণিনি, যুকাগমঃ।

স্মরদীপন (ত্রি) ১ কামোদ্দীপক। (পুং) ২ একজন বিখ্যাত শাক্ত আচার্য্য।

স্মরধ্বজ (ক্লী) স্মরস্য ধ্বজমিব। ১ যোনি। (শব্দরত্না°) (পুং) ২ লিঙ্গ। ৩ বাদ্য। (হেম)

স্মরধ্বজা (স্ত্রী) স্মরস্য ধ্বজো গর্ব্বো যয়া। জ্যোৎস্না রাত্রি।

স্মরপ্রিয়া (স্ত্রী) স্মরস্য প্রিয়া। রতি, কামপত্নী। (জটাধর)

স্মরমন্দির (ক্লী) স্মরস্য মন্দিরং। যোনি। (হেম)

স্মরলেখনী (স্ত্রী) স্মরস্য লেখনীব। শারিকা পক্ষী।

স্মরবধূ (স্ত্রী) স্মরস্য বধূঃ। কামপ্রিয়া রতি।

স্মরবৎ (ত্রি) কামবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। স্মরবতী, কামুকী স্ত্রী।

স্মরবল্লভ (পুং) স্মরস্য প্রদ্যুম্নস্য বল্লভঃ। অনিরুদ্ধ।

স্মরবীথিকা (স্ত্রী) স্মরস্য বীথিকা। বেশ্যা। (রাজনি°)

স্মরবৃদ্ধি (পুং) স্মরস্য বৃদ্ধিঃ। ১ কামবৃদ্ধি। ২ কামবৃদ্ধিবৃক্ষ।

স্মরবৃদ্ধিসংজ্ঞ (পুং) স্মরস্য বৃদ্ধিঃ স এব সংজ্ঞা যস্য। কাম-বৃদ্ধি নামক বৃক্ষ। (রাজনি°)

স্মরশত্রু (পুং) স্মরস্য শত্রুঃ। স্মরারি, মহাদেব। মহাদেব কামদেবকে ভস্ম করেন, এই জন্য তিনি স্মরারি নামে খ্যাত।

স্মরশাস্ত্র (ক্লী) স্মরস্য শাস্ত্রং। কামশাস্ত্র, যে শাস্ত্রে কামবিষয়ক তত্ত্ব সকল লিখিত আছে।

স্মরসখ (পুং) স্মরস্য সখা-টচ্। ১ চন্দ্র।

"পতিষু নির্ব্বিবিশুর্মধুমঙ্গনাঃ
স্মরসখং রসখণ্ডনবর্জ্জিতং।" (রঘু ৯।৩৬)

(ত্রি) ২ স্মরের উদ্দীপক, কামোদ্দীপক।

স্মরস্তম্ভ (পুং) স্মরস্য স্তম্ভ ইব। উপস্থ, লিঙ্গ। (শব্দরত্না°)

স্মরস্মর্য্য (পুং) স্মরঃ স্মর্য্যো যস্য। গর্দ্দভ। (ত্রিকা°)

স্মরহর (পুং) স্মরং হরতি নাশয়তীতি হৃ (হরতেরনুদ্যমনে) অচ্। শিব।

স্মরাগার (ক্লী) স্মরস্য আগারং। ভগ, যোনি। (শব্দরত্না°)

স্মরাঙ্কুশ (পুং) স্মরস্য অঙ্কুশ ইব। নখ। (শব্দরত্না°)

স্মরাধিবাস (পুং) স্মরস্য অধিবাস আবাসো যত্র। অশোকবৃক্ষ।

স্মরাম্র (পুং) স্মরোদ্দীপক আম্রঃ। রাজাম্র, খাসআম।

স্মরারি (পুং) স্মরস্য অরিঃ। কামশত্রু, মহাদেব। (ত্রিকা°)

স্মরাসব (পুং) স্মরস্য আসব ইব। ১ লালা।

"স্মরাসবো মুখসুরঃ পারি স্যাৎ পানভাজনং।" (ত্রিকা°)

২ মদ্যভেদ, তালসুরা, তালের মদ, চলিত তাড়ি।

স্মরোদ্দীপন (ত্রি) স্মরস্য উদ্দীপনঃ। কামোদ্দীপনকারী, যাহাতে কাম উদ্দীপিত হয়।

"তুল্যৈঃ পত্রতুরুষ্কবালতগরৈর্গন্ধঃ স্মরোদ্দীপনঃ
সব্যামো বকুলেঽয়মেব কটুকাহিঙ্গুপ্রধূপান্বিতঃ।" (বৃহৎস° ৭৭।৭)

বৃহৎসংহিতায় স্মরোদ্দীপন গন্ধের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, তুরুষ্ক, বাল ও তগর এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে মিশ্রিত করিলে যে গন্ধ প্রস্তুত হয়, তাহা অতিশয় স্মরোদ্দীপন, উহার সহিত ব্যাম, বকুল ও হিঙ্গুর ধুপ দিলে কুটুক নামক গন্ধ হয়, এই গন্ধও স্মরোদ্দীপক। কটুকের সহিত কুষ্ঠ যোগ দিলে পদ্মগন্ধ, আর পদ্মগন্ধের সহিত চন্দন যুক্ত হইলে চম্পকগন্ধ, চম্পক-গন্ধের সহিত কুস্তুম্বুরু, জাতী ও ত্বগ্‌যুক্ত হইলে অতিমুক্তক নামে গন্ধ হয়, এই সকল গন্ধ স্মরোদ্দীপক। (বৃহৎস° ৭৭অ°)

জ্যোৎস্না, যুবতী স্ত্রী, সুগন্ধ বস্তু প্রভৃতি কামোদ্দীপক।

স্মর্ত্তব্য (ত্রি) স্মৃ তব্য। স্মরণীয়, স্মরণযোগ্য।

স্মর্ত্তৃ (ত্রি) স্মৃ-তৃচ্। স্মরণকারী।

স্মর্য্য (ত্রি) স্মৃ-যৎ। স্মরণীয়, স্মরণযোগ্য।

স্মায় (পুং) স্মি-ঘঞ্। গূঢ়হসিত।

"স্মায়াবলোকলবদর্শিতভাবহারি-
ভ্রূমণ্ডলপ্রহিতসৌরতমন্ত্রশৌণ্ডৈঃ।" (ভাগবত ১০।৬১।৪)

'স্মায়ঃ গূঢ়হসিতং' (স্বামী)

স্মার (পুং) স্মরণ।

স্মারক (ত্রি) স্মারয়তীতি স্মৃ-ণিচ্-ণ্বুল্। স্মরণকারক, যিনি স্মরণ করাইয়া দেন।

স্মারণ (ক্লী) স্মৃ-ণিচ্-ল্যুট্। স্মরণকরান।

স্মারণী (স্ত্রী) ব্রাহ্মীশাক। (বৈদ্যকনি°)

স্মারিন্ (ত্রি) স্মৃ-ণিনি। স্মরণকারী।

স্মার্ত্ত (ক্লী) স্মৃতেরিদং স্মৃতি-অণ্। স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম, শ্রৌত ও স্মার্ত্তভেদে কর্ম্ম দ্বিবিধ। স্মৃতিশাস্ত্রে যে সকল কর্ম্ম লিখিত হইয়াছে, তাহাকে স্মার্ত্তকর্ম্ম কহে।

"শ্রৌতং কর্ম্ম স্বয়ং কুর্য্যাদন্যোঽপি স্মার্ত্তমাচরেৎ।
অশক্তৌ শ্রৌতমপ্যন্যঃ কুর্য্যাদাচারমন্ততঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্ম স্বয়ং অনুষ্ঠান করিতে হয়। নিজে করিতে অসমর্থ হইলে অর্থাৎ অশৌচাদি দ্বারা যদি প্রতিবন্ধক হয়, তাহা হইলে প্রতিনিধি দ্বারা করা যাইতে পারে। শ্রুতি ও স্মৃতির যদি বিরোধ হয়, তাহা হইলে শ্রুতিই প্রমাণ, অর্থাৎ শ্রুতিতে যাহা লিখিত হইয়াছে, তদনুসারে কার্য্য করিবে। শ্রুতির অবিরোধী স্মার্ত্ত কর্ম্মানুষ্ঠানই বিধেয়।

"শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী।
অবিরোধে সদা কার্য্যং স্মার্ত্তং বৈদিকবৎ সদা॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

(ত্রি) ২ স্মৃতিশাস্ত্রবেত্তা, স্মৃতিশাস্ত্রাভিজ্ঞ। যাহারা স্মৃতি-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী তাহাদিগকে স্মার্ত্ত কহে। স্মৃতিশাস্ত্র-ব্যবসায়ী। ৩ স্মৃতিসম্বন্ধীয়।

স্মার্ত্তিক (ত্রি) স্মার্ত্ত, স্মৃতিসম্বন্ধীয়, স্মৃত্যুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

স্মার্ত্তিকী—স্মৃত্যুক্ত। "পরস্তু লৌকিকী স্মার্ত্তিকী প্রেতকৃত্যা" (মনু ৩।১২৭ কুল্লূক)

স্মার্য্য (ত্রি) স্মৃ-ণিচ্-যৎ। স্মরণ করাইবার উপযুক্ত।

স্মি, ঈষদ্ধাস্যকরণ। ভ্বাদি আত্মনে° অক° অনিট্। লট্ স্ময়তে। লিট্ সিস্মিয়ে। লুট্ স্মেতা। লৃট্ স্মেষ্যতে। লুঙ্ অস্মেষ্ট, অস্মেষাতাং অস্মেষত। সন্ সিস্ময়িষতে। যঙ্ সেস্মীয়তে। যঙ্-লুক্ সেস্ময়ীতি, সেস্মেতি। স্মি অনাদর। চুরাদি আত্মনে° সক° অনিট্। লট্ স্মায়য়তে। ণিচ্ স্মায়য়তি। বি+স্মি= বিস্ময়। ণিচ্ বিস্মায়য়তি, বিস্মাপয়তি।

স্মিট, ১ অনাদর। ২ স্নেহ। চুরাদি পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্মেটয়তি। লোট্ স্মেটয়তু। লিট্ স্মেটয়াঞ্চকার। লিটে কৃ, ভূ ও অস এই তিন ধাতুরই অনুপ্রয়োগ হয়। লুঙ্ অসিস্মেটৎ।

স্মিত (ক্লী) স্মি ঈষদ্ধসনে ক্ত। ঈষদ্ধাস্য।

"বিলজ্জমানেব নতা দিব্যাভরণভূষিতা।

স্মিতপূর্ব্বমিদং বাক্যং ভীমসেনমথাব্রবীৎ॥" (ভারত ১।১৫৩।২২)

(ত্রি) ২ বিকসিত, প্রস্ফুটিত।

"স্মিতসরোরুহনেত্রসরোজলা-

মতিসিতাঙ্গবিহঙ্গহসদ্দিবং।" (মাঘ ৬।৫৪)

স্মীল, নিমেষণ, নিমেষ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ স্মীলতি। লোট্ স্মীলতু। লিট্ সিস্মীল। লোট স্মেতা। লঙ্ অস্মেলীৎ।

স্মৃ, স্মৃতি, স্মরণ। ভ্বাদি পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ স্মরতি। লোট্ স্মরতু। লিট্ সস্মার, সস্মরতুঃ সস্মর্থ। লুট্ স্মর্ত্তা। লৃট্ স্মরিষ্যতি আশীর্লিঙ্ স্মর্য্যাৎ। লিট্ স্মরেৎ। লুঙ্ অস্মার্ষীৎ, অস্মার্ষ্টাং অস্মার্ষুঃ। কর্ম্মবাচ্য লট্ স্মর্য্যতে। সন্ সুস্মর্ষতে। যঙ্ সাস্মর্য্যতে। যঙ্-লুক্ সাস্মর্ত্তি। ণিচ্ স্মারয়তি। ঘটাদি স্মরয়তি। লুঙ্ অসস্মরৎ। বি+স্মৃ—বিস্মরণ।

স্মৃত (ত্রি) স্মৃ-ক্ত। স্মৃতিবিষয়, কৃতস্মরণ, যাহা স্মরণ করা হইয়াছে।

"আহ্নিকে পিতৃকৃত্যে চ মাসশ্চান্দ্রমসঃ স্মৃতঃ।

বিবাহাদৌ স্মৃতঃ সৌরো যজ্ঞাদৌ সাবনো মতঃ॥" (মলমাসতত্ত্ব)

স্মৃতি (স্ত্রী) স্মৃ-ক্তিন্। ১ অনুভূত বিষয়জ্ঞান। স্বাম্যাশ্রিত ক্রিয়াজন্য-সংস্কারজ্ঞান। (রসমঞ্জরী) অনুভব সংস্কারজন্য জ্ঞান। অনুভূতার্থস্মরণ।

"অনুভূতং প্রিয়াদীনামর্থানাং চিন্তনং স্মৃতিঃ।

তত্র কম্পাঙ্গবৈবর্ণ্যবাষ্পনিশ্বসিতাদয়ঃ॥" (উজ্জ্বলনীলমণি)

পর্য্যায়—চিন্তা, আধ্যান, চিন্তিয়া, চিন্ত, আধ্যা, চিন্তিতি, ধ্যান, স্মরণ ও চর্চ্চা। (জটাধর) সুখবোধে লিখিত আছে যে, গর্ভস্থিত বালকের অষ্টম মাসে স্মৃতিশক্তির উদ্ভব হয়। চরকে লিখিত আছে যে, এই স্মৃতি অষ্টবিধ কারণ হইতে হইয়া থাকে। যথা—

"বক্ষ্যন্তে কারণান্যষ্টৌ স্মৃতির্যৈরুপলভ্যতে।

নিমিত্তরূপগ্রহণাৎ সাদৃশ্যাৎ সুবিপর্য্যয়াৎ॥

তত্ত্বানুবন্ধাদভ্যাসাৎ জ্ঞানযোগাৎ পুনঃশ্রুতাৎ।

দৃষ্টশ্রুতানুবন্ধানাং স্মরণাৎ স্মৃতিরুচ্যতে॥" (চরক শারী° ১অ°)

নিমিত্তরূপ গ্রহণ, সাদৃশ্য, সুবিপর্য্যয়, তত্ত্বানুবন্ধ, অভ্যাস, জ্ঞানযোগ, পুনঃশ্রুত এবং দৃষ্টশ্রুতানুবন্ধের স্মরণ এই ৮টী কারণে স্মৃতি বা স্মরণ হইয়া থাকে। [স্মরণ শব্দ দেখ]

স্মরতি বেদমনয়া স্মৃতিঃ। ২ মন্বাদিমুনিপ্রণীত শাস্ত্র-বিশেষ। মহর্ষিগণ যে বেদার্থ চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহার নাম স্মৃতি। "মহর্ষিভির্ব্বেদার্থচিন্তনং স্মৃতিঃ" মহর্ষিগণ বেদ চিন্তা করিয়া তদনুসারে যেসকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাকেই স্মৃতি কহে। পর্য্যায়—ধর্ম্মসংহিতা, ধর্ম্মশাস্ত্র, সংহিতা, শ্রুতি, জীবিকা।

ধর্ম্মশাস্ত্রের নামই স্মৃতি। বেদার্থস্মরণে শাস্ত্র হইয়াছে, এই জন্য ইহার নাম স্মৃতি।

"বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাং।

আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ॥

যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্ম্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।

শ্রুতিপ্রামাণ্যতো বিদ্বান্ স্বধর্ম্মে নিবিশেত বৈ॥

শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ।

ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখং॥

শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু বৈ স্মৃতিঃ।

তে সর্ব্বার্থেষমীমাংস্যে তাভ্যাং ধর্ম্মো হি নির্ব্বভৌ॥"

(মনু ২।৬—১০)

সমুদয় বেদই একমাত্র ধর্ম্মের মূল, অর্থাৎ বেদেই সকল ধর্ম্ম-তত্ত্ব অভিহিত হইয়াছে। সমগ্র বেদ, বেদবিদ্‌গণের স্মৃতি ও তাঁহাদের রাগদ্বেষাদি পরিত্যাগাত্মক শীল, সাধুগণের আচার, এবং আত্ম-প্রসাদ, এই সকল ধর্ম্মের প্রমাণ স্বরূপ। বেদে ধর্ম্ম সকল যেরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, মনুও তদনুসারেই অর্থাৎ বেদানুসারেই ধর্ম্ম সকল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রুতিস্মৃতিবিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে মানবের ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে অনুপম সুখ লাভ হইয়া থাকে। বেদকে শ্রুতি এবং ধর্ম্মশাস্ত্রকে স্মৃতি কহে। সকল বিষয়েই এই দুই শাস্ত্রবিচারবুদ্ধির অতীত। শ্রুতিস্মৃতি হইতেই ধর্ম্মজ্ঞান সম্যক্ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা তর্ক দ্বারা এই শাস্ত্রকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা নাস্তিক নামে অভিহিত। যাঁহারা শ্রুতি ও স্মৃতির প্রামাণ্য স্বীকার করেন না, এবং তর্ক দ্বারা তাহার মতখণ্ডন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সহিত কোনরূপ সংস্রব রাখিবে না।

শ্রুতি ও স্মৃতির পার্থক্য এবং স্মৃতির বিশেষত্ব।

শ্রুতি ও স্মৃতির অনুশাসনে ভারতীয় আর্য্যসমাজ গঠিত ও পরিচালিত। যাহা অপৌরুষেয়, যাহা ধ্যানমগ্ন ঋষিগণ মানস-নেত্রে দর্শন করিয়াছেন বা পুরুষপরম্পরায় যে অপৌরুষেয় মহাবাক্য শুনিয়া আসিতেছেন, তাহাই শ্রুতি। বেদমন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্গুলিই শ্রুতিপদবাচ্য।

এতদ্ভিন্ন ঋষিগণ বেদমূলক যে সকল অবশ্যকর্ত্তব্য তত্ত্বসমূহ স্মরণ করিয়া আসিতেছেন, আর্য্যসমাজ-পরিচালনের জন্য ঋষি বা ঋষিকল্প মহাপুরুষগণ যে সকল ব্যবস্থার বিধান করিয়া গিয়াছেন, বেদমূলক হইলেও যাহা অপৌরুষেয় নহে, তাহাই স্মৃতি। যাস্করচিত নিরুক্ত প্রভৃতি বেদাঙ্গসমূহ, যজ্ঞ ও গার্হস্থ্য ধর্ম্ম-নির্ব্বাহার্থ সূত্রাকারে রচিত শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও ধর্ম্মসূত্রগুলি, মনু প্রভৃতি রচিত ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ, রামায়ণ ও মহাভারতাদি ইতিহাস এবং পুরাণগুলি স্মৃতির মধ্যে পরিগণিত।

প্রসিদ্ধ শ্রুতিস্মৃতিবিৎ মাধবাচার্য্য জৈমিনীয়-ন্যায়মালাবিস্তর নামক গ্রন্থে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন—

"বোধায়নাপস্তম্বাশ্বলায়নকাত্যায়নাদিনামাঙ্কিতাঃ কল্পসূত্রাদি-গ্রন্থাঃ নিগমনিরুক্তষড়ঙ্গগ্রন্থাঃ মন্বাদিস্মৃতয়শ্চ অপৌরুষেয়াঃ ধর্ম্মবুদ্ধিজনকত্বাদ্বেদবৎ। ন চ মূলপ্রমাণসাপেক্ষত্বেন বেদবৈষম্য-মিতি শঙ্কনীয়ম্। উৎপন্নায়াঃ বুদ্ধেঃ স্বতঃপ্রামাণ্যাঙ্গীকারেণ নির-পেক্ষত্বাৎ। মৈবং। উক্তানুমানস্য কালাত্যয়াপদিষ্টত্বাৎ। বোধায়নসূত্রমাপস্তম্বসূত্রমিত্যেবং পুরুষনাম্না তে গ্রন্থা উচ্যন্তে। ন চ কাঠকাদিসমাখ্যাবৎ প্রবচননিমিত্তত্বং যুক্তং। তদ্গ্রন্থনির্ম্মাণ-কালে তদানীন্তনৈঃ কৈশ্চিদুপলব্ধত্বাৎ। তচ্চাবিচ্ছিন্নপারম্পর্য্যো-পানুবর্ত্ততে। ততঃ কালিদাসাদিগ্রন্থবৎ পৌরুষেয়াঃ। তথাপি বেদমূলত্বাৎ প্রমাণম্। কল্পস্য বেদত্বং নাদ্যাপি সিদ্ধং। কিন্তু প্রযত্নেন সাধনীয়ং। ন চ তৎ সাধয়িতুং শক্যং। পৌরুষেয়ত্বস্য সমাখ্যয়া তৎকর্ত্তৃরূপলম্ভেন চ সাধিতত্বাৎ।" (১।৩।৩৪)

অর্থাৎ—বোধায়ন, আপস্তম্ব, আশ্বলায়ন, কাত্যায়ন প্রভৃতির নামাঙ্কিত কল্পসূত্রাদি গ্রন্থগুলি, নিগম, নিরুক্তাদি বেদের ষড়ঙ্গ, এবং মন্বাদি রচিত শ্রুতিগুলি (কাহারও মতে) অপৌরুষেয়, কারণ এ সমস্তই বেদবৎ ধর্ম্মবুদ্ধিজনক। মূল প্রমাণের অপেক্ষায় তাহাদিগকে বেদবিরুদ্ধ বলিয়া আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। তদ্দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাও নিরপেক্ষ ভাবে স্বতঃ-প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এই মত ঠিক নহে। কালাত্যয়ের অপদেশ হেতু উহা ভ্রমাত্মক অনুমান। বোধায়নসূত্র, আপস্তম্বসূত্র ইত্যাদি পুরুষগণের নামানুসারেই গ্রন্থ উক্ত হইয়া থাকে এবং কাঠকাদি বৈদিকশাখার ন্যায় প্রবচন বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ ঐ সকল গ্রন্থরচনাকালে তদানীন্তন লোকেরা জানিতে পারিয়াছিল, এবং বংশপরম্পরায় জানিয়া আসিতেছে। এ কারণ ঐ সকল গ্রন্থ কালিদাসাদিরচিত গ্রন্থের ন্যায় পৌরুষেয় বা মানবরচিত, তথাপি বেদমূলক বলিয়া প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে।' এ সম্বন্ধে গুরু প্রভাকরও নিজ অভি-প্রায় প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, 'এখনও পর্য্যন্ত কল্পসূত্রগুলির বেদমূলত্ব সিদ্ধ হয় নাই এবং প্রমাণ করাও সহজসাধ্য নহে। গ্রন্থকর্ত্তৃগণের নাম হইতেই কল্পসূত্রগুলির পৌরুষেয়ত্ব প্রতি-পাদিত হইয়াছে।'

মন্বর্থমুক্তাবলির মধ্যে কুল্লূকভট্টও ঠিক এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন—

"পৌরুষেয়ত্বেঽপি মনুবাক্যানামবগীতমহাজন-
পরিগ্রহাৎ শ্রুত্যুপগ্রহাচ্চ বেদমূলকতয়া প্রামাণ্যম্।
তথা চ ছান্দোগ্যব্রাহ্মণে শ্রূয়তে 'মনুর্বৈ যৎ কিঞ্চিদবদৎ
তদ্ভেষজং ভেষজতায়ৈ'রিতি। বৃহস্পতিরপ্যাহ
"বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
মন্বর্থবিপরীতা তু যা স্মৃতিঃ সা ন শস্যতে॥
তাবচ্ছাস্ত্রাণি শোভন্তে তর্কব্যাকরণানি চ।
ধর্ম্মার্থমোক্ষোপদেষ্টা মনুর্যাবন্ন দৃশ্যতে॥" মহাভারতেঽপ্যুক্তং
'পুরাণং মানবো ধর্ম্মঃ সাঙ্গো বেদশ্চিকিৎসিতম্।
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥'
বিরোধিবৌদ্ধাদিতর্কৈর্ন হন্তব্যানি। অনুকূলস্তু মীমাংসাদি-তর্কঃ প্রবর্ত্তনীয় এব। অতএব বক্ষ্যতি
"আর্যং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥"

এইরূপে তিনিও বেদমূল স্মৃতির প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন।

মীমাংসকেরা বলেন—"ইতিহাসপুরাণমপি পৌরুষেয়ত্বাৎ প্রমাণান্তরমূলতামাকাঙ্ক্ষতে" অর্থাৎ ইতিহাসপুরাণও মানব-প্রণীত বলিয়া অপর প্রমাণমূলক অর্থাৎ গৌণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ইহার উত্তরে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (১।৩।৩৩) শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"ইতিহাসপুরাণমপি ব্যাখ্যাতেন মার্গেণ সম্ভবন্মন্ত্রার্থবাদ-মূলত্বাৎ প্রভবতি দেবতাবিগ্রহাদি প্রপঞ্চয়িতুং। প্রত্যক্ষমূলমপি সম্ভবতি। ভবতি হি অস্মাকমপি চিরন্তনানাং প্রত্যক্ষং। তথা চ ব্যাসাদয়ো দেবতাভিঃ প্রত্যক্ষং ব্যবহরন্তি ইতি স্মর্য্যতে। যস্তু ব্রূয়াদিদানীন্তনানামিব পূর্ব্বেষামপি নাস্তি দেবাদিভির্ব্যবহর্ত্তুং সামর্থ্যমিতি স জগদ্বৈচিত্র্যং প্রতিষেধেৎ। ইদানীমিব নান্যদাপি সার্ব্বভৌমক্ষত্রিয়োঽস্তি ইতি ব্রূয়াৎ ততশ্চ রাজসূয়াদি উপরুন্ধ্যাৎ। ইদানীমিব চ কালান্তরেঽপ্যব্যবস্থিতপ্রায়ান্ বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্ প্রতি-জানীত ততশ্চ ব্যবস্থাবিধায়িশাস্ত্রমনর্থং কুর্য্যাৎ। তস্মাদ্ধর্ম্মোৎ-

কর্ষবশাৎ চিরন্তনাঃ দেবাদিভিঃ প্রত্যক্ষং ব্যবজহ্রুরিতি শ্লিষ্যতে। অপি চ স্মরন্তি ‘স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতা সম্প্রয়োগঃ’ ইত্যাদি। যোগো-হপ্যণিমাদৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিফলকঃ স্মর্য্যমাণো ন শক্যতে সাহস-মাত্রেণ প্রত্যাখ্যাতুং। শ্রুতিশ্চ যোগমাহাত্ম্যং প্রখ্যাপয়তি। পৃথ্ব্যপ্তেজোহনিলখে সমুত্থিতে পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে। ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরমিতি ঋষীণামপি মন্ত্রব্রাহ্মণদর্শিনাং সামর্থ্যং নাস্মদীয়েন সামর্থ্যেন উপমাতুং যুক্তং। তস্মাৎ সমূলমিতিহাসপুরাণম্।”

এইরূপে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ইতিহাস ও পুরাণের প্রামাণ্য স্থাপন করিয়াছেন।

স্মৃতির প্রামাণ্য।

নানা মুনি স্মৃতি রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে কোন্ স্মৃতি প্রামাণ্য ও কোন্ স্মৃতি অপ্রামাণ্য এ সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য শারীরক-ভাষ্যে এইরূপ বিচার করিয়াছেন—

“স্মৃতিশ্চ তন্ত্রাখ্যা পরমর্ষিপ্রণীতা শিষ্টপরিগৃহীতা। অন্যাশ্চ তদনুসারিণ্যঃ স্মৃতয়ঃ। * * * পরতন্ত্রপ্রজ্ঞাস্তু প্রায়েণ জনাঃ স্বাতন্ত্র্যেণ শ্রুত্যর্থমবধারয়িতুমশক্নুবন্তঃ প্রখ্যাত-প্রণেতৃকাসু স্মৃতিষবলম্বেরন্ তদ্বলেন চ শ্রুত্যর্থং প্রতিপৎসেরন্নস্মৎ-কৃতে চ ব্যাখ্যানে ন বিশ্বস্যুর্বহুমানাৎ স্মৃতীনাং প্রণেতৃষু। * * বিপ্রতিপত্তৌ চ স্মৃতীনামবশ্যকর্ত্তব্যেহন্যতরপরিগ্রহেহন্যতরস্যাঃ পরিত্যাগে চ শ্রুত্যনুসারিণ্যঃ স্মৃতয়ঃ প্রমাণমনপেক্ষ্যাঃ ইতরাঃ। * * * পরতন্ত্রপ্রজ্ঞস্যাপি নাকস্মাৎ স্মৃতিবিশেষবিষয়ঃ পক্ষপাতো যুক্তঃ। কস্যচিৎ ক্বচিৎ তু পক্ষপাতে সতি পুরুষমতিবৈশ্বরূপ্যেণ তত্ত্বাব্যবস্থানপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ তস্যাপি স্মৃতিবিপ্রতিপত্ত্যুপন্যাসেন শ্রুত্যনুসারানুসারবিবেচনেন চ সন্মার্গে প্রজ্ঞা সংগ্রহণীয়া॥ * * বেদস্য হি নিরপেক্ষং স্বার্থে প্রামাণ্যং রবেরিব রূপবিষয়ে পুরুষ-বচসান্তু মূলান্তরাপেক্ষং স্বার্থে প্রামাণ্যং বক্তৃস্মৃতিব্যবহিতঞ্চেতি বিপ্রকর্ষঃ। তস্মাদ্বেদবিরুদ্ধে বিষয়ে স্মৃত্যনবকাশপ্রসঙ্গো ন দোষঃ।” (২।১।১)

অর্থাৎ স্মৃতি তন্ত্র নামেও খ্যাত, শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ রচনা করিয়া-ছেন ও শিষ্টগণ সমাদরে গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। ঐ সকল স্মৃতির অনুসারে আবার অন্যান্য স্মৃতি রচিত হইয়াছে। বিভিন্ন স্মৃতির মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে অবশ্যপালনীয় স্মৃতিই গ্রাহ্য, অপর অগ্রাহ্য, যে সকল স্মৃতি বেদানুসারিণী, তাহাই গ্রাহ্য অপর গুলি উপেক্ষার যোগ্য। অধিকাংশ স্থলেই মানবের স্বাধীন জ্ঞানের অভাব, মানব মাত্রই পরজ্ঞানাধীন, প্রায়ই তাঁহারা স্বকীয় জ্ঞান দ্বারা বেদার্থ অবধারণ করিতে অসমর্থ। এই জন্য তাঁহা-দিগকে বিখ্যাত গ্রন্থকাররচিত স্মৃতির আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক বেদার্থ অবধারণ করিতে হয়। তাঁহারা আমাদের মত সাধারণ মানবের ব্যাখ্যানের উপর আস্থাস্থাপন না করিয়া স্মৃতিকারগণের উচ্চ মতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকেন। মানব মাত্রেই যখন পর-জ্ঞানাধীন, তখন অকস্মাৎ যে কোন স্মৃতির উপর পক্ষপাত যুক্তি-যুক্ত নহে। যদি কখন কেহ কোন রূপ পক্ষপাত দেখান, তাহা হইলে স্থায়ী সত্যাবধারণ কার্য্যে তাহার দোষ ঘটে, কারণ সাধারণ পুরুষের মত নানা ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই কারণেই নানা স্মৃতির মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হইলে কোন্‌টী বেদানুসারী ও কোন্‌টী বেদানুসারী নহে, তাহা বিচার করিয়া বেদরূপ সন্মার্গে জ্ঞানোপার্জ্জন কর্ত্তব্য। রূপ বিষয়ে সূর্য্যের মত স্বার্থ বা নিজ অর্থ বিষয়ে বেদের নিরপেক্ষ প্রামাণ্য। মহাজনবাক্য ও বেদ-মূলাপেক্ষী বলিয়াই বক্তার স্মৃতিব্যবহিত স্বার্থও প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য। সেজন্যই বেদবিরুদ্ধ বিষয়ে স্মৃতিকেও অপ্রমাণ বলিয়া ধরিলে কোন দোষ হইবে না।

শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্ম্মসূত্র।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি স্মৃতি ছয় ভাগে বিভক্ত—১ম ছয়বেদাঙ্গ, ২য় স্মার্ত্তসূত্র, ৩য় ধর্ম্মশাস্ত্র, ৪র্থ ইতিহাস, ৫ম অষ্টাদশ পুরাণ, ৬ষ্ঠ নীতিশাস্ত্র। ইহার মধ্যে স্মার্ত্তসূত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রই এক্ষণে প্রধানতঃ স্মৃতি বলিয়া প্রচলিত। [বেদাঙ্গ, ইতিহাস, পুরাণ ও নীতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

বেদাঙ্গের অন্তর্গত কল্পসূত্রই শ্রৌতসূত্র নামে পরিচিত। বিভিন্নবেদের বিভিন্ন শাখার বেদাচার্য্যগণ স্ব স্ব চরণমধ্যে যাগ-যজ্ঞাদির নিয়মনির্দ্ধারণার্থ কল্প বা শ্রৌতসূত্র, গৃহকার্য্য নিরূপণার্থ গৃহ্যসূত্র এবং সাময়িক আচারব্যবহার বিধিনিষেধাদি ঠিক করি-বার জন্য ধর্ম্মসূত্র রচনা করিয়াছেন। এজন্য একব্যক্তির নামেই শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্ম্মসূত্র প্রচলিত দেখি। [কল্প, বেদ ও শ্রৌতসূত্র দেখ।]

গৃহ্য ও ধর্ম্মসূত্রগুলি সাধারণতঃ স্মার্ত্তসূত্র নামে অভিহিত। স্মার্ত্তসূত্রের ভিত্তির উপরেই ধর্ম্মশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। স্মার্ত্তসূত্র সূত্রা-কারে সংগৃহীত কতকগুলি ‘গৃহ্য’ নিয়মাবলী ও সামায়িক আচারের সাধারণ নাম মাত্র। তাই সাধারণতঃ স্মার্ত্তসূত্র গৃহ্যসূত্র ও সাময়া-চারিক বা ধর্ম্মসূত্র এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। প্রত্যেক বেদের যে সকল বিভিন্ন মতবাদ আছে, স্মার্ত্তসূত্র-সমূহ অনেক স্থলে সেই সকল মতবাদের সংগ্রহ মাত্র। যথা—ঋগ্বেদের আশ্বলায়ন এবং সাংখ্যায়ন প্রভৃতি সূত্র, সামবেদের গোভিল প্রভৃতি সূত্র, বাজসনেয়সংহিতা বা শুক্ল যজুর্ব্বেদের পারস্কর প্রভৃতি সূত্র এবং তৈত্তিরীয় বা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের মানব, কাঠক, বৌধায়ন, ভারদ্বাজ, আপস্তম্ব ও মৈত্রায়ণীয় প্রভৃতি সূত্র এবং অথর্ব্ববেদের কৌশিক প্রভৃতি সূত্র।

বস্তুতঃ, প্রত্যেক ব্রাহ্মণপরিবার ‘চরণ’ বা এই বেদসমূহের

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুই বিভাগের অনুবর্ত্তী কোনও না কোনও বিশেষ পরম্পরাগত শাখার অনুবর্ত্তন করিয়া আসিতেছিলেন এবং আপনাদিগের শ্রৌত ও গৃহ্যকর্ম্মোপযোগী কল্পসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও সাময়াচারিক বা ধর্ম্মসূত্র প্রণয়ন করিয়া লইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও দেখা যায় যে, কোন কোন ব্রাহ্মণপরিবারের পারিবারিক ক্রিয়াকর্ম্মসমূহ, তাঁহারা যে বেদের অনুবর্ত্তী সেই বেদের পদ্ধতি অনুসারেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

উক্ত গৃহ্য ও সাময়াচারিক সূত্রগুলি যে প্রচলিত মনুর স্মৃতির পূর্ব্বে প্রণীত ও প্রচারিত হইয়াছিল,তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে এ সংক্রান্ত যে সকল প্রাচীন গ্রন্থাদি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে কোনখানা মূল গ্রন্থের সংস্করণ বলিয়া মনে হয়।

গৃহ্যসূত্র সম্বন্ধে মনু যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেই ইহাদিগের উদ্দেশ্য বুঝা যাইবে। তিনি বলিয়াছেন—

"বৈবাহিকেঽগ্নৌ কুর্ব্বীত গৃহ্যং কর্ম্ম যথাবিধি।
পঞ্চযজ্ঞবিধানঞ্চ পক্তিঞ্চান্বাহিকীং গৃহী॥" (৩।৬৭)

'বিবাহের সময় গৃহস্থ 'গার্হপত্য' নামক যে অগ্নি যথারীতি প্রজ্বালিত করিয়াছেন, সেই পবিত্র অগ্নি দ্বারাই যেন তিনি পারিবারিক ক্রিয়াকর্ম্ম, পঞ্চযজ্ঞ এবং পরিবারের দৈনিক পাকাদি-কার্য্য সমাধা করেন।'

বাস্তবিক পক্ষে 'গৃহ' কথাটি হইতেই 'গৃহ্য' কথাটির উদ্ভব হইয়াছে। তাই গৃহ্যসূত্রে মহাযজ্ঞ নামক গৃহস্থের দৈনিক পঞ্চ-কর্ম্মের এবং প্রথম বর্ণত্রয়ের সংস্কারাদি অনুষ্ঠানের বিধি-সকল সূত্রাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে। মহাযজ্ঞের অন্য নাম পঞ্চযজ্ঞ এবং এই পঞ্চযজ্ঞের চারিটি যজ্ঞকে একত্র করিয়া আবার 'পাকযজ্ঞ' এই আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে (মনু ২।৮৬) বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে যে দশবিধ সংস্কার প্রচলিত ইহা কেবল ব্রাহ্মণদিগের জন্যই সীমাবদ্ধ নহে; পরবর্ত্তী দুই বর্ণকেও এই সকল সংস্কার প্রতিপালন করিতে হয়। সাধারণতঃ একটি পারিবারিক কুণ্ডস্থানেই এই সকল সংস্কারাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে; ইহাদিগের জন্য বিতানে (সাধারণের অনুষ্ঠিত হোমাগ্নিকুণ্ডের) 'ত্রেতা' নামক অগ্নিত্রয়ের আবশ্যক হয় না।

গৃহ্যসূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝাইবার জন্য এখানে আশ্বলায়ন-প্রণীত গৃহ্যসূত্রের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে :—

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম কণ্ডিকার দুই সূত্রে গৃহীর 'পাকযজ্ঞ' নামক দৈনিক কর্ম্মগুলিকে 'বৈতানিক' কর্ম্ম হইতে বিশেষ করিয়া বুঝান হইয়াছে। যথা—

'(শ্রৌতসূত্রে) বৈতানিক হোমাদির বিষয় বুঝান হইয়াছে। (এখন এই গৃহ্যসূত্রে) গার্হপত্য অগ্নি দ্বারা যে সকল হোমাদি করিতে হয়, তাহারই কথা বলা যাইতেছে। পাকযজ্ঞ ত্রিবিধ—১ম যে যজ্ঞে অগ্নিতে ঘৃতাদি বিসর্জ্জন করা হয়, ২য় যাহাতে বিসর্জ্জন না করিয়া কেবল অগ্নিকে দেখান হয় এবং ৩য় যাহাতে ব্রাহ্মণভোজন দ্বারা পরম পুরুষে অর্পণ করা হয়।'

প্রথম অধ্যায়ে দ্বিতীয় কণ্ডিকায় কোন্ কোন্ দেবতার উদ্দেশে হোম করিতে হয়, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, স্বর্গ, পৃথিবী, যম, বরুণ, বিশ্বদেবগণ (=মনু ৩।৯০, ১২১) ব্রহ্ম প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ইঁহারা বৈদিক দেবতা বলিয়া পরিগণিত। কেমন করিয়া হোমাদির স্থান প্রস্তুত করিতে হয়, তৃতীয় কণ্ডিকায় তদ্বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ৪র্থ কণ্ডিকার প্রথমেই এই সূত্রটি নিবদ্ধ হইয়াছে—

'চৌল (চূড়াকরণ), উপনয়ন, গোদান ও বিবাহ এই কয়টি ক্রিয়া উদগয়নে, আপূর্য্যমাণ পক্ষে এবং কল্যাণ নক্ষত্রে অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক।'

তৎপরে বিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া এই সংস্কারসমূহ বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। প্রত্যেক অনুষ্ঠানের সময় যে মন্ত্র পাঠ্য, সেই মন্ত্রের প্রথম শব্দ কয়েকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা—(বিবাহানুষ্ঠানের প্রারম্ভে) "অর্য্যমা ভবসি যৎ কনীনা-মিতি" (১।৪।৭) 'কুমারীদিগের সম্বন্ধে তুমি অর্য্যমা স্বরূপ হইও'—ইত্যাদি মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া ঘৃতাহুতি প্রদান করিতে হইবে।

পঞ্চম কণ্ডিকায় বিবাহের পাত্রী-নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে কোন্ কোন্ বিষয় দেখিতে হইবে, তাহা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। পূর্ব্বে কন্যার বংশ ও অবস্থা দেখিয়া পরে এই সকল দেখিতে হইবে, "বুদ্ধিরূপশীললক্ষণসম্পন্নামরোগামুপযচ্ছেত" (৩য় সূত্র)—'অর্থাৎ বুদ্ধিমতী,সুরূপা, সচ্চরিত্রা, সুলক্ষণা এবং নীরোগা কন্যাকে গ্রহণ করিবে।'

ষষ্ঠ কণ্ডিকায় ব্রাহ্ম, দৈব, প্রাজাপত্য, আর্য, গান্ধর্ব্ব, আসুর, পৈশাচ ও রাক্ষস, এই অষ্টপ্রকার বিবাহের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

সপ্তম কণ্ডিকায় একটি সাধারণ বিবাহের বিধান আছে—

'যজ্ঞাগ্নির পশ্চিমদিকে একখানি জাঁতা এবং উত্তরপূর্ব্ব কোণে একটি কলসী স্থাপন করা হয়। পাত্রী পূর্ব্বমুখী হইয়া বসিয়া থাকে, আর পাত্র তাহার হাত ধরিয়া পশ্চিমমুখী হইয়া দাঁড়ায় ও একটি আহুতি প্রদান করে। কেবল পুত্রেচ্ছু হইলে স্বামীকে পত্নীর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দুইটী ধরিয়া বলিতে হয় "গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং" (১।৭।৩) 'সৌভাগ্যলাভের জন্য তোমার হস্তধারণ করিলাম'। কন্যাকাঙ্ক্ষী স্বামী কেবল অঙ্গুলি, এবং পুত্র ও কন্যা এই উভয় প্রাপ্তির ইচ্ছায় স্বামী বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সঙ্গে হস্তের উপরিভাগ ধারণ করিয়া থাকে। তৎপরে পত্নীকে লইয়া দক্ষিণ দিক্ দিয়া অগ্নি ও কলসী

তিনবার প্রদক্ষিণ করিবার সময় তাহাকে অনুচ্চ স্বরে বলিতে হয়, 'আমি পুরুষ, তুমি প্রকৃতি ; তুমি প্রকৃতি, আমি পুরুষ ; আমি স্বর্গ, তুমি মর্ত্ত্য ; আমি সাম, তুমি ঋক্। এসো, আমরা বিবাহিত হইয়া সন্তান লাভ করি এবং প্রেমে একীভূত উজ্জ্বল এবং পরস্পর পরস্পরের কল্যাণকামী হইয়া শত বৎসর কাটাইয়া দিই।' প্রত্যেকবার প্রদক্ষিণ করাইবার সময় পাত্র পাত্রীকে জাঁতার উপর দাঁড় করাইয়া বলিয়া থাকে 'এই প্রস্তরে আরোহণ কর এবং ইহারই মত স্থিরা হও।' তৎপরে পাত্রীর ভ্রাতা, ভগিনীর যুক্ত করতলে তরল নবনীত মাখাইয়া দিয়া তাহার উপর দুইবার লাজবর্ষণ করিয়া থাকে। তৎপরে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করা হইলে, কয়েকটি বেদের শ্লোক আবৃত্তি করা হয়। তখন বর বধূর বেণী দুইটি খুলিয়া দিয়া মস্তকের দুই পার্শ্বে ঝুলাইয়া দেয় এবং এই বৈদিক শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়া থাকে—"প্র ত্বা মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাদিতি" অর্থাৎ "বরুণের যে পাশে সতী কল্যাণী সাবিত্রী তোমাকে বন্ধন করিয়াছেন, সেই পাশ হইতে আমি তোমাকে মুক্ত করিতেছি।" (ঋক্ ১০।৮৫।১৪)। তৎপরে সারভূত তেজঃপ্রাপ্তির জন্য একপদী হও ; উর্জ্জপ্রাপ্তির জন্য দ্বিপদী হও ; ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির জন্য তিনপদ, কল্যাণপ্রাপ্তির জন্য চারিপদ, সন্তানবতী হইবার জন্য পঞ্চপদ, ঋতুদিগের উদ্দেশ্যে ছয় পদ এবং বন্ধুভাবে সপ্তপদ অগ্রসর হও। আমার প্রতি ভক্তি-মতী ও অনুরক্তা হও। আমাদের যেন বহু পুত্র হয়, তাহারা যেন সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে।' এই কথাগুলি বলিয়া পাত্র ঈশান কোণের দিকে সমস্তপদ অগ্রসর করাইয়া থাকে। তৎপরে সম্মুখীন হইয়া মস্তক দিয়া উভয়ে উভয়ের মস্তক স্পর্শ করিলে, কলসী হইতে জল লইয়া কেহ (পুরোহিত) তাহাদের উপর সিঞ্চন করে। তৎপরে বরকন্যাকে সেই রাত্রি স্বামিপুত্রবতী কোন ব্রাহ্মণ স্ত্রীলোকের গৃহে যাপন করিতে হয়। কন্যা যখন ধ্রুবতারা, অরুন্ধতী এবং সপ্তর্ষি দেখিতে পায়, তখন যেন সে বলে "আমার স্বামী যেন বাঁচিয়া থাকেন এবং আমি যেন সন্তানবতী হইতে পারি।"

অষ্টম কণ্ডিকার ১৩, ১৪ সূত্রে লিখিত আছে—

'বিবাহক্রিয়া সম্পাদন করিবার পরে, পাত্রের, সূর্য্যাসূক্ত জানেন এমন কোন ব্যক্তিকে পাত্রীর পরিদেয় এবং ব্রাহ্মণ-দিগকে আহার্য্য দান করা ও তাঁহাদিগের নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করা উচিত।'

৯ম কণ্ডিকায় এইরূপ বিধান আছে যে, পাণি-গ্রহণের পরে পাত্রকে সর্ব্বপ্রথমেই গার্হপত্যাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে ও রাখিতে হইবে। দশম কণ্ডিকায় 'স্থালী-পাক' নামক শ্রৌতানুষ্ঠানের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কোন এক নির্দ্দিষ্টপ্রকার কার্য্যাহে অন্নাদি পাক করিয়া তদ্দ্বারা যে আহুতি প্রদান করা হয়, তাহাকে স্থালী-পাক বলে। পরবর্ত্তী দুইটি অধ্যায়ে পঞ্চকর্ম ও চৈত্যযজ্ঞের নিয়মাবলী বিবৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ চৈত্যের উপর বসিয়া স্বর্গগত আত্মার উদ্দেশ্যে যে আহুতি তর্পণ প্রভৃতি করা হইত, তাহাকেই চৈত্যযজ্ঞ বলা হইত।

সন্তানের জন্ম ও পালন সম্বন্ধে মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে সকল সংস্কারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, এই গৃহ্যসূত্রের ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ এবং সপ্তদশ কণ্ডিকাতেও সেই সকলই বিবৃত হইয়াছে। নিম্নে এই সকল গার্হস্থ্য ক্রিয়ার কথা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে—

১। গর্ভলম্ভন বা গর্ভাধান।

২। পুংসবন—গর্ভে পুত্র জন্মলাভ করিবার অভিপ্রায়ে গর্ভের প্রথম আভাস পাইবার পরেই এই ক্রিয়া করিতে হয়।

৩। সীমন্তোন্নয়ন—গর্ভিণীর চুল বাঁধা। চতুর্থ, ষষ্ঠ কি অষ্টম মাসে ইহা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

৪। হিরণ্য-মধু-সর্পিষাম্ প্রাশনম্—নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বে সুবর্ণচামোচে করিয়া সদ্যোজাত শিশুর মুখে ঘৃত ও মধু প্রদান করা হয়। মনুসংহিতায় (২।২৯) ইহাই জাতকর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়াছে।

৫। অন্নপ্রাশন—শিশুর মুখে সর্ব্বপ্রথম অন্নপ্রদানক্রিয়ার নাম। ইহা ৫ম হইতে ৮ম মাসের মধ্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

৬। চৌল (=চূড়াকরণ) ইহা তৃতীয় বৎসরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই সময়ে বালকের সমগ্র মস্তক মুণ্ডন করিয়া একটিমাত্র শিখা রাখা হয়।

ঊনবিংশ কণ্ডিকায় উপনয়নক্রিয়া সম্বন্ধীয় বিধিব্যবস্থা সবিশেষ বিবৃত হইয়াছে। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণের অষ্টমবর্ষে, ক্ষত্রিয়ের একাদশে ও বৈশ্যের দ্বাদশ বর্ষে যজ্ঞোপবীত হইলে তাঁহার দ্বিজত্ব লাভ হয়। কিন্তু অবস্থাবিশেষে এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরেও এই ক্রিয়া সম্পাদিত হইতে পারে। যজ্ঞোপবীত-প্রদাতা আচার্য্যের গৃহে, উপনয়নের পরে, কি ভাবে বেদাধ্যায়ী ব্রহ্মচারী বালকদিগকে যাপন করিতে হইবে, ২২শ কণ্ডিকায় তাহা বিবৃত হইয়াছে। যথা—

'এখন তুমি একজন ব্রহ্মচারী, দেখিও প্রত্যহ প্রত্যূষে জল দিয়া মুখ ধৌত করিতে যেন ভুলিও না। নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম যথাবিধি করিয়া যাইও ; দিবাভাগে নিদ্রা যাইও না। গুরুর আজ্ঞা পালন এবং বেদপাঠ করিও। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ভিক্ষার্থ বাহির হইও ; প্রতি সন্ধ্যায় ও প্রাতে যজ্ঞাগ্নির জন্য কাষ্ঠ আহরণ করিও।' দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত অথবা যতদিন না ব্রহ্মচারী বেদজ্ঞান

লাভে সমর্থ হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে গুরুগৃহে বাস করিতে হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ও পঞ্চম কণ্ডিকায় অষ্টকা এবং 'অন্বষ্টকা' শ্রাদ্ধক্রিয়ার বিষয় বিবৃত আছে।

সপ্তম ও অষ্টম কণ্ডিকায় 'বাস্তুপরীক্ষার' উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। বাস্তু-পরীক্ষার অর্থ বাসের জন্য কোন স্থান নির্ব্বাচন করিবার অথবা গৃহের ভিত্তিস্থাপন করিবার পূর্ব্বে তাহার জমি ও অবস্থানপরীক্ষা। এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

এমন স্থান নির্ব্বাচন করিতে হইবে যে,তাহার জমিতে লবণের আধিক্য না থাকে, তাহার দাবী দাওয়া লইয়া কোন মামলা-মোকদ্দমার সম্ভাবনা না থাকে এবং তাহাতে প্রচুর পরিমাণে তরুলতা, কুশ, তৃণ এবং বীরণ থাকে। যে সকল গুল্মলতাদির রস দুগ্ধবৎ, সে সকল উৎপাটন করিয়া ফেলিতে হইবে। জানু-প্রমাণ একটি গর্ত্ত খনন করিয়া তাহা আবার খনিত মৃত্তিকা দ্বারা ভরিয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপ করিলে, গর্ত্ত ভরিবার জন্য যে পরিমাণ মৃত্তিকার আবশ্যক, খনিত মৃত্তিকা যদি তদপেক্ষা অধিক-তর বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে জমি উত্তম। যদি সমান-সমান হয়, তবে মধ্যম ; এবং যদি কম হয়, তবে নিকৃষ্ট। সূর্য্যাস্তের পর গর্ত্তটি জলে পূর্ণ করিয়া সমস্ত রাত্রি রাখিয়া দিতে হইবে। যদি প্রাতেও গর্ত্তটি জলপূর্ণ থাকে, তবে জমি উত্তম ; যদি আর্দ্র থাকে, তবে মধ্যম, আর যদি শুষ্ক হইয়া থাকে, তবে নিকৃষ্ট। শ্বেতবর্ণ, মধুরস্বাদ বেলে জমি ব্রাহ্মণের, যুক্তবর্ণ ক্ষত্রিয়ের এবং পীতবর্ণ বৈশ্যের পক্ষে উত্তম।

দশম কণ্ডিকায় 'গৃহপ্রপদনের' (গৃহপ্রবেশের) ব্যবস্থা নিবদ্ধ হইয়াছে। এতদনুসারে গৃহস্বামীকে প্রথমে নবগৃহ 'বীজ' শস্যদ্বারা পরিপূর্ণ করিতে হয়। তৎপরে বাড়ীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে তাহার যে জমি আছে, তাহা চাষ করাইয়া যথাসময়ে তাহাতে এই বীজ বপন করাইতে হয়, তদনন্তর কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইয়া ও যে দিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, সেই দিক্ পশ্চাতে করিয়া ঋগ্বেদের (৪। ৫৭ সূক্ত) মন্ত্র আবৃত্তি করিতে করিতে তাহাতে আহুতি প্রদান করিতে হইবে। যথা—

"ক্ষেত্রপতিকে বন্ধুভাবে পাইয়া আমাদের শ্রীবৃদ্ধি হউক। তিনি যেন আমাদিগকে গো, মহিষ, অশ্ব এবং পুষ্টিকর আহার্য্য প্রদান করেন। এই সকল দ্রব্য প্রদান করিয়াই তিনি তাহার প্রসন্নতা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। হে ক্ষেত্রেশ! আমাদিগের উপর সুমিষ্ট বারি বর্ষণ কর। তোমার প্রসাদে প্রত্যেক ওষধিরই যেন আমাদের পক্ষে মধুর ন্যায় আস্বাদ হয়। আমাদের উপর যেন নভোমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল ও পর্জ্জন্যদেব প্রসন্ন থাকেন এবং যিনি সকল ক্ষেত্রের ঈশ্বর, সেই দেবতাও যেন আমাদিগের উপর প্রীত থাকেন। আমরা যেন নির্ভয়ে তাঁহার নিকট অগ্র-সর হইতে পারি। আমাদের বৃষগুলি যেন সুখে জমি চাষ করিতে পারে—কৃষাণগণও যেন সুখে শ্রম করিতে পারে। লাঙ্গলাগ্রভাগ যেন স্বচ্ছন্দে জমি বিদীর্ণ করিতে পারে। "কিনাশ"গণ (লাঙ্গলধারী কৃষক) যেন আনন্দে বৃষগুলির অনুসরণ করিতে পারে। পর্জ্জন্যদেব যেন সুমিষ্টধারা বর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে আর্দ্র করেন। সূর্য্য ও পবনদেব যেন আমাদিগের উপর সৌভাগ্য বর্ষণ করেন।'

এই স্তব হইতে ইহাও জানা যাইতেছে যে, প্রাচীন কালে শবদেহ দগ্ধ না করিয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত করা হইত। পরবর্ত্তী যুগে যে সতীদাহের প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়, এ সময়ে যে তাহার প্রচলন ছিল, এমন কোনই নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে না। শবদেহ রক্ষা করিবার জন্য যে গর্ত্ত খনন করা হইত, তাহার অতি নিকটে আনিয়া সেই দেহ স্থাপন করা হইত এবং ইহার পার্শ্বে (বিবাহিত হইলে) তাহার স্ত্রী উপবেশন করিত ; আর পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়গণ এই স্ত্রী-লোকটিকে চক্রাকারে বেষ্টন করিয়া বসিত। অনতিদূরে একটি বেদী প্রস্তুত করিয়া তদুপরি যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করা হইত। এই বেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া পুরোহিত যমরাজের আরাধনা করিতেন এবং প্রার্থনা করিতেন যে,তিনি যেন জীবিত লোকের পথ হইতে সরিয়া যান এবং মৃতের যে সকল অল্পবয়স্ক ও সুস্থসবল আত্মীয় স্বজন, আপনাদিগের দীর্ঘজীবনলাভের আশা ত্যাগ না করিয়া ও তাহার মঙ্গলার্থ ধর্ম্মকৃত্য সম্পাদন করিতে সমবেত হইয়াছেন, তিনি যেন তাহাদিগকে কোনপ্রকারে উৎপীড়িত না করেন। এই প্রার্থনার পরে তিনি যমাধিকারের সীমা নির্দ্দেশ করিবার জন্য, মৃতদেহ ও তাহার জীবিত আত্মীয়গণের মধ্যস্থলে একটি প্রস্তর স্থাপন করিয়া এই মর্ম্মে প্রার্থনা করিতেন যে, উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের অন্য কেহ যেন বার্দ্ধক্যে উপনীত হইবার পূর্ব্বে, কি কনিষ্ঠ যেন জ্যেষ্ঠের অগ্রে, মৃত্যুমুখে পতিত না হয়। তৎপরে বিধবার বিবাহিতা কুটুম্বিনীগণ বেদীর সম্মুখে অগ্রসর হইয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেন। তদনন্তর মৃতকে বেষ্টন করিয়া যে চক্র প্রস্তুত হইয়াছিল, বিধবা সেই চক্রাভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া সমবেত আত্মীয়গণের সঙ্গে যাইয়া মিলিত হইতেন এবং তখন পুরোহিত, জীবিত অবস্থায় মৃত যে বলবীর্য্যের অধি-কারী ছিল, সেই বলবীর্য্য তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন না হইয়া, তাহার পরিবারের সঙ্গে রহিয়া গেল, ইহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে তাহার হস্ত হইতে ধনুকটি তুলিয়া লইতেন। তৎপরে "হে পৃথিবি! বাহুবিস্তার করিয়া মৃতকে গ্রহণ কর"—এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে করিতে পরম যত্নের সহিত মৃতদেহটিকে খনিত

স্থানে স্থাপন করা হইত। সর্ব্বশেষে বিশেষ সতর্কতার সহিত একখণ্ড প্রস্তর দ্বারা ঐ স্থান আবৃত এবং তদুপরি একটি মৃৎস্তূপ তোলা হইত।

ধর্ম্মসূত্র।

ধর্ম্মসূত্রই প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহের মূল। নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপই এই সকল সূত্রের প্রকৃত বিষয়। আবার ইহাও সহজেই বুঝা যায় যে, নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ অনেক স্থলেই গৃহ্যসূত্রের অন্তর্ভূত হইয়াছে। কাজেই বুঝিতে পারা যায়, 'সময়াচারিক সূত্রে অনেক সময়েই 'গৃহ্যসূত্রে'র আলোচিত বিষয় পুনরালোচিত হইয়াছে। সংস্কার সম্বন্ধে এই উভয় সূত্রেই বিধিব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

ধর্ম্মসূত্রকারগণ কে কোন্ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। বহুতর ধর্ম্মসূত্র বিলুপ্ত হইয়াছে, এখন যে কয়খানি ধর্ম্মসূত্র পাওয়া যায়, তাহা আলোচনা করিলে মনে হয় যে, মনুরচিত মানবধর্ম্মসূত্রই সর্ব্বাদিম, এই মানবধর্ম্মসূত্র এক্ষণে বিলুপ্ত হইলেও ইহাই প্রচলিত মনুসংহিতা বা মানবধর্ম্ম-শাস্ত্রের মূল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। মানবধর্ম্মসূত্রের পর অপরাপর ধর্ম্মসূত্র প্রচলিত থাকিলেও তাহাদের নাম পাওয়া যায় না, তৎপরে আমরা গৌতমধর্ম্মসূত্র পাই। গৌতমের পর বসিষ্ঠ ও বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্র প্রচার করেন। বৌধায়নচরণ তৈত্তি-রীয় শাখাভুক্ত। কাহারও মতে বৌধায়নই তৈত্তিরীয় শাখার প্রথম সূত্রকার, কিন্তু মনু হইতে মানবচরণ, ইঁহারাও তৈত্তিরীয় শাখা, এরূপ স্থলে মনুই তৈত্তিরীয় শাখার প্রথম সূত্রকার। বৌধায়নের বহু পুরুষ পরে ভারদ্বাজ, ভারদ্বাজের বহু পুরুষ পরে আপস্তম্ব এবং আপস্তম্বের বহু পুরুষ পরে সত্যাষাঢ়-হিরণ্যকেশী সূত্রকাররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আপস্তম্বের ধর্ম্মসূত্রে এক, কণ্ব, কাণ্ব, কুণিক, কুৎস, কৌৎস, পুষ্করসাদি, বার্ষ্যায়ণি, শ্বেতকেতু ও হারীত এই কয়জন ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তার নাম পাওয়া যায়। হিরণ্যকেশিধর্ম্মসূত্রের বৃত্তিকার মহাদেব লিখিয়াছেন যে, হিরণ্যকেশীর পরও কএকজন সূত্রকার আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের নাম অজ্ঞাত।

মানবধর্ম্মসূত্র এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত না হইলেও মানবগৃহ্যসূত্র আবিষ্কৃত এবং তাহা হলণ্ডের প্রাচ্যসভা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। মনুরচিত এই গৃহ্যসূত্রখানি মানবধর্ম্মশাস্ত্রের মূল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস ছিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ইহার প্রতি-পাদ্য বিষয়ের সহিত প্রচলিত মানবধর্ম্মশাস্ত্রের মিল না থাকিলেও প্রচলিত যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার সহিত অনেকাংশে মিল দেখা যায়। উভয় গ্রন্থ আলোচনা করিলে যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা মানবগৃহ্যসূত্রের বিবৃতি বলিয়া মনে হইবে।

এক্ষণে যে সকল ধর্ম্মসূত্র প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে গৌতম ধর্ম্ম-সূত্রখানি প্রচলিত অপর সকল ধর্ম্মসূত্র অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া সকলে স্বীকার করেন। পরাশরের মতে সত্যযুগে মনু ও ত্রেতা-যুগে গৌতমের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচলিত হইয়া ছিল। বাস্তবিক প্রচলিত অপর ধর্ম্মসূত্রগুলি সকলেই গৌতম ধর্ম্মসূত্রের অনুবর্ত্তী, এ কারণ সংক্ষেপে গৌতম ধর্ম্মসূত্রের পরিচয় দিতেছি।

গৌতম মনুর মত উদ্ধৃত করিলেও অপর কোন ধর্ম্ম-সূত্রের মত উদ্ধৃত করেন নাই। গৌতমচরণ সামবেদীয় রাণায়নী শাখাভুক্ত। সুতরাং লাট্যায়ন ও গোভিলের সূত্র-সমূহের মত গৌতমরচিত শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্ম্মসূত্র সামবেদীয় সাহিত্যের অন্তর্গত ছিল। সামবেদের বংশব্রাহ্মণে সামপ্রকাশক-দিগের মধ্যে চারিজন গৌতমের নাম দৃষ্ট হয়—যথা গাতৃগৌতম, সুমন্ত্রবাভ্রব গৌতম, শঙ্কর গৌতম ও রাধ গৌতম। এ ছাড়া প্রচলিত শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্রসমূহে কেবল গৌতম ও স্থবির গৌত-মের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। সামবেদের পিতৃমেধসূত্ররচয়িতা এক গৌতমের নাম পাওয়া যায়। এই সকলের মধ্যে কোন্ গৌতমধর্ম্মসূত্র প্রচার করেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে গৌতমধর্ম্মসূত্রকার যে নিঃসন্দেহে সামবেদী ছিলেন, তাহা এই ধর্ম্মসূত্র হইতেই প্রমাণিত হয়। কৃচ্ছ্রপ্রকরণে ২৬ অধ্যায়ে তিনি সামবিধানব্রাহ্মণ উদ্ধৃত এবং ২৫।৮ সূত্রে পঞ্চ ব্যাহৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। ১।৫১ সূত্রে 'সত্যই পঞ্চম ব্যাহৃতি' বলিয়া অভিহিত। সাধারণতঃ বৈদিক গ্রন্থসমূহে 'ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ' এই তিনটী ব্যাহৃতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়, কেবল সামবেদের ব্যাহৃতিসাম মধ্যে পঞ্চম ব্যাহৃতি স্থলে 'সত্যং' উক্ত হইয়াছে। গোবিন্দ স্বামী স্বরচিত বৌধায়ন-ধর্ম্মসূত্রের (১।১।২১) বৃত্তিতে লিখিয়াছেন—

"যথা বা বোধায়নীয়ং ধর্ম্মশাস্ত্রং কৈশ্চিদেব পঠ্যমানং সর্ব্বাধিকারং ভবতি তথা গৌতমীয়ে গোভিলীয়ে ছন্দোগৈরেব পঠ্যতে। বাসিষ্ঠাস্ত বহ্বৃচৈরেব।"

উদ্ধৃত প্রমাণ হইতেও জানা যাইতেছে যে গৌতম ধর্ম্মশাস্ত্র ছন্দোগগণের এবং বসিষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্র বহ্বৃচ বা ঋগ্বেদীয়গণের পাঠ্য মধ্যে গণ্য ছিল। গৌতমধর্ম্মসূত্রে ২৮টী অধ্যায় আছে, তাহাতে দীক্ষা, শুদ্ধি, ব্রহ্মচারী, ভিক্ষু, বৈখানস ও গৃহীর ধর্ম্ম, নমস্কর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম, বেদজ্ঞ রাজা ও ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, স্নাতকধর্ম্ম, দ্বিজাতির বর্ণধর্ম্ম ও জীবনোপায়, রাজধর্ম্ম, ব্যবহার ও দণ্ডবিধান, সাক্ষি-প্রকরণ, অশৌচ, শ্রাদ্ধ, উপাকর্ম্ম, ভক্ষ্যাভক্ষ্য, স্ত্রীপ্রকরণ, প্রায়-শ্চিত্ত ও দায়ভাগ বর্ণিত হইয়াছে।

বৌধায়ন ও বসিষ্ঠের ধর্ম্মসূত্রে ধর্ম্মসূত্রকার গৌতমের বিশেষ বিশেষ মত উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা—(বৌধায়নধর্ম্মসূত্রে ১।১।১৭-২৪)

"পঞ্চধা বিপ্রতিপত্তির্দক্ষিণতস্তথোত্তরতঃ॥১৭

যানি দক্ষিণ তস্তানি ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥১৮

যথৈতদনুপেতেন সহ ভোজনং স্ত্রিয়া সহ ভোজনং

পর্য্যুষিতভোজনং মাতুলপিতৃস্বসৃদুহিতৃগমনমিতি ॥১৯

অথোত্তরত ঊর্ণাবিক্রয়ঃ সীধুপানমুভয়তোদন্তিব্যবহার

আয়ুধীয়কং সমুদ্রযানমিতি ॥"২০

ইতরদিতরস্মিন্ কুর্ব্বন্ দুষ্যতি ॥২১

তত্র তত্র দেশ প্রামাণ্যমেব স্যাৎ ॥২২

মিথ্যৈতদিতি গৌতমঃ ॥২৩

উভয়ং চৈব নাদ্রিয়েত শিষ্টস্মৃতিবিরোধদর্শনাৎ ॥২৪"

অর্থাৎ দক্ষিণ ও উত্তরে পাঁচ প্রকার বিপ্রতিপত্তি আছে। তন্মধ্যে যেগুলি দক্ষিণে, সেগুলি বলিব। যথা—(ব্রাহ্মণের) অনুপনীতের সহিত ভোজন, স্ত্রীর সহিত ভোজন, পর্য্যুষিতান্ন-ভোজন, মাতুলকন্যা ও পিতৃস্বসার কন্যাগমন। এইরূপ উত্তরে (ব্রাহ্মণের) ঊর্ণাবিক্রয়, মদ্যপান, উপরে ও নীচের মাড়ীতে দাঁত আছে এরূপ পশুবিক্রয়, অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবসায় ও সমুদ্রযাত্রা। কিন্তু অপর যে স্থানে ঐ সকল কার্য্যে দোষ দিয়া থাকে, সেই সেই স্থানে দেশাচারই প্রামাণ্যবৎ। গৌতম বলেন, ইহা ঠিক নহে। উভয় স্থানের আচারই শিষ্টাচার ও স্মৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া কখনই আদরণীয় নহে।

এইরূপ আপদ্ধর্ম্মে বৌধায়ন (২।২।৭০-৭১) ব্যবস্থা করিয়াছেন 'অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ দ্বারা যে ব্রাহ্মণ জীবিকা-নির্ব্বাহে অসমর্থ হইবেন, তিনি ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবেন। কিন্তু গৌতম বলেন যে ব্রাহ্মণগণ কিছুতেই এই বৃত্তি অবলম্বন করিবেন না, কারণ ক্ষত্রধর্ম্ম ব্রাহ্মণের পক্ষে অতি উগ্র বা কঠোর।

"নেতি গৌতমোত্যুগ্রোহি ক্ষত্রধর্ম্মো ব্রাহ্মণস্য।"

গৌতম ধর্ম্মসূত্র পাঠ করিলে মনে হইবে যে, তিনি পরবর্ত্তী কোন কোন স্মৃতিকারের মত দেশাচারকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। মনুর মত তিনি ও প্রথমেই "বেদোঽখিল-ধর্ম্মমূলং" সূত্র প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা সর্ব্বদেশে শিষ্ট সমাজে গ্রাহ্য, যাহা বেদমূলক, তাহাকেই তিনি সদাচার বলিয়া প্রকাশ এবং অপর সকল বর্ণ অপেক্ষা ব্রাহ্মণকেই তিনি এই সদাচার ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগী হইতে উপদেশ দিয়াছেন।

ধর্ম্মশাস্ত্র।

এখন সাধারণতঃ ৪৮ খানা ধর্ম্মশাস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে অন্ততঃ ২৭ খানা বিদ্যমান এবং যাজ্ঞবল্ক্যেও ইহাদের উল্লেখ করিয়াছেন (১। ৩-৫) যথা—১ মনু, ২ যাজ্ঞবল্ক্য, ৩ অত্রি, ৪ বিষ্ণু, ৫ হারীত, ৬ উশনস্, ৭ অঙ্গিরা, ৮ যম, ৯ আপস্তম্ব, ১০ সম্বর্ত্ত, ১১ কাত্যায়ন, ১২ বৃহস্পতি, ১৩ পরাশর, ১৪ ব্যাস, ১৫ শঙ্খ, ১৬ লিখিত, ১৭ দক্ষ, ১৮ গোতম বা গৌতম, ১৯ শাতাতপ ও ২০ বশিষ্ঠ। নারদ, ভৃগু, বৌধায়ন প্রভৃতি প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে মনুর গ্রন্থই (মনুসংহিতা নামে পরিচিত) প্রাচীনতম ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

বেদ এবং সূত্রগ্রন্থাদির পরে বোধ হয় মনুসংহিতাই সংস্কৃতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও পবিত্র গ্রন্থ। বেদের পরবর্ত্তিযুগে রচিত হইলেও বেদের উপনিষদের সঙ্গে দর্শনের যেমন সংযোগ রহিয়াছে, সূত্রসমূহের সঙ্গেও মনুসংহিতার সেইরূপ সম্বন্ধ। বেদের পরবর্ত্তী যুগের সাহিত্যের মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়া গৃহীত না হইলেও, অতি প্রাচীন যুগের হিন্দুসমাজের ক্রিয়াকর্ম্ম, আচারব্যবহার, রীতিনীতি, ও মানসিক উন্নতির ইতিহাস হিসাবে ইহার যে বিশেষ একটা মূল্য আছে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণগণ কেমন করিয়া নানা প্রকারের বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া আপনাদিগের প্রাধান্য এবং আপনাদিগের অধীনস্থ জাতিবিভাগ অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহারও বেশ একটি সুন্দর চিত্র, এই গ্রন্থ আলোচনা করিলে পরিস্ফুট হইবে। পক্ষান্তরে সমগ্র পৃথিবীর সাহিত্যে যত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আছে, মনুসংহিতা তাহার মধ্যে একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এবং ইহার উপদেশের মধ্যে কতকগুলি উপদেশ বাস্তবিকই অমূল্য ও সুধীমাত্রের অবশ্য প্রতিপাল্য।

বিভিন্ন ঋষি বা মহাপুরুষ কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়া যে সকল জ্ঞানগর্ভ প্রমাণ ও নিয়মাবলী পুরুষপরম্পরায় মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল, বর্ত্তমান মনুসংহিতা বোধ হয়, তাহারই একটা শৃঙ্খলারহিত সংগ্রহ মাত্র। টীকাকারগণ "বৃদ্ধ" ও "বৃহৎ" এই দুই নামে একখানা মূল সংগ্রহের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের উক্তি অনুসারে তাহাতে ২৪টি বিভাগ, ১০০০ অধ্যায় ও লক্ষ শ্লোক ছিল। বর্ত্তমান গ্রন্থে ২৬৮৫টি মাত্র শ্লোক আছে। সম্ভবতঃ পর পর যুগে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংগ্রহের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে নূতন নূতন বিষয় সন্নিবেশিত করা হইতেছিল।

যাহাই হউক, একথা যেন কেহ মনে না করেন যে, এক সময়ে সমগ্রদেশে যে সকল বিধিবদ্ধ আইন কানুন প্রচলিত ছিল, মনুসংহিতা তাহাদেরই একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ সংগ্রহ। ইহা খুবই সম্ভবপর যে, সমগ্র ভারতবর্ষ কখনও একের শাসনাধীন হয় নাই। যখন কোন বিশেষরূপে ক্ষমতাশালী, ও দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী রাজা বিস্তৃত প্রদেশের উপর আধিপত্যলাভে সমর্থ হইতেন, তখন তিনি চক্রবর্ত্তী উপাধি লাভ করিতেন। এই সকল রাজগণের শাসনাধীন প্রদেশে যে সকল জাতীয় অনুষ্ঠান এবং বিধিব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, মনুসংহিতা তাহার ইতিহাস নহে।

তবে একথা ঠিক যে ক্রমে ক্রমে ইহা সমগ্র হিন্দুসমাজ কর্তৃকই পরিগৃহীত হইয়াছিল এবং অবশেষে ইহা এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল যে, বেদের পরেই লোকে ইহার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত। শুধু তাহাই নহে, অবশেষে ইহারই উপর হিন্দুজাতির সমগ্র আইনকানুন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রথমে কিন্তু ইহার অবস্থা অন্যপ্রকার ছিল। বিশিষ্ট মতাবলম্বী "মানব" নামক ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের মধ্যে (সম্ভবতঃ বিভিন্ন স্মৃতিকার কর্তৃক প্রবর্ত্তিত) যে সকল বিধিব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাহাদেরই কতকগুলি সংগ্রহ লইয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই মানব ব্রাহ্মণগণ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যস্থলে বাস করিতেন। এই সম্প্রদায় "তৈত্তিরীয়ক" অর্থাৎ কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের অনুবর্ত্তী ছিলেন। ইঁহাদিগের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ এবং শ্রৌত ও গৃহ্য সূত্রগুলি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। কিন্তু তাঁহাদের সাময়াচারিক বা ধর্ম্মসূত্রগুলি এখনও পাওয়া যায় নাই। বর্ত্তমানে যে অবস্থায় পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে এই গ্রন্থের কতকগুলি ব্যবস্থা সম্বন্ধে ইহাও বলিতে হয় যে তাহারা কেবল ধর্ম্ম-ক্রিয়াকর্ম্মসম্বন্ধীয়, নৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক কর্ত্তব্যের আদর্শের পরিপূর্ণতা-সাধনের জন্য সন্নিবেশিত হইয়াছিল; বাস্তবজীবনে কেহ এই সকল ব্যবস্থা পালন করিবে কি না, কিম্বা করিতে পারিবেন কি না, সে বিষয়ে গ্রন্থকার লক্ষ্য করেন নাই। কে যে এই সকল ব্যবস্থাদি সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ তিনি একজন প্রধান মানব চরণভুক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পূর্ব্বপুরুষের 'মনু' নামেই পরিচিত হন।

মনুসংহিতায় পৌরাণিক বিষয়ও সন্নিবেশিত হইয়াছে।

'ভগবান্ (ব্রহ্মা) স্বয়ং এই সকল বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া সর্ব্বপ্রথমে আমাকে সমস্তই শিখাইয়াছিলেন। তদনন্তর আমি আমার পুত্র মরীচি এবং অন্যান্য নয়জন মহর্ষিকে এই বিষয়ে শিক্ষাদান করি। তাঁহাদিগের মধ্যে ভৃগুকে আমি তোমাদিগকে (ঋষিদিগকে) আদ্যন্ত সংহিতা শুনাইবার জন্য নিযুক্ত করিতেছি। ইনি আমার নিকট হইতে সমগ্র গ্রন্থ খানাই কণ্ঠস্থ করিয়াছেন। এই ভাবে মনুর ব্যবস্থা প্রচারকল্পে নিযুক্ত হইয়া মহর্ষি ভৃগু সন্তুষ্টমনে ঋষিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "শ্রবণ করুন"। (১।৫৮—৬০)

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে ১।৬০ শ্লোক পর্য্যন্ত মনু নিজের মুখে বলিতেছেন। ইহার পরে গ্রন্থের শেষ পর্য্যন্ত ভৃগুই বক্তা এবং সর্ব্বশেষ শ্লোকে (১২।১২৬) ইহাকে 'ভৃগু'-প্রোক্ত মানবশাস্ত্র বলা হইয়াছে। এ দিকে আবার (১১।২৪৩) উক্ত হইয়াছে, তপঃপ্রভাবে প্রজাপতি বা ব্রহ্মা এই গ্রন্থ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে অখিল বেদ, স্মৃতি ও শীল বা ব্রহ্মণ্য এবং অতি পূর্ব্বকাল হইতে সাধুলোকেরা যে সকল আচার প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে সেই সকল আচার—এই চতুর্বিধ ধর্ম্মমূল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সাধুদিগের 'আত্মতুষ্টি'ও প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

১ম অধ্যায়ের ১০৭ ও ১০৮ শ্লোকেও উহারই সমর্থন দৃষ্ট হয়—

"অস্মিন্ ধর্ম্মোঽখিলেনোক্তো গুণদোষৌ চ কর্ম্মণাম্।
চতুর্ণামপি বর্ণানামাচারশ্চৈব শাশ্বতঃ॥
আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ।
তস্মাদস্মিন্ সদাযুক্তো নিত্যং স্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ॥"

অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রে এই সর্ব্ব প্রকার বিধিব্যবস্থা, সৎ ও অসৎকর্ম্মের সংজ্ঞা এবং চতুর্বর্ণের 'শাশ্বত আচার' সন্নিবেশিত হইল। 'আচারই পরম ধর্ম্ম, যে হেতু বেদ ও স্মৃতিতে এইরূপই উক্ত হইয়াছে।'

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে এই ধর্ম্মশাস্ত্রে স্মৃতি, শীল এবং আচার সম্বন্ধীয় উপদেশাবলী শ্লোকাকারে সংক্ষেপে নিবদ্ধ হইয়াছে। এই সকল বিধিব্যবস্থার মধ্যে অধিকাংশই পূর্ব্বে গৃহ্য ও সাময়াচারিক সূত্র নামে সংগৃহীত ও প্রচারিত হইয়াছে। মনুর প্রথম অধ্যায়ের শেষে আলোচিত বিষয়ের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণও সন্নিবেশিত আছে। কিন্তু সমগ্র গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় গুলিকে নিম্নলিখিত ছয় প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা ১ বেদ, ২ বেদান্ত বা আত্মবিদ্যা, ৩ আচার, ৪ ব্যবহার, ৫ প্রায়শ্চিত্ত এবং ৬ কর্ম্মফল।

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় এবং দর্শন শাস্ত্রের উপদেশাবলী বাদ দিলে, গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের অধিকাংশই তৃতীয় বিভাগ 'আচারের' অন্তর্ভুক্ত। ২য় অধ্যায়ের ১৭।১৮ শ্লোকে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশের সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদী দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে যে আচার প্রচলিত আছে, তাহাই 'সদাচার' অর্থাৎ এই আচারই বেদ ও স্মৃতির অনুমোদিত। 'আচার' শব্দটি বহু বিস্তৃতার্থক। ইহাতে ব্যক্তিগত জীবনের পবিত্রতা এবং সামাজিক জীবনের পবিত্রতা রক্ষার জন্য যে সকল বিধিব্যবস্থা প্রতিপালন করা আবশ্যক, সে সকলেই বুঝাইয়া থাকে। যথা, ব্রাহ্মণ-জীবনের চারিভাগ, গুরুগৃহে বিদ্যার্থীর আচরণ, উপনয়ন, দৈনিক পাকযজ্ঞ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, বিভিন্ন বৃত্তি, আহারবিধি, এবং স্ত্রীলোকসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা এ সকলেই আচার শব্দের অন্তর্গত। পঞ্চম অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকে ব্রাহ্মণের মৃত্যুর এই চারিটী কারণ

নির্দ্ধারিত হইয়াছে—১ বেদ পাঠ না করা, ২ আচার ভ্রষ্ট হওয়া, ৩ আলস্য এবং ৪ অন্নদোষ।

"অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ।
আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিঘাংসতি॥"

ব্যবহার বা রাজশাসন এবং আইন-প্রণয়ন ও প্রয়োগ, ধর্ম্মাধিকরণের গতিবিধি ও অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রায়শ্চিত্ত ও কর্ম্মফল বা জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে মনুসংহিতায় বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে।

উক্ত ছয় ভাগে বিভক্ত বিধিব্যবস্থাগুলি ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। কাজেই ব্রাহ্মণজীবনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই এই গুলি বিধিবদ্ধ ও প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ছয় অধ্যায় কেবল ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে লিখিত ও অপর ছয় অধ্যায়ে প্রায় সর্ব্বত্রই এ বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। ক্ষত্রিয়ের বাহুবলের সহায়তা ব্যতীত ব্রাহ্মণ প্রাধান্য রক্ষিত হইতে পারে না। তাই ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য এবং রাজার চরিত্র ও কার্য্যসম্বন্ধেও অনেক কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু বৈশ্য এবং শূদ্র মনুর চতুর্ব্বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হইলেও তাহদিগের সম্বন্ধে এবং মিশ্র জাতিদিগের বিষয়ে বিশেষ কিছুই লেখা হয় নাই। তাই, প্রথম অধ্যায়ে জগৎসৃষ্টির ইতিহাস লিখিয়া, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম এই চারি অধ্যায়েরই শৃঙ্খলার সঙ্গে একমাত্র ব্রাহ্মণ জীবনের কর্ত্তব্য লিখিত হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে বানপ্রস্থের এবং ভিক্ষুর কর্ত্তব্য সম্বন্ধেই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে খাদ্য, পশুহত্যা, বিশুদ্ধীকরণ, পত্নীকর্ত্তব্য এবং মোটামুটি ভাগে স্ত্রীলোকের অধিকার সম্বন্ধেও বিধি ব্যবস্থা সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রধানতঃ রাজবংশ ক্ষত্রিয়দিগেরই পরিচালনার জন্য ৭ম ও অষ্টম অধ্যায়ে রাজ্যশাসন এবং আইন-কানুন প্রণয়ন ও প্রয়োগ সম্বন্ধে নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ৯ম অধ্যায়ে স্ত্রীলোক, দম্পতী সন্তান, উত্তরাধিকারসূত্র এবং সম্পত্তি বণ্টন সম্বন্ধে আরও কতক গুলি ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বশেষে (২২১ শ্লোক হইতে) রাজাদিগের উদ্দেশ্যে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে এবং বৈশ্য ও শূদ্রদিগের পরিচালনার জন্য কতকগুলি অতিরিক্ত ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হইয়াছে। কৃষী এবং ব্যবসায়ীদিগকে বৈশ্য এবং ক্রীতদাস ও দাসদিগকে শূদ্র আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। প্রথম চারিবর্ণের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল। এই অসবর্ণবিবাহোদ্ভব বর্ণসঙ্করদিগের সম্বন্ধে ১০ম অধ্যায় ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে বিভিন্ন শ্রেণীর সাধারণ বৃত্তি বা ব্যবসায় এবং আপদ্‌কালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র যে সকল কার্য্য করিতে পারেন, সেই সকল কার্য্যও নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে: শেষের কয়েকটি শ্লোক (১১২-১২৯) বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। ইহাতে মুখ্য ভাবে শূদ্রদিগের কর্ত্তব্য ও সামাজিক স্থান নির্ণীত হইয়াছে। ১১শ অধ্যায়ে বর্ত্তমান জীবনের ও পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধিব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বাদশ অধ্যায়ে স্বর্গ-নরকভোগরূপ কর্ম্মফল এবং ত্রিবিধ প্রকারের জন্মান্তর পরিগ্রহের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ইহার উপসংহারে কেমন করিয়া নির্ব্বাণমোক্ষলাভ এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইতে পারে, সেই সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বেশ দেখা যাইতেছে যে এই গ্রন্থে নানা প্রকারের বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। উক্ত বিষয় সকল বিশ্লেষণ করিয়া ইহার (১) ধর্ম্মমত, (২) দার্শনিকমত, (৩) আচার, (৪) ব্যবহার (৫) প্রায়শ্চিত্ত এবং (৬) কর্ম্মফলবাদ সম্বন্ধে কএকটী বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ হইতেছে।

সম্ভবতঃ পূর্ব্বে 'মানবদিগের যে সকল বিধিব্যবস্থা তাহাদিগের গৃহ্য ও সাময়াচারিক সূত্রে বিক্ষিপ্ত ছিল, তাহাই সংগৃহীত হইয়া মনুসংহিতার নামে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, ইহাতে মানবদিগের মধ্যে প্রচলিত 'স্মৃতি'বাক্য অনুষ্টুপ্ ছন্দে গ্রথিত হইয়াছে।

ধর্ম্মমত। মোটা মুটি ভাবে বলিতে গেলে, পুরুষসূক্ত এবং কতকগুলি ব্রাহ্মণে বৈদিক যুগের শেষাবস্থায় যে ধর্ম্মমত পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গে মনুসংহিতাপ্রদত্ত ধর্ম্মশিক্ষার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। সাধারণতঃ ভগবদ্ব্যক্তজ্ঞানকেই বেদ বলা হয় (৪।১২৫)। আবার কখনও ইহার 'ত্রয়ীবিদ্যা' এবং 'ব্রহ্মন্' (৪।১২৪,১।২৩,২।৮১,৬।৮৩); শ্রুতি (২।১০) এবং ছন্দস্ (৪।৯৫-৯৭) এই নামও দেওয়া হইয়াছে। এক স্থলে 'আর্ষ' এবং অপর এক স্থলে 'বাচ্ (১২।১০৬,১১।৩৩) এই দুই নামও প্রদত্ত হইয়াছে।

১।২৩,৪।১২৩—১২৪, ১১।২৬৪ শ্লোকে নাম ধরিয়াই তিন বেদের এবং ১১।৭৭,২০০,২৫৮ ও ২৬২ শ্লোকে তাহাদের সংহিতার উল্লেখ করা হইয়াছে। যজ্ঞক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করিবার জন্য ব্রহ্মা যথাক্রমে অগ্নি, বায়ু ও তেজ (সূর্য্য) হইতে ঋক্, যজুঃ, এবং সাম এই 'ব্রহ্মত্রয়' (ত্রিবেদ) দোহন করিয়াছিলেন; এবং ২।৭৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে এই ত্রিবেদ হইতেই আবার তিনি 'সাবিত্রী' (গায়ত্রী)কে দোহন করিয়া বাহির করিয়াছিলেন। বেদের ব্রাহ্মণকাণ্ড 'ব্রহ্ম' এবং মন্ত্রকাণ্ড 'ছন্দস্' নামে উল্লিখিত হইয়াছে (৪।১০০)। বেদ অনাদি অনন্ত এবং অভ্রান্ত, ইহার জ্ঞানলাভ করা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং সর্ব্বসন্তাপহারক। (১২।৯৪)

অন্য দুই বেদের তুলনায় সামবেদকে নিম্নে স্থান দান করা

হইয়াছে। দেবতাদিগের সঙ্গে ঋগ্বেদের, মনুষ্যের ধর্ম্ম কর্ম্মের সঙ্গে যজুর্ব্বেদের এবং পিতৃদিগের ধর্ম্ম কর্ম্মের সঙ্গে সামবেদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হইয়াছে (৪।১২৪)। তাই সামেরীর নামোচ্চারণ 'অপ্রতি' বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

ইহার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া বলা হইয়াছে (৩।১৪৩) যে শ্রাদ্ধের সময়ে পুরোহিত বহ্বৃচ্‌কে (অন্যত্র হোতা নামে পরিচিত) শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করা হইবে, কারণ ইনি বিশেষরূপে ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন। ইহার পরেই 'শাখান্তগ' বিশেষতঃ যজুর্ব্বেদজ্ঞ অধ্বর্য্যুকে সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে। সর্ব্বশেষে 'ছন্দোগ' (উদ্‌গাতৃ) উপাধিধারী সামবেদী পুরোহিতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।

প্রত্যেক দ্বিজকেই দৈনিক যে পাঁচটি ধার্য্যকৃত্য সম্পাদন করিতে হয়, তৃতীয় অধ্যায়ে সেই কর্ম্মগুলি বিবৃত হইয়াছে। মনু (৩।৬৯।৭১) যে পঞ্চ মহাযজ্ঞের কথা বলিয়াছেন, এগুলি সেই মহাযজ্ঞেরই অন্তর্ভুক্ত।) এই পঞ্চকর্ম্মের নাম—১ দেবযজ্ঞ, ২ ভূতযজ্ঞ, ৩ পিতৃযজ্ঞ, ৪ ব্রহ্মযজ্ঞ, এবং ৫ মনুষ্যযজ্ঞ। ইহা দ্বারা যথাক্রমে দেবতাদিগের প্রতি, সর্ব্বপ্রাণাজগতের প্রতি পিতৃপুরুষদিগের প্রতি, ঋষি বা বেদদ্রষ্টাদিগের প্রতি, এবং মনুষ্যজাতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইয়াছে। গার্হপত্যাগ্নিতে হোম প্রদান করিয়া প্রথমটি, সর্ব্বপ্রকার জীবের উদ্দেশ্যে বলি প্রদান করিয়া দ্বিতীয়টি ; মৃত পূর্ব্বপুরুষদিগের আত্মার উদ্দেশ্যে তর্পণ করিয়া তৃতীয়টি ; বেদের পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন করিয়া চতুর্থটি এবং দান ও আতিথেয়তা দ্বারা পঞ্চমটি সম্পাদন করিতে হয়। (মনুসংহিতা ৩৮১ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মযজ্ঞের বিষয় লিখিত হইয়াছে। নিজ ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পাদনের জন্য দ্বিজকে কি করিতে হইবে, এবং কেমন করিয়া বেদোচ্চারণ ও পাঠ করিতে হইবে (স্বাধ্যায়বিধি) তাহাও এখানে নিবদ্ধ করা হইয়াছে। যথা—

"স্কন্ধোপরি যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া তাহাকে আবাসস্থান হইতে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে হইবে। প্রথমে স্নান ও আচমন করিয়া তাহাকে কুশাসনের উপর বসিতে হইবে। আসনটি এমন ভাবে স্থাপন করিতে হইবে যে কুশাগ্রগুলি সকলই পূর্ব্বমুখী থাকে (মনু ২।৭৫)। এই ভাবে উপবিষ্ট হইয়া তাহাকে পবিত্র ওঁকারব্যাহৃতিত্রয় (ভূর্ ভুবঃ ও স্বর্) এবং সাবিত্রী (অথবা গায়ত্রী) আবৃত্তি করিতে হইবে। তৎপরে, ঋক্ সাম অথর্ব্বাদিরস, ব্রাহ্মণ, কল্প, গাথা, নারাশংসী, ইতিহাস ও পুরাণ ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও কোনও কোনও অংশ, যতক্ষণ তাঁহার ইচ্ছা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন করিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, সুস্থদেহে দ্বিজ সূর্য্যাস্তের পর নিদ্রিত হইবেন পরে, তাঁহাকে রাত্রির অবশিষ্টাংশ নির্ব্বাক্‌ভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় যাপন করিতে হইবে এবং সূর্য্যোদয়ের সময় ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ৩৭ সূক্তের চতুর্থ হইতে অষ্টম মন্ত্র আবৃত্তি করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বেই যদি সূর্য্যোদয় হয়, তবে মৌনভাবে সমস্ত দিনটি দণ্ডায়মান অবস্থায় কাটাইয়া সেই স্তোত্রের শেষ চারিটি শ্লোক আবৃত্তি করিতে হইবে।

গুরুগৃহে অধ্যয়ন সমাপন করিয়া গৃহে ফিরিয়া গৃহী হইবার পূর্ব্বে দ্বিজকে যে সকল অনুষ্ঠানাদি করিতে হইবে, অষ্টম, নবম, ও দশম অধ্যায়ে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।—

"আপনার এবং গুরুর, অন্ততঃ গুরুর জন্য, তাহাকে হার, কুণ্ডল, উত্তরীয় ও পরিধেয়, ছত্র, পাদুকা, যষ্টি, উষ্ণীষ সুগন্ধ দ্রব্য ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে হইবে। অধ্যয়ন সমাপনান্তে গুরুর নিকট হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অনুমতি লইয়া এবং কি পরিমাণ "অর্থ" প্রদান করিতে হইবে তাহা অবগত হইয়া, তাহাকে স্নান করিতে হইবে। তৎপরে 'পবিত্রভাবে জীবন যাপন করিবে' এই মর্ম্মে তাহাকে কয়েকটি শপথ গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ করিলে পর সে "স্নাতকের" অবস্থায় উন্নীত হইল। অর্থাৎ প্রথম জীবন, ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া ও পবিত্র হইয়া সে জীবনের দ্বিতীয় ভাগ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিল।

চতুর্থ অধ্যায়ই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। মৃতদেহ ভস্মীভূত করিবার সময় যে সকল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইবে এবং তৎপরে শ্রাদ্ধাদি যে সকল অনুষ্ঠান করিতে হয়। তৎসম্বন্ধে ব্যবস্থা প্রথম চারি অধ্যায়ে সবিস্তার বিবৃত হইয়াছে।—

"কাহারও মৃত্যু হইলে পর, তাহার বাসস্থানের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কি দক্ষিণপশ্চিম কোণে অবস্থিত শ্মশানভূমিতে একটি গর্ত্ত খনন করিতে হইবে। তখন তাহার আত্মীয় স্বজনবর্গ অগ্নি ও যজ্ঞপাত্র প্রভৃতি সেই খনিত স্থানে লইয়া যাইবে। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা প্রাচীন, তাহারা কর্ত্তিতকেশ, কর্ত্তিতনখ, হইয়া শবদেহটি বহন করিয়া লইয়া যাইবে। সেই সঙ্গে যজ্ঞার্থ একটী গাভী কি কৃষ্ণছাগীও লইয়া যাইতে হইবে। এইরূপে যাইবার সময় স্ত্রীলোক ও পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে। অপর আত্মীয়স্বজন তাহাদের গাত্রাবরণ ও যজ্ঞোপবীত অধোনিবীত এবং কেশ অবিন্যস্ত করিয়া, বয়োজ্যেষ্ঠগণ পূর্ব্বে ও কনিষ্ঠের পরে, এই ভাবে অনুগমন করিবে। যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া দাহকারী ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত (১০।১৪।৯) মন্ত্রটী আবৃত্তি করিয়া শমীবৃক্ষের শাখা দ্বারা দাহার্থ প্রস্তুত স্থানে জল সিঞ্চন করিবে।

"(হে মন্দাত্মাগণ) যাও, এখান হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া

পড়। মৃতব্যক্তির পিতৃপুরুষগণ দিবার, জল ও উজ্জল আলোক দ্বারা 'ব্যক্ত' এই স্থান তাহার বিশ্রামের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন।

তৎপরে তাহাকে খনিত স্থানের চারিপ্রান্তে নিম্নলিখিতভাবে অগ্নিগুলি স্থাপন করিতে হইবে—আহবনীয় অগ্নি দক্ষিণপূর্ব্ব-কোণে, গার্হপত্য উত্তর পশ্চিম কোণে এবং দক্ষিণাগ্নি দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে স্থাপিত হইবে। তাহার পরে কর্ম্মকুশল কোন ব্যক্তি জ্বালানি কাষ্ঠ সংগ্রহ ও যজ্ঞস্থানের (অন্তর্ব্বেদীর) ভিতরে স্তূপীকৃত করিবে। তদনন্তর কুশতৃণের একটি আস্তরণ এবং কর্ত্তিতকেশ ছাগের কৃষ্ণচর্ম্ম সেই স্তূপীকৃত কাষ্ঠরাশির উপর বিস্তারিত করিয়া তদুপরি শবদেহ শয়ান করাইতে হইবে। শবের পদদ্বয় গার্হপত্যাগ্নির এবং মস্তক আহবনীয়াগ্নির দিকে থাকিবে। শবের উত্তর দিকে তাহার পত্নীকে (চিতার উপর) শয়ান করাইতে হইবে। মৃতব্যক্তি ক্ষত্রিয় হইলে, তাহার ধনুকও তাহার পত্নীর সঙ্গে রাখিতে হইবে। তৎপরে এই স্ত্রীলোকটির "পতিস্থানীয়' দেবর, অথবা কোন অন্তেবাসী কি পুরাতন ভৃত্য তাহাকে উত্তোলিত করে। এই সময়ে ঋগ্বেদের এই (১০।১৮।৮) মন্ত্রটী আবৃত্তি করিতে হয়—

"নারি, তুমি উঠ, আবার জীবিত জগতে ফিরিয়া আইস—তুমি যে একটি মৃত মানুষের পাশে শুইয়া রহিয়াছ, ফিরিয়া আইস। যে স্বামী বিবাহপ্রার্থী হইয়া তোমার পাণিগ্রহণ করিয়া ছিল, তাহার প্রতি তুমি সম্পূর্ণরূপে স্ত্রী ও জননীর কর্ত্তব্য প্রতি-পালন করিয়াছ।"

তৎপরে দেবর (ক্ষত্রিয় হইলে) ধনুকটি তুলিয়া লইতে লইতে ঋগ্বেদের ১০।১৮।৯ মন্ত্রটী বলিতে থাকে—

"আমাদের রক্ষার জন্য, আমাদের থাবার জন্য, আমাদের বলের জন্য, আমি এই ধনুকটি মৃত ব্যক্তির হস্ত হইতে গ্রহণ করি-তেছি। থাক তুমি সেখানে—এখানে সকল যুদ্ধেই শত্রুজয় করিয়া আমরা যেন বীরপুরুষের মত থাকিতে পারি।"

তৎপরে তাহাকে বিভিন্ন যজ্ঞদ্রব্যগুলি ও নিহত পশুর কয়েক-খণ্ড মাংস মৃত দেহের দুই হস্তে ও অন্যান্য স্থানে স্থাপন করিতে হইবে। এই সকল সমাধা করিয়া সে অগ্নি তিনটি প্রজ্বালিত করিবার আদেশ প্রদান করিবে। আহবনীয়াগ্নি যদি প্রথমে মৃতদেহ স্পর্শ করে, তবে তাহার আত্মা স্বর্গে প্রয়াণ করে, গার্হপত্য প্রথম স্পর্শ করিলে, অন্তরীক্ষে গমন করে এবং দক্ষিণাগ্নি প্রথম স্পর্শ করিলে, মনুষ্যলোকেই রহিয়া যায়। যদি তিনটি অগ্নিই এক সঙ্গে স্পর্শ করে, তবে ইহা অতি শুভ লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হয়। শবদেহ যখন দগ্ধ হইতে থাকে ঋগ্বেদের কোন কোন অংশ (যথা ১০।১৪।৭,৮,১০,১১, ১০।১৬। ১—৪,১০।১৭।৩৬, ১০।১৮।১১, ১০।১৫৪।১-৫) আবৃত্তি করা হয়। নিম্নে দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ দেওয়া যাইতেছে—

'হে পৃথিবি, হস্তপ্রসারণ করিয়া মৃদুস্পর্শে, সস্নেহে ও সাদরে মৃতব্যক্তিকে গ্রহণ কর এবং মা যেমন আপনার অঞ্চল দিয়া স্নেহের শিশুটিকে আবৃত করে, তেমনই করিয়া তাহাকে আবৃত কর। (১০।১৮।১১)।

'হে প্রেতাত্মা তুমি প্রস্থান কর। যে সুপ্রাচীন পথ ধরিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তোমার অগ্রে গমন করিয়াছেন, তুমিও সেই পথেরই অনুসরণ কর। আহুতিতৃপ্ত মহান্ বরুণ ও যমরাজকে তুমি দেখিতে পাইবে। ঊর্দ্ধে পিতৃপুরুষগণের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইবে এবং সেখানে তোমার সমস্ত সঞ্চিত আহুতির পুরস্কার লাভ করিবে। তোমার পাপ এবং অপূর্ণতা এখানে ফেলিয়া রাখিয়া আর একবার তোমার গৃহে ফিরিয়া যাও এবং মহিমোজ্জ্বল রূপ ধারণ কর। শুভপথে ত্বরিতগতিতে সরমার পথরক্ষক পুত্রদ্বয় চতুর্নয়ন চিত্রবিচিত্র কুকুর দুইটিকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাও, তোমার প্রতি সদয় পিতৃগণ পরমা-নন্দে যমের সঙ্গে বাস করিতেছেন—তাঁহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য অগ্রসর হও। হে মহেশ্বর, তোমার নিকট ইহাকে লইয়া যাইবার জন্য তোমার প্রহরীদের হস্তে ইহাকে অর্পণ কর, এবং ইহাকে অনন্ত সুখ ও স্বাস্থ্যপ্রদান কর।' (১০।১৪।৭-১১)

যিনি এই সকল শ্লোক উত্তমরূপে জানেন ও আবৃত্তি করিতে পারেন, এমন কোন লোক যদি মৃতের দেহ দাহন করেন, তবে মৃতের আত্মা 'আতিবাহিক" বা অধিষ্ঠান দেহ ধারণ করিয়া ধূমের সহিত নিশ্চয়ই স্বর্গে প্রয়াণ করে।

অতঃপর শবদাহক এই মন্ত্র (ঋক্ ১০।১৮।৩) উচ্চারণ করিবে—

'আমরা যাহারা তাহার মৃত্যুর পরেও জীবিত রহিলাম, এখন মৃতকে পরিত্যাগ করিয়া ফিরিয়া চলিলাম। আমাদের প্রদত্ত আহুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণ যেন আশীর্ব্বাদ করেন। এখন আমরা নৃত্য, পরিহাস এবং দীর্ঘতর জীবনপ্রাপ্তির আশা করিবার জন্য চলিয়া যাইতেছি।'

ইহার পরে তাহারা সকলে কোন স্থিরজলাশয়ে যাইয়া একটি করিয়া ডুব দিবে এবং মৃতের ও তাহার পরিবারের উদ্দেশ্যে এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। (যথা—হে দেবদত্ত ও কাশ্যপ এই জল তোমাকে প্রদান করিতেছি।) তৎপরে জল হইতে উঠিয়া ও শুকবস্ত্র পরিধান করিয়া আকাশে নক্ষত্ররাজির উদয় কি সূর্য্য একেবারে অস্তমিত না হওয়া পর্য্যন্ত জলাশয়ের তীরে বসিয়া থাকিবে। তদনন্তর কনিষ্ঠগণ অগ্রে ও জ্যেষ্ঠগণ পশ্চাতে এইভাবে তাহারা গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিবে। গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে (শুদ্ধ হইবার জন্য) তাহাদিগকে প্রস্তরখণ্ড, অগ্নি,

গোময়, যব, তৈল এবং জল স্পর্শ করিতে হইবে। একরাত্র কোন রন্ধনাদি হইতে পারিবে না—শুধু পূর্ব্বপক্ক দ্রব্যই তাহারা ভোজন করিতে পারিবে এবং ত্রিরাত্রি পর্য্যন্ত লবণ মিশ্রিত দ্রব্য ভোজন করিবে না।

চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে মৃতের অস্থি ও ভস্মসংগ্রহের ('সঞ্চয়ন'—মনু ৫। ৫৯) ব্যবস্থা প্রদান করা হইয়াছে।

'একটিমাত্র নক্ষত্রের অবস্থিতিকালে এবং কৃষ্ণপক্ষের দশমী-তিথির পরবর্ত্তী কোন এক বিষম (একাদশী, ত্রয়োদশী ইত্যাদি) তিথিতে এই কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে।'

মৃতব্যক্তি পুরুষ হইলে, তাহার ভস্ম ও অস্থি একটি 'অলক্ষণ' (অনলঙ্কৃত) কুম্ভে রক্ষা করিতে হইবে। আর স্ত্রীলোক হইলে স্ত্রীলোকের আকৃতিবিশিষ্ট একটি বৃহত্তর পাত্রে স্থাপন করিতে হইবে। তৎপরে মৃত্তিকায় একটি গর্ত্ত করিয়া, ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত মন্ত্রটী (১০।১৮।১০) আবৃত্তি করিতে করিতে, পাত্রাদি সেই গর্ত্তে রাখিতে হইবে—

'যাও, তোমার জননী সুবিস্তৃতা প্রশস্তা, সুলক্ষণা পৃথিবীর নিকট যাও। ধার্ম্মিকপুরুষের নিকট 'উর্ণম্রদা' যুবতীরমণী যেমন, তোমার নিকটও যেন তিনি সেইরূপ হউক। পাপ-দেবতার আলিঙ্গন হইতে তিনি যেন তোমাকে রক্ষা করেন।'

তৎপরে ঋগ্বেদের ১০। ১৮। ১১ ও ১২ মন্ত্র আবৃত্তি করিতে করিতে সেই গর্ত্তের উপর মৃত্তিকা ছড়াইতে হইবে এবং সর্ব্বশেষে পাত্রটির মুখের উপর একটি আবরণী স্থাপন করিয়া ১০।১৮।১৩ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে মৃত্তিকা দ্বারা গর্ত্তটি এমনভাবে ভরিয়া ফেলিতে হইবে যে, পাত্রটিকে আর দেখিতে পাওয়া না যায়।—

'অবলোকনের জন্য তোমার চতুর্দ্দিকে মৃত্তিকা উত্তোলন করিতেছি এবং তোমাকে কোন প্রকারের ক্লেশ না দিয়া এই আবরণীটী তোমার উপর রক্ষা করিতেছি। পিতৃগণ যেন তোমার এই অন্তিমচিহ্ন রক্ষা করেন। যম যেন তোমার জন্য এখানে একটি বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন।'

এই কার্য্যসম্পাদনান্তে আত্মীয়গণ, আশে পাশে না চাহিয়া, গৃহে প্রত্যাগমন করেন এবং স্নান করিয়া মৃতের উদ্দেশ্যে একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন।

সপ্তম অধ্যায়ে চারি প্রকার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে —১, পার্ব্বণ; 'মাসিক, ইহা অমাবস্যা তিথিতে, কি যে দিনে দুই বা ততোধিক নক্ষত্র সমসূত্রপাত অবস্থান করে সেই দিনে ঊর্দ্ধে তিন পুরুষ পর্য্যন্ত পিতৃগণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। (মনু ৩। ২৮২ দেখ) 'নিত্য' পার্ব্বণ প্রত্যহ এবং 'অষ্টকা' কতকগুলি নির্দ্দিষ্টকালের অষ্টম দিবসে অনুষ্ঠিত হয়। ২, কাম্য, কোন ঈপ্সিত ফলপ্রাপ্তির (যেমন পুত্রলাভ) জন্য ইহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ৩, আভ্যুদয়িক—ইহা পরিবারিক উৎসবের (যথা সংস্কারাদি) সময় কিম্বা শ্রীবৃদ্ধির (বৃদ্ধি-পূর্ত্ত) মানসে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ৪, একোদ্দিষ্ট, 'বিশিষ্ট'—সকল পূর্ব্বপুরুষের উদ্দেশ্যে নহে, সদ্যোমৃত কোন ব্যক্তিবিশেষের উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। যে তিথিতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, প্রতিবৎসর সেই তিথিতে এই শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়। (যে সকল শ্রাদ্ধ কোন সময় বিশেষে করা হয়, তাহাদিগকে 'নৈমিত্তিক' শ্রাদ্ধ বলে।) এই সকল শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে হয়, তাঁহাদিগকে ভোজ্য করাইয়া দক্ষিণাদি দান করা হয়, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে উত্তরমুখী করিয়া বসাইতে হয়। এবং কুশ ও তিলসংযোগে তাহাদের হস্তে জল ঢালিতে হয়। (মনু ৩। ২২৩ দেখ)। "স্বধা" এই শুভ শব্দটি উচ্চারণ করিয়া 'পিণ্ড' এবং জলাঞ্জলি অর্পণ করিতে হয়। আর একপ্রকারের শ্রাদ্ধ আছে, তাহাকে 'দৈব' শ্রাদ্ধ বলে। ইহা 'বিশ্বদেবগণের' অথবা দশমসংখ্যক কোন বিশিষ্ট দেবগণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই হেতু কেহ কেহ অষ্টপ্রকারের শ্রাদ্ধের কথা বলিয়া থাকেন; নির্ণয়-সিন্ধুর মতে শ্রাদ্ধ দ্বাদশ প্রকার।

মনু ৩। ১২৩-২৮৬তে এই সকল শ্রাদ্ধের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। ২০২ শ্লোকে শ্রাদ্ধের এইরূপ অর্থ দেওয়া হইয়াছে—

"রাজতৈর্ভাজনৈরেষামথবা রাজতান্বিতৈঃ।
বার্য্যপি শ্রদ্ধয়া দত্তমক্ষয়ায়োপকল্পতে ॥"

'শ্রদ্ধার সহিত রজতান্বিত পাত্রে করিয়া পিতৃগণকে শুধু কেবল জল দান করিলেও অক্ষয় সুখ লাভ হইয়া থাকে।'

চতুর্থ অধ্যায়ের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্বন্ধে যে সকল বিধিব্যবস্থা নিবদ্ধ হইয়াছে, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অষ্টাদশ সংখ্যক সূক্তের সঙ্গে তাহাদের বেশ একটি সুন্দর সংযোগ আছে। যদিও সূত্রে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে এই সূক্তের মূলবচনই পাঠ করিতে হইবে, তথাপি যে সময়ে এই স্তব রচিত হইয়াছিল, তাহার পরে শ্রাদ্ধব্যাপারে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

উপরোক্ত সূক্তটি মূলবচন বিশেষ করিয়া অধ্যয়ন করিলে জানা যাইবে যে আদিযুগে যখন আর্য্যজাতি আসিয়া প্রথমে হিন্দুস্থানের সমতলক্ষেত্রে বাস করিতে আরম্ভ করেন, তখন শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে এত সময় ব্যয় হইত না বা এত বাহুল্য ছিলনা। ক্রমে ক্রমে এই উপলক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে বহু ব্যয়ে ও আড়ম্বরের সঙ্গে ভোজন করাইবার ব্যবস্থা প্রচলিত হইতে থাকে। কিন্তু তখনও প্রকৃত অনুষ্ঠানে যথেষ্ট গাম্ভীর্য্য ছিল, মৃতের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন ও তাহার জন্য যথেষ্ট শোক প্রকাশ করা হইত।

জন্মান্তরপরিগ্রহের কথা কি ভগবৎসত্ত্বায় মিশিয়া যাইবার কথা অনেক পরবর্ত্তী যুগের। সেই পূর্ব্বকালেও কিন্তু আত্মার চির অস্তিত্বে এবং মৃত্যুর পরেও ইহার বিশেষ অবস্থায় আস্থা স্থাপন করিতে দেখা যায়।

মনুসংহিতায় স্পষ্ট অথর্ব্ববেদের উল্লেখ নাই। কিন্তু অথর্ব্বন্ ও আঙ্গিরসের নিকট (১১।৩৩) ভগবানের অভিব্যক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। এক স্থানে প্রত্যক্ষ ভাবে (৬।২৯) এবং অন্যত্র (২।১৬৫) পরোক্ষ ভাবে উপনিষদের উল্লেখ আছে। যথা—'দ্বিজ যেন উপনিষদের সঙ্গে সমগ্র বেদের আবৃত্তি করেন।' (২।১৬৫)

কল্পসূত্রের (২।১৪০) উল্লেখ এবং ও 'নিরুক্তজ্ঞ' ব্যক্তিকে (১২।১১১) পরিষদ্রচনাকারী ব্রাহ্মণের মধ্যে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু কোথাও যাস্কের উল্লেখ নাই।

পরমপুরুষকে ব্রহ্মন্ (১।১১) বিশ্বস্রষ্টাকে 'ব্রহ্মা' (১২।৫০) এবং 'প্রজাপতি' (১১।২৪৩ ও ১২।১২১) পরমাত্মা 'স্বয়ম্ভু' নামে (১।৬), এ ছাড়া নারায়ণ (১।১০), বিষ্ণু 'হর' (১২।১২১) এবং ইন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু বা মরুৎ, যম বরুণ, চন্দ্র, অগ্নি ও পৃথিবী (৯।৩০৩) এই কয়টী বৈদিক দেবতার উল্লেখ আছে। কিন্তু কোথাও ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিমূর্ত্তি বা দুর্গা প্রভৃতি শক্তি অথবা কৃষ্ণভক্তির আদৌ প্রসঙ্গ নাই। চৈত্যের উল্লেখ থাকিলেও কোথাও দেবমন্দিরের কথা পাওয়া যায় না। 'দেবলক' (৩।১৫২) বা প্রতিমাপরিচারক অপাঙ্‌ক্তেয় এবং 'প্রতিমাভেদকের' (৯।২৮৫) দণ্ডের ব্যবস্থা থাকায় দেবমূর্ত্তিপূজা যে তৎকালে প্রচলিত ছিল, তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু তৎকালে আর্য্যসমাজে মূর্ত্তিপূজার প্রাধান্য ছিল না, তাহা হইলে মনু মূর্ত্তিপূজা ও নৈবেদ্য সম্বন্ধে নিরুত্তর হইতেন না। ব্রহ্মবাদ ও জীবাত্মার ব্রহ্মে লয়, দেহাত্মবাদ ও নরকাদি ভোগকাল নির্দ্দিষ্ট ছিল। (৪।৮৮-৯০, ১২।৭৫, ৭৭)। স্বর্গ ব্রহ্মলাভের সোপান স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইত। (২।২৪৪।, ৪।১৮২, ২৬০)

এ সময় চিন্তার প্রসারকারণ 'হেতুশাস্ত্র' আলোচিত হইত, কিন্তু যাহারা এই শাস্ত্র চর্চ্চা করিতন, মনু তাহাদিগকে 'নাস্তিক' ও 'সমাজবাহ্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (২।১১) যাহারা বেদ বা ধর্ম্মশাস্ত্র মানিয়া চলিত না, মনু তাহাদিগকে 'পাষণ্ডী' আখ্যা দিয়াছেন (১।১১৮)। মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লূক পাষণ্ডীর 'শাক্য-ভিক্ষু-ক্ষপণকাদি' অর্থ করিয়াছেন (৪।৩০)। কিন্তু মনুসংহিতার কোথাও 'বুদ্ধ' বা 'বৌদ্ধ' শব্দের উল্লেখ নাই, অথবা বৌদ্ধপ্রভাবের নিদর্শন পাওয়া যায় না। যদিও মনু হিংসাবহুল কৃষি ব্রাহ্মণের পক্ষে নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য বলিয়াই ব্যবস্থা দিয়াছেন।

"হিংসাপ্রায়াং পরাধীনাং কৃষিং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ।"

কিন্তু কোথাও তিনি অহিংসা পরমধর্ম্মের আভাস দেন নাই। বরং নানাবিধ শ্রাদ্ধে নানা প্রকার পশুপক্ষী প্রভৃতির মাংসদান অতি পুণ্যজনক বলিয়াই ব্যবস্থা দিয়াছেন। যদিও মনুসংহিতায় সাংখ্যের পুরুষপ্রকৃতি ও বেদান্তের ব্রহ্মবাদ অবিমিশ্র ভাবে বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু কোথাও তিনি দর্শন হিসাবে সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক বা মীমাংসা শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। দ্বাদশ অধ্যায়ে বেদান্তমত এবং ব্রহ্মবিদ্যা অর্থে আত্মবিদ্যা শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন (৭।৪৩)। তাঁহার সময়ে 'আন্বীক্ষিকী' (৭।৪৩) বা তর্কবিদ্যার যথেষ্ট আদর ছিল এবং প্রত্যেক পরিষদে বা দ্বাদশ জনসম্মিলিত ব্রাহ্মণসভায় এক এক 'হৈতুক' (ন্যায়জ্ঞ) ও 'তর্কী' (মীমাংসক) রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। (১২।১১১)

মনুসংহিতায় যেরূপ সৃষ্টিতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা সাংখ্য ও বেদান্ত উভয় মতানুরূপ। সম্ভবতঃ যে সময়ে সাংখ্য বা বেদান্ত স্বতন্ত্র দর্শনরূপে গণ্য হয় নাই, মনুর সৃষ্টিতত্ত্ব সেই সময়ের রচনা।

মনু 'শ্রুত্যুক্ত' ও 'স্মার্ত্ত' আচারই প্রকৃত 'সদাচার' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি সগৌরবে জানাইয়াছেন যে ব্রহ্মাবর্ত্তবাসী ব্রাহ্মণবর্গের আচারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহাদেরই নিকট পৃথিবীর যাবতীয় লোক স্ব স্ব চরিত্র শিক্ষা করিবে।

"এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।

স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ ॥" (২।২০)

মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণ-প্রতিষ্ঠিত চাতুর্বর্ণ্য সমাজের উজ্জ্বল চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। ১ম ব্রাহ্মণ, ২য় ক্ষত্রিয়, ৩য় বৈশ্য ও ৪র্থ শূদ্র, এই চারি বর্ণ, ইহার মধ্যে ১ম তিন বর্ণ বৈদিকী সাবিত্রী দীক্ষা দ্বারা দ্বিতীয় জন্মলাভ করে বলিয়া দ্বিজাতি, শূদ্র এক জাতি, এ ছাড়া আর পঞ্চম বর্ণ নাই।

মনুসংহিতারচনাকালে এখনকার মত বহু জাতির উৎপত্তি হয় নাই। পাণিগ্রহণকার্য্য সবর্ণমধ্যে নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও ব্রাহ্মণ পরবর্ত্তী তিন বর্ণের, ক্ষত্রিয় পরবর্ত্তী দুই বর্ণের এবং বৈশ্য তৎপরবর্ত্তী এক বর্ণ বা শূদ্রকন্যাকেও পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পারিতেন। উচ্চবর্ণ নিম্ন বর্ণের কন্যার সহবাসে যে সন্তান উৎপন্ন হইত, তাহাকে অনুলোমজ এবং নিম্নবর্ণ হইতে উচ্চবর্ণের কন্যাতে যে সন্তান জন্মিত, তাহাকে প্রতিলোমজ বলা হইত। মনুসংহিতায় এই অনুলোম ক্রমে উৎপন্ন অম্বষ্ঠ, নিষাদ বা পারশব ও উগ্র এবং প্রতিলোম ক্রমে উৎপন্ন সূত, মাগধ, বৈদেহ, আয়োগব, ক্ষত্তা, চণ্ডাল, আবৃত, আভীর, ধিগ্বণ, পুক্কস, কুক্কুটক, শ্বপাক, ও বেণ এই কয়টী জাতি (১০।৮-১৯) এবং ঐই সকল হীনজাতির পরস্পর সংস্রবে উৎপন্ন সৈরিন্ধ্র, মৈত্রেয়ক, মার্গব বা দাশ কৈবর্ত্ত, কারাবর, অন্ধ্র, মেদ, পাণ্ডুসোপাক, আহিণ্ডিক ও অন্ত্যাবসায়ী নামক অতি নিকৃষ্ট জাতির উল্লেখ আছে।(১০।৩২-৩৯)

ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যথাকালে উপনীত না হইলে তাহাকে 'ব্রাত্য' বলা হইত। এইরূপ ব্রাত্যসংস্রবেও কতকগুলি জাতি হইয়াছিল,—তন্মধ্যে ব্রাত্য ব্রাহ্মণ হইতে ভূর্জ্জকণ্টক, আবন্ত্য, বাটধান, ও পুষ্পশেখর; ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে ঝল্ল, মল্ল, লিচ্ছিবি, নট, করণ, খস ও দ্রাবিড়, এবং ব্রাত্য বৈশ্য হইতে সুধন্বাচার্য্য, কারুষ, বিজন্মা, মৈত্র ও সাত্বত জাতি (১০।২১-২৩); এ ছাড়া বৃষলত্ব প্রাপ্ত কতকগুলি ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ আছে, তাহাদের নাম পৌণ্ড্রক, ওড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ ও খশ। (১০।৪৪)

বেদের সময় যেমন আর্য্যসমাজবাহ্য লোকদিগকে 'দস্যু' বা 'দাস' বলা হইত [দস্যু দেখ।] মনুসংহিতাতেও সেইরূপ আর্য্যসমাজবাহ্যদিগকে 'দস্যু' বলা হইয়াছে। (১০।৪৪)

গৌতম ও বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রে মূর্দ্ধাবসিক্ত, মাহিষ্য ও করণ এই তিন জাতির উল্লেখ থাকিলেও মনুসংহিতায় ইহাদের নাম নাই। ধর্ম্মসূত্রসমূহে ঐ তিন জাতি 'সবর্ণ' বা পিতৃ সদৃশ বর্ণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। সম্ভবতঃ মনুর সময়ে এই তিন জাতির স্বতন্ত্র নামকরণ হয় নাই।

মনু ব্রাহ্মণবর্ণকেই আর্য্যসমাজের শাস্তা, নিয়ন্তা ও প্রভু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনুসংহিতায় দেখিতে পাই—

"বৈশেষ্যাৎ প্রকৃতিশ্রৈষ্ঠ্যান্নিয়মস্য চ ধারণাৎ।
সংস্কারস্য বিশেষাচ্চ বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ॥" (১০।৩)

বিশেষরূপ জাত্যুৎকর্ষ, বেদের অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও ব্যাখ্যা সম্বন্ধে যোগ্যতা বা স্নাতকব্রত ধারণ এবং ক্ষত্রিয়াদি অপেক্ষা উপনয়নাদি সংস্কারের বিশেষত্ব হেতু ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের প্রভু।

মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণ বর্ণ মধ্যে 'ঋত্বিক্' বা যাগকারী, 'আচার্য্য বা উপনয়ন ও সকল বেদোপনিষদের উপদেশদাতা, 'উপাধ্যায়' অর্থাৎ কোন বেদ বা বেদাঙ্গের অধ্যাপনা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারী এবং 'গুরু' বা জাতকর্ম্ম ও অন্নপ্রাশনাদি সম্পন্নকারী, এই চতুর্ব্বিধ শ্রেণিবিভাগ দৃষ্ট হয় (২।১৪০-১৪২) এ ছাড়া দেবল, কুশীলব প্রভৃতি পতিত ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে।

মনু যেমন ব্রাহ্মণসমাজকে সকল সমাজের আদর্শ ও প্রভু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ক্ষত্রিয়সমাজকেও তিনি সামান্যভাবে দেখেন নাই, তাঁহার এই উক্তি হইতেই জানিতে পারা যায়—

"নাব্রহ্ম ক্ষত্রমৃধ্নোতি নাক্ষত্রং ব্রহ্ম বর্দ্ধতে।
ব্রহ্মক্ষত্রঞ্চ সম্পৃক্তমিহ চামুত্র বর্দ্ধতে॥" (৯।৩২২)

অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ছাড়া ব্রাহ্মণের শ্রীবৃদ্ধি নাই, ব্রাহ্মণ ছাড়া ক্ষত্রিয়ও সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হন না। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় একত্র মিলিত হইলে ইহলোক ও পরলোকে সর্ব্বত্রই সমৃদ্ধি লাভ করেন।

বাস্তবিক মনুসংহিতা পাঠ করিলে সহজেই ধারণা হইবে যে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই বর্ণই আর্য্যসমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ। এই দুই সমাজের আচারব্যবহার ও সংস্কারাদি মনুসংহিতায় সবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে। মনুসংহিতায় প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে—

১ম অধ্যায়ে ধর্ম্মজিজ্ঞাসা, সৃষ্টিপ্রকরণ, মনুর আদেশে ভৃগুর মানবধর্ম্মকথন, দৈবাদিকল্পনির্ণয়, বর্ণধর্ম্ম ও গ্রন্থানুক্রমণিকা; ২য় অধ্যায়ে ধর্ম্মের চতুর্বিধ প্রমাণ, ব্রহ্মচর্য্য, শিষ্যকর্ত্তব্য ও গুরুজনের প্রত্যভিবাদনবিধি; ৩য় অধ্যায়ে চাতুর্ব্বর্ণ্যবিবাহ, ব্রাহ্ম প্রভৃতি অষ্ট প্রকার বিবাহনির্ণয়, পঞ্চমহাযজ্ঞ, অতিথিসৎকার ও শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা; ৪র্থ অধ্যায়ে শিলোঞ্ছবৃত্তি, গার্হস্থ্য নিয়ম; ৫ম অধ্যায়ে ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও অশৌচনির্ণয়, দ্রব্যশুদ্ধি, স্ত্রীধর্ম্ম; ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে আশ্রমধর্ম্ম; ৭ম অধ্যায়ে রাজধর্ম্ম ও রাজ্যরক্ষার্থ উপায়াদি সবিস্তারবর্ণন, ৮ম অধ্যায়ে ব্যবহারনিয়ম, অষ্টাদশ বিবাদপদাদিকথন, সাক্ষিনির্ণয়, দণ্ডবিধি ও রাজদণ্ডের পাপনাশকতাকথন, ৯ম অধ্যায়ে স্ত্রীপুরুষের ধর্ম্ম, দায়ভাগ, দ্যূতক্রীড়াচৌর্য্যাদিনিরাকরণোপায়, বৈশ্যশূদ্রের কর্ত্তব্য, ১০ম অধ্যায়ে সঙ্করজাতির উৎপত্তি ও বর্ণচতুষ্টয়ের আপদ্ধর্ম্ম ও বৃত্তিনিরূপণ, ১১শ অধ্যায়ে প্রায়শ্চিত্তবিধি; ১২শ অধ্যায়ে কর্ম্মের জন্মান্তরকারণতা ও জ্ঞান মোক্ষের সাধকতাবর্ণন।

আর্য্যসমাজে মনুই সর্ব্বপ্রধান স্মৃতিকার এবং মনুর বচনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। নিবন্ধকারগণ প্রকাশ করিয়াছেন—

মন্বর্থের বিপরীত যে স্মৃতি তাহা প্রামাণ্য নহে। কারণ মনুতে বেদার্থ সকলই উপনিবদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ অবিকল বেদার্থই ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

"বেদার্থোপনিবন্ধত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতং।
মন্বর্থবিপরীতা তু যা স্মৃতিঃ সা ন শস্যতে॥"

মন্বাদি প্রণীত যে স্মৃতি তাহা সংহিতা নামেও প্রকাশিত।

মনুসংহিতা সর্ব্বপ্রধান স্মৃতিশাস্ত্র বলিয়া প্রচলিত থাকায় অপর সকল স্মৃতি অপেক্ষা ইহার বহু ভাষ্য ও টীকা রচিত হইয়াছে। প্রবাদ এইরূপ যে প্রথমে বৃহস্পতি মনুস্মৃতির বার্ত্তিক ও বৌধায়নভাষ্য রচনা করেন, এখন তাহা অপ্রচলিত। প্রচলিত ভাষ্য ও টীকাগুলির মধ্যে মেধাতিথির ভাষ্যই সর্ব্বপ্রাচীন, খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে বিজ্ঞানেশ্বর এই মেধাতিথিভাষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। মেধাতিথির ভাষ্য ব্যতীত গোবিন্দরাজ 'মন্বনুসারিণী' নামে, নন্দনাচার্য্য 'নন্দিনী' নামে, রাঘবানন্দ সরস্বতী 'মন্বর্থচন্দ্রিকা' নামে, কুল্লূকভট্ট 'মন্বর্থমুক্তাবলী' নামে, মণিরামদীক্ষিত 'সুবোধিনী' নামে, এ ছাড়া সর্ব্বজ্ঞনারায়ণ, রামচন্দ্র, কৃষ্ণনাথ, রুচিদত্ত ও উদয়কররচিত মনুর টীকা পাওয়া গিয়াছে।

মনুস্মৃতি বা মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের পরই যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি। ভারতের সর্ব্বত্রই মনুস্মৃতির ন্যায়, যাজ্ঞবল্ক্যের সমাদর এবং এই ধর্ম্মশাস্ত্রও একথানি প্রধান স্মৃতি বলিয়া গণ্য। মনুর ন্যায় যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির ব্যবস্থানুসারেও ভারতের নানা স্থানের হিন্দুসমাজ পরিচালিত হইতেছে। এ কারণ যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির উপরও বহুতর টীকা ও নিবন্ধ রচিত হইয়াছে।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় মানবধর্ম্মশাস্ত্র যেরূপ কুরুক্ষেত্রের নিকট ব্রহ্মাবর্ত্তপ্রদেশে প্রচলিত হয়, শুক্লযজুর্ব্বেদীয় যাজ্ঞবল্ক্যধর্ম্মশাস্ত্র সেইরূপ মিথিলায় প্রচলিত হইয়াছিল। যাজ্ঞবল্ক্যের কেন এত আদর? পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, যে সনাতন বেদোদিত ধর্ম্মমত মানবগৃহ্যসূত্রে প্রকটিত হইয়াছে, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় বিস্তারিত ভাবে তাহারই বিবৃতি দেখা যায়। এ কারণ যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় প্রতিপাদ্য বিষয়গুলিও অতি প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। মনুসংহিতার ১২টী অধ্যায় ও মোট ২৬৮৫টী শ্লোক আছে, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় আচার, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত এই তিনটী অধ্যায় ও সর্ব্বশুদ্ধ ১০১৮টী শ্লোক পাওয়া যায়, এ অবস্থায় যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা আকারে মনুস্মৃতির অর্দ্ধেকেরও কম। অথচ প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি অতি বিশদ ভাবেই বুঝান হইয়াছে।

যাজ্ঞবল্ক্য মিথিলা বা পূর্ব্বভারতে প্রচারিত হইলেও মানব-গৃহ্যসূত্রের অনুবর্ত্তী বলিয়া ইহার প্রত্যেক ব্যবস্থাই প্রচলিত মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুরূপ। ইহার প্রথম অধ্যায়ের প্রত্যেক বিধি, এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে অধিকাংশই যেন মনুবচনই ধ্বনিত হইয়াছে। অথচ মনুস্মৃতি অপেক্ষা বেশ সুপ্রণালীতে বিরচিত। মনুতে চতুর্দ্দশ বিদ্যার স্পষ্ট উল্লেখ নাই, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য চারি বেদ, পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র ও ষড়ঙ্গ এই চতুর্দ্দশ বিদ্যার উল্লেখ করিয়াছেন (১৷৩)। মনু ব্রাহ্মণের পক্ষে চারি বর্ণের কন্যাগ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মণের শূদ্রাবিবাহ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন (১৷৫৭)। মনুস্মৃতি মধ্যে বৌদ্ধপ্রসঙ্গ নাই, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় স্পষ্টভাবে বৌদ্ধপ্রসঙ্গ না থাকিলেও 'মুণ্ড' (১৷২৭১) ও 'কাষায়বাস' (২৷২৭২) শব্দের দ্বারা বৌদ্ধগণের আভাস আছে। রাজাকে (বৌদ্ধবিহার বা সঙ্ঘারামের আদর্শে) বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের জন্য অগ্রহার বা মঠ-স্থাপনের জন্য আদেশ করা হইয়াছে (২৷১৮৫)। মনু সুবর্ণ, পল, নিষ্ক, ধরণ ও পুরাণ (৮৷১৩৫-১৩৭) এই কয়টী স্বর্ণ ও রজতের পরিমাণ উল্লেখ করিলেও কোন প্রকার মুদ্রাঙ্কিত টাকা বা মোহরের উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য 'অকূট' বা অকৃত্রিম এবং 'কূটক' বা মেকী উভয় প্রকার 'নাণক' মুদ্রার উল্লেখ করিয়াছেন। (২৷২৪১) ধর্ম্মাধিকরণে বাদী ও প্রতিবাদী 'লেখ্য' ও 'লিখিত' কাগজপত্রের উল্লেখ এবং ভূমিদান ও তাম্রশাসনের ব্যবস্থা আছে। (১৷৩১৮) মানবগৃহ্যসূত্রে "বিনায়কানাং ব্যাখ্যাস্যামঃ" প্রসঙ্গে বিনায়কপূজার সংক্ষেপে উল্লেখ আছে, যাজ্ঞবল্ক্য বিস্তৃতভাবে বিনায়কশান্তি ও গ্রহযজ্ঞের উল্লেখ করিয়াছেন। (১৷২৭০) তিনি লিখিয়াছেন—

'যোগাভিলাষী হইয়া আদিত্যের নিকট হইতে আমি যে বৃহদারণ্যক প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা পাঠ করিতে হইবে এবং মৎ-কথিত যোগশাস্ত্র জানিতে হইবে।' (৩৷১১০) ইহাতে মনে হয় যে, ধর্ম্মশাস্ত্রকার ও যোগশাস্ত্রকার যাজ্ঞবল্ক্য উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মনুর ন্যায় যাজ্ঞবল্ক্যধর্ম্মশাস্ত্রেরও বহুতর টীকা ও নিবন্ধ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ১মদেববোধ ও তৎপরে কল্যাণের চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্যের সময় খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে বিজ্ঞানেশ্বর রচিত মিতাক্ষরা নাম্নী টীকাই প্রথম উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞানেশ্বর-ব্যতীত অপরার্ক, ধর্ম্মেশ্বর, শূলপাণি, লক্ষ্মীদেবী (বালমৃভট্টী), রঘুনাথ ভট্ট, মিত্রমিশ্র প্রভৃতি রচিত বহুতর টীকা প্রচলিত আছে।

যাজ্ঞবল্ক্যের মতে মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গোতম, শাতাতপ ও বশিষ্ঠ এই ১৯ জন ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা। সুতরাং ১৯ খানি স্মৃতিসংহিতা। শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে স্থানে স্থানে বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিরোধের মীমাংসা করিয়া শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধস্থলে শ্রুতিই প্রামাণ্য, অর্থাৎ শ্রুতি যাহা বলিয়াছেন, তদনুসারেই কর্ম্ম করিতে হইবে। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত পুরাণের বিরোধ হইলে মন্বাদি সংহিতারই প্রাধান্য হইবে। পুরাণের প্রাধান্য হইবে না।

মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত বহুসংখ্যক স্মৃতি প্রচলিত থাকিলেও বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত অপর স্মৃতিগুলির কিন্তু সেরূপ বহুপ্রচলন নাই, এ কারণ সেই সেই স্মৃতির তাদৃশ প্রাচীন টীকা টিপ্পনীও পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বে যে সকল স্মৃতির তালিকা উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে পরাশর, বিষ্ণু ও নারদ এই কয়খানিরই কিছু বেশী আদর দেখা যায়। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি—

"কৃতে তু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ॥" (পরাশর ১৷২৫)

উক্ত পরাশর বচন অনুসারে মানব ও গৌতম ধর্ম্মশাস্ত্রের পরই শঙ্খ ও লিখিত এবং বর্ত্তমান কলিযুগে পরাশরোক্ত ধর্ম্মই বিশেষ প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে। সম্ভবতঃ স্মৃতি-নিবন্ধকারগণ এই কারণেই উক্ত কয়েকখানি স্মৃতির প্রমাণই অধিকাংশস্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই সংক্ষেপে যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার পরিচয় দিয়াছি। অপরাপর স্মৃতিগ্রন্থগুলিরও সংক্ষেপে পরিচয় দিতেছি—

৩, অত্রিসংহিতা এক অধ্যায় ও ৩৯০ শ্লোকে সম্পূর্ণ, ইহাতে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠেয় আচার ও নানা কার্য্যজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্তাদি বিধি বিবৃত হইয়াছে।

৪, বিষ্ণুসংহিতা ১০০টী ক্ষুদ্র অধ্যায়ে বিভক্ত; ১ম অধ্যায়ে সৃষ্টি বা উপোদ্ঘাতপ্রকরণ, ২ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, ৩ রাজধর্ম্ম, ৪ অর্থদণ্ড, ৫ অষ্টাদশপদবিষয়ক দণ্ডবিধান, ৬ অধর্ম্মাদিবিচার, ৭ লেখ্য, ৮ সাক্ষিপ্রকরণ, ৯ সময়ক্রিয়া, ১০ ঘটদিব্য, ১১ অগ্নিদিব্য, ১২ উদকদিব্য, ১৩ বিষদিব্য, ১৪ দেবোদকদিব্য, ১৫ দ্বাদশপুত্র, ১৬ বিবিধোৎপত্তি ১৭ ধনবিভাগ, ১৮ নানা-জাতিভাগ, ১৯ নির্হরণ, ২০ শোকাপনোদক বাক্য, ২১ আত্মক্রিয়া. ২২ অশৌচনির্ণয়, ২৩ দ্রব্যশুদ্ধি, ২৪ বিবাহ-নিরূপণ, ২৫ স্ত্রীধর্ম্ম, ২৬ সবর্ণাসবর্ণস্ত্রীধর্ম্ম, ২৭ গর্ভাধানাদি সংস্কার, ২৮ ব্রহ্মচারিধর্ম্ম, ২৯ আচার্য্যলক্ষণ, ৩০ অধ্যয়ন-ধর্ম্ম, ৩১ অতিগুরুলক্ষণ, ৩২ গুরুধর্ম্মাতিদেশবিষয়, ৩৩ প্রায়-শ্চিত্তোপোদ্ঘাত, ৩৪ অতিপাতকস্বরূপ, ৩৫ মহাপাতকস্বরূপ, ৩৬ অনুপাতকস্বরূপ, ৩৭ উপপাতকবিভাগ, ৩৮ জাতিভ্রংশকর-বিভাগ, ৩৯ সংকরীকরণবিভাগ, ৪০ অপাত্রীকরণবিভাগ, ৪১ মলাবহবিভাগ, ৪২ প্রকীর্ণকপ্রায়শ্চিত্ত, ৪৩ নরককথন, ৪৪ দুর্যোনিকথন, ৪৫ রোগবিশেষকথন, ৪৬ কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণলক্ষণ, ৪৭ চান্দ্রায়ণলক্ষণ, ৪৮ যাবকব্রত, ৪৯ বৈষ্ণবব্রত, ৫০ ব্রহ্মহত্যা-প্রায়শ্চিত্ত, ৫১ সুরাপানপ্রায়শ্চিত্ত, ৫২ সুবর্ণস্তেয়প্রায়শ্চিত্ত, ৫৩ গুরুতল্প প্রায়শ্চিত্ত, ৫৪ সংসর্গপ্রায়শ্চিত্ত, ৫৫ রহস্যপ্রায়শ্চিত্ত, ৫৬ শুক্রাদি, ৫৭ অনসুতাপিত্যাগ, ৫৮ অর্থবিবেক, ৫৯ গৃহাশ্রম-ধর্ম্ম, ৬০ আহ্নিক, ৬১ দন্তধাবন, ৬২ আচমন, ৬৩ অধ্বকাল-কার্য্য, ৬৪ স্নানবিধি, ৬৫ বিষ্ণুপূজন, ৬৬ উক্তোপচারদ্রব্য-বিবেচন, ৬৭ বৈশ্বদেব, ৬৮ ভোজনবিধিনিষেধ, ৬৯ স্ত্রীসংগম-নিষেধ, ৭০ শয়ননিষেধ, ৭১ স্নাতকধর্ম্ম, ৭২ দমযম, ৭৩ শ্রাদ্ধ-প্রস্তাব, ৭৪ অষ্টকাশ্রাদ্ধ, ৭৫ দৈবতানির্ণয়, ৭৬ নিত্যশ্রাদ্ধকাল, ৭৭ নৈমিত্তিকশ্রাদ্ধকাল, ৭৮ কাম্যশ্রাদ্ধকাল, ৭৯ শ্রাদ্ধোপকরণ, ৮০ দ্রব্যবিশেষদানে তৃপ্তিবিশেষ,৮১ শ্রাদ্ধভোজনধর্ম্ম,৮২ শ্রাদ্ধানর্হ, ৮৩ পংক্তিপাবন, ৮৪ শ্রাদ্ধে বর্জ্যদেশ, ৮৫ শ্রাদ্ধার্হদেশ, ৮৬ বৃষোৎসর্গ, ৮৭ কৃষ্ণাজিনদান, ৮৮ উভয়তোমুখী দান, ৮৯ কার্ত্তিকস্নান, ৯০ প্রকীর্ণদান, ৯১ কূপারামতড়াগাদিদান, ৯২ অভয়াদিদান, ৯৩ পাত্রবিশেষে দানে ফলবিশেষ, ৯৪ বানপ্রস্থধর্ম্ম, ৯৫ অবশিষ্ট বানপ্রস্থধর্ম্ম, ৯৬ সন্ন্যাসধর্ম্ম, ৯৭ জ্ঞানোপায়, ৯৮ বিষ্ণুস্তুতি, ৯৯ লক্ষ্মীস্তুতি, ও ১০০ অধ্যায়ে এতচ্ছাস্ত্রাধ্যয়নফল বর্ণিত হইয়াছে।

বিষ্ণুস্মৃতি অধিকাংশ সূত্রাকারে লিখিত, এ কারণ বিষ্ণু-স্মৃতিকে অনেকে ধর্ম্মসূত্র মধ্যে গণ্য করেন। কাশীবাসী নন্দ পণ্ডিত 'কেশববৈজয়ন্তী' নামে বিষ্ণুস্মৃতির একখানি বিস্তৃত টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন; এই টীকাও একখানি উৎকৃষ্ট নিবন্ধ মধ্যে গণ্য।

৫, হারীতসংহিতায়—১ম অধ্যায়ে মার্কণ্ডেয়ের নিকট অম্বরীষ রাজার বর্ণাশ্রমধর্ম্মজিজ্ঞাসা, তদুত্তরে মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক মুনিগণ ও হারীতসংবাদ প্রসঙ্গে ব্রহ্মার জন্ম, ব্রহ্মার জগৎসৃষ্টি, ও ব্রাহ্মণধর্ম্ম, ২য় অধ্যায়ে সংক্ষেপে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের ধর্ম্ম, ৩য় অধ্যায়ে ব্রহ্মচারীর বিধিনিয়ম, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমবিহিত নিষিদ্ধ দ্রব্যের উল্লেখ ও গুরুসেবারীতি, ৪র্থ অধ্যায়ে গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশকাল, বিবাহের উপযুক্ত পাত্রীলক্ষণ, দন্তকাষ্ঠপ্রমাণ, মুখশোধন, স্নানবিধি, আচমনবিধি, জপের স্বরূপ ও অধ্যায় দিন, ৫ম অধ্যায়ে বানপ্রস্থাশ্রম ও বানপ্রস্থাশ্রমীদিগের কর্ত্তব্য, ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে সন্ন্যাসাশ্রম, সন্ন্যাসীদিগের প্রয়োজনীয় বস্তু, তাঁহাদিগের ভিক্ষা-বিধি, ভিক্ষাপাত্রনির্ণয় ও ভিক্ষানন্তর কর্ত্তব্য এবং ৭ম অধ্যায়ে যোগশাস্ত্র, ধ্যানপ্রকার. শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ কর্ম্মনিষেধ, জ্ঞান ও কর্ম্মের মোক্ষপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সমান উপকারিতা বর্ণিত হইয়াছে।

হেমাদ্রি হারীতস্মৃতিভাষ্যকারের উল্লেখ করিয়াছেন। এক্ষণে তকনলাল কৃত হারীতস্মৃতিটীকা পাওয়া যায়।

৬, উশনঃসংহিতায়—১ম অধ্যায়ে উপনয়নবিধি, ২য়ে আচমন-বিধি, ৩য়ে বেদপাঠ, ও শ্রাদ্ধকালনির্ণয়, ৪র্থে পংক্তিপাবন, ও অপাঙ্‌ক্তেয় ব্রাহ্মণনির্ণয়, ৫মে শ্রাদ্ধবিধি, ৬ষ্ঠে শৌচাশৌচনির্ণয়, ৭মে অশৌচশুদ্ধিব্যবস্থা,৮মে বিভিন্ন পাতক ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত-নির্ণয়, ৯মে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তবিধি, ও ১০মে শিবপূজা-মাহাত্ম্য আছে।

এই স্মৃতির ৪র্থ অধ্যায়ে 'শ্রাবক' বা বৌদ্ধশ্রমণ,এবং 'নির্গ্রন্থ' বা জৈন নির্গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

৭, অঙ্গিরঃস্মৃতির এক অধ্যায়ে ৭২টী শ্লোকে কেবল প্রায়-শ্চিত্তবিধি বর্ণিত হইয়াছে।

৮, যমস্মৃতি—অঙ্গিরঃস্মৃতির ন্যায়, এই স্মৃতিও কেবল ৭৮টী শ্লোকে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাই আছে।

৯, আপস্তম্বসংহিতায়—১ম হইতে ১১শ অধ্যায়ে প্রায়শ্চিত্ত এবং ১০, সম্বর্ত্তসংহিতায়ও ১ অধ্যায়ে কেবল প্রায়শ্চিত্তের কথাই আছে।

১১, কাত্যায়নসংহিতা প্রধানতঃ তিনটী প্রপাঠক ও ২৯ খণ্ডে বিভক্ত, ১ম হইতে ১০ খণ্ড ১ম প্রপাঠকের, ১১শ হইতে ১৬শ খণ্ড ২য় প্রপাঠকের, এবং ১৭শ খণ্ড হইতে ২৯শ খণ্ড ৩য় প্রপাঠকের অন্তর্গত। ১ম খণ্ডে গোভিলোক্ত যজ্ঞসূত্রধারণ,

মুখমার্জ্জন, চতুর্দ্দশ মাতৃকা ও গণেশপূজা, ২য় খণ্ডে পবিত্র কুশধারণ ও অর্ঘ্যদানবিধি, ৩য়ে অক্রিয়া ও পৈত্র্যকার্য্যনির্ণয়, ৪র্থে পিণ্ডদান, ৫মে নানা প্রকার শ্রাদ্ধনির্ণয়, ৬ষ্ঠে অগ্ন্যাধান, ৭মে অগ্ন্যুদ্ধার, ৮মে যজ্ঞধারণ ও ইধ্মবিধান, ৯মে অগ্নিচয়ন, ১০মে স্নানবিধি, ১১শে সন্ধ্যোপাসনা, ১২শে তর্পণ, ১৩শে পঞ্চমহাযজ্ঞ, ১৪শে বলিপিণ্ডবিন্যাস, ১৫শে দক্ষিণাবিধি, ১৬শে শ্রাদ্ধকালনির্ণয়, ১৭শে কর্ম্মনির্ণয়, শাকপাক, ১৮শে দর্শ ও পৌর্ণমাসবিধি ১৯শে সাগ্নিকের কর্ত্তব্য, ২০শে ও ২১শে ঋত্বিকের কর্ত্তব্য, ২২শে শাবাশৌচ, ২৩শে বিদেশমরণাশৌচ, ২৪শে অশৌচকালে কর্ত্তব্য, ২৫শে বিবাহের চতুর্থী হোমবিধান, ২৬শে গোমেধ, বৃষোৎসর্গাদি যজ্ঞবিধি, ২৭শে নানা প্রকার শ্রাদ্ধবিধি, ২৮শে উপাকর্ম্ম, ও ২৯শে দর্ভপূর্ব্ববিধি বর্ণিত হইয়াছে।

১২, বৃহস্পতিসংহিতাখানিও এক অধ্যায়ে সমাপ্ত। ইহাতে দানপ্রশংসা ও দানযোগ্য ব্যক্তির কথা আছে।

১৩, পরাশরসংহিতা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, কলিযুগের জন্য এই পরাশরস্মৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মনুস্মৃতি যেমন ১২ অধ্যায়ে বিভক্ত, এই পরাশর সংহিতায়ও সেইরূপ দ্বাদশ অধ্যায় আছে। কিন্তু ইহা আয়তনে মানবধর্ম্মশাস্ত্রের একচতুর্থাংশ হইবে। ইহার ১ম অধ্যায়ে যুগধর্ম্ম, দ্বিজ ও শূদ্রের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, ২য়ে কলিযুগবিহিত চারিবর্ণের আশ্রম-ধর্ম্ম, ৩য়ে জনন ও মরণাশৌচবিধি, ৪র্থে উদ্বন্ধনাদিতে মৃতস্পর্শের প্রায়শ্চিত্ত ও অপর সাধারণ শুদ্ধিবিধি, ৫মে স্নাতকব্রাহ্মণের শ্রৌতাগ্নিসংস্কারবিধি, ৬ষ্ঠে জীবহত্যার প্রায়শ্চিত্তনির্ণয়, ৭মে দ্রব্যশুদ্ধি, ৮মে ও ৯মে জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তবিধি, ১০মে চারিবর্ণের সর্ব্বপ্রকার পাপের নিষ্কৃতি-বিধান, ১১শে দ্বিপ্রাদি চারিবর্ণের অভক্ষ্যভক্ষণপ্রায়শ্চিত্ত ও ১২শে সাধারণ প্রায়শ্চিত্তবিধান উক্ত হইয়াছে। ১ম অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"শ্রুতা মে মানবা ধর্ম্মা বাশিষ্ঠাঃ কাশ্যপাস্তথা।
গার্গেয়া গৌতমাশ্চৈব তথা চৌশনসাঃ স্মৃতাঃ॥
অত্রের্বিষ্ণোশ্চ সাম্বর্ত্তা দাক্ষা আঙ্গিরসাস্তথা।
শাতাতপাশ্চ হারীতা যাজ্ঞবল্ক্যকৃতাশ্চ যে॥
কাত্যায়নকৃতাশ্চৈব প্রাচেতসকৃতাশ্চ যে।
আপস্তম্বকৃতা ধর্ম্মাঃ শঙ্খস্য লিখিতস্য চ॥
শ্রুতা হ্যেতে ভবৎপ্রোক্তাঃ শ্রৌতার্থাস্তে ন বিস্মৃতাঃ।
অস্মিন্ মন্বন্তরে ধর্ম্মাঃ কৃতত্রেতাদিকে যুগে॥
সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ কৃতে জাতাঃ সর্ব্বে নষ্টাঃ কলৌ যুগে।
চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাচারং কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ॥"

(ব্যাস পরাশরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন), আমি আপনার কাছে মনু, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, গর্গ, গৌতম, উশনা, অত্রি, বিষ্ণু, সম্বর্ত্ত, দক্ষ, অঙ্গিরা, শাতাতপ, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, কাত্যায়ন, প্রচেতস, আপস্তম্ব, শঙ্খ, ও লিখিত (এই ১৯জন) মুনিরচিত ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছি এবং আপনার মুখশ্রুত সে সকল শ্রৌতার্থ বিস্মৃত হই নাই। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসমূহ এই মন্বন্তরে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের জন্যই নির্দ্দিষ্ট। সত্যযুগে ঐ সকল ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকাশিত ও বর্ত্তমান কলিযুগে সমস্তই নষ্ট হইয়াছে। অতএব (কলিযুগবিহিত) চারিবর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম প্রকাশ করুন। উক্ত বচন হইতে মনে হয় যে, পরাশরস্মৃতি উপরোক্ত সকল স্মৃতির পর রচিত হইয়াছে এবং যে সময়ে এই স্মৃতিখানি প্রচারিত হয়, তৎকালে পূর্ব্বোক্ত মূলস্মৃতিগুলির অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছিল।

মন্বাদি প্রাচীন স্মৃতিতে দ্বিজবিধবার পত্যন্তরগ্রহণ এক প্রকার নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু পরাশর বিধবার পত্যন্তরগ্রহণ সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন—

'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥' (৪র্থ অধ্যায়)

পতি নিরুদ্দেশ হইলে, মরিয়া গেলে, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলে, ক্লীব বলিয়া স্থির হইলে বা পতিত হইলে, এই পঞ্চপ্রকার আপদে স্ত্রীগণের অন্যপতি গ্রহণের ব্যবস্থা আছে।

বর্ত্তমান কালে আর্য্যাবর্ত্তে পরাশরস্মৃতির মত সম্যক্ আদৃত না হইলেও দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড়সমাজে অদ্যাপি পরাশরের মতই চলিতেছে। মাধবাচার্য্য এই পরাশর স্মৃতির ভাষ্য করিয়াছেন, তাহা 'পারাশরমাধব' নামে পরিচিত এবং প্রধান স্মৃতিনিবন্ধ বলিয়া দ্রাবিড়ে সমাদৃত। এতদ্ভিন্ন গোবিন্দভট্ট, নন্দপণ্ডিত ও বৈদ্যনাথ-রচিত পরাশরস্মৃতির টীকা পাওয়া যায়।

১৪, ব্যাসসংহিতায় চারিটী অধ্যায়। ১ম অধ্যায়ে চারি বর্ণের ধর্ম্ম, শূদ্র ও অন্ত্যজ-নিরূপণ, গর্ভাধানাদি সংস্কার, ২য়ে বিবাহবিধি, ৩য়ে নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য এই ত্রিবিধ কর্ম্মনির্ণয় ও ৪র্থে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, দানবিধি, নিন্দিত ব্রাহ্মণনির্ণয় ও পাতিত্য বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণনাথ-রচিত ব্যাসস্মৃতির টীকা পাওয়া যায়। এই ব্যাসস্মৃতিখানি নিতান্ত জঘন্য ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। দুই শত বর্ষের প্রাচীন হস্তলিপি ও কৃষ্ণনাথের টীকা হইতে জানা যায় যে, মুদ্রিত ব্যাসসংহিতায় অধিকাংশই বিকৃত পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে এবং অনেক মূল শ্লোক পরিত্যক্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মুদ্রিত গ্রন্থের ১ম অধ্যায় হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল—

"বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ। ১০
বণিক্কিরাতকায়স্থমালাকারকুটুম্বিনঃ।
বরটো মেদচণ্ডালদাসশ্বপচকোলকাঃ। ১১

এতেহন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ।
এষাং সম্ভাষণাৎ স্নানং দর্শনাদর্কবীক্ষণম্" ॥ ২২ (মুদ্রিতগ্রন্থ)

কিন্তু কৃষ্ণনাথের টীকা ও সুপ্রাচীন হস্তলিপি অনুসারে প্রকৃত পাঠ এইরূপ—

"বর্দ্ধকী নাপিতো গোপঃ দাসো বৈ কুম্ভকারকঃ।
বণিগ্‌বিরাটকায়স্থ মালাকারকুটুম্বিনঃ ॥
এতে চান্যে চ বহবঃ শূদ্রা ভিন্নাঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
চর্ম্মকারস্তথাভিল্লো রজকঃ পুক্কসো নটঃ ॥
বরাটো মেদচণ্ডালদালসশ্চৈব লৌকিকাঃ।
এতেহন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ ॥"

(বেঙ্গলগবর্মেণ্টের সংগৃহীত ১১৫২নং পুঁথির ২য় পত্রের পাঠ)

১৫, শঙ্খসংহিতায় ১৮টী অধ্যায়। ১মঅধ্যায়ে দ্বিজাতির কর্ত্তব্য, ২য়ে গর্ভাধান, পুংসবন, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়া ও উপনয়ন-প্রসঙ্গ, ৩য়ে বেদাধ্যয়ন ও গুরুদক্ষিণা, ৪র্থে বিবাহবিধি, ৫মে পঞ্চসূনা ও প্রতিগ্রহ, ৬ষ্ঠে বানপ্রস্থ, ৭মে সন্ন্যাসাশ্রমকর্ত্তব্য, ৮মে ক্রিয়াস্নান, ৯মে আচমনবিধি, ১০মে জপ ও হোমনির্ণয়, ১১শে অঘমর্ষণমন্ত্র ও সাবিত্রীজপপ্রশংসা, ১২শে তর্পণ, ১৩শে দৈব ও পিতৃকার্য্যনির্ণয়, ১৪শে শ্রাদ্ধস্থান ও শ্রাদ্ধকালনির্ণয়, ১৫শে অশৌচবিধি, ১৬শে দ্রব্যশুদ্ধি, ১৭শে মহাপাতকাদির প্রায়শ্চিত্ত-বিধি, এবং ১৮শে অঘমর্ষণ, প্রাজাপত্য ও তুলাপুরুষাদি ব্রতবিধি বর্ণিত আছে।

১৬, লিখিতসংহিতা অতিক্ষুদ্র ও এক অধ্যায়ে সম্পূর্ণ, ইহাতে অতি সংক্ষেপে অগ্নিহোত্র, জলাশয়খনন, গয়াশিরে পিণ্ডদান, একোদ্দিষ্ট প্রভৃতি শ্রাদ্ধ, তিথিকৃত্য, বিবাহ ও নানা-প্রকার কৃচ্ছ্র প্রসঙ্গ আছে।

১৭, দক্ষসংহিতায় ৭টী অধ্যায়, ১ম অধ্যায়ে সংক্ষেপে দক্ষ-প্রজাপতির প্রসঙ্গ, চতুরাশ্রম কর্ত্তব্য, ২য়ে প্রাতঃকৃত্যাদি দ্বিজাতির আহ্নিকাচার, ৩য়ে দ্বিজাতির নয়টী কর্ত্তব্য ও দানপ্রশংসা, ৪র্থে ভার্য্যাপ্রসঙ্গ, ৫মে শৌচাশৌচ, ৬ষ্ঠে জননমরণাশৌচ ও ৭মে যোগতত্ত্ব ও যতিকর্ত্তব্য বর্ণিত হইয়াছে। এই স্মৃতির শেষভাগে—

"দ্বৈতঞ্চৈব তথাদ্বৈতং দ্বৈতাদ্বৈতং তথৈব চ।
ন দ্বৈতং নাপি চাদ্বৈতমিত্যেতৎ পারমার্থিকম্ ॥
নাহং নৈবান্যসম্বন্ধো ব্রহ্মভাবেন ভাবিতঃ।
ঈদৃশায়ামবস্থায়ামবাপ্যং পরমং পদম্ ॥" (৭অঃ)

অর্থাৎ দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, দ্বৈতাভাব ও অদ্বৈতাভাব এই চিন্তাই পারমার্থিক, ব্রহ্মভাবে অবস্থিত হইয়া যোগী অহংজ্ঞান বা অন্যসম্বন্ধজ্ঞান করিবে না। ঈদৃশ অবস্থায় পরমপদ লাভ হয়। এখানে দক্ষস্মৃতিকার নানাপ্রকার বেদান্তমতের আভাস দিয়াছেন। কৃষ্ণনাথ ও শুকনলাল এই স্মৃতির টীকা লিখিয়াছেন।

১৮, গৌতমসংহিতা।—ধর্ম্মসূত্র-প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই গৌতম-ধর্ম্মসূত্রের বিশেষ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। গৌতম-সংহিতাখানি উক্ত ধর্ম্মসূত্রের বিবৃতি বলিয়া মনে হয়। বিষ্ণু ও কাত্যায়নস্মৃতির ন্যায় এই গৌতমস্মৃতিখানিও গদ্যে লিখিত। ইহাতে ২৯টী অধ্যায় আছে। ইহার ১ম অধ্যায়ে সংক্ষেপে উপনয়নবিধি, দ্রব্যশুদ্ধি, আচমন, বেদপাঠ ও গায়ত্রী-বিধান, ২য়ে অনুপনীত ও উপনীত ব্যক্তির কর্ত্তব্য, ৩য়ে চতুরাশ্রমধর্ম্ম, ৪র্থে চারিবর্ণের বিবাহবিধি, ৫মে গৃহীর কর্ত্তব্য, ৬ষ্ঠে অভিবাদনবিধি, ৭মে ব্রাহ্মণাদির আপদ্ধর্ম্ম, ৮মে চল্লিশপ্রকার সংস্কার, ৯ম শুদ্ধি ও স্পৃশ্যাস্পৃশ্যনির্ণয়, ১০মে চারিবর্ণের মুখ্যবৃত্তিনির্ণয়, ১১শে রাজধর্ম্ম, ১২ ব্যবহার বা দণ্ডপারুষ্য, ১৩শে সাক্ষিনিরূপণ, ১৪শে শাবাশৌচনির্ণয়, ১৫শে শ্রাদ্ধনির্ণয়, ১৬শে বেদাধ্যয়নবিধি, ১৭শে ভোজ্যান্ননির্ণয়, ১৮শে স্ত্রীধর্ম্ম, ১৯শে ও ২০শে প্রায়শ্চিত্তবিধান, ২১শে উপপাতকের শাস্তিব্যবস্থা, ২২শে পতনীয় কর্ম্ম, ২৩শে উপপাতকের প্রায়শ্চিত্ত-নির্ণয়, ২৪শে মদ্যপান ও গুরুতল্প প্রায়শ্চিত্ত, ২৫শে গুপ্তপাপের প্রায়শ্চিত্ত, ২৬শে অবৈধাচারের প্রায়শ্চিত্ত, ২৭শে কৃচ্ছ্রব্রতাদি, ২৮শে চান্দ্রায়ণ ব্রতের ব্যবস্থা, ২৯শে পিতার সম্পত্তিতে পুত্র-গণের অধিকার। ৮ম অধ্যায়ে চল্লিশপ্রকার সংস্কার সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"গর্ভাধান-পুংসবন-সীমন্তোন্নয়-জাতকর্ম্ম-নামকরণান্নপ্রাশন-চৌড়োপনয়নং চত্বারি বেদব্রতানি স্নানং সহধর্ম্মচারিণীসংযোগঃ পঞ্চানাং যজ্ঞানামনুষ্ঠানং দেবপিতৃমনুষ্যভূতব্রহ্মণামেতেষাঞ্চা-ষ্টকাপার্ব্বণশ্রাদ্ধশ্রাবণ্যাগ্রহায়ণী চৈত্র্যাশ্বযুজীতি সপ্তপাকযজ্ঞসংস্থা অগ্ন্যাধেয়মগ্নিহোত্রদর্শপৌর্ণমাসাবগ্রয়ণং চাতুর্মাস্যনিরূঢ়পশুবন্ধ-সৌত্রামণীতি সপ্তহবির্যজ্ঞসংস্থা অগ্নিষ্টোমোহত্যগ্নিষ্টোম উক্থঃ ষোড়শি-বাজপেয়োহতিরাত্রোহপ্তোর্যাম ইতি সপ্তসোমসংস্থা ইত্যেতে চত্বারিংশৎসংস্কারাঃ।"

গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, অন্ন-প্রাশন, চূড়া, উপনয়ন, চারিবেদ অধ্যয়নার্থ ব্রহ্মচর্য্য, স্নান, বিবাহ, দেব, পিতৃ, মনুষ্য, ভূত ও ব্রহ্ম এই পঞ্চ যজ্ঞানুষ্ঠান, শ্রাবণ, অগ্রহায়ণ, চৈত্র এবং আশ্বিন মাসের পূর্ণিমায় পার্ব্বণশ্রাদ্ধ এবং ত্রিবিধ অষ্টকা, এই সাত প্রকার পাকযজ্ঞের অনুষ্ঠান, অগ্ন্যাধেয় কর্ম্ম, অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, অগ্রয়ণ, চাতুর্ম্মাস্য, নিরূঢ় পশুবন্ধ এবং সৌত্রামণী এই সাত প্রকার হবির্যজ্ঞানুষ্ঠান, অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র ও অপ্তোর্যাম এই সাতপ্রকার সোম-যজ্ঞবিশেষ, এই সকল মিলিত হইয়া চল্লিশ প্রকার সংস্কার।

কুলমণিশুক্ল, মস্করি ও হরদত্ত গৌতমস্মৃতির টীকা রচনা করিয়াছেন।

১৯, শাতাতপসংহিতা।—এই সংহিতাতে ৬টী অধ্যায়, ইহাতে কার্য্যানুসারে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাদি বর্ণিত হইয়াছে। ১ম অধ্যায়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত, ২য়ে ব্রহ্মহত্যাকারীর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা, ৩য়ে সুরাপায়ীর শাস্তি, ৪র্থে সুবর্ণহরণকারী ও অন্যান্য বস্তু হরণকারী ব্রাহ্মণের প্রায়শ্চিত্ত, ৫মে মাতৃগমনকারী, পরস্ত্রী-গমন ও পশ্বাদিগমন-জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা, ৬ষ্ঠে অশ্ব, শূকর, শৃঙ্গাদি ও উচ্চস্থান হইতে পতন এবং উদ্বন্ধন সর্প, হস্তী বা চোর দ্বারা আহত হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত।

২০, বসিষ্ঠসংহিতা।—এই সংহিতাতে ২১টি অধ্যায় আছে, ইহাতে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, ইহলোকে ও পরলোকে ধার্ম্মিক বলিয়া অত্যন্ত প্রশংসনীয় হয়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি-জাতির প্রত্যেকের গুণ ও উৎপত্তি এবং কর্ত্তব্য ইত্যাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ১ম অধ্যায়ে আচার ও ধর্ম্ম, ২য়ে ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্যের কর্ত্তব্যাদি নিরূপণ, ৩য়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি চারিবর্ণের বৃত্তিনিরূপণ, ৪র্থে চারিবর্ণের বিভাগ, শৌচাশৌচ বিভাগ, ৫মে স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্য, ৬ষ্ঠে আচার, ৭মে আশ্রম, ৮মে গৃহস্থের কর্ত্তব্য, ৯মে আশ্রমের মধ্যে বানপ্রস্থ, ১০মে পরিব্রাজক একপথাবলম্বী, ১১শে গৃহীর কর্ত্তব্য, ১২শে স্নাতকব্রত, ১৩শে স্বাধ্যায় এবং উপাকর্ম্ম, ১৪শে ভক্ষ্যাভক্ষ্য, ১৫শে জীবের উৎপাদনকারণ, ১৬ ব্যবহার, ১৭শে ঋণভারগ্রাহী পুত্র, ১৮শে বর্ণসঙ্কর, ১৯শে রাজার ধর্ম্ম, ২০শে জ্ঞাতাজ্ঞাত পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

উপরোক্ত মন্বাদি ২০ খানি স্মৃতি ছাড়া নারদ, বৃদ্ধাত্রেয়, লঘু হারীত, ঔশনস, বৃহৎপরাশর, লঘু ব্যাস, বৃদ্ধ গৌতম, পুলস্ত্য ও কশ্যপ লঘু বুধ নামধেয় আরও ১০ খানি স্মৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই ১০ খানি স্মৃতি উপরোক্ত ২০ খানি মূলস্মৃতির অতিরিক্ত বলিয়া গণ্য। নিম্নে এই ১০ খানি স্মৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল—

২১, নারদস্মৃতি।—প্রধানতঃ ধর্ম্মাধিকার ও ব্যবহার এই খণ্ডে বিভক্ত। ধর্ম্মাধিকার-প্রসঙ্গে ৯টী এবং ব্যবহার-প্রসঙ্গে ১৮টী অধ্যায় আছে। ১ম খণ্ডে ১ম অধ্যায়ে উপক্রমে নারদস্মৃতির উৎপত্তিকথা, ২য়ে ধর্ম্মাধিকরণের কার্য্য, ৩য়ে ঋণাদান, ৪র্থে লেখ্যপ্রকরণ, ৫ম সাক্ষী ও তুলাদণ্ডপরীক্ষা, ৬ষ্ঠে অগ্নিপরীক্ষা, ৭মে জলপরীক্ষা, ৮মে বিষপরীক্ষা, ৯মে দিব্য বা শপথপরীক্ষা, ২য় খণ্ডে ১ম অধ্যায়ে অষ্টাদশবিবাদপদ, ২য়ে গচ্ছিত দ্রব্য, ৩য়ে অংশীদার, ৪র্থে দত্তাদান, ৫মে চুক্তিভঙ্গ, ৬ষ্ঠে বেতন অনাদায়, ৭মে স্বত্বস্বামিত্ব ভিন্ন বিক্রয়, ৮মে বিক্রীত দ্রব্য বিক্রেতাকে ছাড়িয়া না দেওয়া ও ৯মে ক্রয়ের পর ক্রেতাকর্ত্তৃক ক্রীত দ্রব্য ফেরত দেওয়া সম্বন্ধে, ১০মে সংবিদ্‌ব্যতিক্রম বা জাতিকুলনিয়মভঙ্গ, ১১শে সীমাতিবাদ, ১২শে স্ত্রীসংগ্রহণ, ১৩শে দায়ভাগ, ১৪শে সাহস, ১৫শে ও ১৬শে নিষ্ঠুর, অশ্লীল ও তীব্র উক্তি সম্বন্ধে, ১৭শে দ্যূতক্রীড়া ও জীব সম্বন্ধে এবং ১৮শে সাধারণ বিবাদ সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

নারদস্মৃতির প্রারম্ভেই লিখিত আছে, মনু প্রজাপতি মানব সাধারণের মঙ্গলার্থ লক্ষ শ্লোকাত্মক স্মৃতি প্রণয়ন করিয়া নারদ ঋষিকে প্রদান করেন। নারদ ভাবিলেন, এতবড় স্মৃতি সহজে সাধারণে অভ্যাস করিতে পারিবে না, একারণ তিনি সেই বৃহৎ গ্রন্থ ১২ হাজার শ্লোকে সংক্ষিপ্ত করিয়া ভৃগুর পুত্র সুমতিকে প্রদান করেন। সুমতিও অল্পায়ুঃ, মানবের পক্ষে উক্ত গ্রন্থও সহজসাধ্য নহে ভাবিয়া তিনি আবার চারি হাজার শ্লোকে এক-খানি সংক্ষিপ্ত স্মৃতি প্রকাশ করিলেন। সুমতি প্রকাশিত চারি হাজার শ্লোকাত্মক স্মৃতিখানিই এক্ষণে নারদ স্মৃতিনামে প্রচলিত। রমানাথ-রচিত ইহার একখানি টীকা পাওয়া যায়।

২২, বৃদ্ধাত্রেয়স্মৃতি—অতি সংক্ষিপ্ত, শ্লোক ও গদ্যাত্মক এবং ৫টী অধ্যায়ে বিভক্ত—১ম ও ২য় অধ্যায়ে প্রাণায়াম, ৩য়ে জপপ্রশংসা, ৪র্থে অঘমর্ষণ, শতরুদ্রীয় প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বেদ-সূক্ত পাঠ প্রশংসা, অগম্যাগমন প্রভৃতির প্রায়শ্চিত্তবিধান, ৫মে মণ্ডলবিধান, শূদ্রান্নভোজনাদি-প্রায়শ্চিত্ত, অশৌচপ্রায়শ্চিত্ত ও নানা প্রকার শুদ্ধিকথা বর্ণিত হইয়াছে।

২৩, লঘুহারীত-স্মৃতিতে ৭টী অধ্যায় আছে। ১ম অধ্যায়ে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণধর্ম্ম, ২য়ে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রধর্ম্ম, ৩য়ে উপনীত ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য, ৪র্থে গার্হস্থ্যধর্ম্ম, ৫মে বানপ্রস্থধর্ম্ম, ৬ষ্ঠে সন্ন্যাসধর্ম্ম এবং ৭ম অধ্যায়ে যোগশাস্ত্র বর্ণিত হইয়াছে।

২৪, ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্র অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ, ৫১টী শ্লোকমাত্র। ইহাতে অনুলোম ও প্রতিলোমক্রমে উৎপন্ন কতকগুলি মিশ্র জাতির কথা আছে। ইহা কোন্ ঋষি বা কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি নাই, অথবা কোন নিবন্ধকার ইহার বচন উদ্ধৃত করেন নাই। পাঠ করিলেই নিতান্ত আধুনিক গ্রন্থ বলিয়া মনে হইবে।

২৫, বৃহৎ পরাশরস্মৃতি—পূর্ব্বোক্ত পরাশরস্মৃতির ন্যায় এই বৃহৎ পরাশরস্মৃতিখানিও দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। কিন্তু আকারে পরাশর অপেক্ষা পাঁচগুণ বড়। পরাশরের অধিকাংশ বচনই বৃহৎ পরাশরে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার ১ম অধ্যায়ে ব্যাসপরাশর-সংবাদ, যুগভেদে ধর্ম্মশাস্ত্রনির্ণয়, যুগধর্ম্ম, (বৃহৎপরাশরস্মৃতির) বিষয়ানুক্রমণিকা, ২য়ে ব্রাহ্মণের ষট্‌কর্ম্ম-নির্ণয়, পূর্ব্ব সন্ধ্যায় ব্রহ্ম-গায়ত্রীধ্যান, মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় রুদ্রসাবিত্রীধ্যান ও সায়ংসন্ধ্যায় বিষ্ণু-

সাবিত্রীর ধ্যান, ইত্যাদি ক্রমে সন্ধ্যাবিধি, গায়ত্রীজপ, ত্রিংশৎ-কোটী সন্দেহ নামক রাক্ষসগণের সূর্য্যশক্তিহরণপ্রসঙ্গ, দেবর্ষি-গণ-নিক্ষিপ্ত সন্ধ্যাজলে বজ্রীভূত বারিসাহায্যে রথে সূর্য্যাধিষ্ঠান, স্নানবিধি, তর্পণবিধি; সাধারণ জপবিধি, ৫মে গায়ত্রীজপবিধি, গায়ত্রীর উপাসনা না করিলে ব্রাহ্মণের বৃষলত্ব, গায়ত্রীর চতুর্বিংশতি অক্ষরের বিভিন্ন সংজ্ঞা, পঞ্চবিধমন্ত্র, ওঁকার জপক্রম, জপপ্রশংসা, দেবার্চ্চনবিধি, বৈশ্বদেববিধি, আতিথ্যবিধি, সুব্রতপ্রোক্ত বর্ণধর্ম্ম, ৩য়ে গার্হস্থ্যধর্ম্ম, ৪র্থে বিবাহবিধি, ভার্য্যাপ্রশংসা, পঞ্চযজ্ঞবিধান, প্রাণায়ামবিধি, সংক্ষেপে দশবিধ সংস্কার, স্নাতকধর্ম্ম, ৫মে শ্রাদ্ধ-নির্ণয়, ৬ষ্ঠে অগস্ত্যপ্রোক্ত জনন ও মরণাশৌচ ও নানা প্রায়-শ্চিত্ত-নির্ণয়, ৭মে পাপক্ষয়ার্হ চান্দ্রায়ণাদি ব্রতবিধি, ৮মে ব্যাস-প্রোক্ত দানবিধি ও পূর্ত্তাবিনির্ণয়, ৯মে বিনায়কশান্তি, গ্রহশান্তি-অদ্ভুতশান্তি, রুদ্রশান্তি, লক্ষহোমবিধি, কোটিহোমবিধি, পুত্রকাম-রূপ পুরুষসূক্তবিধি, সাধারণবিধি, ১০মে রাজধর্ম্ম, বানপ্রস্থ ও যতিধর্ম্ম, ১১শে বানপ্রস্থ ও যত্যাশ্রমনির্ণয়, ১২শে প্রাণায়াম প্রত্যাহারবিধি, প্রণবধ্যানবিধি, যোগধ্যানবিধি ও পারাশরীয় ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠফল বিবৃত হইয়াছে।

২৬, লঘুব্যাসসংহিতায় অতিক্ষুদ্র দুইটী অধ্যায় মাত্র, ১ম অধ্যায়ে আহ্নিককৃত্য, স্নানবিধি, তর্পণবিধি, ও সন্ধ্যাবিধি এবং ২য় অধ্যায়ে গৃহী ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, আচমন, দেবপূজা ও ভোজন-বিধি বর্ণিত আছে।

২৭, বৃদ্ধগৌতমসংহিতা—গৌতমরচিত বলিয়া প্রথমে বর্ণিত হইলেও বৈশম্পায়ন ঋষি ইহার বক্তা। যুধিষ্ঠিরসংবাদ-প্রসঙ্গে ১ম অধ্যায়ে প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবক্তাগণের নাম, বৈষ্ণবধর্ম্ম, ২য়ে বর্ণক্রমে ধর্ম্মনির্ণয়, ৩য়ে দানধর্ম্ম, ৪র্থে বিশুদ্ধ দ্বিজাতিলক্ষণ, ৫মে নরলোক ও যমলোকপ্রসঙ্গ, ৬ষ্ঠে নানাদানফল, ৭মে বৃষ, তটাক, গৃহ, ভূমি প্রভৃতি দানফল, ৮মে পঞ্চযজ্ঞবিধান, ৯মে কপিলামাহাত্ম্য, ১০মে কপিলাদানমাহাত্ম্য, ১১শে ব্রহ্মহা, অভোজ্য ও অপাঙ্‌ক্তেয় নির্ণয়, ১২শে ধর্ম্মনাশনির্ণয় ও অন্নদানফল, ১৩শে চারি বর্ণের ভোজনবিধি, তিলান্নদানপ্রশংসা, ১৪শে ধর্ম্মসারসমুচ্চয়, ১৫শে অগ্ন্যাধান ও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কর্ত্তব্য, ১৬শে চারিবর্ণের শুদ্ধি বা প্রায়শ্চিত্তনির্ণয়, ১৭শে কার্ত্তিকাদি দ্বাদশ মাসে ভোজন নিয়ম, ১৮শে তিথিনির্ণয় ও তিথিকৃত্য, ১৯শে দানকাল, পূজাকাল ও পতিত ব্রাহ্মণলক্ষণ, ২০শে দেশান্তরমৃত ব্রাহ্মণের বিকল্পদাহবিধি, ২১শে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণলক্ষণ, ২২শে ভক্ত শূদ্র, ভক্ত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব প্রশংসা। এই সংহিতার ১ম অধ্যায়ে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী নিম্নলিখিত ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের উল্লেখ আছে—

"ধর্ম্মান্ কথয় দেবেশ ! যজ্ঞস্তুপ্রবক্তাগহম্।
শ্রুতা মে মানবা ধর্ম্মা বাশিষ্ঠাঃ কাশ্যপাস্তথা॥
গার্গেয়া গৌতমীয়াশ্চ তথা গোপালিতস্য চ।
পরাশরকৃতাঃ পূর্ব্বমাত্রেয়স্য চ ধর্ম্মতঃ॥
উমামহেশ্বরাশ্চৈব নন্দিধর্ম্মাশ্চ পাবনাঃ।
ব্রহ্মণা কথিতা যে চ কৌমারাশ্চ শ্রুতা ময়া॥
ধুম্রবর্ণাঃ কৃতাঃ ধর্ম্মা ক্রৌঞ্চবৈশ্বানরা অপি।
ভার্গব্যা যাজ্ঞবল্ক্যাশ্চ মাণ্ডব্যা কৌশিকাস্তথা॥
ভারদ্বাজকৃতা যে চ ব্রহ্মস্ব কুক্কুতাশ্চ যে।
কুণিনে চ কুণিবাহো ! বিশ্বামিত্রকৃতাশ্চ যে॥
সুমন্তজৈমিনিকৃতাঃ শাকলেয়াস্তথৈব চ।
পুলস্ত্যপুলহোদ্গীতাঃ পারাশর্য্যাস্তথৈব চ॥
অগস্ত্যগীতা মৌদ্‌গল্যাঃ শাণ্ডিল্যাস্তুলহায়নাঃ।
বালখিল্যকৃতা যে চ সপ্তর্ষিরচিতাশ্চ যে॥
আপস্তম্বকৃতা ধর্ম্মাঃ শঙ্খস্য লিখিতস্য চ।
প্রাজাপত্যাস্তথা যাম্যা মাহেন্দ্রাশ্চ শ্রুতা ময়া॥
বৈশ্বানরাখ্যা গীতাশ্চ বিভাণ্ডককৃতাশ্চযে।
নারদীয়কৃতা ধর্ম্মাঃ কাপোতাশ্চশ্রুতাময়া॥
তথাপি পুরবাক্যানি ভৃগোরঙ্গিরসস্তথা।
ক্রৌঞ্চমাতঙ্গগীতাশ্চ সৌভহারীতকাস্তথা॥
পিঙ্গবর্ম্মকৃতাকাস্তা যে চ বা বসুপালিতাঃ।
উদ্দালককৃতা ধর্ম্মা ঔশনসাস্তথৈব হি॥
বৈশ্বপা ধনগীতাশ্চ যে চান্যেহপ্যেব মাগধাঃ।
এতেভ্যঃ সর্ব্বধর্ম্মেভ্যো দেবতাস্তাশ্চ নিশ্চিতাঃ॥"

উদ্ধৃত শ্লোক অনুসারে জানা যাইতেছে যে, বৃদ্ধ গৌতমসংহিতা রচনার পূর্ব্বে মনু, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, গার্গ, গৌতম, গোপালিত, পরাশর, আত্রেয়, উমামহেশ্বর, নন্দী' ব্রহ্মা, কুমার, ধূম্রবর্ণ, ক্রৌঞ্চ, বৈশ্বানর, ভার্গব, যাজ্ঞবল্ক্য, মাণ্ডব্য, কৌশিক, ভরদ্বাজ, কুক্কুত, কুণিন্, বিশ্বামিত্র, সুমন্ত, জৈমিনি, শাকল, পুলস্ত্য, পুলহ, পারাশর্য্য (ব্যাস), অগস্ত্য, মৌদ্গল্য, শাণ্ডিল্য, তুলহায়ন, বাল-খিল্য, সপ্তর্ষি, আপস্তম্ব, শঙ্খ, লিখিত, প্রজাপতি, যম, মহেন্দ্র, (২য়) বৈশ্বানর, বিভাণ্ডক, নারদ, কপোত, ভৃগু, অঙ্গিরা, (২য়) ক্রৌঞ্চ, মতাঙ্গ, সৌভ, হারীত, পিঙ্গবর্ম্ম, বসুপালিত, উদ্দালক, ঔশনেয়, বিশ্বপ, ধন ও মাগধরচিত ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচলিত ছিল।

২৮, পুলস্ত্যস্মৃতিতে—মাত্র ১৯টী শ্লোকে সংক্ষেপে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, নৈমিত্তিক ধর্ম্ম ও রাজধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে।

২৯, লঘুবুধস্মৃতিও অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ, ইহাতে অতি সংক্ষেপে ধর্ম্মলক্ষণ, মৌঞ্জীবন্ধন, বিবাহ, গর্ভাধানাদিসংস্কার, দ্বিজকর্ত্তব্য, সঙ্করকর্ত্তব্য ও রাজধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে।

৩০, কশ্যপস্মৃতিও অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ, ইহাতে অতিসংক্ষেপে গৃহস্থধর্ম্ম ও প্রায়শ্চিত্তবিধি বর্ণিত হইয়াছে।

উপরোক্ত মুদ্রিত স্মৃতি ব্যতীত আমরা হস্তলিখিত আরও বহুতর স্মৃতি দেখিয়াছি। আশ্চর্য্যের বিষয় তত্তন্নামে পরিচিত মুদ্রিত কোন কোন স্মৃতির সহিত উক্ত হস্তলিখিত স্মৃতিগুলির আদৌ মিল নাই, যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন গ্রন্থ বলিয়া মনে হয়। উদাহরণ স্বরূপ কএকখানির পরিচয় দিতেছি—

যমস্মৃতি—ইহাতে ৯৯টী শ্লোক। বৃদ্ধ শাতাতপের ১ম ১৩টী শ্লোকের সহিত অবিকল মিল আছে। মুদ্রিত যমস্মৃতির ৭৮টী শ্লোক। বিষয়ে উভয়ের সাদৃশ্য থাকিলেও শ্লোকের মিল নাই।

পূর্ব্বে যে শাতাতপস্মৃতির বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহাতে শাতাতপীয় কর্ম্মবিপাক ও ৬টী অধ্যায় মাত্র, কিন্তু পুথিতে ১২ অধ্যায় পাইতেছি। ১ম অধ্যায়ে মহাপাতকপ্রায়শ্চিত্ত, ২য়ে অভক্ষ্যভক্ষণকথন, ৩য়ে উপপাতকপ্রায়শ্চিত্ত, ৪র্থে হিংসা-প্রায়শ্চিত্ত, ৫মে বিবাহপ্রকরণ, ৬ষ্ঠে বৈশ্বদেবকথন, ৭মে শ্রাদ্ধকথন, ৮মে পিতৃতর্পণ, ৯মে ভোজনবিধি, ১০মে শুনাদষ্ট-প্রায়শ্চিত্ত, ১১শে অশৌচকথন ও ১২শে আচারকথন।

উক্ত শাতাতপ দুই খানি ব্যতীত বৃদ্ধ শাতাতপ নামধেয় আর এক খানি পুথি পাওয়া গিয়াছে, ইহাতে মাত্র ১০০টী শ্লোক। ইহার প্রারম্ভ ১২টী শ্লোকের সহিত উক্ত যমস্মৃতির প্রথমাংশের মিল আছে।

বৃহৎ শাতাতপ—উপরোক্ত তিন খানি শাতাতপ হইতে ভিন্ন। ইহা বৃহৎ গ্রন্থ। ইহাতে ৮৭টী অধ্যায়। বশিষ্ঠভৃগু-সংবাদে পাপজনিত রোগাদির কারণ ও তৎপ্রায়শ্চিত্ত বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্মৃতি ব্যতীত বৃহৎ মনু, বৃদ্ধ মনু, লঘু মনু এইরূপ বৃদ্ধ, বৃহৎ ও লঘু নামধেয় পূর্ব্বোক্ত স্মৃতিগুলির আবার কতকগুলি সংস্করণ আছে।

এতগুলি স্মৃতির মধ্যে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশর এই তিন খানির ব্যবস্থা লইয়াই বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ চলিতেছে। সকল স্মৃতির উপর আচার, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত প্রসঙ্গে যে বহুতর নিবন্ধ বা স্মার্ত্তগ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সে সকলের পরিচয় দেওয়া এখানে অসম্ভব।

নিম্নে অকারাদিক্রমে কতকগুলি ধর্ম্মশাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থের তালিকা ও সেই সঙ্গে বন্ধনীমধ্যে তত্তৎ গ্রন্থকারের নাম সন্নি-বেশিত হইল—

অকালভাস্কর [শম্ভুনাথ]
অক্ষতাদিলক্ষপূজাবিধি
অক্ষমালাপ্রতিষ্ঠা
অক্ষয়াশান্তি [শম্ভুনাথ]
অঙ্কারবীকারপ্রয়োগ
অগ্নিকার্য্য
অগ্নিকার্য্যপদ্ধতি
অগ্নিনির্ণয় [কমলাকর]
অগ্নিমুখপ্রয়োগ
অগ্নিবৈকৃতশান্তি
অগ্নিলক্ষণ
অগ্নিসন্ধানপ্রয়োগ
অগ্নিস্থাপন
অগ্ন্যুত্তারণপ্রয়োগ
অগ্নিহোত্রকর্ম্মন্
অঘনির্ণয় (বেঙ্কটাচার্য্য)
অঘবিবেচন (রামচন্দ্র)
অচল নিবন্ধ
অণুচ্ছলারীর (শেষাচার্য্য)
অতিক্রান্তপ্রায়শ্চিত্ত
অদ্ভুতদর্পণ (মাধবাচার্য্য)
অদ্ভুতসিন্ধু
অধিকমাসনির্ণয়
অধিমাসাদিনির্ণয়
অধ্যারোপাকর্ম্মপ্রয়োগ
অনন্তভাষ্য
অনন্তব্রত
অনশনবিধি
অনিষ্টগ্রহশান্তি
অনুগমনবিধি
অনুগমনবিধান
অনুযোগকল্পতরু
অনুমরণপ্রদীপ
অনুমরণবিবেক
অনুষ্ঠানপদ্ধতি
অনেকশান্তিপদ্ধতি
অন্তকপ্রতিমাদানবিধি
অন্তক্রিয়াবিধি
অন্তরিন্দ্রিয়ানুবীর্য্যপ্রকাশ
অন্ত্যকর্ম্মদীপিকা (হরিভট্টাচার্য্য)
অন্ত্যক্রিয়াবিধি
অন্নদান
অন্নপ্রাশন
অব্দি (কেদার)
অভক্ষ্যাভক্ষ্যপ্রকরণ
অভিনবপ্রায়শ্চিত্ত
অভিনবমাধবীয় (মাধবাচার্য্য)
অভিনবব্যাখ্যান
অভিনবষড়শীতি
অমাবাস্যাব্রত
অরুন্ধতীব্রত
অর্কবিবাহপদ্ধতি
অর্কবিবাহপ্রয়োগ
অর্ঘ্যদান
অর্ঘ্যদানবিধি
অর্ঘ্যদানবিধিসংক্ষেপ
অর্ঘ্যানুষ্ঠান
অর্ণব
অলঙ্কারদান
অলসকাজীর্ণপ্রকাশ
অবদানকালপ্রায়শ্চিত্ত
অশৌচচন্দ্রিকা
অশ্বগজারোহণ
অশ্বপূজা
অশ্বদান
অষ্টকাকর্ম্মন্
অষ্টাদশস্মৃতিসার
অষ্টাদশজাতিনির্ণয়
অষ্টাদশবিবাদসংক্ষেপ
অসপিণ্ডাসগোত্রপুত্রপরিগ্রহবিধি
অসপিণ্ডাসগোত্রপরীক্ষা
অস্থিক্ষেপনির্ণয়
আগ্নেয়শান্তি
আঙ্গিরসশান্তি
আচারকাণ্ড
আচারকৌমুদী
আচারচন্দ্রিকা
আচারতত্ত্ব
আচারতিলক
আচারনির্ণয় [গোপাল]
আচারাদর্শ [শ্রীদত্ত]
আচারমঞ্জরী
আচার্য্যচূড়ামণি [রঘুনন্দন]
আতিথেষ্টি
আতুরাদিপদ্ধতি
আতুরসংন্যাসবিধি
আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধপ্রয়োগ
আমলকস্নান
আয়ুধপূজাবিধি
আয়ুধপূজাপ্রয়োগ
আয়ুষ্করদানপ্রয়োগ
অর্দ্ধচন্দ্রিকা
অশৌচকারিকা
অশৌচতত্ত্ববিচার
আহ্নিককৌতুক
ইন্দ্রদত্তস্মৃতি
ইন্দ্রধ্বজপূজাপ্রয়োগ
ইষ্টকাল
উৎপাতশান্তি
উৎসর্গনির্ণয় [কৃষ্ণরাম]
উৎসর্গপদ্ধতি
উৎসর্গপ্রয়োগ [নারায়ণভট্ট]
উৎসববিধি
উৎসবপ্রতান [পুরুষোত্তম]
উদকুম্ভদান
উদ্বাহতত্ত্ব
উদ্বাহচন্দ্রিকা [গোবর্দ্ধন]
উদ্বাহনির্ণয়[গোপালন্যায়পঞ্চানন]
উপনয়নতত্ত্ব
উপাকৃতিতত্ত্ব
উপাকর্ম্মপদ্ধতি
উপনয়নতন্ত্র [গোভিল]
উভয়ব্রতপূজাবিধি
উৎপাতবিধি
উগ্রশান্তি
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারণ
ঊর্দ্ধমূল
ঋণমোক্ষণ
ঋতুলক্ষণ
ঋত্বিক্প্রয়োগ
একপত্তিসংস্থাসবিধি [শৌনক]
একনক্ষত্রশান্তি
একাদশাহবিধি
একাদশীনির্ণয় [দেবকীনন্দন]

একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ
একোদ্দিষ্টসারিণী [রত্নপাণি]
ঔবিচাপ্রকাশ [বেণীদত্ত]
কণ্ঠভূষণ
কদলীব্রতোদ্যাপন
কন্যাগততীর্থবিধি
কন্যাদানবিধি
কন্যাদানপদ্ধতি
কন্যাবিবাহ
কন্যাসংস্কার
কপালমোচনশ্রাদ্ধ
কপিলগোদান
কপিলাদান
কর্ম্মোপদেশিনী
কর্ম্মকাণ্ড
কর্ম্মকাণ্ডপদ্ধতি
কর্ম্মকালপ্রকাশ [কৃষ্ণরাম]
কর্ম্মকৌমুদী [কৃষ্ণদত্ত]
কর্ম্মতত্ত্বদীপিকা [কৃষ্ণভট্ট]
কর্ম্মপদ্ধতি
কর্ম্মপ্রকাশ [কলায়শর্ম্ম]
কর্ম্মপ্রায়শ্চিত্ত [কৃষ্ণরাম]
কর্ম্মমঞ্জরী
কর্ম্মলোচন
কর্ম্মবিপাক
কর্ম্মবিপাকপরিপাটী
কর্ম্মবিপাকপ্রায়শ্চিত্ত
কর্ম্মবিপাকমহার্ণব
কর্ম্মবিপাকরত্ন
কর্ম্মবিপাকসংগ্রহ
কর্ম্মবিপাকসার
কর্ম্মোপদেশিনী [রঘুনন্দন]
কলিজকৌতুক [কবিরঞ্জন]
কলিধর্ম্মসারসংগ্রহ [বিশ্বেশ্বর]
কলিবর্জ্জ্যপ্রকরণ
কল্পখণ্ড
কল্পতরু [লক্ষ্মীধর]
কল্পদ্রু
কল্পদ্রুম
কল্পলতা
কল্পবৃক্ষদান
কল্পবৃক্ষলতা
কণ্বস্মৃতি
কাকমলদোষশান্তি
কাঠাহ্নিক [গঙ্গাধর]
কামধেনু
কাম্যদানাঙ্গপ্রয়োগরত্ন
কবিরহস্য [কৃষ্ণভট্ট]
কারণপ্রায়শ্চিত্ত
কারিকা [অনন্তদেব]
কারিকাটীকা [লঘু]
কারিকাসমুচ্চয়
কালকৌমুদী [গোপালভট্ট]
কালতত্ত্ববিবেচন
কালদিবাকর
কালনিরূপণ
কালনির্ণয়
কালনির্ণয়চন্দ্রিকা
কালনির্ণয়দীপিকা
কালনির্ণয়সংক্ষেপ
কালনির্ণয়সার
কালনির্ণয়াববোধ
কালপ্রদীপ
কালভেদ
কালমার্তণ্ড
কালবিবেক
কালসিদ্ধান্তনির্ণয়
কালাদর্শ
কুঙ্কুমদান
কূপপ্রতিষ্ঠা
কূপশান্তি
কূর্ম্মাকৃতিমুদ্রালক্ষণ
কুষ্মাণ্ডবিধি
কুষ্মাণ্ডহোম
কৃকলাসশান্তি
কৃচ্ছ্র লক্ষণ
কৃতিবৎসর [মণিরামদীক্ষিত]
কৃতিসারসমুচ্চয় [অমৃতনাথমিশ্র]
কৃত্যকল্পদ্রুম
কৃত্যকল্পতরু [লক্ষ্মীধর]
কৃত্যকল্পলতা
কৃত্যকালবিনির্ণয় [শ্রীনাথ শর্ম্মা]
কৃত্যকৌমুদী [গোপীনাথমিশ্র]
কৃত্যচিন্তামণি
কৃত্যমঞ্জরী
কৃত্যমহার্ণব [হরিনারায়ণ]
কৃত্যমুক্তাবলী
কৃত্যরত্ন [কমলাকর]
কৃত্যরত্নাবলী [রামচন্দ্রভট্ট]
কৃত্যসাগর
কৃত্যসার [মথুরানাথ ভট্ট]
কৃত্যার্ণব [দেবদাস]
কৃষ্ণচতুর্দ্দশী
কৃষ্ণচতুর্দ্দশীব্রতোদ্যাপন
কৃষ্ণকর্ণামৃতমহার্ণব [অন্নদাতীর্থ]
কৃষ্ণষষ্ঠীয়
কৃষ্ণাচার্য্যস্মৃতি [কৃষ্ণাচার্য্য]
কৃষ্ণাজিনদানপদ্ধতি
কৃষ্ণাষ্টমী
ক্রিয়াকাণ্ড
ক্রিয়াকৈরবচন্দ্রিকা
ক্রিয়াকৌমুদী
ক্রিয়াচান্দ্রায়ণলক্ষণ [ব্যাস]
ক্রিয়ানিবন্ধ
ক্রিয়াপদ্ধতি [বিশ্বনাথ]
ক্রিয়াপ্রদীপ
ক্রিয়াসার
ক্রোষ্টুশীর্ষককর্ম্মপ্রকাশ
ক্লেশশান্তিপদ্ধতি
ক্ষত্রসংখ্যাপট্‌পারায়ণক্রম
ক্ষয়মাস
ক্ষয়মাসাদিবিবেক [রত্নপাণি]
ক্ষৌরনির্ণয়
খগেশ্বরশান্তি
খড়্গদান
খেটপীঠমালা [আপদেব]
গঙ্গাকৃত্যবিবেক
গঙ্গাসপ্তমী
গঙ্গাবাক্যাবলী
গজদান
গজারোহণপ্রয়োগ
গঙ্গাধরপদ্ধতি
গন্ধর্ব্বপ্রয়োগ
গণমালা
গণেশপদ্ধতি
গণশান্তি
গয়াপদ্ধতি
গয়াপ্রয়োগ
গান্ধর্ব্বশান্তি
গুড়াদিদশধেনুবিধি
গুণাম্ভোনিধি [কৃষ্ণরাজ]
গূঢ়ার্থদীপিকা [বামদেব]
গৃহপতিধর্ম্ম [বিশ্বেশ্বর]
গৃহপ্রতিষ্ঠাপদ্ধতি
গৃহশান্তি
গৃহস্থমুক্তাফল
গৃহস্থরত্নাকর
গৃহারম্ভপ্রকরণ
গোদান
গোশান্তি
গ্রহমুখপ্রয়োগ
গ্রহযজ্ঞকারিকা
গ্রহযজ্ঞপদ্ধতি
গৌতমীয়কারিকা [হরদত্ত]
চন্দ্রকমলাকর
চতুরশীতিজ্ঞাতিপ্রশস্তি
চতুর্থ্যুদ্যাপন
চতুর্দ্দশীশান্তি
চতুর্দ্দশ্যুদ্যাপন
চতুর্দেবতাপ্রতিষ্ঠা
চতুর্বর্গচিন্তামণি [হেমাদ্রি]
চতুর্বিংশতিমুনিমতসার
চতুর্বিংশতিস্মৃতিধর্ম্মসারসমুচ্চয়
চতুরশীতিজ্ঞাতিপ্রশস্তি [সদাশিব]
চন্দনধারণবিধি [ভট্টোজি]
চন্দ্রপ্রকাশ
চমৎকারচিন্তামণি
চরণগতকর্ম্মবিপাক
চণ্ডার্চ্চা
চূড়ামণি
চাতুর্বর্ণ্যবিবেচন
চাতুর্বর্ণ্যব্যবস্থা
ছাগদান
ছাগাদিপশুদান
ছায়া
জটমল্লবিলাস [শ্রীধর]
জন্মদিবসপূজাপদ্ধতি
জয়সিংহকল্পদ্রুম [রত্নাকর]
জাতিবিবেক
জলযাত্রাবিধি
জলাশয়প্রতিষ্ঠা [ভাগুনীমিশ্র]
জালালিঙ্গপূজা
জীর্ণোদ্ধার
জীর্ণোদ্ধারবিধি [কমলাকর]
জ্ঞানভাস্কর [দিনমণি]
জ্ঞাপিকদেব
জ্যেষ্ঠাবিধান
টোডরপ্রকাশ [রঘুনন্দন মিশ্র]
টোডরানন্দ [টোডরমল্ল]
ঢুণ্টিপ্রকাশ [বিশ্বনাথভট্ট]
তড়াগপ্রতিষ্ঠা
তত্ত্বকৌস্তুভ [ভট্টোজি]
তত্ত্বসাগর [হেমাদ্রি]
তত্ত্বামৃতসারোদ্ধার
তত্ত্বসারপঞ্চরত্ন
তর্পণ
তর্পণচন্দ্রিকা [রামকরণ]
তিথিকৌস্তুভ [অনন্তদেব]
তিথিতত্ত্ব [রঘুনন্দন]
তিথিতত্ত্বচিন্তামণি [মহেশ]
তিথিনির্ণয় [অনন্তদেবভট্ট]
তিথিনির্ণয়মার্তণ্ড [কৃষ্ণমিত্রাচার্য্য]
তিথিপ্রকাশপ্রকাশিকা
তিথিপ্রদীপক [ভট্টোজি]
তিথিপ্রদীপিকা [রামসেবক]
তিথিরত্ন [মহাদেব]
তিথিবিবেক [শূলপাণি]
তিথিদ্বৈতপ্রকরণ
তিথিবাক্যনির্ণয়
তিথিব্যবস্থাসংক্ষেপ
তিথিনিমিত্তোপবাসনির্ণয়
তিথিসংগ্রহ
তিথীন্দুশেখর [নাগেশ]
তিথ্যর্ক
তিথ্যর্কপ্রকাশ [দিবাকর]
তিথ্যুক্তিরত্নাবলী [হরিলালমিশ্র]
তীর্থকল্পলতা [গোকুলদেব]
তীর্থকৌমুদী [শঙ্কর]
তীর্থচিন্তামণি [বাচস্পতি মিশ্র]
তীর্থনির্ণয় [রামচন্দ্র]
তীর্থপরিভাষা [ব্যাস]
তীর্থমঞ্জরী [মুকুন্দলাল]
তীর্থযাত্রাকৃত্য
তীর্থরত্নাকর [অনন্তভট্ট]
তীর্থশ্রাদ্ধবিধি
তিলগর্ভদানপ্রয়োগ [কমলাকর]
তুলসীবিবাহ
তুলাদানপদ্ধতি
তৈলযজ্ঞদানপদ্ধতি
ত্রিকাণ্ডমণিবরূথ

পার্ব্বণশ্রাদ্ধবিধি
পালাশবিধি
পিপীতকদ্বাদশীব্রত
পিষ্টান্নদান
পুণ্ড্রবিধি
পুংসবনবিধি
পুংস্কৃতবিধি
পুণ্যকালবিধি
পুত্রক্রমদীপিকা (রামভদ্র)
পুত্রপ্রতিগ্রহবিধি
পুত্রোৎপত্তিপদ্ধতি
পুনরুপনয়ন
পুরুষার্থচিন্তামণি (বিষ্ণুভট্ট)
পুরুষার্থপ্রবোধিনী
পুরুষার্থসুধানিধি (বিদ্যারণ্য)
পুষ্পচিন্তামণি
পুষ্পমালা
পূজাপ্রকাশ (মিত্রমিশ্র)
পূজারত্নাকর (চণ্ডেশ্বর)
পূর্ত্ত (কমলাকর)
পূর্ত্তমালা (রঘুনাথ)
পূর্ত্তোদ্দ্যোত (বিশ্বেশ্বর)
পুত্রীকরণবিধি
পৃথ্বীদানবিধি
প্রকীর্ণক
প্রকীর্ণকদানাদি
প্রক্রিয়াঞ্জনটীকা (বিদ্যানাথ)
প্রজাপালন
প্রতাপার্ক (প্রতাপরুদ্র)
প্রতাপমার্ত্তণ্ড বা
প্রতাপার্ক (রামকৃষ্ণভট্ট)
প্রতিমাপ্রতিষ্ঠা (নীলকান্ত)
প্রতিমাপ্রতিষ্ঠাবিধি
প্রতিমাসম্প্রোক্ষণ
প্রতিষ্ঠাকল্পলতা (বৃন্দাবন)
প্রতিষ্ঠাকৌমুদী (শঙ্কর)
প্রতিষ্ঠাকৌস্তুভ
প্রতিষ্ঠাপদ্ধতি
প্রতিষ্ঠাময়ূখ (নীলকণ্ঠ)
প্রতিষ্ঠাবিধি
প্রতিষ্ঠাচিন্তামণি (গঙ্গাধর)
প্রতিষ্ঠাদর্পণ (পদ্মনাভ)
প্রতিষ্ঠানির্ণয় (গঙ্গাধর)
প্রতিষ্ঠাপদ্ধতি
প্রতিষ্ঠারত্ন
প্রতিষ্ঠারহস্য (নৃসিংহপ্রসাদ)
প্রতিষ্ঠাবিধি
প্রতিষ্ঠাবিবেক (উমাপতি)
প্রতিষ্ঠাসার (রামচন্দ্র)
প্রতিষ্ঠাসারসংগ্রহ
প্রতিষ্ঠোদ্দ্যোত
প্রথিততিথিনির্ণয় (নাগদেবভট্ট)
প্রবোধনির্ণয় (বিষ্ণুভট্ট)
প্রবোধোত্থাপন
প্রপঞ্চসারবিবেক (গঙ্গাধর)
প্রপঞ্চামৃতসার (একরাজ)
প্রপন্নদিনচর্য্যা
প্রপন্নলক্ষণ
প্রভাকরাহ্নিক (প্রভাকর ভট্ট)
প্রমাণজাল
প্রমাণপল্লব (নরসিংহ ঠক্কুর)
প্রমেয়মালা
প্রয়াগস্নানবিধি
প্রয়াগকৌস্তুভ (গণেশ পাঠক)
প্রয়োগচন্দ্রিকা
(শ্রীনিবাসশিষ্য বীররাঘব)
প্রয়োগচূড়ামণি
প্রয়োগতত্ত্ব (রঘুনাথ সূরি)
প্রয়োগদর্পণ (পদ্মনাভ দীক্ষিত)
প্রয়োগদীপিকা (রামকৃষ্ণভট্ট)
প্রয়োগপারিজাত (নৃসিংহ)
প্রয়োগপ্রদীপ (শিবপ্রসাদ)
প্রয়োগমুক্তাবলী (ত্রিপিলিসূরি)
প্রয়োগরত্ন (বীররাঘব)
প্রয়োগরত্ন (প্রেমনিধি)
প্রয়োগরত্নসংস্কার (প্রেমনিধি)
প্রয়োগসার (দেবভদ্র, গঙ্গাভট্ট)
প্রয়োগসারসমুচ্চয়
প্রবরদর্পণ (কমলাকর)
প্রবরনির্ণয় (ভট্টোজি)
প্রবাসকৃত্য (গঙ্গাধর)
প্রবাসবিধি
প্রাসাদপ্রতিষ্ঠা (কাণ্ডরিমিশ্র)
প্রাচীনষড়শীতি
প্রায়শ্চিত্তকদম্ব
(গোপালন্যায়পঞ্চানন)
প্রায়শ্চিত্তকুতূহল (কৃষ্ণরাম)
প্রায়শ্চিত্তকৌমুদী (কৃষ্ণদেব)
প্রায়শ্চিত্তচন্দ্রিকা (দিবাকর,
মুকুন্দরাম,রমাপতি,রাধাকান্ত-
দেব, বিশ্বনাথ ভট্ট)
প্রায়শ্চিত্তদীপিকা (ভাস্কর)
প্রায়শ্চিত্তপারিজাত (গণেশমিশ্র)
প্রায়শ্চিত্তপ্রদীপ (কেশব, শঙ্কর)
প্রায়শ্চিত্তপ্রদীপিকা
(অনন্ত, বরদাধীশ)
প্রায়শ্চিত্তমুক্তাবলী (রামচন্দ্র)
প্রায়শ্চিত্তবারিধি (ভবানন্দ)
প্রায়শ্চিত্তবিবেক (শূলপাণি)
প্রায়শ্চিত্তেন্দুশেখর (নাগোজী)
প্রেতকৃত্যাদিনির্ণয়
প্রেতদীপিকা (গোপীনাথ)
প্রেতপ্রদীপ (কৃষ্ণমিত্রাচার্য্য)
প্রেতমুক্তিদা (ক্ষেমরাম)
বন্ধ্যাগর্ভধারণবিধি
ব্যবহারসংক্ষেপ
বলদেবাহ্নিক
বলিদানপদ্ধতি
বলিহরণবিধি
বহির্মাসসূত্র
বহির্মাতৃকা
বহির্যাগপূজা
বুধাষ্টমী
বৃহস্পতিশান্তি
বৃহৎসংহিতা (ব্যাস)
ব্রহ্মপ্রায়শ্চিত্তানি
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরদান
ব্রাহ্মণপদ্ধতি
ব্রাহ্মণলক্ষণ
ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব (হলায়ুধ)
ব্রহ্মাণ্ডদানবিধি
ব্রাহ্মণশান্তিসংকল্প
ব্রাহ্মণাদ্যবধানক্রম
ভর্ত্তৃসহগমনবিধি
ভল্লালসংগ্রহ (ভল্লাল)
ভস্মকরোগকর্ম্মপ্রকাশ
ভস্মবাদাবলী
ভস্মস্নানবিধি
ভারদ্বাজসংহিতা
ভাবপ্রায়শ্চিত্ত
ভাষাপাদ
ভাষ্যার্থসংগ্রহ
ভাস্কর
ভাস্করাহ্নিক
ভুক্তিপ্রকরণ
ভূপ্রতিমাদান
ভৃগুসূত্র
ভ্রাতৃভগিনীদর্শনবিধি
মঠত্রয়বিধান
মণিমঞ্জরীচ্ছেদিনী
মণ্ডপকরণ
মণ্ডপোদ্বাসনপ্রয়োগ (ধরণীধর)
মণ্ডপার্পণবিধি
মণ্ডপরীক্ষা
মথুরাসেতু (অনন্তদেব)
মতোদ্ধার (শঙ্কর)
মদনপারিজাত (বিশ্বেশ্বর ভট্ট)
মদনরত্নপ্রদীপ
মদালসা
মধুপর্কনির্ণয়
মধ্যাহ্নসন্ধ্যাবিধি
মধ্যাহ্নিক
মন্ত্রপুষ্পাঞ্জলি
মন্ত্রাক্ষতপ্রয়োগ
মন্ত্রার্থপদ্ধতি
মর্য্যাদাসিন্ধু
মলমাসনিরূপণ
মলমাসনির্ণয়
মলমাসনির্ণয়তন্ত্রসার (বসুদেব)
মলমাসবিচার
মলমাসাবমর্ষণ
মহাদানপদ্ধতি (বিশ্বেশ্বর)
মহাদানপ্রয়োগপদ্ধতি
(রূপনারায়ণ)
মহাদানবাক্যাবলী (রত্নপাণি)
মহাদানানুক্রমণিকা
মহার্ণবপ্রকাশ
মহার্ণবব্রতার্ক
মহাহরপ্রয়োগ
মহালয়শ্রাদ্ধপদ্ধতি
মহাষ্টমীনির্ণয়
মহিষীদান
মাংসনির্ণয়
মাংসপীযূষলতা
মাংসমীমাংসা
মাংসবিবেক (ভট্টদামোদর)
মাঘস্নানবিধি
মাঘোদ্যাপন
মাতুলসুতাপরিণয়
মাতৃগোত্রনির্ণয় (নারায়ণ)
মাত্রাদিশ্রাদ্ধনির্ণয় (কোকিল)
মাধবপ্রকাশ
মাসকৃত্য
মাসতত্ত্ববিবেচন
মাসদর্পণ
মাসনির্ণয়
মাসমীমাংসা (গোকুলনাথ)
মাসাদিনির্ণয় (ধুন্‌চি)
মাসিকশ্রাদ্ধপদ্ধতি (গোপীনাথ)
মিথিলেশাহ্নিক (রত্নপাণি)
মূলভট্টপ্রয়োগ (মূলভট্ট)
মূলশান্তি (কশ্যপ)
মূলাদিশান্তি
মুক্তিক্ষেত্রপ্রকাশ (ভাস্কর)
মৃত্তিকাস্নান
মৃত্যুঞ্জয়বিধি
মৃত্যুঞ্জয়পদ্ধতি
মৃত্যুমহিষীদান
মেঘগর্জ্জনবিধি
মেদিনীদান
মৈথিলপদ্ধতি
মৈথিলসংগ্রহ
মৌনব্রতধারণবিধি
যজ্ঞপশুমীমাংসা (বাসুদেবভট্ট)
যজুর্ব্রতা এবং ধর্ম্মসরণি
যজ্ঞসিদ্ধান্তবিগ্রহ (রামসেবক)
যজ্ঞসিদ্ধান্তসংগ্রহ (রামপ্রসাদ)
যজ্ঞোপবীতনির্ণয়
যজ্ঞোপবীতধারণবিধি
যতিধর্ম্মসমুচ্চয় (যাদবপ্রসাদ,
রঘুনাথ, বিশ্বেশ্বর)
যতিমরণোপযুক্তাংশসংগ্রহ
যতিপ্রয়োগ
যতিনিধিসমর্থন
যতিবন্দননিষেধ
যতিবন্দনশতদূষণী
যতিবন্দনসমর্থন
যতিলিঙ্গসমর্থন
যতিসংস্কারবিধি
যল্লাজীয় (যল্লাজী)

রত্নকরণ্ডিকা
রত্নমালা
রত্নসংগ্রহ
রত্নাকর [গোপাল]
রত্নার্ণব
রথদান
রথযাত্রাপ্রয়োগ
রথসপ্তমীকালনির্ণয়
রবিবারব্রতবিধি
রাজকৌস্তুভ বা
রাজধর্ম্মকৌস্তুভ [অনন্তদেব]
রাজধর্ম্মসারসংগ্রহ [তুলাজিরাজ]
রাজ্যাভিষেকপদ্ধতি
রামনিবন্ধ [ক্ষেমরাম]
রামপদ্ধতি [গোবিন্দ, রামানুজ]
রামপ্রকাশ [রাঘবেন্দ্র]
রামার্চ্চনচন্দ্রিকা
রামার্চ্চনপদ্ধতি
রামপ্রকাশ
রামবিনোদ
রায়বেঙ্কটাদ্রীয়
রাশিপ্রায়শ্চিত্ত
রাশিজন্মগ্রহণশান্তি
রুদ্রকল্প
রুদ্রকল্পতরু [বিশ্বেশ্বরপুত্র]
রুদ্রকল্পক্রম [অনন্তদেব]
রুদ্রপ্রতিষ্ঠা
লক্ষণপ্রকাশ [মিত্রমিশ্র]
লক্ষতুলসীব্রতোদ্যাপন
লঘুপদ্ধতি [কৃষ্ণভট্ট]
লঘুবসিষ্ঠ
লিঙ্গার্চ্চনচন্দ্রিকা [[সদাশিব]
লিঙ্গতোভদ্র
লিঙ্গতোভদ্রকারিকা
লিঙ্গতোভদ্রপ্রয়োগ
লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা
লোকপালাষ্টকদান
বল্লিপুরেশ্বরকারিকা [বল্লিপুরেশ্বর]
বচনসংগ্রহ
বচনসমুচ্চয়
বচনসারসংগ্রহ [শ্রীশৈলতাতাচার্য্য]
বপননির্ণয়
বপনবিধি
বরদরাজীয়
বরুণশ্রাদ্ধ
বর্ণকাচার
বর্ণশাসন
বর্ণসারমণি [বৈদ্যনাথদীক্ষিত]
বর্ষকৃত্য
বর্ষতন্ত্র [রাধাকৃষ্ণ].
বর্ষদীধিতি [অনন্তদেব]
বসিষ্ঠশ্রাদ্ধকল্প
বসিষ্ঠোক্তবিধি
বস্ত্রদান
বাক্যতত্ত্ব
বাতব্যাধিকর্ম্মপ্রকাশ
বাপীকূপতড়াকশান্তি
বাপীকূপতড়াগাদিপদ্ধতি
বাপ্যুৎসর্গ
বারব্রতনির্ণয়
বার্ষিক
বার্ষিককৃত্যনির্ণয়
বালযজ্ঞোপবীতদানিকা
বাক্যতত্ত্ব [সিদ্ধান্তপঞ্চানন]
বাসিষ্ঠীশান্তি [মহানন্দ]
বাদোধারপ্রক্রিয়া
বাস্তুচন্দ্রিকা [কৃপারাম]
বাস্তুতত্ত্ব [ভরদ্বাজ]
বাস্তুপদ্ধতি
বাস্তুপ্রয়োগ
বাস্তুবিধি
বাস্তুশান্তি
বাস্তুশাস্ত্র [দেবসিংহ]
বিজয়দশমীনির্ণয়
বিজয়দশমীপদ্ধতি
বিদ্যাগণপতিপূজাপদ্ধতি
বিধবাবিবাহবিচার [হরিমিশ্র]
বিধানপারিজাত [অনন্তভট্ট]
বিধানমালা [নৃসিংহভট্ট]
বিধানরত্ন [নারায়ণভট্ট]
বিধানসারসংগ্রহ
বিধিরত্ন [গঙ্গাধর]
বিনিয়োগমালা
বিভক্তাবিভক্তনির্ণয়
বিভাগতত্ত্ববিচার [রামকৃষ্ণভট্ট]
বিভাগসার [বিদ্যাপতি]
বিভূতিধারণবিধি
বিলক্ষণজন্মপ্রকাশিকা
বিবাদচন্দ্র [মিশরুমিশ্র]
বিবাদচন্দ্রিকা [অনন্তরাম]
বিবাদচিন্তামণি [বাচস্পতিমিশ্র]
বিবাদতাণ্ডব [কমলাকর]
বিবাদনির্ণয় [গোপাল]
বিবাদভঙ্গার্ণব [জগন্নাথতর্ক-পঞ্চানন]
বিবাদবারিধি [রমাপতি]
বিবাদরত্নাকর [চণ্ডেশ্বর]
বিবাদসারার্ণব [সর্ব্বোরুত্রিবেদী]
বিবাদসিন্ধু
বিবাদার্ণবভঙ্গ
বিবাদার্ণবসেতু [বাণেশ্বর প্রভৃতি]
বিবাহনিরূপণ [নন্দভট্ট]
বিবাহাগ্নিনষ্টপ্রায়শ্চিত্ত
বিবাহপদ্ধতি
বিবাহরত্ন [হরিভট্ট]
বিবাহসৌখ্য [নীলকণ্ঠ]
বিবেককৌমুদী [রামকৃষ্ণ]
বিবেকদীপক [দামোদর]
বিবেকমঞ্জরী
বিবেকসারবর্ণন
বিবেকার্ণব [শ্রীনাথ]
বিশুদ্ধিদর্পণ [রঘুনন্দন]
বিষ্ণুচক্রদানবিধি [কমলাকর]
বিষ্ণুদীপ
বিশ্বেশ্বরীদীক্ষিতীয়
বিশ্বাদর্শ
বিশ্বামিত্রকল্প
বিশ্বামিত্রসংহিতা [শ্রীধর]
বিশ্বেশ্বরীপদ্ধতি [অচ্যুত শর্ম্ম]
বিশ্বেশ্বরী [বিশ্বেশ্বর]
বিশ্বেশ্বরীপদ্ধতি
বিষ্ণুতীর্থীয়ব্যাখ্যান[পুরুষোত্তমাচার্য্য]
বিষ্ণুযাগপদ্ধতি
বিষ্ণুসমুচ্চয়
বীরমহেশ্বরাচারক্রম
বীরমহেশ্বরাচারসংগ্রহ
বীরমিত্রোদয় [মিত্রমিশ্র]
বীরশৈবধর্ম্মনির্ণয়
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধবিধি
বৃষভদানোৎসর্গবিধি
বেগরাজসংহিতা [বেগরাজ]
বেদব্রত
বেদারম্ভপ্রয়োগ
বৈখানসসংহিতা
বৈদিকপ্রক্রিয়া
বৈদিকবিজয়ধ্বজ
বৈদিকাচারনির্ণয়
বৈষ্ণবধর্ম্মসুরদ্রুমমঞ্জরী [সঙ্কর্ষণশরণ]
বৈষ্ণবনির্ণয় [বল্লভসম্প্রদায়ের]
বৈষ্ণবলক্ষণ
বৈষ্ণবসদাচারনির্ণয়
বৈশাখস্নানবিধি
বৈষ্ণবাচারবিধি
বৈষ্ণবামৃত [ভোলানাথ]
ব্যতিপাতজননশান্তি
ব্যতিপাতপূজনবিধি
ব্যতিপাতপ্রকরণ
ব্যতিপাতব্রতকল্প
ব্যতিষঙ্গনির্ণয় [রঘুনাথভট্ট]
ব্যবস্থাদর্পণ [আনন্দ শর্ম্ম]
ব্যবস্থাপ্রকাশ
ব্যবস্থারত্নমালা [লক্ষ্মীনারায়ণ]
ব্যবস্থাসারসংগ্রহ [মহেশ, রাম-গোবিন্দ]
ব্যবস্থাসেতু [ঈশ্বরচন্দ্র]
ব্যবহারচমৎকার [রূপনারায়ণ]
ব্যবহারচিন্তামণি [বাচস্পতিমিশ্র]
ব্যবহারতিলক [ভবদেবভট্ট]
ব্যবহারদর্পণ[অনন্তদেব,রামকৃষ্ণ]
ব্যবহারদশশ্লোকী [শ্রীধর]
ব্যবহারনির্ণয় [বরদরাজ]
ব্যবহারপরিভাষা [হরিদত্ত]
ব্যবহারপ্রকাশ [মিত্রমিশ্র, শর-ভোজি, হরিরাম]
ব্যবহারময়ূখ (নীলকণ্ঠ)
ব্যবহারমাতৃকা (জীমূতবাহন)
ব্যবহারমালা (বরদরাজ)
ব্যবহারমালিকা
ব্যবহাররত্নমালা
ব্যবহারসর্ব্বস্ব (সর্ব্বেশ্বর)
ব্যবহারসমুচ্চয় (ভোজদেব)
ব্যবহারসার
ব্যবহারসারোদ্ধার (মধুসূদন গোস্বামী)
ব্যবহারসৌখ্য
ব্যবহারস্মৃতিসর্ব্বস্ব
ব্যবহারার্থসার (মধুসূদন)
ব্যবহারার্থস্মৃতিসারসমুচ্চয় (শরভোজী).
ব্যবহারালোক (গোপালদাস)
ব্যবহারোচ্চয় (সুরেশ্বর)
ব্রজতত্ত্ব
ব্রজপদ্ধতি
ব্রতকমলাকর (কমলাকরভট্ট).
ব্রতকৌমুদী (শঙ্করভট্ট;
ব্রতপঞ্জী (নবরাজ)
ব্রতবল্লী
ব্রতবিবেকভাস্কর [কৃষ্ণচন্দ্র]
শতক (বৈদ্যনাথদীক্ষিত)
শতশ্লোকী [বরভট্ট]
শয্যাদানপদ্ধতি
শান্তিকপদ্ধতি
শান্তিকল্প
শান্তিকল্পদীপিকা
শান্তিকল্পলতা
শান্তিকল্যাণী
শান্তিগণপতি [গণপতি]
শান্তিচিন্তামণি [শিবরাম]
শান্তিতত্ত্বামৃত [নারায়ণ চক্রবর্ত্তী]
শান্তিনির্ণয়
শান্তিপারিজাত [অনন্তভট্ট]
শান্তিপ্রকাশ
শান্তিরত্ন [কমলাকর]
শান্তিবিবেক [বিশ্বনাথ]
শান্তিসার[দলপতিরাজ,দিনকরভট্ট].
শান্তোদকপ্রয়োগ
শাম্ব্যদ্যোত
শাপবিমোচন
শারদনবরাত্রবিধি
শালগ্রামদানবিধি
শাস্ত্রদীপ
শাস্ত্রদীপার্থসার
শাস্ত্রসারাবলি [হরিভানু]
শাস্ত্রসারোদ্ধার [যোগিকৃষ্ণ]
শাস্ত্রোপদেশক্রম
শিবদমনার্চ্চনবিধি
শিবরাত্রিপদ্ধতি
শিবরাত্রিব্রতোদ্যাপন
শিবাদ্বৈষ্টিপদ্ধতি

শিবালয়প্রতিষ্ঠা [রাধাকৃষ্ণ]
শিবিকাদান
শুক্লাষ্টমী
শুদ্ধসৌখ্য
শুদ্ধিকৌমুদী [গোবিন্দানন্দ]
শুদ্ধিচন্দ্রিকা (নন্দপণ্ডিত)
শুদ্ধিদীপিকা (শ্রীনিবাস)
শুদ্ধিনির্ণয় [উমাপতি, গোপাল-
পঞ্চানন, নীলকণ্ঠ]
শুদ্ধিপ্রকাশ [ভাস্করভট্ট]
শুদ্ধিপ্রদীপ [কেশবভট্ট]
শুদ্ধিপ্রভা [বাচস্পতি]
শুদ্ধিময়ূখ (নীলকণ্ঠ)
শুদ্ধিরত্ন (দয়াশঙ্কর)
শুদ্ধিবিবেক (রুদ্রধর, শ্রীনাথ)
শুভকর্ম্মনির্ণয় (মুরারিমিশ্র)
শূদ্রকৃত্য [লালবাহাদুর]
শূদ্রজপবিধান
শূদ্রধর্ম্মতত্ত্ব [কমলাকর]
শূদ্রধর্ম্মবোধিনী [মদনপাল]
শূদ্রপদ্ধতি [অপিলাল]
শূদ্রবিবেক [রামশঙ্কর]
শূদ্রসংস্কারবিধি (কশ্যপ)
শূদ্রাচারচিন্তামণি [বাচস্পতিমিশ্র]
শূদ্রাচারশিরোমণি [শেষকৃষ্ণ]
শূদ্রাচারসংগ্রহ [নবরসৌন্দর্য্যভট্ট]
শূদ্রোদ্দ্যোত [বিশ্বেশ্বর]
শূলগবপ্রয়োগ
শৈবধর্ম্মখণ্ডন
শৈবরত্নাকর (জ্যোতির্নাথ)
শৌচকপঞ্চসূত্র
শৌচবিধি
শৌচলক্ষণ
শ্রাদ্ধকল্পলতা (নন্দপণ্ডিত)
শ্রাদ্ধচন্দ্রিকা [নন্দন, রামচন্দ্র,
রুদ্রধর, শ্রীধর]
শ্রাদ্ধচিন্তামণি [বাচস্পতিমিশ্র,
রঘুনন্দন, শিবরাম]
শ্রাদ্ধতিলক
শ্রাদ্ধদর্পণ [জয়কৃষ্ণ, মধুসূদন]
শ্রাদ্ধদীধিতি [কৃষ্ণভট্ট]
শ্রাদ্ধদীপিকা [বেদাঙ্গরায়,
শ্রীব্রহ্মাচার্য্য]
শ্রাদ্ধপদ্ধতি [শঙ্করমিশ্র প্রভৃতি
১০ জন]
শ্রাদ্ধপ্রদীপ [জয়কৃষ্ণ]
শ্রাদ্ধপ্রয়োগ [গোপালদেশিক]
শ্রুতিচন্দ্রিকা
শ্রুতিমীমাংসা (নৃসিংহবাজপেয়ী)
শ্রুতিমুক্তাফল
শ্লোকতর্পণ [লৌগাক্ষি]
শ্বাসকর্ম্মপ্রকাশ
ষট্কর্ম্মচন্দ্রিকা (ভিম্মষষন্)
ষড়িংশন্মত
ষন্নবতিশ্রাদ্ধনির্ণয়

ষট্ত্রিংশন্মত
ষোড়শকর্ম্মফলনির্ণয়
ষোড়শকর্ম্মপদ্ধতি (ঋষিভট্ট,
গঙ্গাধর)
ষোড়শযাত্রা
ষোড়শসংস্কারপদ্ধতি(আনন্দরাম)
ষোড়শোপচারপূজা
ষোড়শোপচারবিধি
ষোড়শসংস্কারসেতু (রামেশ্বর)
সংবৎসরকৃত্য (অনন্তদেব)
সংবৎসরপ্রকাশ
সংবৎসরপ্রদীপ (শূলপাণি)
সংবৎসরোৎসবকল্পলতা(ব্রজরাজ)
সংসারনির্ণয়
সংস্কর্তৃক্রম [বৈদ্যনাথ]
সংস্কারকমলাকর (কমলাকর)
সংস্কারকল্পদ্রুম
সংস্কারকৌমুদী (গিরিভট্ট)
সংস্কারকৌস্তুভ (অনন্তদেব)
সংস্কারনির্ণয় (চন্দ্রচূড়)
সংস্কারপদ্ধতি (ভবদেব, আনন্দ-
রাম, কমলাকর, গঙ্গাধর,
নারায়ণ)
সংস্কারপ্রকাশ (মিত্রমিশ্র)
সংস্কারময়ূখ (শঙ্কর, সিদ্ধেশ্বর)
সংস্কারমার্ত্তণ্ড
সংস্কারবাদার্থ
সংস্কারসাগর [নারায়ণভট্ট]
সংস্কারসৌখ্য
সকলকর্ম্মচিন্তামণি
সকলদানফলাধিকার
সঙ্কল্পচন্দ্রিকা [রঘুনন্দন]
সংগ্রহবাস্তুশান্তি
সংকল্পস্মৃতিদুর্গভঞ্জন [চন্দ্রশেখর]
সংক্রান্তস্থাপন
সংক্রান্তিনির্ণয় (গোপালশর্ম্মা,
রামকৃষ্ণ)
সংক্ষিপ্তনির্ণয়সিন্ধু
সংক্ষিপ্তশান্তিপদ্ধতি
সংক্ষিপ্তহোমপ্রকার
সংক্ষেপতিথিনির্ণয়সার
(গোকুলজিৎ)
সংক্ষেপসিদ্ধিব্যবস্থা
সংক্ষেপাহ্নিকচন্দ্রিকা
সংগ্রহবৈদ্যনাথীয় [বৈদ্যনাথ]
সৎকর্ম্মকল্পদ্রুম
সৎকর্ম্মচন্দ্রিকা
সৎকর্ম্মদর্পণ
সৎক্রিয়াকর্ম্মমঞ্জরী
সৎকর্ম্মচিন্তামণি
সৎক্রিয়াকল্পতরু
সচ্চরিত্রপরিত্রাণ
সচ্চরিত্ররক্ষা (বেদান্তাচার্য্য)
সচ্চরিত্রসুধানিধি (বীররাঘব)
সচ্ছূদ্রাহ্নিক

সৎসংপ্রদায়প্রদীপিকা
সত্যোপস্থাপনপূজা
সদাচারচিন্তন
সদাচারক্রম [রামপতি]
সদাচারচন্দ্রোদয় (মহেশকবি)
সদাচারনির্ণয় (অনন্তভট্ট)
সদাচারবিধি (আনন্দতীর্থ)
সদাচারসংগ্রহ (শ্রীনিবাস)
সদাচারস্মৃতি (আনন্দতীর্থ)
সদাচারাহ্নিক
সদাচারপদ্ধতি
সদাচারসংগ্রহ
সদাচারসমৃদ্ধি
সদ্বক্তরত্নমালা
সন্ধ্যাবিধি
সন্ধ্যাকারিকাঃ
সন্ধ্যাপ্রিয়বিধি
সন্ধ্যানির্ণয়কল্পবল্লী
সন্ধ্যাপ্রয়োগ
সন্ধ্যাপ্রায়শ্চিত্ত
সন্ধ্যাবন্দনবিধি
সংস্থাসকর্ম্মকারিকা
সংস্থানাহ্নিক
সংবৎসরদীপব্রত
সংবৎসরনির্ণয়প্রতান
সংস্থাসমরণোত্তরবিধি
সপিণ্ডীকরণবিধি
সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধ
সপিণ্ডীকরণাষ্টকা
সপিণ্ডনির্ণয়
সপিণ্ড্যতত্ত্বপ্রকাশ
সপিণ্ড্যশ্রাদ্ধবিধি
সপ্তর্ষিস্মৃতি
সপ্তাচলপদ্ধতি
সময়কমলাকর (কমলাকর)
সময়নয়
সময়নির্ণয়
সময়ময়ূখ [নীলকণ্ঠ]
সময়রত্ন [মণিরাম]
সময়সূক্তানি
সমানপ্রবরগ্রন্থ
সমাবর্ত্তনকালপ্রায়শ্চিত্ত
সমাপ্তকালনির্ণয়াধিকার
সমুদ্রস্নানবিধি
সমুদ্রযানমীমাংসা
সমুদায়প্রকরণ [জগন্নাথ]
সম্বন্ধনির্ণয় (গোপালন্যায়পঞ্চানন)
সরলা
সরস্বতীদশশ্লোকী
সরস্বতীবিলাস
সরোজসুন্দরস্মৃতিসার [কৃষ্ণ]
সর্ব্বদানবিধি
সর্ব্বদেবপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মন্
সর্ব্বদেবপ্রতিষ্ঠা
সর্ব্বদেবপ্রতিষ্ঠাবিধি

সর্ব্বধর্ম্মপ্রকাশ (শঙ্করভট্ট)
সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্ত
সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তপ্রয়োগ
সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তবিধি
সর্ব্বব্রতোদ্যাপন
সর্ব্বশান্তি
সর্ব্বশাস্ত্রার্থনির্ণয় (কমলাকর)
সর্ব্বসারসংগ্রহ [ভট্টোজি]
সর্ব্বস্মৃতিসংগ্রহ
সর্ব্বার্থচতুষ্টয়
সহগমনবিধি
সহস্রভোজনবিধি
সাগরধর্ম্মামৃত
সাধনীধ্বনশী
সাধারণব্রতপ্রতিষ্ঠাপ্রয়োগ
সাপিণ্ড্যতত্ত্বপ্রকাশ (ধরণীধর)
সাপিণ্ড্যনির্ণয় (রামকৃষ্ণ)
সাপিণ্ড্যমঞ্জরী
সাপিণ্ড্যমীমাংসা
সামান্যক্রমবৃত্তি
সামান্যসূত্র
সায়ংপ্রাতরুপাসন
সারসংগ্রহ (মুরারি, শম্ভুদাস)
সারসাগর
সিদ্ধান্তনির্ণয় (রঘুরাম)
সিদ্ধান্তপীযূষ (চিত্রপতি)
সিদ্ধান্তভাষ্য
সিংহস্থস্নানপদ্ধতি
সীমন্তনির্ণয়
সীমন্তবিধি
সুকৃত্যপ্রকাশ [জ্বালানাথমিশ্র]
সুদর্শনকালপ্রভা [রামেশ্বরশাস্ত্রী]
সুধীময়ূখ
সুধীবিলোচনসার
সূতকসার
সূর্য্যপ্রকাশ [হরিসামন্ত]
সূর্য্যার্ণবকর্ম্মবিপাক
সূর্যবলী
সূর্য্যব্রত
সূর্য্যোদয়নিবন্ধ
সূর্য্যোপস্থাপনবিধি
সূর্য্যাদিপঞ্চায়তনপ্রতিষ্ঠাপদ্ধতি
স্ত্রীধননির্ণয়
স্ত্রীপুনরুদ্বাহখণ্ডনমালিকা
স্ত্রীশূদ্রদিনচর্য্যা
স্মার্ত্তকুতূহল
স্মার্ত্তদীপিকা
স্মার্ত্তপদার্থসংগ্রহ
স্মার্ত্তপ্রদীপিকা
স্মার্ত্তপ্রয়োগ
স্মার্ত্তপ্রায়শ্চিত্তপদ্ধতি [দিবাকর]
স্মার্ত্তপ্রায়শ্চিত্তবিনির্ণয়
[বেঙ্কটাচার্য্য]
স্মার্ত্তপ্রায়শ্চিত্তোদ্ধার [দিবাকর]
স্মার্ত্তপ্রয়োগকারিকা

স্মার্ত্তসমুচ্চয় [নন্দপণ্ডিত]
স্মার্ত্তহোম
স্মার্ত্তাধান
স্মার্ত্তাধানবিধি,
স্মার্ত্তানুষ্ঠানপদ্ধতি বা
প্রয়োগরত্ন [অনন্তদীক্ষিত]
স্মার্ত্তোপাসনপদ্ধতি
স্মার্ত্তব্যবস্থার্ণব
(রঘুনাথসার্ব্বভৌম)
স্মার্ত্তোল্লাস
স্মৃতিকল্পদ্রুম [ঈশ্বরনাথ]
স্মৃতিকৌমুদী (দেবনাথ,মদনপাল)
স্মৃতিকৌমুদীটীকা (কৃষ্ণনাথ)
স্মৃতিগ্রন্থরাজ (সার্ব্বভৌম)
স্মৃতিচন্দ্র [ভবদেব ন্যায়ালঙ্কার]
স্মৃতিচন্দ্রিকা [আপদেব, কুবের, রামদেব, শুকদেব, দেবন্নভট্ট]
স্মৃতিচন্দ্রোদয় (গণেশ)
স্মৃতিচরণ [ভবানীশঙ্কর]
স্মৃতিচিন্তামণি [গঙ্গাধর]
স্মৃতিতত্ত্ব বা অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব
(রঘুনন্দন)
স্মৃতিতত্ত্বপ্রকাশ [শ্রীদেব]
স্মৃতিতত্ত্ববিবেক বা
স্মৃতিতত্ত্বামৃত [বৰ্দ্ধমান]
স্মৃতিদর্পণ এবং চিদম্বরস্মৃতি
স্মৃতিদর্পণ (আক্ষ যতি, রাঘব)
স্মৃতিদীপ
স্মৃতিদীপিকা (বামদেব)
স্মৃতিনিবন্ধ [নৃসিংহভট্ট]
স্মৃতিপরিচ্ছেদ
স্মৃতিপ্রকাশ [ভাস্কর]
স্মৃতিপরিভাষা [বৰ্দ্ধমান]
স্মৃতিপ্রদীপ [চন্দ্রশেখর, ভাস্কর]
স্মৃতিপ্রামাণ্যার্থবাদ
স্মৃতিভাস্কর
স্মৃতিমঞ্জরী [গোবিন্দরাজ]
স্মৃতিমঞ্জুষা
স্মৃতিমহার্ণব
স্মৃতিমীমাংসা
স্মৃতিমুক্তাফল [বৈদ্যনাথ]
স্মৃতিমুক্তাবলী [কৃষ্ণাচার্য্য]
স্মৃতিরঞ্জনী
স্মৃতিরত্ন [রঘুনাথভট্ট]
স্মৃতিরত্নকোশ
স্মৃতিরত্নমহোদধি [আনন্দঘন]
স্মৃতিরত্নবিবেক

স্মৃতিরত্নাকর [তাম্রপর্ণ্যাচার্য্য, বিটঠল, বিষ্ণুভট্ট, বেঙ্কটনাথ, আবসথিকবেদাচার্য্য]
স্মৃতিরত্নাবলী (মধুসূদনদীক্ষিত)
স্মৃতিরহস্য
স্মৃতিবিবরণ [আনন্দতীর্থ]
স্মৃতিবিবেক [শূলপাণি]
স্মৃতিব্যবস্থা [চিন্তামণি]
স্মৃতিশেখর [কস্তুরি]
স্মৃতিসংস্কারকৌস্তুভ
স্মৃতিসংগ্রহ (দয়ারাম, রামভদ্র, বাচস্পতিবিদ্যারণ্য, বেঙ্কটেশ)
স্মৃতিসংগ্রহরত্নব্যাখ্যান (রামচন্দ্র)
স্মৃতিসংহিতা
স্মৃতিসমুচ্চয়
স্মৃতিসরোজসুন্দর
স্মৃতিসর্ব্বস্ব [নারায়ণ]
স্মৃতিসাগর (গোবিন্দরাজ)
স্মৃতিসাগরসংগ্রহ
স্মৃতিসার (শ্রীকৃষ্ণ, কেশব, নারায়ণ, মহেশ, যাজ্ঞিকদেব, যাদবেন্দ্র, হরিনাথ প্রভৃতি ১১ জনের)
স্মৃতিসার এবং অশৌচনির্ণয়
(বেঙ্কটেশ)
স্মৃতিসারব্যবস্থা [ন্যায়রত্ন]
স্মৃতিসারসংগ্রহ(মহেশ,বাচস্পতি, বিশ্বনাথ, বৈদ্যনাথ)
স্মৃতিসারসমুচ্চয়
স্মৃতিসারসর্ব্বস্ব [বেঙ্কটেশ]
স্মৃতিসারাবলী
স্মৃতিসিদ্ধান্তসংগ্রহ [ইন্দ্রদত্ত]
স্মৃতিসিন্ধু [নন্দপণ্ডিত]
স্মৃতিসুধাকর (শঙ্কর)
স্মৃত্যর্থরত্নাকর
স্মৃত্যর্থসাগর [ছলারি নৃসিংহ]
স্মৃত্যর্থসার [মুকুন্দলাল]
স্মৃত্যর্থসার] শ্রীধর]
হরিদিনতিলক
হরিভক্তিবিলাস (গোপালভট্ট)
হব্যকব্যকর্ম্ম
হারলতা (অনিরুদ্ধভট্ট)
হিরণ্যশ্রাদ্ধ
হেমাদ্রিপ্রয়োগ (বিদ্যাধর)
হেমাদ্রিসংক্ষেপ (ভল্লীভট্ট)
হোমনির্ণয় [ভানুভট্ট]
হোমপদ্ধতি (মাধব, লম্বোদর)

উপরোক্ত স্মার্ত্তগ্রন্থসমূহে কি কি বিষয় সমালোচিত হইয়াছে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার বিস্তারিত পরিচয় প্রদান অসম্ভব। উপরোক্ত স্মার্ত্তগ্রন্থসমূহের মধ্যে বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরার মত সমস্ত ভারতবর্ষে এবং রঘুনন্দনের মত এই বঙ্গদেশে বিশেষ ভাবে প্রচলিত; এই কারণ নিম্নে এই দুই গ্রন্থের বিস্তৃত সূচী প্রদত্ত হইল;—

মিতাক্ষরা।

মিতাক্ষরায় নিম্নলিখিত বিষয় সকল সবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে—

উপোদ্ঘাতপ্রকরণে—মঙ্গলাচরণ, মুনিগণের প্রশ্ন, ছয় প্রকার স্মার্ত্তধর্ম্ম, ধর্ম্মের চতুর্দ্দশ স্থান, ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক ঋষিসমূহ, ধর্ম্মের কারকহেতুসমূহ, ধর্ম্মের জ্ঞাপক হেতুসমূহ, দেশাদিকারকহেতুদিগের অপবাদ, কারকহেতু ও জ্ঞাপকহেতু সন্দেহে নির্ণয়।

ব্রহ্মচারিপ্রকরণে—বর্ণসমূহ, গর্ভাধানাদিসংস্কার, সংস্কারসকলের ফল, ব্রাহ্মণের উপনয়নকাল, গুরুধর্ম্ম, শৌচাচার, তীর্থসমূহ, আচমন, প্রাণায়াম, সাবিত্রীজপ, অগ্নিকার্য্য, অভিবাদন, অধ্যাপন, দণ্ডাদিধারণ, ভিক্ষাচার, ভোজনাদি, ব্রহ্মচারীর বর্জ্জনীয় বস্তুজাত, গুর্ব্বাচার্য্যলক্ষণ, উপাধ্যায় ও ঋত্বিগ্‌লক্ষণ, ব্রহ্মচর্য্যাবধি, উপনয়নকালাবধি, দ্বিজত্বহেতুকথন, বেদগ্রহণ ও অধ্যয়নের ফল, কাম্যব্রত, ব্রহ্মযজ্ঞ ও অধ্যয়নের ফল, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিধর্ম্ম।

বিবাহপ্রকরণে—গুরুদক্ষিণাদান, কন্যালক্ষণ, কন্যার বাহ্যলক্ষণসমূহ, কন্যার আভ্যন্তরীণলক্ষণসমূহ, সাপিণ্ড্যবিচার, কন্যাবরণে নিয়ম, কন্যাদানে বরনিয়ম, দ্বিজাতিগণের শূদ্রপরিণয়নিষেধ, বর্ণানুক্রমে দ্বিজাতির ভার্য্যাগ্রহণাধিকার, ব্রাহ্মবিবাহলক্ষণ, দৈব ও আর্ষবিবাহলক্ষণ, আসুর, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পৈশাচ প্রভৃতি বিবাহলক্ষণ। সবর্ণাপরিণয়ে বিশেষ, কন্যাদানক্রম, কন্যাহরণে দণ্ড, কন্যার দোষ প্রকাশ না করিয়া দান করিলে অন্যপূর্ব্বালক্ষণ, নিয়োগবিধি, ব্যভিচারিণী স্ত্রী সম্বন্ধে, ব্যভিচারিণী স্ত্রীর অন্য প্রায়শ্চিত্তার্থ অর্থবাদ, দ্বিতীয় বিবাহের হেতুসকল, পতিব্রতা স্ত্রীপ্রশংসা, অধিবেত্তার দণ্ড, স্ত্রীধর্ম্মসকল, শাস্ত্রীয় দারসংগ্রহের ফল, স্ত্রীদিগের ঋতুকালবিধি, স্ত্রীগমনে বর্জ্জনীয়, ঋতু ভিন্ন গমনে নিয়ম, স্ত্রীগণসৎকার, স্ত্রীর কর্ত্তব্য, প্রোষিতভর্ত্তৃকানিয়ম, স্ত্রীদিগের অস্বাতন্ত্র্য, স্বামিমৃত্যুবিষয়, সহগমন, অনেকভার্য্যাবিষয়ে, প্রমীতভার্য্যাবিষয়।

বর্ণজাতিবিবেকপ্রকরণে—স্বজাতিসমূহ, অনুলোমসমূহ, প্রতিলোমসমূহ, সঙ্কীর্ণ জাত্যন্তর, বর্ণপ্রাপ্তিতে কারণান্তর, হীনবৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ।

গৃহস্থধর্ম্মপ্রকরণে—কোন্ অগ্নিতে কি কার্য্য করা কর্ত্তব্য, গৃহস্থধর্ম্ম, দস্তধারন, যোগক্ষেমের জন্য নৃপতি প্রভৃতির আশ্রয়গ্রহণ, বেদাদি জপমহাযজ্ঞ, ভূতবলি, পিতৃ ও মনুষ্যগণে অন্নদান, দম্পতীর শেষভোজন, অতিথিগণের ভোজন, ভিক্ষুকদিগকে ভিক্ষাদান, শ্রোত্রিয়সৎকার, প্রতিসংবৎসরধর্ম্ম, পরপাকরুচিনিষেধ, সায়ংসন্ধ্যাদি, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে আপন হিতচিন্তা, মানার্হ, বৃদ্ধগণের পথপ্রদর্শন, দ্বিজাতিগণের কর্ম্মসমূহ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের কর্ম্ম-

সমূহ, শূদ্রকর্ম্ম, সাধারণধর্ম্ম, শ্রৌতকর্ম্ম, নিত্য শ্রৌতকর্ম্ম, যজ্ঞার্থ হীনাভক্ষ্যনিষেধ, ধান্যাদিসঞ্চয়াধ্যায়।

স্নাতকধর্ম্মপ্রকরণে—স্নাতকব্রতসমূহ, রাজগণের নিকট ধনাদিগ্রহণ, উপাকর্ম্মকারক, উৎসর্জ্জনকাল, অনধ্যায়সমূহ, স্নাতকব্রত, অভোজ্য অন্নসকল, অভোজ্যান্ন প্রতিপ্রসব।

ভক্ষ্যাভক্ষ্যপ্রকরণে—দ্বিজাতির ধর্ম্ম, পর্য্যুষিতের প্রতিপ্রসব, দুগ্ধবিষয়ে, শিগ্রাদিনিষেধ, ক্রব্যাদপক্ষ্যাদিনিষেধ, ফলাণ্ডবাদিনিষেধ, পঞ্চম ভক্ষণবিধি, মাংসভক্ষণবিধি, বৃথা মাংসভক্ষণনিন্দা, মাংসবর্জ্জনবিধি।

দ্রব্যশুদ্ধিপ্রকরণে—সুবর্ণাদি পাত্রশুদ্ধি, যজ্ঞপাত্রশুদ্ধি, সলেপদিগের শুদ্ধি, ভূমিশুদ্ধি, গবাঘ্রাত অন্নাদিশুদ্ধি, ত্রপুসীসকাদিশুদ্ধি, অমেধ্যোপহত দ্রব্যশুদ্ধি, জপ ও মাংসশুদ্ধি।

দানপ্রকরণে—দানপাত্রব্রাহ্মণপ্রশংসা, সৎপাত্রব্রাহ্মণলক্ষণ, সৎপাত্রে গবাদিদান কর্ত্তব্য, প্রতিগ্রহনিষেধ, দানে বিশেষ, গোদানবিষয়, গোদানফল, উভয়তোমুখী দানে ফল, উভয়তোমুখীলক্ষণ, এবং তাহার দানফল, সামান্য গোদানে ফল, গোদান সম, দীপাদিদানফল, গৃহাদিদানফল, বেদদানফল, অপ্রত্যাখ্যেয়কথন, প্রতিগ্রহনিবৃত্তির অপবাদ।

শ্রাদ্ধপ্রকরণে—শ্রাদ্ধশব্দার্থ, পার্ব্বণশ্রাদ্ধস্বরূপ, একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধস্বরূপ, ত্রিবিধ শ্রাদ্ধ, পার্ব্বণ ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের কাল, শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণসম্পত্তি, শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয় ব্রাহ্মণ। পার্ব্বণশ্রাদ্ধপ্রয়োগ, অগ্নৌকরণ, অন্ননিবেদন, পিণ্ডপ্রদান, অক্ষয্যোদকদান, স্বধাবাচন, প্রার্থনা, ব্রাহ্মণবিসর্জ্জন, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ, নবশ্রাদ্ধ, সপিণ্ডীকরণ, উদকুম্ভশ্রাদ্ধ, একোদ্দিষ্টকাল, নিত্যশ্রাদ্ধব্যতিরিক্ত সর্ব্বশ্রাদ্ধপিণ্ডপ্রক্ষেপস্থল। ভোজ্যবিশেষফল, গয়াশ্রাদ্ধফল, তিথিবিশেষে ফলবিশেষ, নক্ষত্রবিশেষে ফলবিশেষ, পিতৃশব্দার্থ।

গণপতিকল্পবিঘ্নকারকহেতু, বিঘ্নজ্ঞাপকহেতু, বিঘ্নজ্ঞাপকপ্রত্যক্ষহেতু, বিঘ্নোপশান্ত্যর্থকর্ম্ম, বিনায়কস্নপনবিধি, উপস্থানমন্ত্রসমূহ, গ্রহপূজা, গ্রহশান্তি, গ্রহযজ্ঞ, নবগ্রহনাম, নবগ্রহমূর্ত্তিদ্রব্যসমূহ, নবগ্রহধ্যান, নবগ্রহমন্ত্র, নবগ্রহসমিধ, নবগ্রহহোমাহুতিসংখ্যা, নবগ্রহের নৈবেদ্য, নবগ্রহদক্ষিণা, দুষ্টগ্রহপূজা, রাজধর্ম্ম, অভিষেকাদি গুণযুক্ত রাজার বিশেষ ধর্ম্ম, অষ্টাদশব্যসন, রাজমন্ত্রী ও রাজপুরোহিত, রাজপুরোহিতলক্ষণ, যজ্ঞাদিকার্য্যে ঋত্বিক্, লেখ্যকরণ, লেখ্যকরণপ্রকার, রাজার বাসস্থানবিশেষ, অধিকারী, বিক্রমার্জ্জিত দ্রব্যদানফল, রণমৃত্যুস্বর্গফল, শরণাগতরক্ষক, আয়ব্যয়নিরীক্ষণ, হিরণ্যের ভাণ্ডাগারে নিক্ষেপ, দ্রব্যের ত্রৈবিধ্য, স্বৈরবিহার ও সেনাদর্শন, চরদিগের গূঢ়ভাষণ শ্রবণ, রাজার নিদ্রাদিপ্রকার, প্রজাপালনফল, চাটতস্করাদি হইতে রক্ষণ, প্রজাদিগের অরক্ষণে ফল, রাষ্ট্রাধিকৃতবিচেষ্টিজ্ঞান, উৎকোচজীবিগণের দণ্ড, অন্যায়পূর্ব্বক প্রজাদিগের নিকট করগ্রহণের ফল, দেশাচারাদিরক্ষণ, মন্ত্ররক্ষণ, শল্যাদিচিন্তন, সামাদি উপায়সমূহ, যানকাল, দৈব ও পুরুষকারের বিচার, মতান্তরসমূহ, লাভপ্রকার, রাজ্যের অঙ্গসকল, দুর্বৃত্তে দণ্ডদান, অন্যায়দণ্ডনিষেধ, দণ্ডনীয়ের দণ্ডে ফল, ত্রসরেণ্বাদিমান, রজতমান, তাম্রমান, স্বশাস্ত্রে পরিভাষা, দণ্ডভেদ, দণ্ডব্যবস্থানিমিত্ত।

ব্যবহারাধ্যায় মাতৃকাপ্রকরণে—উপোদ্ঘাত, ব্যবহারলক্ষণ, ব্যবহার অদর্শনে রাজার দোষ, ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুরোধে রাজার ব্যবহার দ্রষ্টব্য, দেশাদি সাময়িক ধর্ম্মবিষয়ে, সভাসদ্গণের লক্ষণ, সভাসৎসংখ্যা, বৃহস্পতিমতে সভাসদের সংখ্যা, ব্রাহ্মণ এবং সভাসদের ভেদ, অন্যায় হইতে রাজনিবারণ, ব্রাহ্মণগণের দোষ, রাজসভায় বণিক্স্থাপন, প্রাড়্বিবাক, প্রাড়্বিবাকগুণ, প্রাড়্বিবাকশব্দার্থ, ব্রাহ্মণ প্রাড়্বিবাক অভাবে ক্ষত্রিয়াদি, প্রাড়্বিবাকলক্ষণ, সভাসদ্গণের দণ্ড, ব্যবহারবিষয়, শব্দার্থ, ব্যবহারের অংশ, দ্বিবিধ ব্যবহার, ব্যবহারের অষ্টাদশ প্রকার ভেদ, রাজার কার্য্যানুৎপাদকত্ব, কার্য্যার্থীকে প্রশ্ন, আহ্বানাহ্বান, তদপবাদ, আসেধ, চতুর্ব্বিধ আসেধ, কোনস্থলে আসেধাতিক্রমে দণ্ডাভাব, প্রতিবাদী উপস্থিত হইলে লেখ্যাদি কর্ত্তব্যতা, পক্ষবিধহীন, ভাষাকরণপ্রকার, পক্ষাভাসা, অনাদেয় ব্যবহার, নিযুক্ত জয়পরাজয় হইতে বাদীর জয় ও পরাজয়, শোধিত লেখ্যনিবেশনপ্রকার, উত্তরাবধিশোধন, পূর্ব্বপক্ষশোধন না করিয়া উত্তরদানচেষ্টায় দণ্ড, উত্তরদানপ্রকার, উত্তরস্বরূপ, সত্য, মিথ্যা, কারণ ও পূর্ব্বন্যায়ভেদে উত্তর চারি প্রকার, সত্যোত্তরোদাহরণ, মিথ্যোত্তরোদাহরণ, চতুর্ব্বিধ মিথ্যা উত্তর, কারণোত্তরোদাহরণ, পূর্ব্বন্যায়োত্তরোদাহরণ, উত্তরাভাসের লক্ষণ, উত্তরাভাসের উদাহরণ, সঙ্কর হেতু অনুত্তর, অনুত্তরত্বে কারণ, মিথ্যোত্তর কারণ, সঙ্করের উদাহরণ, কারণোত্তর ও প্রাঙন্যায়োত্তরে সঙ্করের উদাহরণ, কারণোত্তরের উদাহরণ, উত্তরসঙ্করের ক্রম, মিথ্যাউত্তর ও কারণ উত্তরের একদা ব্যবহারে নির্ণয় প্রকার, উত্তরপত্রে সাধননির্দ্দেশপ্রকার, ব্যবহারের চতুষ্পাদ।

তৎপরে অভিযোগ নিরাকরণ ভিন্ন প্রত্যভিযোগের অভাব, অর্থ বিষয়, এক অভিযোগে অনেক দ্রব্যের নিবেশাভাব, নিবেশের উদাহরণ, অভিযোগমনিস্তীর্থ ও তাহার অপবাদ, প্রতিভূগ্রহণ, প্রতিভূ-অভাবে নির্ণয়, নিহ্নবে প্রতিভূ কর্ত্তব্য, মিথ্যাভিযোগে দণ্ড, কালবিলম্বাপবাদ, দুষ্টলক্ষণ, অনাদৃতবাদন, একদা দুই ব্যক্তি ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইলে কাহার বিচার পূর্ব্বে হইবে তাহা নির্ণয়, সপণবিবাদস্থলে নির্ণয়প্রকার, ছলনিরসনপ্রকার, ছলানুসারিব্যবহারলক্ষণ, নিহ্নুতৈকদেশবিভাবনে নির্ণয়প্রকার, ন্যায়াধিগমে তর্ক, অনেকার্থাভিযোগে নির্ণয়, স্মৃতির বিরোধে

নির্ণয়প্রকার, ধর্ম্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রের উদাহরণ, আততায়িহননবিষয় নির্ণয়, দ্বিজাতির শাস্ত্রগ্রহণ নির্ণয়, আততায়ীর শাস্ত্রগ্রহণ নির্ণয়, অন্যোদাহরণ, অন্যথাকরণে প্রায়শ্চিত্ত, চারিটি প্রমাণ, প্রমাণভেদ, মানুষদিব্য প্রমাণ গ্রহণে নির্ণয়প্রকার, উদাহরণ, দিব্য প্রমাণগ্রহণে নিষেধ, তদপবাদ, লেখ্যাদির নিয়ম, প্রমাণবলাবলবিচার, আধ্যাদিতে পূর্ব্বোত্তর ক্রিয়ানির্ণয়, দশবিংশতি বর্ষোপভোগে নির্ণয়, অনাগমোপভুক্তিতে দণ্ড, অস্বত্ব বস্তুর দানে দণ্ড, দশবিংশতি বর্ষোপভোগে হানির অপবাদ, উপনিক্ষেপলক্ষণ, আধ্যাদিহর্ত্তার দণ্ড, দণ্ডপরিমাণ, দণ্ডপ্রকার, দণ্ডস্থান, ধনদানের অশক্তিতে দণ্ডপ্রকার, উত্তমসাহসদণ্ডস্বরূপ, ব্রাহ্মণের বধদণ্ডনিষেধ, শিরোমুণ্ডনাদি দণ্ড, অঙ্কনে ব্যবস্থা, চক্ষুর নিরোধশব্দার্থ, কীদৃশ ভোগপ্রমাণ এই বিষয়ে নির্ণয়প্রকার, আগমনিরপেক্ষ ভোগের প্রামাণ্যবিষয়, অনাগমোপভোগে দণ্ড, আগমসাপেক্ষভোগবিষয়, ত্রিবিধ স্বীকার, স্বীকারে নিয়ম, পুরুষব্যবস্থা ও প্রামাণ্যব্যবস্থা দ্বারা আগমবিষয়ে দণ্ডব্যবস্থা, অভিযুক্ত ব্যক্তি মৃত হইলে তাহার নির্ণয়, ব্যবহারসিদ্ধির জন্য ব্যবহারদর্শীদিগের বলাবল, সভাসদ্, পূগ, শ্রেণি, কুল, কূদৃষ্টবাদীর দণ্ড, প্রবলদৃষ্টব্যবহারবিষয়, মত্ত ও উন্মত্তাদি কর্তৃক নির্ণীত ব্যবহারবিষয়, গুরু, শিষ্য, পিতৃ ও পুত্রাদির ব্যবহারবিষয়, স্বামীস্ত্রীর ব্যবহার বিষয়, স্বামিদাসব্যবহারবিষয়, অনাদেয় বাদবিষয়, গোপশৌণ্ডিকাদি স্ত্রীদিগের ব্যবহারবিষয়, পরাবর্ত্ত্য দ্রব্যবিষয়ে নির্ণয়প্রকার, তাহাতে কালাবধি, তাহাতে নৃপতিভাগ, স্বাম্যনাগমবিষয়, নিধিপ্রাপ্তিতে নির্ণয়প্রকার, ব্রাহ্মণের নিধিপ্রাপ্তিতে নির্ণয়, ব্রাহ্মণব্যতিরিক্ত অপরের নিধিপ্রাপ্তিতে নির্ণয়, অনিবেদিত নিধিবিষয়নির্ণয়, নিধিস্বামী আগত হইলে তাহার নির্ণয়, তাহাতে রাজভাগকথন, চৌরহৃত দ্রব্যবিষয়, চৌরহৃত দ্রব্যাপহারে রাজার দোষ, চৌরহৃতোপেক্ষাকরণ, চৌরহৃত দানবিষয়।

ঋণাদানপ্রকরণে—ঋণাদান সপ্তবিধ, অধমর্ণবিষয়ে পঞ্চবিধ, উত্তমর্ণ বিষয়ে দ্বিবিধ, মাসে মাসে বৃদ্ধিদানবিষয়, বর্ণক্রমানুসারে বৃদ্ধিনির্ণয়, চক্রবৃদ্ধিকারিকাদি, বৃদ্ধিপ্রকার, গৃহীতৃবিশেষানুসারে প্রকারান্তরবৃদ্ধি, কারিত বৃদ্ধি, অকৃত বৃদ্ধি, যাচিতকবিষয়নির্ণয়, যাচিতকাদানে নির্ণয়, অনাকারিত বৃদ্ধির অপবাদ, দ্রব্যবিশেষে বৃদ্ধিবিশেষ, প্রযুক্ত দ্রব্যের চিরকালাবস্থিতের বৃদ্ধি, বস্ত্র ও ধান্যাদির বৃদ্ধি, পুরুষান্তরে সংক্রমণ এবং প্রয়োগান্তরকরণবিষয়, সকৃৎপ্রয়োগবিষয়, প্রযুক্ত ধনের গ্রহণপ্রকার, ধর্ম্মাদি উপায়, রাজা কর্তৃক দাপনে প্রকার, বহু উত্তমর্ণ যুগপৎ উপস্থিত হইলে কোন্ নিয়মে অধমর্ণ দিবে ইত্যপেক্ষিত নিধিবিষয়ে ক্রম, উত্তমর্ণ দুর্ব্বল হইলে প্রতিপন্নার্থদাপনে নির্ণয়প্রকার, স্থায়ার্থব্যয়দান, নির্দ্ধন অধমর্ণিকবিষয়, দীয়মানাগ্রহণ, কুটুম্বার্থে কৃত ঋণবিষয়, অদেয় ঋণবিষয়ে নির্ণয়, পুত্র ও পৌত্র কর্তৃক ঋণদেয়, ইহার অপবাদ নৃপতিস্বীকৃতির অপবাদ, পতিকৃত ঋণ ভার্য্যা শোধ দিবে না ইহার অপবাদ, ভার্য্যাদির অধনত্ব, ঋণ দাতা কর্তৃক দাতব্য ঋণাদান নির্ণয়, কালবিশেষে ঋণদাননিষেধ, প্রাপ্তব্যবহারবিষয়নির্ণয়, প্রাপ্তব্যবহার হইলেও ঋণদাননিষেধ, আসেধপ্রযুক্তদাননির্ণয়, ঋণ হইতে পিতৃদিগের মোচনবিষয়, বালকেরও শ্রাদ্ধাধিকার, বিভক্তবিষয়নির্ণয়, অবিভক্তবিষয়নির্ণয়, পুত্রবিষয়ে ঋণদানে বিশেষ, পৌত্রবিষয়ে ঋণদানে বিশেষ, ঋণের অপাকরণে ঋণকর্ত্তা, তৎপুত্র ও পৌত্র এই তিন জন কর্ত্তা, ইহাদের সমবায়ে ক্রম, পরপূর্ব্বাস্ত্রীলক্ষণ, পুনর্ভূ ও স্বৈরিণী স্ত্রীলক্ষণ, যোষিদ্গ্রাহঋণাপাকরণে অধিকারী, রিক্থগ্রহণাভাবে পুত্র ও পৌত্র কর্তৃক ঋণদানবিষয়, যোষিদ্গ্রাহিবিষয়, প্রাতিভাব্যাদির নিষেধ, দম্পতীর বিভাগাভাব, পূর্ত্তকর্ম্মে জায়াপতির পৃথগধিকার, প্রাতিভাব্য (জামিন) নিরূপণ, প্রাতিভাব্য ত্রিবিধ, দর্শনপ্রত্যয় প্রতিভূবিষয়, দানপ্রতিভূবিষয়, দর্শনপ্রতিভূবিষয়, দানপ্রতিভূ পৌত্রপ্রতিভূব্যতিরিক্ত পৈতামহ ঋণদানে পৌত্রের অধিকার, বৃদ্ধিদাননিষেধ, সবন্ধক প্রতিভূবিষয়ে ঋণদানে নির্ণয়, প্রতিভূ অনেক হইলে ঋণদানে প্রকার, প্রতিভূদত্তের প্রতিক্রিয়াবিধি, প্রীতিদত্তের অবৃদ্ধি, প্রতিভূদত্তের সকল স্থানে বৈগুণ্যপ্রাপ্তে অপবাদ, স্ত্রীপশুর বৃদ্ধিবিষয়, ধান্যবৃদ্ধিবিষয়, বস্ত্র ও রসবিষয়, লগ্নক বিশেষনিষেধ, আধিবিধি, আধিলক্ষণ, দ্বিবিধ আধি, চতুর্বিধ আধির বিশেষ, গোপ্য আধিভেদে বৃদ্ধিনিষেধ, আধিনাশনির্ণয়, আধিসিদ্ধবিষয়নির্ণয়, জঙ্গম ও স্থাবরভেদে দ্বিবিধ আধি, আধিনাশবিষয়ে ধনদানে বিশেষ, আধিমোক্ষণবিষয়নির্ণয়, প্রয়োক্তা অসন্নিহিত হইলে কর্ত্তব্যতানিরূপণ, অধমর্ণ অসন্নিহিত হইলে কর্ত্তব্যতা, ভোগ্য ও আধিতে বিশেষ প্রকার, ফলভোগ্য আধিবিষয়।

উপনিধিপ্রকরণে—উপনিধিদ্রব্যলক্ষণ, উপনিধিদানে-অপবাদ, উপনিধি উপভোগকারীর দণ্ড, উপনিধিধর্ম্মের যাচিতাদিতে অতিদেশ।

সাক্ষিপ্রকরণে—সাক্ষিস্বরূপনিরূপণ, সাক্ষিভেদ, কৃতসাক্ষী, অকৃতসাক্ষী, লিখিত ও অলিখিত সাক্ষীর ভেদ, সাক্ষী সকল কীদৃশ ইহার বিচার, দোষহেতু অসাক্ষিস্বরূপ, দোষের ভেদ হেতু অসাক্ষীর স্বরূপ, স্বয়ং উক্তিস্বরূপ অসাক্ষী, একসাক্ষিবিষয়, চৌর্য্যাদিতে বর্জ্য সাক্ষীর গ্রহণ, সাক্ষিশ্রাবণ, ব্রাহ্মণাদিতে শ্রাবণে নিয়ম, তদপবাদে সাক্ষিদূষণ, দানস্থলসাক্ষিশ্রাবণপ্রকার, সাক্ষিসন্ত্রাসন, সাক্ষীদিগের অকথনে কর্ত্তব্যতা, সাক্ষীর অনঙ্গীকার-

বিষয়, কূট সাক্ষীর দণ্ড, সাক্ষিদ্বৈধে নির্ণয়, জয়পরাজয়ের অবধারবিশেষ, সাক্ষীদিগের স্বভাবোক্ত বচনবিষয়, সাক্ষিভাষিত পরীক্ষা, ক্রিয়াবলাবলাবলম্ব, সাক্ষীদিগের দোষাবধারণ, গ্রন্থকারের মত, কূট সাক্ষীর দণ্ড, ব্রাহ্মণকূটসাক্ষিবিষয়, লোভাদিকারণবিশেষে দণ্ড, ব্রাহ্মণের শারীর দণ্ডনিষেধ, সাক্ষ্যনিহ্নবে দণ্ড, সাক্ষী দিতে স্বীকার না করিলে তাহার বিধান, বর্ণীদিগের বধে অনৃতানুজ্ঞা, মিথ্যাসাক্ষ্যদানে প্রায়শ্চিত্ত।

লেখ্য প্রকরণে—লেখ্যদ্বৈবিধ্যকথন, অন্যকৃত লেখ্যে বিশেষ, লেখ্যে সংবৎসরাদির নিবেশ, লেখ্যসমাপ্তিতে অধমর্ণের সম্মতি, লেখ্যে সাক্ষীদিগের বিশেষ, লেখকসম্মতি, স্বকৃত লেখ্যে বিশেষ, লেখ্যারূঢ় ঋণবিষয়ে বিশেষ, বলাৎকারকৃত লেখ্যে বিশেষ, তদপবাদ, জীর্ণাদি পত্রবিষয়, দেশান্তরস্থ পত্রানয়নকালবিধি, রাজকীয় পত্রবিষয়, রাজকীয় জয়পত্রবিষয়, সভাসদ্দিগের পত্রবিষয়, পঞ্চবিধ হীনবিষয়, লেখ্যসন্দেহে নির্ণয়োপায়, লেখ্যের পৃষ্ঠে লেখন প্রকার, কৃৎস্ন ঋণ দত্ত হইলে কর্ত্তব্যতা, সসাক্ষিক কৃৎস্ন ঋণ দাতব্যে কর্ত্তব্যতা।

দিব্য প্রকরণে—দিব্যমাতৃকা, শপথ, দিব্যে সাধারণবিধি, দিব্যগ্রহণে পূর্ব্বাহ্লাদি কালকথন, ঘটদিব্য প্রয়োগ, অগ্নিদিব্যবিধি, উদকদিব্যবিধি, বিষদিব্যবিধি, কোশদিব্যবিধি, তণ্ডুলদিব্যবিধি, তপ্তমাষবিধি, ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যবিধি, পক্ষান্তরকথন, শপথ, শুদ্ধিবিভাবনা।

দায়বিভাগ প্রকরণে—দায়শব্দার্থ, দ্বিবিধ দায়, অপ্রতিবন্ধ দায়লক্ষণ, বিভাগলক্ষণ, স্বত্বনিরূপণ, স্তেনাতিদেশ, লৌকিকী সত্তাবিষয়ে বিচার, পিতার ইচ্ছানুসারে বিভাগপ্রকার, বিষমবিভাগনিয়ম, জ্যেষ্ঠ পুত্রবিষয়ে উদ্ধারবিভাগ, বিভাগকাল, সমবিভাগে পত্নীদিগের বিশেষ। পুত্রদিগের দায়বিশেষ, বিষমবিভাগনিষেধ, পিতৃ-মরণান্তর সমবিভাগ, বিংশোদ্ধারাদি, বিষমবিভাগনিষেধ, উদ্ধারবিভাগনিষেধ, মাতৃধনে দুহিতার অধিকার, দুহিতার অভাবে মাতৃধনে পুত্রের অধিকার, অবিভাজ্য ধন, পিতৃধৃত বস্ত্রাদিবিষয়, স্ত্রীদিগের অলঙ্কারবিষয়, যোগক্ষেমশব্দার্থ, পিতামহদ্রব্যে পৌত্রদিগের বিশেষ, পিতামহোপাত্তধনে পিতা ও পুত্রের সত্তাবিষয়, বিভাগোত্তর-উৎপন্ন পুত্রের বিভাগবিষয়, পিতৃদত্ত ধনবিষয়ে নির্ণয়, পিতার উর্দ্ধ ধনবিভাগে মাতার স্বপুত্রের সহিত সমাংশিত্বকথন, অসংস্কৃত ভ্রাতৃদিগের সংস্কারকরণবিষয়, ভগিনীদিগের বিভাগ, ভিন্ন জাতীয় পুত্রদিগের মধ্যে ধনবিভাগ, ভ্রাতৃপ্রভৃতিকে বঞ্চনা করিয়া স্থাপিত সমুদায় দ্রব্যের বিভাগ। সমুদয় দ্রব্যের অপহরণে দোষ, দ্ব্যামুষ্যায়ণ পুত্রলক্ষণ, দ্ব্যামুষ্যায়ণাধিকারবিষয়, নিয়োগ, নিয়োগনিন্দা, বিধবাসংযম, ধর্ম্মনিয়োগ প্রশংসা, মুখ্য ও গৌণ পুত্রের দানগ্রহণব্যবস্থা দেখাইয়া তাহাদিগের স্বরূপ, ঔরস পুত্রলক্ষণ, পুত্রিকাপুত্রলক্ষণ, ক্ষেত্রজ পুত্রলক্ষণ, গূঢ়জ পুত্রলক্ষণ, কানীন পুত্রলক্ষণ, পৌনর্ভব পুত্রলক্ষণ, দত্তক পুত্রলক্ষণ, এক পুত্রদাননিষেধ, অনেক পুত্র থাকিলেও জ্যেষ্ঠ পুত্রদাননিষেধ, পুত্র প্রতিগ্রহপ্রকার, ক্রীতপুত্রলক্ষণ, কৃত্রিম পুত্রলক্ষণ, স্বয়ংদত্ত পুত্রলক্ষণ, সহোঢ়জ পুত্রলক্ষণ, অপবিদ্ধ পুত্রলক্ষণ, পুত্রদিগের দায়গ্রহণে ক্রম, ঔরস পৌত্রিকের সমবায়নির্ণয়, পূর্ব্ব সত্বে উত্তরোত্তরের চতুর্থাংশভাগিত্ব, অসবর্ণ পুত্রবিষয়, দত্তকগ্রহণের পর ঔরস পুত্র জন্মাইলে তাহার অধিকারনির্ণয়, ক্ষেত্রজের বিশেষ, দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে ৬ প্রকার পুত্র দায়াধিকারী এবং ৬ প্রকার অদায়াদকথন, দত্তক পুত্রের জনকরিক্থ ও গোত্রনিবৃত্তি, পূর্ব্বপূর্ব্বের অভাবে সকলের পিতৃধনাধিকার, দত্তকস্থলে ভ্রাতৃপুত্র সত্ত্বে অন্য পুত্রের গ্রহণনিষেধ, শূদ্রাপুত্রবিষয়, শূদ্রধনবিভাগে বিশেষ, বিভক্ত অপুত্র ও অসংসৃষ্টির ধনাধিকারিনিরূপণ, পত্নী, দুহিতা, দৌহিত্র, মাতা, পিতা, ভ্রাতৃগণ, ভিন্নোদর, ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতৃপুত্র, গোত্রজ, পিতামহ, পিতামহ্যাদি, সমানোদক, বন্ধু, আত্মবন্ধু, পিতৃবন্ধু, ভ্রাতৃবন্ধু, আচার্য্য, শিষ্য, সব্রহ্মচারী, শ্রোত্রিয়, রাজা, বানপ্রস্থাবলম্বীদিগের ধনাধিকারনির্ণয়, সংসৃষ্টিধনবিষয়নির্ণয়, সংসৃষ্টিধনবিভাগ, সংসৃষ্টিধনবিভাগোদ্ধৃতের বিনিয়োগ, অনংশ, অনংশদিগের ভরণ, অনংশদিগের পুত্রবিষয়ে বিভাগনির্ণয়, ক্লীবাদি দুহিতার ও ক্লীবাদি পত্নীর বিশেষ বিভাগ, স্ত্রীধন, স্ত্রীধনস্বরূপনিরূপণ, স্ত্রীধনভেদ, অধ্যগ্ন্যাদি স্ত্রীধনস্বরূপ, স্ত্রীধনবিভাগ, বিবাদভেদে স্ত্রীধনে অধিকারিভেদ, অপত্যবতীধনে দুহিতাদির অধিকার, ঊঢ়ানূঢ়াসমবায়ে অধিকারনির্ণয়, প্রতিষ্ঠিতা অপ্রতিষ্ঠিতাসমবায়ে অধিকারনির্ণয়, বাগ্দত্তবিষয়ে নির্ণয়, বাগদত্তা কন্যা মরণে নির্ণয়, দুর্ভিক্ষাদি সঙ্কটকাল উপস্থিত হইলে ভর্ত্তার স্ত্রীধন গ্রহণে অধিকার, আধিবেদনিকাখ্য স্ত্রীধনলক্ষণ, বিভাগসন্দেহে হেতু।

সীমাবিবাদপ্রকরণে—সীমাবিবাদনির্ণয়, সীমাবিবাদে তন্নির্ণয়সাধন, সীমার চাতুর্বিধ্যকথন, গ্রামসীমাস্থাদি, বৃদ্ধাদিলক্ষণ, মৌললক্ষণ, উদ্ধৃত লক্ষণ, বনচারিলক্ষণ, সীমাবৃক্ষ, সীমালিঙ্গ, সীমানির্ণয়োপায়, সীমানির্ণয়ে সাক্ষী, নির্ণীত সীমাপত্রকরণপ্রকার, সাক্ষীদিগের মিথ্যাকথনে মধ্যম সাহসদণ্ড, জ্ঞাপিকাচিহ্নের অভাবে রাজা কর্ত্তৃক নির্ণয় কর্ত্তব্য, সীমাবিবাদনির্ণয়ের আরামাদিতে অতিদেশ, সীমানির্ণয়প্রসঙ্গে মর্য্যাদাভেদাদিতে দণ্ড, স্বীয় ভ্রান্তি দ্বারা ক্ষেত্রাদিহরণে দণ্ড, উত্তমসাহসদণ্ডলক্ষণ, সেতুকূপাদিকরণনিষেধে দণ্ড, অল্পাপকারে নিষেধ, সেতুর দ্বৈবিধ্য, সেতুপ্রবর্ত্তয়িতৃবিষয়, ফালাহত ক্ষেত্রবিষয়।

স্বামিপালবিবাদপ্রকরণে—গবাদি পশুগণ পরের শস্য ভক্ষণ করিলে দণ্ডবিধান, মাষপ্রমাণ, অপরাধের আতিশয্যে দ্বিগুণ

দণ্ড, ক্ষেত্রান্তরে ও পথন্তরে অতিদেশ, ক্ষেত্রস্বামীকে ফলদাপনীয়নির্ণয়, ক্ষেত্রবিষয়ে অপবাদ, বৃতিকরণপ্রকার, পশুবিশেষে দণ্ডাভাব, অদণ্ড্য পশুকথন, গোপবিষয়ে নির্ণয়, গোপবিষয়ে বেতনকল্পনা, প্রমাদনাশে নির্ণয়, পশুদিগের কর্ণাদিচিহ্নদর্শন, পালকদোষে পশু বিনষ্ট হইলে পালকের দণ্ড, গোপ্রসঙ্গে গোপ্রচার, গবাদিপ্রচারের জন্য ক্ষেত্রপরিমাণ।

অস্বামিবিক্রয়প্রকরণে—অস্বামিবিক্রয়লক্ষণ, গোপনে অল্প মূল্যে ক্রয়নিষেধ, স্বাম্যভিযুক্ত ক্রেতার কর্ত্তব্যতা, হর্ত্তাকর্ত্তৃক গৃহীত হইলে কর্ত্তব্যনিরূপণ, দেশান্তরগত হইলে যোজনসংখ্যানুসারে আনয়নের জন্য সময় দেয়, মূল্যের আনয়ন, অবিজ্ঞাতদেশবিষয়, সাক্ষ্যাদি কর্ত্তৃক ক্রয়ের অশোধনে দণ্ড, নষ্টবস্তুনিশ্চয়োপায়, নষ্ট বস্তুর অভাবিত বিষয়ে দণ্ড, তস্করের প্রচ্ছাদকবিষয়, রাজপুরুষানীত বিষয়, নষ্ট দ্রব্য রাজার নিকট উপস্থিত করণ, রাজা কর্ত্তৃক তাহা রক্ষণীয়, রক্ষণ নিমিত্ত রাজার ভাগকথন, মনুক্ত ষড়্ভাগাদি গ্রহণে দ্রব্যবিশেষে অপবাদ।

দত্তাপ্রদানিকপ্রকরণে—দত্তাপ্রদানিকস্বরূপ, দত্তানপাকর্ম্মস্বরূপ, ইহার চতুর্বিধত্বকথন, কুটুম্বের অবিরোধে দেয় বিষয়, ভর্ত্তব্যগণ, অদেয় অষ্টবিধকথন, সর্ব্বস্বদানে নিষেধ, হিরণ্যাদি একজনকে দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া অপরকে দাননিষেধ, দেয় ধনের প্রতিগ্রহপ্রকাশবিষয়, অধার্ম্মিক লোককে দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেও দাননিষেধ, অদত্তপ্রকার, দত্তাদত্তস্বরূপ।

ক্রীতানুশয়প্রকরণে—ক্রীতানুশয়, ক্রীতানুশয়স্বরূপ, প্রত্যর্পণীয়নির্ণয়, দ্বিতীয়াদি দিনে প্রত্যর্পণীয়নির্ণয়, বীজাদিক্রয়ে পরীক্ষাকাল, স্বর্ণাদিপরীক্ষা, কম্বলাদিতে বৃদ্ধি, দ্রব্যান্তরে বিশেষ, হ্রাসবৃদ্ধিজ্ঞানোপায়।

অভ্যুপেত্যাশুশ্রূষাপ্রকরণ—অভ্যুপেত্যাশুশ্রূষাস্বরূপ, শুশ্রূষক পঞ্চবিধ, কর্ম্মকর চতুর্ব্বিধ, দুই প্রকার কর্ম্ম, ভৃতক ত্রৈবিধ্য, দাসভেদ, বলপূর্ব্বক দাসীকৃতবিষয়, দাসমোক্ষবিষয়, প্রব্রজ্যাবসিতের মোক্ষবিষয়, বর্ণাপেক্ষায় দাস্তব্যবস্থা, অন্তেবাসিধর্ম্ম।

সংবিদ্ব্যতিক্রমপ্রকরণে—সংবিদ্ব্যতিক্রমলক্ষণ, ধর্ম্মরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণস্থাপনা, নিযুক্ত কর্ত্তব্যকর্ম্ম এবং তাহার অতিক্রমে দণ্ডবিধান, গণিবিষয়ে রাজার বর্ত্তনপ্রকার, দত্তাপহারীর দণ্ড, কার্য্যচিন্তকলক্ষণ, ত্রৈবিধ্য ধর্ম্মের শ্রেণী প্রভৃতিতে অতিদেশ।

বেতনাদানপ্রকরণে—বেতনাদানলক্ষণ, গৃহীত বেতনবিষয়, ভৃতি অপরিচ্ছেদ করিলে কর্ম্মকারয়িতার দণ্ড, অনাজ্ঞপ্তকারিবিষয়, ভৃতিদানপ্রকার, আয়ুধীয় ভারবাহকবিষয়, ত্যাজকবিষয়, অপগতব্যাধিবিষয়।

দ্যূতসমাহ্বয়প্রকরণ—দ্যূতসমাহ্বয়, দ্যূতসমাহ্বয়স্বরূপ, দ্যূতসভাধিকারীর বৃত্তি, কৢপ্তবৃত্তি সভিকের কর্ত্তব্য, সভিক গ্রহণ করিলে রাজা কর্ত্তৃক দণ্ড, জয়পরাজয়ের বিপ্রতিপত্তিতে নির্ণয়োপায়, দ্যূতনিষেধ করিলে দণ্ড, কূটাক্ষ দ্বারা বঞ্চনাকারীর নির্ব্বাসন, এবং সমাহ্বয় বা প্রাণিদ্যূতধর্ম্মাতিদেশ।

বাক্পারুষ্যপ্রকরণে—বাক্পারুষ্যলক্ষণ, বাক্পারুষ্যের ত্রৈবিধ্যলক্ষণ, নিষ্ঠুরাক্রোশে সবর্ণবিষয়ে দণ্ড, অশ্লীলাক্ষেপে দণ্ড, বিষমবিষয়ে দণ্ড, পরস্পরাক্ষেপে দণ্ড, প্রতিলোমানুলোমাক্ষেপে দণ্ড, নিষ্ঠুরাক্ষেপে দণ্ড, অশক্ত বিষয়, তীব্র আক্রোশে দণ্ড, ত্রৈবিদ্যাদির ক্ষেপে দণ্ড।

দণ্ডপারুষ্য প্রকরণ—দণ্ডপারুষ্যলক্ষণ, দণ্ডপারুষ্যের ত্রৈবিধ্যকথন, দণ্ডপারুষ্যের পঞ্চপ্রকার বিধি, দণ্ডপ্রণয়নার্থ তৎস্বরূপসন্দেহে নির্ণয়হেতু, সাধনবিশেষে দণ্ডবিশেষ, পুরীষাদিস্পর্শে দণ্ড, প্রতিলোম্যাপরাধে দণ্ড, স্বজাতিবিষয়ে, হস্তপাদ উদ্গীর্ণে দণ্ড, কেশাদিলুণ্ঠনে দণ্ড, কাষ্ঠাদি দ্বারা তাড়নে দণ্ড, লোহিতদর্শনে দণ্ড, করপাদাদি ত্রোটনে দণ্ড, চেষ্টাদিরোধে দণ্ড, কক্ষরাদি ভঙ্গে দণ্ড, বহুলোক কর্ত্তৃক এক অঙ্গভঙ্গাদিকরণে দণ্ড, ব্রণরোপাদিতে ঔষধ ও পথ্যার্থ ব্যয়দান, বহিরঙ্গার্থনাশে দণ্ড, দুঃখোৎপাদিত দ্রব্যপ্রক্ষেপে দণ্ড, পশুদিগের প্রতি দ্রোহাচরণে দণ্ড, স্থাবরাভিদ্রোহে দণ্ড, বৃক্ষবিশেষচ্ছেদনে দণ্ড, গুল্মাদিচ্ছেদনে দণ্ড।

সাহসপ্রকরণ—সাহসলক্ষণ, সাহসের ত্রৈবিধ্যকথন, প্রথম সাহস, মধ্যম সাহস, উত্তম সাহস, পরদ্রব্যাপহরণরূপ সাহসে দণ্ড, সাহসের প্রযোজয়িতার দণ্ড, সাহসিকবিশেষের প্রতি দণ্ড, ভ্রাতৃভার্য্যাতাড়নে দণ্ড, সংদিষ্টের অপ্রদাতার দণ্ড, সমুদ্রগৃহভেদকৃৎ প্রভৃতির দণ্ড, স্বচ্ছন্দ বিধবাগামী প্রভৃতির দণ্ড, অযুক্ত শপথকরণে দণ্ড, পুংস্ত্বপ্রতিঘাতনে দণ্ড, দাসীগর্ভবিনাশনে দণ্ড, পিতাপুত্রাদির অন্যোহন্যত্যাগে দণ্ড, নেজকের দণ্ড, পিতাপুত্রবিরোধে সাক্ষীদিগের দণ্ড, তুলানাণক কূটকারণে দণ্ড, নাণকপরীক্ষকবিষয়ে দণ্ড, চিকিৎসকবিষয়ে দণ্ড, অবধ্যবন্ধনাদিতে দণ্ড, কূট তুলাপহারে দণ্ড, ভেষজাদিতে অসার দ্রব্যমিশ্রণে দণ্ড, অজাতিতে জাতিকরণ, সমুদ্রভাণ্ডব্যত্যাসকরণে দণ্ড, বণিক্‌দিগের মূল্য হ্রাসবৃদ্ধিকরণে দণ্ড, মূল্যের অর্দ্ধকরণে বিশেষ, স্বদেশপণ্যবিষয়ে লাভনির্ণয়, পরদেশ পণ্যবিষয়ে মূল্যনিরূপণপ্রকার।

বিক্রীয়াসম্প্রদানপ্রকরণে—বিক্রিয়াসম্প্রদানস্বরূপ, তাহার দ্বৈবিধ্যকথন, বিক্রীয় বস্তুর অবিক্রয়ে দণ্ড, অর্থহানিবিষয়ে নির্ণয়, রাজা ও দৈবোপঘাত দ্বারা পণ্যদোষনির্ণয়, একত্র বিক্রীতের অন্যত্র বিক্রয়, ও নির্দ্দোষ বস্তু দেখাইয়া সদোষ বস্তু বিক্রয়, তদুভয়সাধারণধর্ম্ম, অনুশয়কালাবধি।

সম্ভূয়সমুত্থানপ্রকরণে—সম্ভূয়সমুত্থানবিষয়ে লাভালাভ, প্রতিষিদ্ধাদিবিষয়নির্ণয়, রাজনিরূপিত মূল্যনির্দ্দেশে রাজভাগ, প্রতিষিদ্ধাদিবিষয়, শুল্কবঞ্চনার্থ পণ্যপরিমাণনিহ্নবে দণ্ড, তরিকের

শুল্কবিষয়, দেশান্তরমৃত বণিগ্‌ধননির্ণয়, বণিগ্‌ধর্ম্মের ঋত্বিক্ আদিতে অতিদেশ।

স্তেয়প্রকরণে—স্তেয়লক্ষণ, স্তেয়গ্রহণের জ্ঞানোপায়, লোপ্‌ত্র-পরীক্ষণ, শঙ্কা দ্বারা গ্রাহ্যবিষয়, চৌর্য্যশঙ্কায় গৃহীতবিষয়নির্ণয়, চৌর্য্যে দণ্ড, চৌরবিশেষে অপবাদ, শ্বপদাকারঅঙ্কন, প্রায়শ্চিত্ত করিলে অঙ্কননিষেধ, চৌরের অদর্শনে অপহৃত দ্রব্য প্রাপ্তির উপায়, অপরাধবিশেষে দণ্ডবিশেষ, কোষ্ঠাগারাদি-ভেদকাদি-চ্ছেদ, উৎক্ষেপকাদির করাদিচ্ছেদ, উৎক্ষেপকাদির দ্বিতীয় ও তৃতীয়াপরাধে দণ্ড, দণ্ডকল্পনোপায়, ক্ষুদ্রাদি দ্রব্যস্বরূপ, তদ্বিষয়ে দণ্ডনিয়ম, ধান্যাপহরণে দণ্ড, সুবর্ণাদি অপহরণে দণ্ড, দ্রব্য-বিশেষাপহরণে দণ্ড, অকুলীনদিগের দণ্ডান্তর, ক্ষুদ্র দ্রব্য অপহরণে দণ্ড, অপরাধের গুরুত্বহেতু দণ্ড, গুরুত্বকথন, পথিকদিগের অল্পাপরাধনির্ণয়, চুরি না করিয়াও চোরের উপকার করিলে দণ্ডকথন, শাস্ত্রাবপাতনাদিতে দণ্ড, বিপ্রদুষ্টাদিস্ত্রীদিগের দণ্ড, অবিজ্ঞাত কর্ত্তৃক হননে হন্তৃজ্ঞানোপায়, ব্যভিচারিপ্রশ্নবিষয়, ক্ষেত্রাদিদাহকের ও রাজপত্ন্যভিগামীর দণ্ড।

স্ত্রীসংগ্রহণপ্রকরণে—স্ত্রীসংগ্রহের ত্রৈবিধ্যকথন, স্ত্রীসংগ্রহোপায়, প্রতিষিদ্ধ স্ত্রী ও পুরুষের পুনরায় সংলাপাদিকরণে দণ্ড, চারণদারভার্য্যা বিষয়ে দণ্ডাভাব, সংগ্রহণে দণ্ড, মাত্রাদিগমনে দণ্ড, প্রতিলোম স্ত্রীগমনে ক্ষত্রিয়াদির দণ্ড, দ্বিজাতি কর্ত্তৃক শস্ত্রধারণ, পারদারিকের অপ্রসঙ্গ হেতু কন্যাগ্রহণে দণ্ড, আনুলোম্যাপহরণে দণ্ড, কন্যা-দূষণে দণ্ড, উত্তম বর্ণের কন্যাগমনে দণ্ড, স্ত্রীদূষণে দণ্ড, মিথ্যাভি-শংসনে দণ্ড, পশুগমনে দণ্ড, সাধারণ স্ত্রীগমনে দণ্ড, সাধ্বীধর্ম্ম, বেশ্যাব্যাখ্যানাদি জাতিনিরূপণ, পঞ্চচূড়াখ্য অপ্‌সরোকথন, দাস্যাভিগমনে দণ্ড, বলাৎকারে দণ্ড, ব্যাধিগ্রস্তার অদণ্ড, শুল্কগ্রহণ করিয়া ইচ্ছা না করিলে সেই স্ত্রীর দণ্ড, স্ত্রীগমন করিয়া শুল্ক প্রদান না করিলে তাহার দণ্ড, অযোনিতে গমনকারী পুরুষের দণ্ড, অন্ত্যব্যক্তির আর্য্যস্ত্রীগমনে বধদণ্ড, ও প্রায়শ্চিত্ত করিতে অসম্মত ব্যক্তির নির্ব্বাসন।

প্রকীর্ণকপ্রকরণে—স্ত্রীপুংযোগাখ্যব্যবহার, তল্লক্ষণ, স্ত্রী ও পুরুষের স্বমার্গে স্থাপন, প্রকীর্ণকলক্ষণ, অপরাধবিশেষে দণ্ড, অভক্ষ্য দ্বারা দ্বিজদূষণে দণ্ড, কূটস্বর্ণব্যবহারাদিতে দণ্ড, বিষয়-বিশেষে দণ্ড, কাষ্ঠশরাদির উৎক্ষেপণে দণ্ড, ছিন্ন নস্যযানে মারণ-বিষয়, উপেক্ষাতে স্বামীর দণ্ড, প্রবীণ প্রজাসম্বন্ধীয় দণ্ডনির্ণয়, প্রাণিবিশেষে দণ্ডবিশেষ, ক্ষুদ্র পশুহিংসাতে বিশেষ, জার এবং চৌর ইত্যাদি বাক্য বলিলে দণ্ড, রাজার অনিষ্টপ্রবর্ত্তয়িতার দণ্ড, রাজার কোষাপহরণে দণ্ড, জীবনোপকরণাপহারে দণ্ড, ব্রাহ্মণের শারীর দণ্ডনিষেধ, মৃতবস্ত্র বিক্রয় ও গুরুতাড়নবিষয়, রাজাসনারোপণে দণ্ড, পরনেত্রভেদনাদিতে দণ্ড, ব্রাহ্মণবেশধারণে দণ্ড, রাগ ও লোভাদিদ্বারা অন্য প্রকার ব্যবহারদর্শনে দণ্ড, দুর্দৃষ্টতা হেতু সাক্ষীদিগের দোষে সাক্ষীদিগের দণ্ড, রাজার অনুমতানু-সারে ব্যবহারের দুর্দৃষ্টত্বে দণ্ড, নির্ণীত ব্যবহার প্রত্যাবর্ত্তনে দণ্ড, তীরিতাদি স্থলে দণ্ড, ন্যায়তঃ পরাজিত ব্যক্তি পরাজয় অস্বীকার করিলে তাহার দণ্ড নিয়ম, অন্যায়গৃহীত ব্যক্তির দণ্ড ও ধনের গতিবিষয়।

প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়। অশৌচপ্রকরণে—মৃতবিষয়ে খননদাহাদি-নির্ণয়, অনুগমন, চাণ্ডালাস্থ্যগ্নিনিষেধ, উদকদাননির্ণয়, আহিতাগ্নি-মরণবিষয়, শূদ্রব্যতীত অন্যের অগ্নি ও কাষ্ঠবিষয়, প্রেতস্নান, প্রেতনির্হরণ বিষয়, প্রেতনয়নে দ্বারনির্ণয়, পর্ণনরদাহাদি, অগ্নিসংস্কারোত্তর কর্ত্তব্যতা, উদকদানে গুণবিধি, সপিণ্ডদিগের মধ্যে উদকদানে কাহাদিগের প্রতিষেধ, পাষণ্ডী প্রভৃতির মরণে অশৌচাদিনির্ণয়, মৃত্যুবিশেষে অশৌচাদিনিষেধ, পতিতাদির দাহ ও অশ্রুপাতনিষেধ, আত্মহননবিষয়, নারায়ণবলিপ্রয়োগ, নাগবলি, বিষ্ণুপুরাণোক্ত নারায়ণবলি, উদকদানোত্তর কর্ত্তব্যতা, শোকনিরসনার্থ ইতিহাসশ্রবণ, রোদননিষেধ, অতিদেশধর্ম্মার্থ, প্রেতনির্হরণে ফল, ব্রহ্মচারিবিষয়ে অশৌচ, অশৌচীদিগের নিয়ম, প্রেতপিণ্ডদাননির্ণয়, কর্ত্তৃনিয়ম, দ্রব্যবিনিয়ম, পিণ্ডদানাধিকারী, পিণ্ডসংখ্যা, কালাদিনির্ণয়, শিক্যাদিতে জলদান, অস্থিসঞ্চয়কাল, বপন, অগ্নিহোত্রবিষয়নির্ণয়, সূতকে সন্ধ্যোপাসননির্ণয়, ও স্মার্ত্ত-কর্ম্মবিষয়নির্ণয়, সূতকান্নভোজনাদিনিষেধ, অশৌচ নিমিত্ত কালনিয়ম, সপিণ্ডাত্যশৌচ, বাল্যাত্যশৌচ, জননাশৌচ, প্রসূতিকাশৌচ, পুত্রজননদিনে দানাত্যধিকার, ষষ্ঠীপূজননির্ণয়, অশৌচসম্পাতনির্ণয়, জননমরণাশৌচসম্পাতের নির্ণয়, মাতা-পিতার অশৌচসঙ্করনির্ণয়, গর্ভস্রাবে অশৌচনির্ণয়, সপ্তম মাসাদিতে গর্ভস্রাবে অশৌচনির্ণয়, জাতমৃত বা মৃতজাত সন্তান হইলে তাহার অশৌচনির্ণয়, তাহাতে ব্যবস্থা, রজস্বলাশুদ্ধি-বিষয়নির্ণয়, রজস্বলাবস্থায় নিয়ম, জ্বরাদি পীড়িত রজস্বলা-বিষয়ে শুদ্ধিনির্ণয়, রজস্বলা ও সূতিকা স্ত্রীর মরণে নির্ণয়, আহিতাগ্নিমরণে বিশেষবিধি, মৃত্যুবিশেষে অশৌচাপবাদ; যুদ্ধমরণে অশৌচ, বিদেশস্থাশৌচবিশেষ, বিদেশস্থ মৃতাশৌচবিষয়, অশৌচ দশদিন পরে জ্ঞাত হইলে কর্ত্তব্যনির্ণয়, পিতৃ ও পত্নী বিষয়ে বিশেষ, দেশান্তরলক্ষণ, বর্ণবিশেষে অশৌচদিনসংখ্যা, বয়োবস্থা-বিশেষে দশাহাদি অশৌচের অপবাদ, বয়োবস্থাবিশেষে স্ত্রীদিগের অশৌচ, গুরু ও মাতুলাদিমরণে অশৌচ, মাতা ও পিতার মরণে বিবাহিত কন্যাবিষয়ে অশৌচ, শ্বশুরাদিমরণে অশৌচ, অনৌরস পুত্রাদির অশৌচ, অন্যাশ্রিত ভার্য্যামরণে অশৌচনির্ণয়, অনুগমনা-শৌচনির্ণয়, রাজাদির সপিণ্ডাশৌচাপবাদ, দাসাদির অশৌচবিষয়-নির্ণয়, ঋত্বিক্ প্রভৃতির এবং ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিবিষয়ে অশৌচনির্ণয়,

অশৌচান্তে স্নান, রজস্বলাদিস্পর্শে নির্ণয়, দুঃস্বপ্নাদিবিষয়নির্ণয়, স্বপাকবিষয়ে নির্ণয়, পক্ষিস্পর্শে নির্ণয়, শুদ্ধির হেতুসমূহকথন, অকার্য্যকারীর নস্যাদিতে শুদ্ধিবিষয়ে নির্ণয়।

আপদ্ধর্ম্ম প্রকরণে—আপৎকালে বৃত্ত্যন্তর দ্বারা জীবিকানির্ণয়, বৈশ্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী ব্রাহ্মণের অপনীয় বিষয়, নিষিদ্ধে প্রতিপ্রসব, নিষিদ্ধাতিক্রমে দোষ, আপৎকালে অসৎপ্রতিগ্রহে অদোষকথন, কৃষ্যাদির জীবন হেতুর অসম্ভবে জীবিকাকথন, রাজবৃত্তিবিষয়ে কর্ত্তব্য।

বানপ্রস্থধর্ম্মপ্রকরণে—বানপ্রস্থধর্ম্ম, অগ্নিপরিচর্য্যাক্ষম-বিষয়নির্ণয়, ভৈক্ষাচরণ, সকলানুষ্ঠানসমর্থবিষয়।

যতিধর্ম্ম প্রকরণে—যতিধর্ম্মনিরূপণ, যতিধর্ম্ম, ভিক্ষাটনে কর্ত্তব্যতা, যতিদিগের পাত্র ও তাহার শুদ্ধি যতির আত্মোপাসনাঙ্গনিয়ম, বিষয়াশয়শুদ্ধিবিষয়, ইন্দ্রিয়নিরোধোপায়, সংসারনিরূপণ, অনন্তর কর্ত্তব্য বিষয়, জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদনিরূপণ, শরীরগ্রহণপ্রকার, পৃথিব্যাদির শরীরারম্ভকত্ব, বিষয়সংযুক্ত শুক্রশোণিতের কায়রূপ পরিণতিতে গর্ভিণীকে দোহদদান, গর্ভস্থৈর্য্যাদিকথন, প্রসবকাল, কায়স্বরূপকথন, অস্থিসংখ্যা, সবিষয়ে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণায়তন, প্রাণায়তনের বিস্তর, নবচ্ছিদ্রকথন, নাড়ীসংখ্যা, শিরাসংখ্যা, কেশ, মর্ম্ম ও সন্ধিসংখ্যা, সকল শরীরচ্ছিদ্রসংখ্যা, শরীররসাদিপরিমাণ, উপাসনীয় আত্মস্বরূপ, আত্মধ্যানপ্রকার, শব্দব্রহ্মোপাসনাপ্রকার, বীণাদি বাদ্য দ্বারা মোক্ষমার্গপ্রাপ্তি, গীতজ্ঞের ফলান্তর, পুনরাত্মস্বরূপকথন, ঋষিপ্রশ্ন, প্রত্যুত্তর, কর্ম্মানুরূপ শরীরগ্রহণ, সত্ত্বাদিগুণপরিপাক, জন্মান্তরজ্ঞানবিষয়ে, অজ্ঞ দুঃখজ্ঞানবিষয়ভেদ, প্রত্যগাত্মা হইতে জগদুৎপত্তিকথন, আত্মবিষয়ে প্রমাণনিরূপণ, সংসারস্বরূপকথন, শরীরগ্রহণদ্বারে পুনরায় তাহার বিশ্রস্ত, মোক্ষলাভের উপায়কথন, জাতিস্মরত্ববিষয়, কালকর্ম্মাদির কারণত্ব, মোক্ষমার্গে স্বর্গমার্গসংবরণমার্গ, ভূতচৈতন্যবাদিপক্ষখণ্ডন, ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ বুদ্ধ্যাদির উৎপত্তি, গুণস্বরূপ, স্বর্গিমার্গধর্ম্ম প্রবর্ত্তক, বেদাদির অনাদিত্বনিরূপণ, আত্মদর্শনাবশ্যকতা ও প্রাপ্তিমার্গ, দেবযান ও পিতৃযানকথন, উপাসনাপ্রকারনিরূপণ, ধারণাত্মক যোগাভ্যাসপ্রয়োজন, যজ্ঞদানাদির অসম্ভবে সত্ত্বশুদ্ধিবিষয়ে উপায়ান্তর।

প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণে—কর্ম্মবিপাকনিরূপণ, পূর্ব্বকর্ম্মানুরোধে জন্ম, পাককর্ম্মানুসারে রোগভোগ, কর্ম্মবিপাককথন, শাস্ত্রকর্ত্তৃক বিশেষ দর্শিত বিধি, প্রায়শ্চিত্তাধিকারিনিরূপণ, প্রায়শ্চিত্তাকরণে দোষ, তমিস্রাদি নরকবর্ণন, প্রায়শ্চিত্তফল, মহাপাতকিলক্ষণ, ব্রহ্মহত্যাসম পাপসকল, 'সুরাপানসম, সুবর্ণস্তেয়সম, গুরুতল্পসম, গুরুতল্পাতিদেশ, গুরুতল্পপাপকথন, উপপাতক, জাতিভ্রংশকরপাতক, সঙ্করীকরণ, অপাত্রীকরণ, মলাবহপ্রকীর্ণক, ব্রহ্মবধপ্রায়শ্চিত্ত, ব্রহ্মবধে বিশেষ প্রোৎসাহকাদির ও দণ্ডপ্রায়শ্চিত্ত, বালবৃদ্ধপ্রভৃতির সাক্ষাৎকারবিষয়ে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত, ব্রহ্মহত্যাদি প্রায়শ্চিত্তের নৈমিত্তিক সমাপ্তির অবধি, অন্য প্রায়শ্চিত্ত, ব্রহ্মহত্যা প্রায়শ্চিত্তের অতিদেশ, আত্রেয়ীহত্যাপ্রায়শ্চিত্ত, আত্রেয়ীলক্ষণ, সুরাপানপ্রায়শ্চিত্ত, সুরাবিষয়ে বিচার, একাদশবিধ মদ্যকথন ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত, সুরাসংসৃষ্ট শুক্ত রসায় ভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত, শুষ্কসুরাভাণ্ডস্থ উদকপানে প্রায়শ্চিত্ত, মদ্যপানে প্রায়শ্চিত্ত, দ্বিজাতিভার্য্যাবিষয়ে সুরাপানপ্রায়শ্চিত্ত, সুবর্ণস্তেয় প্রায়শ্চিত্ত, শাস্ত্রোক্ত বিশেষ সুবর্ণ শব্দের অর্থ, সুবর্ণস্তেয়ে প্রায়শ্চিত্ত. গুরুতল্পগমন প্রায়শ্চিত্ত, গুরুশব্দার্থ, গুরুতল্পগমনে অন্য প্রায়শ্চিত্ত, ব্রহ্মহত্যাদিকারী মহাপাতকীর সংসর্গপ্রায়শ্চিত্ত, পতিতসংসর্গপ্রতিষেধ দ্বারা প্রতিষিদ্ধ যৌন সম্বন্ধে কচিৎ প্রতিপ্রসব, নিষিদ্ধ সংসর্গোৎপন্ন প্রতিলোমবধে প্রায়শ্চিত্ত, শূদ্রাদিবিষয়ে প্রায়শ্চিত্ত, গোবধপ্রায়শ্চিত্ত, গোবধে বয়োবিশেষে প্রায়শ্চিত্তবিশেষ, পালনকার্য্যের উপেক্ষায় প্রায়শ্চিত্তবিশেষ, স্ত্রীদিগের প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে বিশেষ বিধান, পুরুষবিষয়ে বিশেষ বিধান, উপপাতকের প্রায়শ্চিত্ত, স্ত্রী, শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রবধে প্রায়শ্চিত্ত, স্ত্রীবধে প্রায়শ্চিত্ত, ঈষদ্ব্যভিচরিত ব্রাহ্মণ্যাদিবধে বিশেষ অনুপাতক ও প্রাণিবধে প্রায়শ্চিত্ত, মার্জ্জারাদিবধে প্রায়শ্চিত্ত, বৃক্ষ, গুল্ম ও লতাদিচ্ছেদনে প্রায়শ্চিত্ত, পুংশ্চলী ও বানরাদিবধ প্রায়শ্চিত্তপ্রসঙ্গে তদংশ নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত, শারীর চরম ধাতুবিচ্ছেদকস্কন্দনে প্রায়শ্চিত্ত, ব্রহ্মচারী স্ত্রীগমন করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত, স্বপ্নে রেতঃপাত হইলে প্রায়শ্চিত্ত, গার্হস্থ্যধর্ম্ম অবলম্বন না করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে এবং পরে উহা হইতে চ্যুত হইলে প্রায়শ্চিত্ত, ব্রহ্মচারীর প্রায়শ্চিত্তপ্রসঙ্গে অন্য অনুপাতকপ্রায়শ্চিত্ত, ব্রহ্মচারীর প্রসঙ্গে গুরুর প্রায়শ্চিত্তকথন, সকল হিংসা প্রায়শ্চিত্তাপবাদ, মিথ্যাকথনে প্রায়শ্চিত্ত, অভিশপ্ত প্রায়শ্চিত্ত, ভ্রাতৃভার্য্যাগমনে প্রায়শ্চিত্ত, রজস্বলাভার্য্যাগমনে প্রায়শ্চিত্ত, রজস্বলা স্ত্রীস্পর্শে প্রায়শ্চিত্ত, অযাজ্যযাজনে প্রায়শ্চিত্ত, বেদবিপ্লাবনে প্রায়শ্চিত্ত, স্বাধ্যায়ত্যাগে প্রায়শ্চিত্ত, অগ্নিত্যাগে প্রায়শ্চিত্ত, অনাশ্রমবাসপ্রায়শ্চিত্ত, অসৎপ্রতিগ্রহে প্রায়শ্চিত্ত, পলাণ্ডু প্রভৃতি ভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত, জাতিদুষ্ট সন্ধিন্যাদিক্ষীরভক্ষণপ্রায়শ্চিত্ত, স্বভাবদুষ্ট মাংসাদিভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত, অশুচিস্পৃষ্টভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত, ভাবদুষ্টভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত, কালদুষ্টভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত, গুণদুষ্ট শুক্তাদিভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত, হস্তদানাদি ক্রিয়াদুষ্ট অভোজ্যভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত, একাদশাহাদি শ্রাদ্ধভোজনে প্রায়শ্চিত্ত, পরিগ্রহভোজ্যভোজনে প্রায়শ্চিত্ত, অশৌচীদিগের পরিগৃহীতান্নভোজনে প্রায়শ্চিত্ত, ব্রহ্মচারী প্রভৃতির অন্নভোজনে প্রায়শ্চিত্ত, জাতিভ্রংশ-

কর পাপে প্রায়শ্চিত্ত, প্রকীর্ণক প্রায়শ্চিত্ত, গুরুনির্ভৎসন প্রায়শ্চিত্ত, বিপ্রদণ্ডোত্তমে প্রায়শ্চিত্ত, পাদপ্রহারে প্রায়শ্চিত্ত, মনুপ্রোক্ত প্রকীর্ণক প্রায়শ্চিত্ত, নিত্যশ্রৌতাদি কর্মলোপে প্রায়শ্চিত্ত, ইন্দ্রধনু-দর্শনাদিতে প্রায়শ্চিত্ত, পতিতাদিসম্ভাষণে প্রায়শ্চিত্ত, ব্রহ্মসূত্র ব্যতীত বিণ্মূত্রোৎসর্গাদিতে প্রায়শ্চিত্ত, স্তেন পতিতাদির সহিত পঙ্ক্তিভোজনে প্রায়শ্চিত্ত, নীলীবিষয়ে প্রায়শ্চিত্ত, কচিদ্ দেশ-বিশেষগমনে প্রায়শ্চিত্ত, প্রায়শ্চিত্তবিষয়ে দেশকালাদিবিচার, পতিতের ঘটস্ফোটবিধি, পতিতের প্রায়শ্চিত্তানন্তর গ্রহণবিধি, পূর্ব্বোক্তের পতিতপরিত্যাগাদি বিধির অতিদেশ, স্ত্রীদিগের বিশেষ পাতিত্য, বিশেষ চরিত ব্রতবিধি সকল, ব্রতসাধারণ, ধর্ম্মরহস্য প্রায়শ্চিত্ত, প্রায়শ্চিত্তের অন্তর কর্ম্ম, সুরাপান প্রায়শ্চিত্ত, স্বর্ণস্তেয় প্রায়শ্চিত্ত, গুরুতল্পগ প্রায়শ্চিত্ত, গোবধাদি ষট্‌পঞ্চাশৎ উপপাতক প্রায়শ্চিত্ত, সামান্য উপপাতক প্রাপ্তের প্রাণায়াম-শতের অপবাদ, অজ্ঞানকৃত প্রায়শ্চিত্ত, সকল সাধারণ পবিত্র মন্ত্র, যম, নিয়ম, সান্তপনাখ্য ব্রত, মহাসান্তপনাখ্য ব্রত, পর্ণকৃচ্ছ্রাখ্য ব্রত, তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত, পাদকৃচ্ছ্র, প্রাজাপত্যকৃচ্ছ্র, অতিকৃচ্ছ্র, কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র, পরাক, সৌম্যকৃচ্ছ্র, তুলাপুরুষকৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণব্রত, চান্দ্রায়ণান্তর, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ সাধারণী ইতি কর্ত্তব্যতা, প্রায়শ্চিত্তে বপননির্ণয়, অনাদিষ্টপাপে প্রায়শ্চিত্ত, ব্রতের অশক্তিতে গোদানাদি অনুকল্পবিধান, মহাপাতকাদিপ্রায়শ্চিত্তে গোদানাদির সংখ্যা, চান্দ্রায়ণাদিতে ধেনুব্যবস্থা, অভ্যাসে প্রায়শ্চিত্তাবৃত্তি, ব্রতে অশক্ত ব্যক্তির ব্রাহ্মণভোজনবিধানে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদিফল, এই শাস্ত্রাধ্যয়নে ফলশ্রুতি।

রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্ব।

রঘুনন্দন-প্রণীত স্মৃতিতত্ত্বই বঙ্গদেশে নব্যস্মৃতি নামে প্রসিদ্ধ। অধুনা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যে সকল ব্যবস্থা প্রদত্ত হয় এবং যে ব্যবস্থানুসারে এদেশের সকলেই ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহার অধিকাংশই রঘুনন্দনবিরচিত অষ্টাবিংশতিতত্ত্বে মীমাংসিত হইয়াছে। রঘুনন্দন অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের এইরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

"মলিম্লুচে দায়ভাগে সংস্কারে শুদ্ধিনির্ণয়ে।
প্রায়শ্চিত্তে বিবাহে চ তিথৌ জন্মাষ্টমীব্রতে॥
দুর্গোৎসবে ব্যবহৃতাবেকাদশ্যাদিনির্ণয়ে।
তড়াগভবনোৎসর্গে বৃষোৎসর্গত্রয়ে ব্রতে॥
প্রতিষ্ঠায়াং পরীক্ষায়াং জ্যোতিষে বাস্তুযজ্ঞকে।
দীক্ষায়ামাহ্নিকে কৃত্যে ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে॥
সামশ্রাদ্ধে যজুঃশ্রাদ্ধে শূদ্রকৃত্যবিচারণে।
ইত্যষ্টাবিংশতিস্থানে তত্ত্বং বক্ষ্যামি যত্নতঃ॥" (মলমাসতত্ত্ব)

১ মলমাসতত্ত্বে—মাসশব্দ, কর্ম্মবিশেষে মাসবিশেষাদিবিচার, অমাবস্যান্ত মাসশব্দ্যত্বে সাধকান্তরকথন, চৈত্রাদি শব্দের চান্দ্রবাচিতা, মলমাসলক্ষণ ও তাহার বিচার, দীক্ষাকাল, দীক্ষাবিষয়ে প্রতিপ্রসব, স্ত্রী ও শূদ্রের প্রণবযুক্ত মন্ত্রগ্রহণনিষেধ, দীক্ষিত ব্যক্তির অশৌচকালে জপাদির অধিকার, অশৌচে বিষ্ণুকীর্ত্তন ও অধিমাসে বিবাহাদিনিষেধ, পর্য্যুদাস ও প্রসহ্যপ্রতিষেধ নঞ্-বিচার, নবান্ন, কালশুদ্ধি, বিহিতক্রিয়া দ্বারা সাধ্যধর্ম্মাদিকথন, রোগশান্তির জন্য দানাদিবিধান, মুমুক্ষুকৃত্য, মহাদান, মহাদান-লক্ষণ, মলমাসকর্ত্তব্য ব্রত, পিতৃপক্ষ, মৃতক্রিয়া, আশ্বযুক্ কৃষ্ণপক্ষ-শ্রাদ্ধ, অমাবস্যা, অধিমাসে প্রত্যাব্দিকাদিবিচার, সপিণ্ডনাপকর্ষ-বিচার, অপুত্র ব্যক্তির মৃত তিথিতে পার্ব্বণনিষেধ, অধিমাসে মৃতব্যক্তির অধিমাসে বাৎসরিক শ্রাদ্ধের কর্ত্তব্যনিরূপণ।

২ দায়তত্ত্বে—দায়লক্ষণ, পিতৃকৃত দায়বিভাগ, পিতার মৃত্যুর পর ভ্রাতাদিগের মধ্যে ধনবিভাগ, বিভাগের অনধিকারিনিরূপণ, বিভাজ্য ও অবিভাজ্য ধনকথন, চির-প্রোষিতাগত বংশের বিভাগনিরূপণ, বিভাগকালে গুপ্ত ভাগে রক্ষিত এবং পশ্চাৎ তাহা অবগত হইলে সেই ধনবিভাগ, স্ত্রীধনলক্ষণ, স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারিনিরূপণ, অপুত্র ব্যক্তির ধনাধিকারনির্ণয়।

৩ সংস্কারতত্ত্বে—সংস্কারকথন, অগ্নিস্থাপন, হোমে বরণবিধি, হোমকালে ব্রহ্মস্থাপন, হোমীয় দ্রব্যাসাদন, চরুপাকবিধান, ভূমিজপাদিবিধান, আস্তরণ, বিংশতিকাষ্ঠিকাপ্রদান, আজ্য-সংস্কার, স্রুবাদিলক্ষণ, বিরূপাক্ষজপ, প্রকৃতকর্ম্ম, উদীচ্যকর্ম্ম, হোমে প্রায়শ্চিত্ত, যজ্ঞবাস্তুকরণ, পূর্ণাহুতি, বন্দনাদিকর্ম্ম, বিবাহ, অর্হণ, বিবাহপরিপাটী, পাণিগ্রহণ, যানারোহণাদি, গর্ভাধানবিধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, শোষ্যন্তীহোম, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, চূড়াকরণ, আজ্যসংস্কারের অনন্তর কর্ম্ম, উপনয়ন, সমাবর্ত্তন, নবগৃহপ্রবেশকর্ম্ম, গ্রহযজ্ঞ।

৪ শুদ্ধিতত্ত্বে—শুদ্ধিতত্ত্বের বিষয়নির্ণয়, সহানুগমনবিধি, অশৌচ-বিধান, অশৌচসঙ্কর, গর্ভস্রাবাশৌচ, স্ত্রীদিগের অশৌচকথন, বালকাদির অশৌচকথন, সগুণাগুণাশৌচ, বিদেশস্থাশৌচ, সপিণ্ডান্ত-শৌচ, মৃত্যুবিশেষাশৌচ, সদ্যঃশৌচ, দ্রব্যশুদ্ধি, মুমূর্ষু ও মৃতকৃত্য, অস্থির অলাভে পর্ণনরদাহ, উদকাদিদান, শোকাপনোদনাদি, পিণ্ডোদকাদিদান, অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনকৃত্য, দান, প্রেত-ক্রিয়াধিকারিনিরূপণ, সপিণ্ডাদিবিচার, অশৌচসংক্ষেপ, বিদেশস্থ অশৌচ, গর্ভস্রাবাশৌচ, স্ত্র্যশৌচ, বাল্যাদ্যশৌচ সপিণ্ডাদ্যশৌচ, সপিণ্ডাশৌচ, মৃত্যুবিশেষাশৌচ, শবানুগমনাশৌচ, অন্ত্যেষ্টিপদ্ধতি।

৫ প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে—শূলপাণির প্রায়শ্চিত্তবিবেকে যেরূপ সকল পাতকেরই প্রায়শ্চিত্তবিধান লিখিত আছে, রঘুনন্দনের গ্রন্থে সেরূপ হয় নাই, অতিসংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। যথা—প্রায়শ্চিত্তলক্ষণ, তন্ত্র ও প্রসঙ্গনিরূপণ, প্রসঙ্গকথন, অঙ্গহীন

কাম্যকর্ম্মে ফলকথন, বিজাতীয় প্রায়শ্চিত্তে বিজাতীয় পাপনাশ, অতিকৃচ্ছ্রকথন, চান্দ্রায়ণাদিতে ভোজনপরিসংখ্যা, গুরুপ্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানে লঘু পাপনাশ, গঙ্গামাহাত্ম্যকথন, প্রায়শ্চিত্তে মুণ্ডন ও উপবাসবিধি, ব্যতীপাতযোগকথন, গঙ্গাস্নানে পাপনাশ-কথন, গঙ্গাস্নানবিধান, গঙ্গাস্নানের সঙ্কল্পবাক্য, গঙ্গায় অস্থিপ্রক্ষেপ, গোবধপ্রায়শ্চিত্তকথন, গোবধে বালবৃদ্ধাদিভেদে প্রায়শ্চিত্তভেদ, প্রায়শ্চিত্তোপদেশাদি, চৌর হইতে লাভবিনির্ণয়, ক্রয়নির্ণয়, প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব্বাহ্ন কৃত্য, বালাদিভেদে প্রায়শ্চিত্তবিধান, ধেনুমূল্যব্যবস্থা, জ্ঞানকৃতাদি প্রায়শ্চিত্ত, বিপ্রাদিস্বামিক গোবধপ্রায়শ্চিত্ত, ক্ষত্রিয়সম্বন্ধী গোবধ প্রায়শ্চিত্ত, বৈশ্যসম্বন্ধী গোবধ প্রায়শ্চিত্ত, এক বৎসরাদি করিয়া গোবধপ্রায়শ্চিত্ত, রোধাদি-নিমিত্তক গোবধপ্রায়শ্চিত্ত, অপালননিমিত্ত গোবধপ্রায়শ্চিত্ত, ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত, নরবধাপবাদ, চাণ্ডালাদির অন্নভক্ষণপ্রায়শ্চিত্ত, অন্ত্যজস্ত্রীগমন ও তদন্নভোজনপ্রায়শ্চিত্ত, গোমাংসাদিভক্ষণপ্রায়শ্চিত্ত, পত্নীকে মাতৃসম্বোধন করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত, উপবীতচ্ছেদন প্রায়শ্চিত্ত, রেতোমূত্র ও পুরীষভক্ষণ-প্রায়শ্চিত্ত, চাণ্ডালাদিস্পর্শপ্রায়শ্চিত্ত, রজস্বলাস্পর্শপ্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তের বিধান সকল বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে।

৬ উদ্বাহতত্ত্বে—উদ্বাহলক্ষণ, বিবাহনিরূপণ, সাপিণ্ড্যকথন, পিতৃ ও মাতৃকুল হইতে সপ্তমী ও পঞ্চমী কন্যা গ্রহণনিষেধ, মতান্তরে ঐ সকলকুলের পঞ্চমী কন্যানিষেধকথন, স্ত্রীদিগের সাপিণ্ড্যনির্ণয়, পিতৃবন্ধু ও মাতৃবন্ধুকথন, সগোত্রে ও সমান প্রবরে বিবাহনিষেধ, দ্বিজদিগের অসবর্ণা কন্যাবিবাহনিষেধ, বিবাহসংক্ষেপবিধি, জেষ্ঠ্যের বিবাহের পূর্ব্বে কনিষ্ঠের বিবাহনিষেধ এবং বিবাহে দোষকথন, বর্জ্জনীয় সপ্ত পৌনর্ভবা কন্যাকথন, একদিনে সোদরদ্বয়ের বিবাহনিষেধ, কন্যাবিবাহনিষেধকথন, জ্যেষ্ঠ বিবাহ না করিতে কনিষ্ঠের বিবাহসময়প্রতীক্ষাকথন, ক্লীব বা পতিতাদি হইলে দোষরাহিত্যনির্দ্দেশ, বিবাহের বয়োনিরূপণ, বিবাহে যুগ্মাযুগ্মবয়ঃকথন, মাসনির্ণয়, অকালে বিবাহনিষেধ, মলমাসে বিবাহনিষেধ, কন্যাদানাধিকারিনির্ণয়, বিবাহে নান্দীমুখশ্রাদ্ধকথন, রাত্রিতে দানকথন, বিবাহে নিষিদ্ধ দিনেও ক্ষৌরকর্ম্ম-বিধান, বিবাহে সৌরমাসোল্লেখবিধি, বিবাহে দানাদির ব্যতিক্রম-কথন, সম্প্রদানের পূর্ব্বে অগ্নিস্থাপনবিধি, সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ, সপ্তপদীগমন, বিবাহে নিষিদ্ধা কন্যাকথন, বর্জ্জনীয়া স্ত্রীকথন।

৭ তিথিতত্ত্বে—তিথিতত্ত্বে নিম্নোক্ত বিষয় সকল আলোচিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। তিথির স্বরূপনির্ণয়, বিশেষ তিথিকর্ম্ম-সন্দেহ-নির্ণয়, বিঘ্নপতিত মৃতাহাবিদিত শ্রাদ্ধকাল, জন্মতিথি-কৃত্য, প্রতিপদ্, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, বিধানসপ্তমী, অষ্টমী, জন্মাষ্টমী, জন্মাষ্টমীর ব্রতকালব্যবস্থা, জন্মাষ্টমীর পারণকাল, জন্মাষ্টমীসংক্ষেপ, নবান্নশ্রাদ্ধকাল, ভীষ্মাষ্টমী ও তদ্দিনে কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ভীষ্মাষ্টমীতে ভীষ্মতর্পণের ব্যবস্থা, তদকরণে প্রত্যবায়কথন, অশোকাষ্টমী, নবমী, শ্রীরামনবমী ও তাহার সংক্ষেপ, দশমী তিথির ব্যবস্থা।

৮ জন্মাষ্টমীতত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণের জন্মমৃত্যু সম্বন্ধে সবিস্তার ব্যবস্থা আছে।

৯ ব্রততত্ত্বে—ব্রতবিধি, ব্রতের আরম্ভ ও প্রতিষ্ঠাকালকথন, ব্রতানুষ্ঠান, ব্রতপ্রতিষ্ঠাবিধি, ব্রতপ্রতিষ্ঠাপ্রয়োগ, ব্রতপ্রয়োগ, তৎকর্ত্তব্যনিরূপণ।

১০ দুর্গোৎসবতত্ত্বে—নবম্যাদি কল্পারম্ভ, দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীপাঠবিধি, নবমীতে বোধন, ষষ্ঠীতে বোধন, অধিবাস, আমন্ত্রণ, বোধন ও আমন্ত্রণের পৃথক্ত্ব, সপ্তমীপূজা, পত্রীপ্রবেশ, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, পূজা, বলিদান, বৈধহিংসাবিচার, মহাষ্টমীপূজা, সন্ধি অর্থাৎ অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিতে পূজা ও তাহার বিধান, অষ্টমীতে উপবাসবিধি, তাহার ফল, মহানবমীপূজাকল্প, মহানবমীপূজা-বিধান, নবমীতে বিবিধ বলিদানবিধি, হোমবিধান, কুণ্ডনির্ণয়, হোমে অগ্নির নামকরণ, অগ্নির ধ্যান ও পূজা, অগ্নির শুভাশুভ লক্ষণ, পূর্ণাহুতি, শীতলীকরণ, দক্ষিণা, অচ্ছিদ্রাবধারণ, শান্তি, দেবীযাত্রাকালে নির্ম্মঞ্ছনবিধি, বিজয়াদশমীকৃত্য, নীরাজনবিধি, বৎসরের শুভাশুভজ্ঞাপক খঞ্জনদর্শন।

তিথিতত্ত্বে একাদশীর বিশেষ বিচার ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, বিধবার একাদশীর উপবাসে নিত্যত্বকথন, ত্রয়োদশীতে একাদশীর পারণ, একাদশীসংক্ষেপ, উপবাসনিষেধা-সামর্থ্যের ভক্ষ্যবিধান, হবিষ্যান্নকথন, বিষ্ণুশয়ন, শয়নে কর্ত্তব্য-বিধান, চাতুর্ম্মাস্যবিধি, শয়নৈকাদশী, পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও উত্থান-একাদশী এবং এই সকল একাদশীতে কর্ত্তব্যনিরূপণ, একাদশীতে উপবাসের পর দ্বাদশীতে বট্‌তিলাচার এবং তাহার ফলকথন।

দ্বাদশীর ব্যবস্থা, শ্রবণাদ্বাদশী, এবং তাহাতে কর্ত্তব্যবিধান, কেতূত্থানবিধি, গোবিন্দদ্বাদশী, বিবিধদ্বাদশী ও তাহার কর্ত্তব্য-বিধান। ত্রয়োদশীর ব্যবস্থা, বারুণী, মহাবারুণী, মহামহাবারুণী, বারুণীতে গঙ্গাস্নান ও তাহার ফলকথন, এই তিথি যে আপদ্-নিবারণের জন্য মদনাখ্যকদমনকপূজাবিধি। চতুর্দ্দশীর ব্যবস্থা, অঘোরাখ্যা চতুর্দ্দশীকথন, শিবচতুর্দ্দশী, শিবরাত্রিব্রত, শিবরাত্রি-ব্রতসংক্ষেপ, শিবরাত্রিব্রতপ্রয়োগ, পার্থিবশিবলিঙ্গপূজাবিধি, শিবরাত্রির পারণ, মদনচতুর্দ্দশী, মদনমহোৎসববিধি এবং তাহার ফলকথন। ভূতচতুর্দ্দশী, চতুর্দ্দশ শাকভোজন। পৌর্ণমাসীর ব্যবস্থা, কোজাগরকৃত্য, এই দিনে সায়ংকালে লক্ষ্মীপূজা-বিধান, বালক, বৃদ্ধ ও আতুর ব্যতীত সকলের উপবাসবিধি,

নারিকেলোদক পান করিয়া অক্ষক্রীড়া দ্বারা রাত্রিজাগরণবিধি, চতুরঙ্গক্রীড়া, মাঘ মাসে মূলকভোজননিষেধ, ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে দোলযাত্রাবিধান। রঘুনন্দনের দোলযাত্রাতত্ত্ব বলিয়া একখানি স্বতন্ত্র তত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকে এই তত্ত্বখানি রঘুনন্দন-প্রণীত বলিয়া স্বীকার করেন না, এই তত্ত্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দোল সম্বন্ধে আবশ্যকীয় সমস্ত বিষয়ই মীমাংসিত হইয়াছে। রবিসংক্রান্তি, সংক্রান্তির ব্যবস্থা, সংক্রান্তির নাম, সংক্রান্তিসংক্ষেপ, কার্ত্তিকসংক্রান্তি হইতে আকাশপ্রদীপদান, বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘমাসে প্রাতঃস্নানবিধান, চৈত্রমাসে ঘন্টাকর্ণপূজাবিধি, গ্রহণ, গ্রহণে কর্ত্তব্য, নদীলক্ষণ, গ্রহণে স্নান ও পুরশ্চরণ, গ্রহণের গ্রাস ও বিমুক্তিতে কর্ত্তব্যবিধান। অমাবস্যাশ্রাদ্ধকাল এবং তাহার বিচার, দীপান্বিতা-অমাবস্যা, ঐ দিনে প্রদোষকালে লক্ষ্মীপূজার বিধান ও তাহার ব্যবস্থা, দীপদানবিধি, লক্ষ্মীপূজায় প্রত্যূষকালে ভবিষ্যোক্ত কর্ম্মবিধান। অর্দ্ধোদয়যোগকথন, অর্দ্ধোদয়যোগদিনের কর্ত্তব্যনিরূপণ, যুগাদ্যা।

তিথিতত্ত্বে এই সকল বিষয় এবং অবান্তরভেদে অনেক বিষয় বিবৃত হইয়াছে। রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বের শেষে এইরূপ উপসংহার করিয়াছেন।

"বিরুদ্ধং গুরুবাক্যস্তু যদত্র ভাষিতং ময়া।
তৎক্ষন্তব্যং বুধৈরেব স্মৃতিতত্ত্ববুভুৎসয়া॥
স্মৃতিতত্ত্বে প্রমাদাদ্বদ্বিরুদ্ধং বহুভাষিতং।
গুণলেশানুরাগেণ তচ্ছোধ্যং ধর্ম্মদর্শিভিঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

১১ ব্যবহারতত্ত্বে—ব্যবহারলক্ষণ, ব্যবাহারদর্শন, ব্যবহারপাদনির্ণয়, ভাষাপাদ, উত্তরপাদ, ক্রিয়াপাদ, লিখিত, ভুক্তি, ভুক্তিস্বত্বাপবাদ, যুক্তি, শপথ, নির্ণয়।

১২ একাদশীতত্ত্বে—একাদশীব্রত-কথন, কলঞ্জনির্ণয়, সংক্রান্তির পুণ্যকালে কার্য্যোপদেশ, একাদশীব্রতলক্ষণ, গ্রহসম্মার্জ্জন, বৈদিকাদিকর্ম্মসমাপ্তিতে বিষ্ণুনামস্মরণ, কর্ম্মের পূর্ব্বে 'ওঁ তৎসৎ' এই বাক্যোচ্চারণকথন, একাদশীর সঙ্কল্পকথন, কাম্য একাদশীনিরূপণ, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধবিষয়, একাদশীর উপবাসসময়, দয়াদির লক্ষণকথন, ব্রতে গন্ধাদিবর্জ্জনোপদেশ, ব্রত ও শ্রাদ্ধাদিতে স্ত্রীগমননিষেধকথন, একাদশীব্রতের নিত্যত্বকথন, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের নিত্যতা, নিত্য ও কাম্যকথন, যোষিৎশ্রাদ্ধবিবেচন, একাদশীর উপবাসে অধিকারিকথন, বৈষ্ণবলক্ষণ, সপুত্র বৈষ্ণবকথন, গৃহীদিগের একাদশীনির্ণয়, যে স্থলে উপবাস নিত্য এবং শ্রাদ্ধ নৈমিত্তিক তথায় কর্ত্তব্যনিরূপণ, পূর্ণতিথিলক্ষণ, পূর্ণ একাদশীর উপবাসকথন, একাদশীদিনে ত্র্যহস্পর্শ হইলে কর্ত্তব্যনিরূপণ, দশমীবিদ্ধা একাদশী, দশমী দিনে নিয়মকথন, একাদশীনিয়ম, বিষ্ণুপূজনবিধি, দ্বাদশীনিয়ম, পরান্নভোজননিষেধ, পরান্নকথন, স্বদত্ত নৈবেদ্যভোজন, জলাশয়োৎসর্গকথন, রজস্বলা ও প্রসূতি স্ত্রীর ব্রতকথন, উপবাসের অনুকল্পবিধান, উহব্যবস্থা, একভক্তকথন, নক্তব্রত, হবিষ্যান্ন, পুত্রাদি প্রতিনিধি, পারণনিয়মকথন, ভৈমী-একাদশী, শয়নাদিকাল, শয়নাদি একাদশীকথন।

১৩ জলাশয়োৎসর্গতত্ত্বে।—পুষ্করিণী, বাপী ও তড়াগাদির লক্ষণ, জলাশয়াদ্যুৎসর্গে ফলকথন, উৎসর্গসঙ্কল্পের পর বাস্তুযাগসঙ্কল্পবিধি, জলাশয়াদি উৎসর্গের জ্যোতিষোক্ত দিননিরূপণ, পূর্ত্তলক্ষণনিরূপণ, পূর্ত্ত কার্য্যে সকলের অধিকারকথন, জলাশয়োৎসর্গে বেদীনিরূপণ, যজমানের যাগমণ্ডপে প্রবেশবিধি, উৎসর্গবিধি।

১৪ ছন্দোগবৃষোৎসর্গতত্ত্বে।—বৃষোৎসর্গ প্রমাণ, বৃষোৎসর্গের ব্যাখ্যা, অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে বৃষোৎসর্গের বিধান, প্রেতোদ্দেশে বৃষোৎসর্গে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের অভাব, বৃষ ও বৎসতরীলক্ষণ, আজ্যস্থালীকথন, চরুস্থালীকথন, ঋক্‌পরিভাষা, সামপরিভাষা।

১৫ ঋগ্বেদিবৃষোৎসর্গতত্ত্বে।—অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে বৃষোৎসর্গবিধান, প্রেতেতরবৃষোৎসর্গে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা, ঋগ্বেদীয়বৃষোৎসর্গপদ্ধতি।

১৬ যজুর্ব্বেদিবৃষোৎসর্গতত্ত্ব।—যজুর্ব্বেদীদিগের বৃষোৎসর্গপ্রয়োগ, বৃষলক্ষণ, বৎসতরীলক্ষণ, আজ্যসংস্কার, হোমাদিবিধান, বৃষকর্ণে রুদ্রাধ্যায়জপবিধি।

১৭ দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্বে—সৌবর্ণাদি ধাতুর দেবমূর্ত্তিনির্ম্মাণ, দেবপ্রতিষ্ঠার মাসাদিনির্ণয়, দেবপ্রতিষ্ঠাবিধান, প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তি ভগ্ন হইলে তাহার প্রতিবিধান, প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তির পূজাভাবে প্রতীকারকথন, অস্পৃশ্যস্পর্শনে প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তির দোষপ্রতীকার।

১৮ মঠপ্রতিষ্ঠাতত্ত্বে—মঠাদিনির্ম্মাণ, মঠাদিনির্ম্মাণের ফলকথন, মঠাদিনির্ম্মাণ জন্য ভূমিদানফল, প্রতিষ্ঠাদিননিরূপণ, প্রতিষ্ঠাপ্রমাণ, তাহার ফল, দেবসম্প্রদানক দানকথন, বিষ্ণুসম্প্রদানক দানকথন।

১৯ দিব্যতত্ত্ব বা পরীক্ষাতত্ত্বে।—দিব্যবিধান, দিব্যের নামনির্দ্দেশ, দিব্যদেশ, দিব্যের কালকথন, দিব্যবিশেষে অধিকারিনিরূপণ, দ্রব্যসংখ্যা দ্বারা দিব্যবিশেষকথন, ধটোৎপত্তিবিধি, ধটারোপণবিধি। দিব্যপ্রয়োগবিধান, অগ্নিপরীক্ষা, তৎপ্রয়োগ, উদকপরীক্ষা, উদকপরীক্ষাপ্রয়োগ, বিষপরীক্ষা, কোষবিধি, তণ্ডুলবিধি, তপ্ত মাষক দিব্যবিধি, লৌহফালকবিধি, ধর্ম্মবিধি, শপথবিধি।

২০ জ্যোতিস্তত্ত্বে—এই তত্ত্বে জ্যোতিষসম্বন্ধীয় নিত্যাবশ্যকীয় বিষয় সকল বিশেষ রূপে আলোচিত হইয়াছে।

রাশ্যাদিনিরূপণ, পল ও দণ্ডের প্রমাণ, মূলত্রিকোনাংশব্যবস্থা,

রবিসংক্রান্তিগণনা, অষ্টবর্গগণনা, বার, তিথি, নক্ষত্র, ত্র্যহস্পর্শ-কথন, ষন্নাড়ীকথন, গ্রহণ, নামের আগুক্ষর দ্বারা নক্ষত্রজ্ঞানের জন্য শতপদচক্রকথন, চন্দ্রতারাদির অশুভপ্রতীকার, তিথি প্রভৃতির ক্রমে বলবত্ত্বকথন, শনিচক্র, প্রকীর্ণক, নির্ঘাত, কেতু, অকালবৃষ্টি, অমৃতাদিযোগকথন, সর্ব্বতোভদ্রচক্রকথন, বালাদি-চক্র, বিবাহব্যবস্থা, খর্জ্জুরবেধ, সপ্তশলাকা, যুতযামিত্র প্রভৃতি বেধকথন, গোধূলিব্যবস্থা, লগ্ননিরূপণ, অরিষড়ষ্টক, মিত্রষড়ষ্টক, রাজযোটকাদিমেলনকথন, নক্ষত্রকথন, নববধ্বাগমন, প্রথম রজোযোগ, তাহার শুভাশুভকথন, গর্ভাধান, ষোড়শবর্ষীয়া গর্ভিণীচিন্তা, তৎপ্রতীকার, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাত-ভদ্রাদি, প্রসবের পূর্ব্বে গৃহসংস্কারবিধি, প্রসব হইতে কষ্ট পাইলে তৎপ্রশমনোপায়, গণ্ডযোগ, পতাকীবেধ, জন্মরাশিফল, জন্মনক্ষত্রফল, অষ্টোত্তরী দশানিরূপণ, প্রত্যন্তর্দ্দশা ও তাহার ফল, বর্ষপাতকী, লগ্নবৃষ্টিফল, রাশিচক্রবিচার, জাতকের শুভা-শুভ ভাগ্যনিরূপণ, গ্রহদিগের স্বভাবকথন, জাতকর্ম্ম, ষষ্ঠীপূজা, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, নবান্ন, জন্মতিথি, চূড়াকরণ, কর্ণবেধ, বিদ্যারম্ভ, উপনয়ন, গৃহারম্ভ, গৃহপ্রবেশ, পুষ্করিণ্যারম্ভ, পরীক্ষা, কৃষিকর্ম্ম, লাঙ্গলচক্র, বীজোপ্তিচক্র, বৃষচক্র, মুষ্টিগ্রহণ ও ধান্যচ্ছেদন, বীজসঞ্চয়, ষষ্টিসম্বৎসরগণনা, অদ্ভুত যাত্রাবিধি, ছত্রচক্র, সিংহাসনচক্র।

২১ বাস্তুযাগতত্ত্বে—চতুঃষষ্টিপদ, বাস্তুযাগে মাস, দিন ও নক্ষত্রাদির নিরূপণ, অকাল ও মলমাসাদিনিষেধকথন, বাস্তুযাগে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধকথন, বাস্তুযাগবিধি।

২২ দীক্ষাতত্ত্বে—দীক্ষালক্ষণ, দীক্ষার দিননিরূপণ, তন্ত্র-শাস্ত্রানুসারে দীক্ষার মন্ত্রনির্ণয়, স্ত্রী ও শূদ্রাদির প্রণব ও স্বাহা মন্ত্রনিষেধ, শালগ্রামশিলা সমীপে মন্ত্রগ্রহণ, পুরুষদিগের দক্ষিণ কর্ণে এবং স্ত্রীদিগের বাম কর্ণে মন্ত্রগ্রহণ, দীক্ষাপ্রয়োগ, দীক্ষা-গ্রহণে ফলকথন।

২৩ আহ্নিকতত্ত্বে—প্রাতঃকাল হইতে পুনঃ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মই উপদিষ্ট হইয়াছে।

দিবা ও রাত্রিকালনিরূপণ, ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যা হইতে উত্থান, এবং তৎকাল-কর্ত্তব্য-নিরূপণ, বিণ্মূত্রোৎসর্গ, শৌচ ও আচমন-বিধান, শিখাবন্ধনবিধি, দন্তধাবন, প্রাতঃস্নান ও প্রাতঃসন্ধ্যা, প্রথম যামার্দ্ধকৃত্য, দ্বিতীয় যামার্দ্ধকৃত্য, লিখনবিধি, সমিধ্, পুষ্প ও কুশাদি আহরণ, তৃতীয় যামার্দ্ধকৃত্য, পোষ্যবর্গের পালনচিন্তা, বৃত্তিনিরূপণ, আপৎকালে বৃত্তিনির্ণয়, চতুর্থ যামার্দ্ধকৃত্য, অব-গাহনস্নান, স্নানপ্রকার, স্নানে অভ্যঙ্গাদিবিধান, তর্পণ, বৃষ্টিজল-সম্পর্কে তর্পণনিষেধ, সন্ধ্যোপাসনাবিধি, গায়ত্রীর অর্থ, উপাসনাবিধি, ঋষ্যাদিজ্ঞান, প্রাণায়াম, সবিতার উপস্থান, গায়ত্রী-জপবিধি, ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবপূজা দেবপূজাতে সকলের অধিকার-নিরূপণ, ভূতশুদ্ধিকথন, গণেশপূজা, পার্থিব শিবলিঙ্গপূজা-বিধি, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, বিষ্ণুপূজায় দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ-কথন, পঞ্চম যামার্দ্ধকৃত্য, বলিবৈশ্বাদিবিধান, অতিথিভোজন ও নিত্যশ্রাদ্ধকথন, গোগ্রাসদান, ভোজনবিধান, প্রাণাহুতিমুদ্রা, ঋতুগুণ, ষড়্রসগুণ, ধাতুপ্রকৃতিকথন, ধান্যাদিগুণ, শাকগুণ, লবণগুণ, ফলগুণ, তোয়গুণ, ক্ষীর, দধি ও তক্রগুণ, ঘৃতগুণকথন, ইক্ষ্বাদি গুণ, ষষ্ঠ ও সপ্তম যামার্দ্ধকৃত্য, পুরাণেতিহাসাদিশ্রবণ, সচ্ছাস্ত্রবিনোদন, রাত্রিকৃত্য, শয়নবিধি, দারোপগমনবিধি।

২৪ কৃত্যতত্ত্বে—বৈশাখমাসকৃত্য, বৈশাখমাসে প্রাতঃস্নান-বিধান, মহাবিষুবসংক্রান্তিদিনে দেবতা ও পিতৃদিগের উদ্দেশে শক্তু ও জলপূর্ণঘটদানবিধি, ইহার ফলশ্রুতি, অক্ষয়াতৃতীয়া-কৃত্য, মন্বন্তরাকথন, পিপীতকদ্বাদশীকথন, যুগাদ্যা, যবশ্রাদ্ধ, একাদশীব্রত। জ্যৈষ্ঠমাসকৃত্য—অরণ্যষষ্ঠী, দশহরা, মহাজ্যৈষ্ঠী, গ্রহণ, গ্রহণে পুরশ্চরণকথন। আষাঢ়মাসকৃত্য—নবোদকশ্রাদ্ধ, চাতুর্ম্মাস্যব্রত, বিষ্ণুস্মরণ, শয়নে কর্ত্তব্য, কর্ম্মের উপদেশ। শ্রাবণ-কৃত্য—স্নুহীবৃক্ষে মনসাপূজাবিধান, অষ্টনাগপূজা, নাগপঞ্চমী, শ্রাবণী পৌর্ণমাসীতে শ্রাদ্ধকথন। ভাদ্রকৃত্য—জন্মাষ্টমীব্রত, তাহার ব্যবস্থা, জন্মাষ্টমী ব্রতপ্রয়োগ, তৎপর দিনে পারণ, গৌরীমহোৎসব। ভাদ্রকৃত্য—সর্পভয়নিবারণ জন্য শুক্লা পঞ্চমীতে অষ্টনাগপূজা, হরির পার্শ্বপরিবর্ত্তন, নষ্টচন্দ্রবিধি, তদ্দর্শনে প্রায়শ্চিত্ত-কথন, অনন্তব্রত, অগস্ত্যার্ঘ্যদান। আশ্বিনকৃত্য—কৃষ্ণপ্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত প্রতিদিন শ্রাদ্ধকথন, মঘাত্রয়োদশী-শ্রাদ্ধ, দুর্গাপূজাবিধান, কোজাগরকৃত্য। কার্ত্তিককৃত্য—কার্ত্তিক মাসে প্রাতঃস্নানবিধান, আকাশে দীপদান, হবিষ্যান্ন-ভোজন, ভূতচতুর্দ্দশী, চতুর্দ্দশশাকভোজন, অপামার্গপত্রের মস্তকোপরিভ্রামণ। চতুর্দ্দশযমতর্পণ, প্রদোষ সময়ে দীপদান, পিতৃগণের উদ্দেশে উল্কাভ্রামণ, দীপান্বিতা অমাবস্যা, বাল, বৃদ্ধ ও আতুর ব্যতীত দিবাভোজননিষেধ, পিতৃদিগের উদ্দেশে পার্ব্বণশ্রাদ্ধ, সায়ংকালে উল্কাদান, প্রদোষকালে লক্ষ্মীপূজা, এই দিন প্রত্যূষ কালে ভবিষ্যোক্ত কর্ম্মবিধান। দ্যূতপ্রতিপদ্, প্রভাত কালে অক্ষক্রীড়া দ্বারা বৎসরের শুভাশুভনিরূপণ, বলিপূজা, এই দিনে শুভাশুভ ভাবে অবস্থানের দ্বারা বৎসরের শুভাশুভ ভাবে অবস্থানকথন, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, যমপূজাবিধি, ভগিনীহস্তে ভোজন ও গণ্ডূষগ্রহণ, বিষ্ণুস্নান। মার্গশীর্ষকৃত্য—নবান্নশ্রাদ্ধবিধি, নবান্নশ্রাদ্ধে দিন নিরূপণ। পৌষকৃত্য—পূপাষ্টকা-শ্রাদ্ধ। মাঘকৃত্য—প্রাতঃস্নানবিধান, রটন্তী চতুর্দ্দশী, শ্রীপঞ্চমী, অরুণোদয়সপ্তমী, বিধানসপ্তমী, আরোগ্যসপ্তমী, ভীষ্মাষ্টমী। ফাল্গুনকৃত্য—শিবরাত্রিব্রত। চৈত্রকৃত্য—বারুণ্যাদি, অশোকাষ্টমী,

শ্রীরামনবমী, মদনত্রয়োদশী, মদনচতুর্দ্দশী, মঙ্গলচণ্ডিকাপূজা, রোগশান্তি, জন্মতিথিকৃত্য, সূতিকাষষ্ঠীপূজা, বিদ্যারম্ভ, গৃহারম্ভ, গৃহপ্রবেশ, বীজবপন, ধান্যচ্ছেদন, ধান্যস্থাপন, অদ্ভুত শান্তি।

২৫ শ্রীপুরুষোত্তমতত্ত্বে—ভারতবর্ষের কর্ম্মভূমিত্বকথন, শ্রীক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠত্ববর্ণন, পুরুষোত্তমদর্শনবিধান, পুরুষোত্তমক্ষেত্রে পিত্রাদির উদ্দেশে পিণ্ডাদিদান, পুরুষোত্তম-দর্শনকারীর মুক্তিপ্রদত্বকথন।

২৬ শ্রাদ্ধতত্ত্বে—শ্রাদ্ধের লক্ষণ, শ্রাদ্ধনির্ণয় ও ব্যবস্থা প্রভৃতি শ্রাদ্ধসম্বন্ধীয় সকল বিষয় বিশেষ রূপে লিখিত আছে। শ্রাদ্ধ-সম্বন্ধে শ্রাদ্ধবিবেক বিশেষ প্রামাণ্যগ্রন্থ, রঘুনন্দন শ্রাদ্ধবিবেক হইতে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রাদ্ধলক্ষণ, অমাবস্যা ও পর্ব্বদিনে পার্ব্বণশ্রাদ্ধ, ব্রাহ্মণের আমন্ত্রণবিধান, শ্রাদ্ধদিনে কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণাভাবে কুশময় ব্রাহ্মণে শ্রাদ্ধকথন, ব্রাহ্মণ-নিমন্ত্রণ, ব্রাহ্মণোপবেশন, শ্রাদ্ধদেশ, পরকীয় গৃহে শ্রাদ্ধনিষেধ, করিতে হইলে কিঞ্চিৎ মূল্য দিয়া শ্রাদ্ধবিধান, শ্রাদ্ধদেশকথন, শ্রাদ্ধীয় আসন ও দর্ভ, শ্রাদ্ধের অনুজ্ঞা, পিত্রাদির নামাজ্ঞাতে কর্ত্তব্যনিরূপণ, অভিলাপপ্রকারকথন, শ্রাদ্ধে বিশ্বেদেবগণকথন, শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যপ্রোক্ষণ, পিণ্ড, পিতৃযজ্ঞাতিদেশ, কুশাসন, আবাহন, শ্রাদ্ধে অর্ঘ্যদান, গন্ধাদিদান, পুষ্প, ধূপ, আচ্ছাদন ও যজ্ঞোপবীত-দান, পাত্রস্থাননিরূপণ, ভোজনপাত্র, পরিবেশন, অগ্নৌকরণ, পাত্রে হুতশেষদান, পাত্রালম্ভন, আমশ্রাদ্ধকথন, অন্নপরিবেশন, অন্নদান, পিণ্ডপ্রস্তুতকরণ, অগ্নিদগ্ধাদির অন্নবিকীরণ, পিণ্ডদান, পিণ্ডশেষদান, অবনেজন, বাসোদান, পিণ্ডপূজা, অক্ষয্যোদক-দান, দক্ষিণা, আশীঃ প্রার্থনা, দক্ষিণ পাণি দ্বারা দীপাচ্ছাদন, শ্রাদ্ধশেষভোজন, শ্রাদ্ধদিনে নিষিদ্ধ কর্ম্মকথন, শ্রাদ্ধানন্তর বলি-বৈশ্বদেবকথন, জীবৎপিতৃকশ্রাদ্ধ, পার্ব্বণশ্রাদ্ধের প্রতিমাসে কর্ত্তব্যত্ব, মলমাসে সপিণ্ডনোত্তর শ্রাদ্ধনিষেধ, প্রতিমাসে পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ করিতে অশক্তের কর্ত্তব্যত্বনিরূপণ, মঘাত্রয়োদশীশ্রাদ্ধ, তীর্থশ্রাদ্ধনিরূপণ, অষ্টকাশ্রাদ্ধ, নবান্নশ্রাদ্ধ, পৌর্ণমাসীশ্রাদ্ধ, শ্রাদ্ধবেলা, মধ্যাহ্নে কর্ত্তব্যত্বনিরূপণ, অমাবস্যাশ্রাদ্ধকাল, একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধবিচার, একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধে বিধি ও নিষেধ, অশৌচান্ত দ্বিতীয়দিনে শ্রাদ্ধনিরূপণ, আদ্যশ্রাদ্ধকাল, আদ্যশ্রাদ্ধের ইতি-কর্ত্তব্যতা-নিরূপণ, ষোড়শ শ্রাদ্ধের মধ্যে পতিত শ্রাদ্ধের কাল-নিরূপণ, মাসিকশ্রাদ্ধকথন, সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধ, অর্ঘ্য ও পিণ্ডসমন্বয়, সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধাধিকারী, মহাগুরুনিপাতে বৃদ্ধিকর্ম্মনিষেধ, সাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধ, অমাবস্যা ও প্রেতপক্ষে মৃত ব্যক্তির সপিণ্ডী-করণশ্রাদ্ধের পর পার্ব্বণবিধি দ্বারা শ্রাদ্ধকথন, শ্রাদ্ধদিনে বা তৎপূর্ব্বাদিদিনে স্ত্রীদিগের রজস্বলা হইলে শ্রাদ্ধদিননির্ণয়, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ, আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধে যুগ্মব্রাহ্মণকথন, বিবাহান্ত-সংস্কারাঙ্গ নান্দীমুখশ্রাদ্ধে পিতার অধিকারকথন।

২৭ যজুর্ব্বেদিশ্রাদ্ধতত্ত্বে—যজুর্ব্বেদীদিগের পার্ব্বণশ্রাদ্ধপ্রমাণ, একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধকথন, সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধ, মাসিকশ্রাদ্ধ, সাম্বৎসরিক-শ্রাদ্ধ, আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ।

২৮ শূদ্রাহ্নিকাচারতত্ত্বে—শূদ্রদিগের বৃদ্ধিশ্রাদ্ধকথন, দানের প্রাধান্যনিরূপণ; অমন্ত্রক কার্য্যোপদেশ, যজুর্ব্বেদীদিগের ন্যায় কার্য্যবিধান, স্নানবিধি, দ্বিজশুশ্রূষাদি ধর্ম্মকথন, আচমনবিধান।

ধর্ম্মশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

আদি-স্মৃতিকারগণ।

আর্য্যসমাজপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে ধর্ম্মশাস্ত্রের আরম্ভ। শুক্লযজু-র্ব্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণে (১৪।৪।২।২৩) ও বৃহদারণ্যকে দেখিতে পাই, 'ধর্ম্ম রাজাদিগের রাজা, রাজগণ অপেক্ষা শক্তিশালী ও কঠোর। ধর্ম্ম অপেক্ষা মহান্ আর কিছুই নাই। শ্রেষ্ঠতম রাজপ্রভাবের ন্যায় এই ধর্ম্মপ্রভাবে দুর্ব্বলও বলবানের উপর শাসন বিস্তার করিতে পারে।" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অতি পূর্ব্বকাল হইতেই ঋষিগণ ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। এই ধর্ম্মের মূল কি? মানবধর্ম্মশাস্ত্রে আছে ১ম 'অখিল বেদ', ২য় বেদবিদ্‌ঋষিগণ পুরুষানুক্রমে দেব-পিতৃ-ভক্তি রূপ যে দশবিধ 'শীল' শিক্ষা করিয়া আসিতেছেন, ৩য় সাধুগণের অনুষ্ঠিত 'আচার' এবং ৪র্থ 'আত্মতুষ্টি' অর্থাৎ যাহা মহাত্মগণের বিবেক ও বুদ্ধিতে সন্তোষজনক বলিয়া গৃহীত, এই চতুর্বিধ ধর্ম্মের মূল। (মনু ২।৬) এই চতুর্বিধ বিষয়ের উপর ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, শ্রুতি অপৌরুষেয়, কিন্তু স্মৃতি পৌরুষেয় বা পুরুষ-রচিত। শ্রৌত বা কল্পসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্ম্মসূত্র, এই সকলেই একবাক্যে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে, স্মৃতি-শাস্ত্রকারগণের মধ্যে মনুই আদি। মনুরচিত শ্রৌত ও গৃহ্য-সূত্র পাওয়া গিয়াছে। 'মানবধর্ম্মসূত্র' পাওয়া না গেলেও 'মানবধর্ম্মশাস্ত্র' নামধেয় বর্ত্তমান যে ভৃগুপ্রোক্ত মনুসংহিতা প্রচলিত আছে, তাহাই মানবধর্ম্মসূত্রের শ্লোকাকারে নিবদ্ধ রূপ। সুপ্রসিদ্ধ মীমাংসক কুমারিল ভট্ট লিখিয়াছেন, "প্রাতি-শাখ্যের ন্যায় প্রত্যেক চরণেই ধর্ম্মশাস্ত্র ও গৃহ্য গ্রন্থ অধীত হয়"। এখানে 'ধর্ম্মশাস্ত্র'ই সম্ভবতঃ 'ধর্ম্মসূত্র'বাচ্য, এরূপ স্থলে মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রের অধিকাংশ শ্লোক গৃহ্যসূত্রের সমকালীন হওয়া বিচিত্র নহে। পূর্ব্বেই গৃহ্য ও ধর্ম্মসূত্রপ্রসঙ্গে লিখিয়াছি, যে মুনি প্রথমে বৈদিকযাগকর্ম্মনির্ব্বাহার্থ শ্রৌতসূত্র রচনা করেন, আবার তিনিই গৃহ্যসূত্র ও ধর্ম্মসূত্র করিয়া গিয়াছেন, তিনিই পুনরায় শিষ্যগণের সহজে মুখস্থ হইবার জন্য যে শ্লোকাকারে ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করিতে পারেন না, তাহা অবিশ্বাস করিতে পারা যায় না। আপস্তম্ব-ধর্ম্মসূত্রমধ্যে ভবিষ্যৎপুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

সুতরাং পুরাণের স্থায় ধর্ম্মশাস্ত্রও তৎকালে শ্লোকাকারে থাকা সম্ভব। রামায়ণ ও মহাভারতে প্রচলিত মনুসংহিতা বা মানবধর্ম্মশাস্ত্রের শ্লোকই অধিকাংশ উদ্ধৃত দেখা যায়। ইহা হইতে প্রচলিত মানবধর্ম্মশাস্ত্রকে আমরা রামায়ণ মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া মনে করি। অথচ প্রচলিত মনুসংহিতা ভৃগুপ্রোক্ত বলিয়া প্রচলিত। ইহার ১ম অধ্যায় পাঠ করিলে মনে হইবে যে, ভগবান্ মনু পূর্ব্বে যাহা বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহাই ২য় হইতে ১২শ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে এবং উক্ত অংশ মধ্য হইতেই রামায়ণ মহাভারতাদিতে শ্লোক উদ্ধৃত হওয়ায় ঐ কয় অধ্যায়ের শ্লোকাবলি ভগবান্ মনুর উক্তি বলিয়াই মনে হইবে। যজুর্ব্বেদের মৈত্রায়ণীয় শাখাতে ৬টী বিভাগের মধ্যে মানব একটী, মানবস্মৃতি এই মানব চরণের জন্যই প্রথম রচিত এবং ক্রমে বর্দ্ধিতাকারে বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। মনুসংহিতা আলোচনা করিলেই মনে হইবে যে, ইহাতে বৈদিক বা আর্যভাষার অভাব নাই এবং লৌকিক সংস্কৃত ভাষাও রহিয়াছে। তদ্দ্বারা আমরা অনায়াসেই বলিতে পারি যে, বৈদিক বা শ্রৌতযুগেই আদি মানবশাস্ত্র রচিত হয়। সর্-উইলিয়ম্ জোন্স্ প্রথম ইংরাজীভাষায় মনুসংহিতার অনুবাদ করেন এবং তাঁহার অনুবাদের উপক্রমণিকায় লিখিয়া যান যে, ১২৫০ হইতে ৫০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের মধ্যে প্রচলিত মানবধর্ম্মশাস্ত্র রচিত হয়। কিন্তু ডাক্তার বুর্ণেল, বুহ্লর প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্ব স্ব গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যে উহা খৃষ্টীয় ১ম হইতে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর মধ্যে ব্রাহ্মণাভ্যুদয়ের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। যদিও উভয় মহাত্মার গবেষণা প্রশংসনীয়, তথাপি আমরা কিছুতেই তাঁহাদের মতানুবর্ত্তী হইতে পারিলাম না। পূর্ব্বেই আমরা মনুসংহিতার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, ইহার মধ্যে ভারতীয় আর্য্যসমাজের অতি প্রাচীন অবস্থার চিত্রই প্রদর্শিত হইয়াছে। হিমালয় ও বিন্ধ্য-পর্ব্বতের সীমামধ্যে তখন আর্য্যাবর্ত্ত বা আর্য্যসমাজ। এমন কি অঙ্গবঙ্গ ও কলিঙ্গ অর্থাৎ প্রাচ্য ভারত এবং সৌরাষ্ট্র বা দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত পর্য্যন্ত আর্য্যাবাসের অযোগ্য বা হীন দেশ বলিয়া গণ্য ছিল। দাক্ষিণাত্যে আর্য্যসমাজপ্রতিষ্ঠার কোন চিহ্নই মনুসংহিতায় নাই। বরং পৌণ্ড্রক, ওড্র ও দ্রাবিড়দেশবাসী ক্ষত্রিয়দিগকে 'বৃষল' বা আর্য্যবৈদিকাচারবিহীন এবং অন্ধ্রদিগকে অতি হীন বন্য ব্যাধমধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। অথচ খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর বহুপূর্ব্বেই আন্ধ্র ও দ্রাবিড়ে যে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ব্রাহ্মণ গিয়া উপনিবেশ করিয়াছিলেন ও বৈদিকাচারপরায়ণ ক্ষত্রিয়-রাজগণ আধিপত্য করিতেছিলেন, তাহা উল্লেখ করাই নিষ্প্রয়োজন। মনুসংহিতায় যবন, শক, পারদ, পহ্লব ও চীন জাতির উল্লেখ (১০।৪৪) থাকায় অনেকে বলিতে চান যে 'আলেক-সান্দরের অনুবর্ত্তী গ্রীক, স্কিদীয় ও পার্থিয়গণ ভারতে প্রবেশ করিবার পর মনুর বচন রচিত হইয়াছিল। পার্থিয় বা পহ্লবগণ খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দে ভারতে আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। সুতরাং মনু তাহার পরের রচনা।' কিন্তু আমরা বলিতে চাই যে, মনু কোথাও ঐ সকল জাতিকে আর্য্যাবর্ত্ত বা ভারতবাসী বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমায় সমুদ্র বিদ্যমান ছিল। বর্ত্তমান ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে এক সময়ে রাজমহল পর্য্যন্ত সমুদ্র বিস্তৃত ছিল। এদিকে ঋগ্বেদ ও ঐতরেয়ব্রাহ্মণ আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, সপ্তসিন্ধুনিষেবিত আর্য্যাবাসভূমির পশ্চিম সীমা পারস্যোপসাগরের বেলা চুম্বন করিত। এই সীমার বাহিরে যবন বা Ionian, শক বা Scythian, পারদ বা Parthian, চীন বা Chineseগণের বাস। মনুর দারদ এখন দার্দ্দিস্তান এবং খশ-গণের বাসভূমি 'খসঘর' বা 'খাসগর' নামে পরিচিত। বলা বাহুল্য যে খৃষ্টজন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই ঐ সকল জাতির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। [যবন, শক, পারদ প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য] তবে একটী কথা হইতেছে যে, মনুর টীকাকার কুল্লূকভট্ট মনু-বর্ণিত 'পাষণ্ডিনঃ' (৪,৩০) শব্দের 'শাক্যভিক্ষুক্ষপণকাদয়ঃ' অর্থ করিয়াছেন এবং মূল মনুসংহিতায় হেতুশাস্ত্রআশ্রয়ে ধর্ম্মমূল বেদশাস্ত্রাবমাননাকারীকে 'নাস্তিক' (২।১১) বলা হইয়াছে, এই পরোক্ষ প্রমাণ হইতে অনেকে মনে করেন যে, বর্ত্তমান মনুসংহিতা বৌদ্ধপ্রভাবের পর রচিত হইয়াছে। তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, মনু কোথাও বুদ্ধ বা বৌদ্ধ ভিক্ষুর উল্লেখ করেন নাই। মনু হেতুশাস্ত্রের দ্বারা বেদনিন্দাকারী বা বেদবিরোধী তার্কিকগণকে নাস্তিক বলিয়াছেন, বাস্তবিক হেতুশাস্ত্রের নিন্দা করেন নাই, বরং পরিষৎরচনা সম্বন্ধে ব্যবস্থা আছে—

'ত্রৈবিদ্য' বা ত্রিবেদবেত্তা, 'হৈতুক' বা শ্রুতিস্মৃতির অবিরুদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ, 'তর্কী' বা মীমাংসাত্মক তর্কশাস্ত্রবিৎ, 'নৈরুক্ত' বা বেদার্থনিপুণ, 'ধর্ম্মপাঠক' বা ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ এই 'তিন আশ্রমী' অন্যূন এইরূপ দশজন ব্রাহ্মণ লইয়া পরিষদ্ হইবে। এই পরিষৎ হইতে যাহা ধর্ম্ম বলিয়া নির্ণীত হইবে, তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিবে, তাহা হইতে বিচলিত হইবে না।* এরূপ স্থলে ব্রাহ্মণসমাজে হৈতুক বা হেতুশাস্ত্রজ্ঞের

* "ত্রৈবিদ্যো হৈতুকস্তর্কী নৈরুক্তো ধর্ম্মপাঠকঃ।
ত্রয়শ্চাশ্রমিণঃ পূর্ব্বে পরিষৎ স্যাদ্দশাবরা ॥ ১১১
দশাবরা বা পরিষদ্যং ধর্ম্মং পরিকল্পয়েৎ।
ত্র্যবরা বাপি বৃত্তস্থা তং ধর্ম্মং ন বিচালয়েৎ ॥" ১১০ (মনু ১২ অধ্যায়)

স্থান অতি উচ্চে ছিল, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আবার কোন কোন পণ্ডিত মহাশয়ের মতে কাণ্বায়নগণের আধিপত্যকালে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে যখন আর্য্যাবর্ত্তে ব্রাহ্মণপ্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত ও বৈদিকাচার প্রচলনের যথেষ্ট আয়োজন চলিয়া ছিল, মনুসংহিতা সেই সময়ের রচনা। কিন্তু এ মতও সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ যে মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রের সিংহাসনে চন্দ্রগুপ্ত, অশোক প্রভৃতি শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন, সেই মগধের সিংহাসনে মৌর্য্যবংশধ্বংসের পর ব্রাহ্মণ্য-প্রতিষ্ঠাপক শুঙ্গমিত্র ও কাণ্বায়নবংশের অভ্যুদয়। কাণ্বায়ন-বংশের সময় মনুসংহিতা রচিত হইলে এই গ্রন্থে অবশ্যই কাণ্ববংশ ও মগধের উল্লেখ থাকিত, আমরা কিন্তু কোথাও এই দুই শব্দের আভাসমাত্রও পাইলাম না, বিশেষতঃ মগধের কাণ্বদিগের সময় রচিত হইলে ইহাতে প্রাচ্য ভারতের গৌরব ঘোষিত হইত, তৎ-পরিবর্ত্তে বরং প্রাচ্য ভারত নিন্দিত বলিয়াই যেন বর্ণিত হইয়াছে। বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণযুগে পঞ্জাব ও পঞ্জাবের পূর্ব্ব প্রান্তস্থ সরস্বতী ও দৃষদ্বতীপ্রবাহিত জনপদই আর্য্যসভ্যতার কেন্দ্রস্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল। [আর্য্য ও বেদ শব্দ দ্রষ্টব্য।] মনু-সংহিতায়ও আমরা সেইরূপ সরস্বতী ও দৃষদ্বতী-প্রবাহিত জনপদই আর্য্য ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাসভূমি বলিয়া পরিচিত দেখিতেছি। যে অযোধ্যা, মথুরা, হরিদ্বার বা কাশী রামায়ণ ও মহাভারতের সময় হইতে পুণ্যভূমি বলিয়া গণ্য হইতেছিল, মনু সেই সকল সুপ্রাচীন পুণ্যভূমির উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং ঐ সকল স্থানের প্রসিদ্ধি ঘটিবার পূর্ব্বেই যে মনুসংহিতা রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, মনু ত্রিমূর্ত্তির উল্লেখ করেন নাই এবং তাঁহার সংহিতারচনাকালে আর্য্য ব্রাহ্মণসমাজে প্রতিমাপূজা সমাদৃত ছিল না। এমন কি তৎকালে শৈববৈষ্ণবাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎপত্তিও ঘটে নাই, অথবা সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত প্রভৃতি দার্শনিক সূত্রগুলিরও সৃষ্টি হয় নাই। মৌর্য্যসম্রাট্ অশোকের অনুশাসনলিপিগুলি আলোচনা করিলে জানা যায় যে, তৎপূর্ব্বে বা খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দে বৌদ্ধদিগের আদিসূত্রগ্রন্থ-গুলি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে আমরা নানা দেবদেবীর পূজার ইঙ্গিত ও মনুকথিত ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্মের আভাস পাইতেছি। তাহারও বহুপূর্ব্বে ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের অনুবর্ত্তী নিগ্রন্থ-গণের অভ্যুদয়। ৭৭৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে পার্শ্বনাথ স্বামীর নির্ব্বাণ ঘটে। এই পার্শ্বনাথ স্বামীর মত সুপ্রাচীন বৌদ্ধসূত্রগ্রন্থেও পাওয়া যায়, অথচ মনুসংহিতায় তাহার কিছুমাত্র আভাস নাই। এরূপ স্থলে বর্ত্তমান মনুসংহিতাখানি খৃঃ পূর্ব্ব ৮ম শতাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী স্মৃতি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

প্রাচীন স্মৃতির টীকাকার ও নিবন্ধকারগণ বৃদ্ধমনু, বৃহন্মনু প্রভৃতি নাম দিয়া কতকগুলি মনুবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। সম্ভবতঃ মনুসংহিতার আদর্শে পরবর্ত্তী কালে বিভিন্ন ব্যক্তি মনুর নাম দিয়া ঐ সকল স্মার্ত্তগ্রন্থ চালাইয়া ছিলেন।

পূর্ব্বেই গৌতমধর্ম্মসূত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, অধুনা প্রচলিত ধর্ম্মসূত্রগুলির মধ্যে গৌতমের ধর্ম্মসূত্রই সর্ব্ব-প্রাচীন বলিয়া পরিচিত, অথচ এই ধর্ম্মসূত্রে মনুর মত উদ্ধৃত হইয়াছে, অপর কাহারও মত উদ্ধৃত হয় নাই। এরূপ স্থলে মনু আদিধর্ম্মশাস্ত্রকার বলিয়া যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা কতকটা প্রকৃত বলিয়া মনে হয়। [মনু দেখ।]

মানবধর্ম্মশাস্ত্র কেবল ব্রাহ্মণশাসিত ভারতীয় হিন্দুসমাজ বলিয়া নহে, বৌদ্ধসমাজেও প্রচলিত হইয়াছিল। আজও ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধসমাজে পালিভাষায় 'মনুসার' নামে যে ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহার সীমাবিবাদ ও সাক্ষিপ্রকরণ অবিকল মনুসংহিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে। ব্রহ্মভাষায় যে 'দমথৎ' বা ধর্ম্মতত্ত্বনামে আইনগ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহার অষ্টাদশ বিবাদপদ, দ্বাদশ প্রকার পুত্র, তিন প্রকার প্রতিভূ, দায়বিভাগ-কালে জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিশেষ অধিকার, প্রভৃতি বহু বিষয়েই মনু-সংহিতার সহিত অবিকল মিল আছে। ব্রহ্মদেশের আইনগ্রন্থগুলি আধুনিক নহে। ব্রহ্ম, আরাকান, পেগু প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধরাজবংশ বহুকাল হইতে মনুর ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারেই রাজ্যশাসন করিতেছেন। শ্যামরাজ্যে যে আইন প্রচলিত আছে, তাহাও পূর্ব্বোক্ত 'দমথৎ' হইতেই সঙ্কলিত। ডাক্তার ফুহ্‌রের দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মদেশে খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচলিত হইয়াছিল।* কেবল শ্যামব্রহ্ম ও মলয়দ্বীপ বলিয়া নহে, যব ও বালিদ্বীপেও হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ বহুপূর্ব্বকালেই মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। অদ্যাপি বালিদ্বীপে সংস্কৃত ও কবিভাষায় খণ্ডিত মানবধর্ম্মশাস্ত্র দৃষ্ট হয়।† এ অবস্থায় মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রের অতিপ্রাচীনত্ব ও সভ্যজগতের ধর্ম্মগ্রন্থ বা আইন সমূহ মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কাহারও আপত্তি হইবে না।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি ধর্ম্মসূত্রকারগণ অনেকস্থলে যে সকল মনু-বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা প্রচলিত মনুসংহিতায়ও পাওয়া যাইতেছে। যথা—গৌতমধর্ম্মসূত্র ২।৭=মনুসংহিতা ১১।৯০-৯১,-১০৪-১০৫। এমন কি বাশিষ্ঠধর্ম্মসূত্রের ৩৯টী স্থলে মনুবচন

* Tagore Law Lectures, 1883, by J. Jolly, p. 46.

† Friederich voorlopig Verslag, in the Transaction of the Batavian Society, Vol. XXII. and Weber's Ind. Stud. Vol. II p. 124-149.)

উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান মনুর সহিত ঠিক মিল আছে।‡ কেবল্ মিল নহে, গদ্য ও পদ্য উভয় প্রকার বচনই উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় যে, গদ্যাংশ মানবধর্ম্মসূত্র হইতে এবং পদ্যাংশ মনুসংহিতা বা মানবধর্ম্মশাস্ত্র হইতে পরিগৃহীত। এরূপ স্থলে প্রচলিত মানবধর্ম্মশাস্ত্রের অন্ততঃ কতকাংশ যে, গৌতম ও বশিষ্ঠ-ধর্ম্মসূত্র রচিত হইবার পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সামঞ্জস্য দেখিয়া কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিতে চান—'মানব মৈত্রায়ণীয় শাখার আলোচনায় জানা যায় যে, কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের কঠনামে একটী প্রসিদ্ধ চরণ ছিল, এখন কঠসূত্র বিলুপ্ত হইলেও প্রচলিত বিষ্ণুস্মৃতি এই কঠসূত্রের বিবৃতি বা পরিণতি। প্রচলিত মনু ও বিষ্ণুস্মৃতির মধ্যে বহুস্থানে যথেষ্ট সামঞ্জস্য থাকায় মনে হয়, উভয়েই কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের সেই কঠশাখা হইতে স্ব স্ব উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন।' কিন্তু সুপ্রাচীন ধর্ম্মসূত্রকারগণ স্পষ্টই মনুর দোহাই দিয়া গিয়াছেন, এজন্য কঠবাদ সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

গৃহ্য ও ধর্ম্মসূত্রগুলির পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি। মানবগৃহ্য ও ধর্ম্মসূত্রের সহিত মানবধর্ম্মশাস্ত্র বা মনুসংহিতার যেরূপ সম্বন্ধ, গৌতমাদিরচিত গৃহ্য ও ধর্ম্মসূত্রের সহিত গৌতমাদিরচিত সংহিতারও সেইরূপ সম্বন্ধ। মন্বাদির ন্যায় আশ্বলায়নস্মৃতিও পাওয়া গিয়াছে। ইহাও আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্রের শ্লোকাকার বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন। কাহারও মতে প্রসিদ্ধ মীমাংসক কুমারিলভট্ট আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রখানি আশ্বলায়নস্মৃতি-রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য ইহাও স্বীকার্য্য যে, মনু-সংহিতা নিত্যপাঠ্য ও সর্ব্বজনসমাদৃত হওয়ায় ইহার যেমন প্রাচীন পাঠ বিকৃত হয় নাই, কিন্তু গৌতমাদিরচিত সংহিতা-গুলি সেরূপ সর্ব্বজনসমাদৃত না থাকায় এবং নির্দ্দিষ্ট চরণ বা শাখামধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় পরবর্ত্তী কালে অনেকটা রূপান্তর বা পাঠবিবৃতি ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি,—মানবধর্ম্মশাস্ত্র কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় মৈত্রায়ণীয় শাখার মানবচরণের আদি ধর্ম্মশাস্ত্র হইলেও অপরাপর শাখাও প্রথমে ইহার মতই গ্রহণ করিয়া চলিয়াছিলেন। কিন্তু দেশ, কাল ও পাত্রভেদে ইহার সুপ্রাচীন মত কোন কোন স্থলে দেশাচার ও সময়োপযোগী না হওয়ায় এবং বিভিন্ন চরণ মধ্যে পাঠ, অর্থ ও মীমাংসা লইয়া মতান্তর উপস্থিত হওয়ায়, সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন চরণ স্ব স্ব সমাজের উপযোগী করিয়া গৃহ্য ও ধর্ম্মসূত্র সকল প্রণয়ন করিতে থাকেন। তাই ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতির মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। উক্ত গৃহ্যসূত্রগুলির মধ্যে মানবগৃহ্যসূত্রের ন্যায় আর দুইখানি গৃহ্যসূত্রও এক সময়ে আর্য্যসমাজে বিশেষ সমাদৃত ছিল, তাহা গোভিলগৃহ্যসূত্র ও পারস্করগৃহ্যসূত্র। প্রাচীন স্মার্ত্তনিবন্ধকারগণ অনেকেই এই দুই খানির সূত্রবচন প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। এই দুইখানি গৃহ্যসূত্রের উপর বিস্তর ভাষ্য, টীকা ও টিপ্পনী রচিত হইয়াছে। গোভিলসূত্র সামবেদীয় ও পারস্কর যজুর্ব্বেদীয়, একারণ সামবেদীয় বাসিষ্ঠধর্ম্মসূত্রের সহিত গোভিলগৃহ্যসূত্রের এবং যজুর্ব্বেদীয় মানব ও পারস্কর গৃহ্যসূত্রের সহিত যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার অনেকটা ঐক্য লক্ষিত হয়।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, যাজ্ঞবল্ক্যের ধর্ম্মশাস্ত্র মনুসংহিতার বহুপরে মিথিলায় প্রচারিত হয়। শুক্লযজুর্ব্বেদ বা বাজসনেয়সংহিতার সহিত এই স্মৃতির বিশেষ সম্বন্ধ এবং বৈদিক সূত্রযুগের শেষ নিদর্শন বলিয়া গৃহীত। মানবগৃহ্যসূত্র ও বিষ্ণুস্মৃতির প্রতিপাদ্য অনেক বিষয় যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিমধ্যে সন্নিবেশিত দেখা যায়। পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি যে, অনেক বিষয়ে মনুসংহিতার সহিত বিষ্ণুস্মৃতির মিল আছে। অথচ বিষ্ণুস্মৃতিতে সাম্প্রদায়িক প্রভাব ও নানা তীর্থস্থানের উল্লেখ থাকায় উহা যে মনুসংহিতার বহুপরে রচিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ইহারও পরে রচিত হইয়াছে। বিষ্ণুস্মৃতিকার কূটশাসনকর্ত্তার প্রাণদণ্ড, এবং তুলামান-কূটকারীর ও অকূটকে কূটবাদীর উত্তমসাহসদণ্ড-বিধান করিয়াছেন (৫।৯,১২২-১২৩), কিন্তু কূটমুদ্রার কোন কথাই লেখেন নাই। যাজ্ঞবল্ক্য 'নাণক' নামক মুদ্রার উল্লেখ ও কূটমুদ্রা-কারীর বিশেষ দণ্ডবিধান করিয়াছেন। মনু বা বিষ্ণুস্মৃতি রচনাকালে নাণক বা এরূপ কোন মুদ্রার প্রচলন ছিল না, সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি বিষ্ণুস্মৃতির পরে রচিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ বলেন যে, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিখানি খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমরা তদপেক্ষা অনেক প্রাচীন বলিয়া মনে করি। যাজ্ঞবল্ক্যের সময় বুদ্ধ, জিন, অর্হৎ প্রভৃতি শব্দ প্রচলিত হয় নাই, অথচ তিনি 'মুণ্ড' ও 'কষায়বাস' শব্দদ্বারা যেন বুদ্ধশিষ্যগণেরই আভাস দিয়াছেন। এরূপ স্থলে আমাদের মনে হয়, যে সময় বুদ্ধ অথবা বুদ্ধের মত সর্ব্বত্র সমাদৃত হয় নাই, অথবা বুদ্ধশিষ্য-গণেরই স্বতন্ত্র আখ্যা হয় নাই, অথচ মুণ্ডিতশির ও কষায়বাস-ধারী বুদ্ধশিষ্যগণ সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, সেই সময় প্রায় খৃঃ পূর্ব্ব ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দে এই স্মৃতির রচনাকাল। নব নব সম্প্রদায়ের উদ্ভব, ধর্ম্মমতের পার্থক্য ও আচারব্যবহারের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াই যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি রচিত হইয়াছিল. একারণ মনু. বিষ্ণু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা এই স্মৃতিখানি সুশৃঙ্খল ও সুনিয়মবদ্ধ এবং সময়োপযোগী হইয়াছিল, তাই বৌদ্ধপ্রভাবের সময় এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়কালে হিন্দুধর্ম্মাধিকরণে এই

‡ Sacred Books of the East, Vol XIV. p. xiii-xx.

স্মৃতিখানি বিশেষ আদৃত ও প্রধান প্রধান স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ ইহার উপর নিবন্ধ ও নানা টীকা টিপ্পনী রচনা করিয়া হিন্দুসমাজ-শাসনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে যাজ্ঞবল্ক্যব্যতীত মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ ও বসিষ্ঠ, এই ২০খানি স্মৃতির নাম পাওয়া যায়, সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিরচনাকালে যে ঐ সকল স্মৃতি প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বেই বৃদ্ধগৌতমের বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, বৃদ্ধ-গৌতমস্মৃতিকার ৫৭ খানি স্মৃতির উল্লেখ করিয়াছেন, নন্দপণ্ডিত তাঁহার কেশব-বৈজয়ন্তী নামক বিষ্ণুস্মৃতিটীকায় (৮৩।৮) এবং মিত্র-মিশ্র তাঁহার বীরমিত্রোদয়ে ঐরূপ ৫৭ খানি স্মৃতিই ধরিয়াছেন। মিত্রমিশ্র তন্মধ্যে এইরূপ বিভাগ করিয়াছেন যে, ১৮ খানি মুখ্য, ১৮খানি উপ এবং ২১ খানি অতিরিক্ত স্মৃতি। কিন্তু লঘু, বৃহৎ ও বৃদ্ধ আখ্যাযুক্ত স্মৃতিগুলি এবং একনাম হইলেও বিভিন্ন পাঠ ও বিষয়যুক্ত বিভিন্ন শাখার স্মৃতিগুলি একত্র করিলে শতাধিক স্মৃতি হইবে সন্দেহ নাই। আমাদের মনে হয়, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি-প্রচারকালে নানা সাম্প্রদায়িক অভ্যুত্থানে বৈদিকাচারপরায়ণ স্মার্ত্তসমাজ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য সেই সমাজরক্ষার ব্যবস্থা করিলেও তৎপূর্ব্বপ্রচলিত মনু প্রভৃতি দুইখানি স্মৃতিব্যতীত অধিকাংশ স্মৃতিই লুপ্তপ্রায় বা বিরলপ্রচার হইয়া পড়িয়াছিল, তৎপরে সমস্ত ভারতে ক্রমে জৈন ও বৌদ্ধপ্রভাব বিস্তারের সঙ্গে নানাস্থানে দুর্ব্বল ব্রাহ্মণসমাজ স্ব স্ব সমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে প্রাচীন ঋষির নাম দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্মৃতি চালাইতেছিলেন, এই কারণে একই নামে বিভিন্ন বিষয়ক স্মৃতি পাওয়া যাইতেছে অথচ তত্তৎনামীয় আদি স্মৃতিগুলি সাম্প্রদায়িক বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল, তাহার দুই একটী বচন বা বিষয় স্মার্ত্তসমাজ মুখে মুখে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাই প্রাচীন নিবন্ধসমূহে যে সকল স্মৃতিবচন দেখা যায়, সেই সেই নামের স্মৃতি পাওয়া গেলেও তন্মধ্যে কিন্তু নিবন্ধধৃত বচনসমূহ মিলিতেছে না। প্রচলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্মৃতিগুলির মধ্যে আধুনিকতার স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, বৌদ্ধসমাজও রাজ্যশাসনের জন্য মনুস্মৃতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কারণ বৌদ্ধপ্রভাবকালে বহুতর প্রাচীন স্মৃতি বিলুপ্ত হইলেও মনুস্মৃতি বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। এদিকে স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণসমাজ তাঁহাদের উপযোগী যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিখানি অতি সাবধানে রক্ষা করিতেছিলেন।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়কালে যে সকল স্মৃতি রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে পরাশর ও নারদ এই দুই খানিই প্রধান। যদিও অপরাপর স্মৃতিগুলিও বর্ত্তমান কলিযুগেই রচিত হইয়াছিল, তথাপি ব্রাহ্মণ স্মার্ত্তগণ বৌদ্ধপ্রভাবকাল হইতেই প্রকৃত কলি-যুগারম্ভ মনে করিতেন, তাই পরাশরস্মৃতি কলিযুগের জন্য রচিত স্মৃতি বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাবে ভারতীয় আর্য্যসমাজের ধর্ম্মনৈতিক আচার, যজ্ঞপূজা ও প্রায়শ্চিত্তবিধি প্রভৃতি অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, এই কারণেই বোধ হয়, নারদ-স্মৃতিকার ঐ সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিয়া কেবল রাজধর্ম্ম বা রাজ্যশাসনবিধিই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈনসমাজ মনুকথিত ব্যবহার ও রাজধর্ম্ম ভক্তির সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। সেইজন্যই বোধ হয়, নারদস্মৃতিকার নিজ গ্রন্থখানি মনুস্মৃতির ২য় সংস্করণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

বৌদ্ধশাসনকালে ও ব্রাহ্মণসমাজের পুনরভ্যুদয়কালে ঐ দুই খানি স্মৃতির বহুপ্রচার থাকায় দেশ, কাল, পাত্র ও সম্প্রদায়-ভেদে উপযোগী করিয়া লইবার জন্য ঐ দুইখানি স্মৃতির বহু সংস্করণ হইয়াছিল, তন্মধ্যে এখন দুই তিনটী সংস্করণের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পরাশর ও নারদ উভয় যখন রচিত হয়, তখন আকারে বেশী বড় ছিল না, কিন্তু পরে যখন ২য় বা ৩য় সংস্করণ হইল, তখন পরাশরের আকার তিনগুণ ও নারদের আকার দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। বৃহদাকার পরাশর 'বৃহৎপরাশর' নামে ও নারদস্মৃতি 'নারদীয় ধর্ম্মশাস্ত্র' নামে প্রচলিত হইল। বৃহৎপরাশরের পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি। পণ্ডিতবর দুহলর সাহেব নারদের অপর সংস্করণ আবিষ্কার করেন। এই সংস্করণ সাধারণ্যে অপ্রচলিত থাকিলেও অসহায়ের ন্যায় সুপ্রাচীন টীকাকার এই সংস্করণের প্রামাণিকভাষ্য রচনা করেন, তাঁহার পরবর্ত্তী বিজ্ঞানেশ্বর মিতাক্ষরায় অসহায়ের নারদীয় ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মনুর ভাষ্যকার মেধাতিথি খৃঃ ৮ম শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।* অসহায় তাঁহারও পূর্ব্ববর্ত্তী।† এরূপ স্থলে খৃষ্টীয় ১ম হইতে ২য় শতাব্দীর মধ্যে ১ম সংস্করণ এবং ৩য় ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যে নারদের ২য় সংস্করণ প্রচারিত হওয়াই সম্ভব। নারদস্মৃতিতে 'দীনার' শব্দের উল্লেখ আছে। 'দীনার' শব্দ লাটিন Denarius শব্দ হইতে উদ্ভব। খৃঃ পূর্ব্ব ২০৭ অব্দে রোমে Denarius মুদ্রা প্রচলিত হয়। এই সময় ও তৎপরবর্ত্তী খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী পর্য্যন্ত রোমের সহিত ভারতের বিশেষ সংস্রব ছিল। রোমক-ঐতিহাসিক প্লিনি খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর পরাক্রান্ত ভারতীয় রাজ-গণের নামোল্লেখ করিয়াছেন। এমন কি খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে

* Tagore's Law Lectures, 1880, by Rajkumar Sarvadhikari, p. 326.

† Tagore's Law Lectures, 1883, by Prof. Jolly, p. 5.

উৎকীর্ণ রোমক দীনার ভারতের নানা স্থান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, এরূপ স্থলে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে নারদস্মৃতি প্রকাশিত হওয়াই সম্ভবপর।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও গৌতম ছাড়া অধিকাংশ সুপ্রাচীন স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়াছিল। পরাশর ও নারদস্মৃতি প্রচারিত হইবার পর পূর্ব্বতন স্মৃতিগুলি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হইয়াছিল কি না সন্দেহ। এমন কি বারাণসীবাসী সর্ব্বপ্রধান স্মার্ত্তবংশে সমুদ্ভব স্মার্ত্তপ্রবর কমলাকর খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও গৌতমস্মৃতি হইতে সাক্ষাৎভাবে প্রমাণ উদ্ধৃত করিলেও কাত্যায়ন, দেবল, প্রজাপতি ও বৃহস্পতি প্রভৃতির বচন কল্পতরু, মদনরত্ন, পারিজাত, অপরার্ক প্রভৃতি নিবন্ধধৃত বলিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন, এরূপ স্থলে মূল কাত্যায়ন প্রভৃতি স্মৃতি যে তৎকালে বিরলপ্রচার হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। উক্ত স্মৃতিনিবন্ধসমূহে দেবল, বৃহস্পতি প্রভৃতি স্মৃতির যে সকল বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, আশ্চর্য্যের বিষয় তত্তৎ-নামধেয় স্মৃতির মধ্যে তাহার অধিকাংশ বচনই মিলিতেছে না।

প্রাচীন ভাষ্য ও টীকাকার

মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির সুপ্রাচীন ভাষ্যসমূহ অধিকাংশই নষ্ট হইয়াছে, এখন যে সকল ভাষ্য ও টীকা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে অসহায় ও মেধাতিথিরচিত মনুস্মৃতিভাষ্যই সর্ব্বপ্রাচীন। পূর্ব্বে জানাইয়াছি যে, মেধাতিথি খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন, তিনি যখন অসহায়ের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তখন অসহায় তাঁহারও দুই তিনশত বর্ষের পূর্ব্বতন হওয়াই সম্ভব।

মেধাতিথিকে অনেকেই দাক্ষিণাত্যের লোক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, তিনি উদীচ্যপ্রসঙ্গে 'কম্বলাজিন' ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু আমরা এরূপ মনে করি না। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের প্রাচীন কুলকারিকা হরিমিশ্রের গ্রন্থে আছে যে, ৬৫৪শকে বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে ক্ষিতীশ, মেধাতিথি প্রভৃতি পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ যজ্ঞকর্ম্মসম্পাদনার্থ গৌড়াধিপ আদিশূরের সভায় আগমন করেন। মেধাতিথি "বীরহন্তু" বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। ইহারই পুত্র শ্রীহর্ষ। মেধাতিথি নিজ ভাষ্যে আপনাকে বীরস্বামীর পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্ববাস কান্যকুব্জ, কান্যকুব্জবাসীর নিকটও নেপাল উদীচ্য। গৌড়দেশে পূর্ব্বে নেপাল ও ভোটের কম্বল প্রচলিত ছিল, এ কারণ প্রাচীন বাঙ্গালাগ্রন্থে ভোটকম্বলের উল্লেখ আছে। নৈপাল ও ভোট গৌড়বাসীর নিকট উদীচ্য, এ অবস্থায় কান্যকুব্জ ও গৌড়বাসী মেধাতিথি নেপালী 'কম্বলাজিন' উদীচ্য ধরিবেন তাহা সঙ্গত। সুপ্রসিদ্ধ কুমারিলভট্ট, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন, তিনি যেমন একজন বৈদিক মার্গপ্রবর্ত্তক বলিয়া পরিচিত, সাগ্নিক মেধাতিথিও সেইরূপ গৌড়ে বৈদিকাচার-প্রবর্ত্তকগণের অন্যতম বলিয়া প্রসিদ্ধ।

মেধাতিথি নিজ ভাষ্যে বৌদ্ধজৈনাদির মত খণ্ডন করিয়াছেন এবং আপস্তম্ব, গৌতম, নারদ, যম, বিষ্ণুস্মৃতি, কুমারিলের বার্ত্তিক ও পতঞ্জলির মহাভাষ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মেধাতিথি ৭২০ খৃষ্টাব্দে গৌড়বাসী হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহার পর ৮০ বর্ষমধ্যেই গৌড় পালাধিকারভুক্ত হইয়াছিল। গৌড়বঙ্গ দীর্ঘকাল বৌদ্ধশাসনে থাকায় পঠনপাঠনের অভাবে মেধাতিথির ভাষ্য বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, যমুনাতটবাসী কাষ্ঠার প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক নরপতি মদনপাল এই ভাষ্য উদ্ধার করেন, ইহাতে মনে হয়, মেধাতিথির কান্যকুব্জে অবস্থানকালে মনুভাষ্য রচিত হয়। এখানে তৎকালে বৈদিক-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক যশোধর্ম্মদেব বিদ্যমান ছিলেন, কুমারিলের শিষ্য ভবভূতিও তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই নিকট সম্ভবতঃ মেধাতিথি কুমারিলের মীমাংসাবার্ত্তিক অবগত হইয়াছিলেন। গৌড়াগমনকালে তাঁহার ভাষ্যের নকল কান্যকুব্জ অঞ্চলে প্রচলিত থাকা অসম্ভব নহে। তাই পশ্চিমাঞ্চল হইতে রাজা মদনপাল মেধাতিথির ভাষ্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মেধাতিথির পর খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে ভোজরাজ একখানি মনুটীকা রচনা করেন, এখন সেই টীকা পাওয়া যায় না। তৎপরে কান্যকুব্জপতি গোবিন্দরাজ খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে একখানি মনুটীকা প্রকাশ করেন। এই টীকা মুদ্রিত হইয়াছে। তৎপরে নারায়ণ সর্ব্বজ্ঞ বা সর্ব্বজ্ঞনারায়ণকৃত মনুস্মৃতিবৃত্তি রচিত হয়। তাঁহার বৃত্তি সংক্ষিপ্ত হইলেও তিনি স্বাধীন ভাবে বিশেষ বিশেষ শ্লোকের টীকা ও পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকারগণের নিবন্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। সর্ব্বজ্ঞনারায়ণের পর খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে বারেন্দ্রকুলতিলক কুল্লূকভট্ট 'মন্বর্থমুক্তাবলী' নামে প্রসিদ্ধ টীকা প্রকাশ করেন। এই টীকাখানি সর্ব্বত্র সমাদৃত।

মেধাতিথির পরই মিতাক্ষরানাম্নী যাজ্ঞবল্ক্যটীকারচয়িতা পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য বিজ্ঞানেশ্বরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ৯৯৭ হইতে ১০৩০ শকের মধ্যে চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় তিনি বিরাজ করিতেন। অসহায় ও মেধাতিথি ব্যতীত তিনি আরও কএকজন প্রাচীন ভাষ্যকারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সেই সকল ভাষ্য বা টীকা এখন পাওয়া যায় না।

চালুক্যরাজ বিক্রমাঙ্কদেবের প্রভাব যেমন সমস্ত দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত হইয়াছিল, পরমহংসপ্রবর বিজ্ঞানেশ্বরের ঋজুমিতাক্ষরাও তাঁহার অধিকার ছাড়িয়া সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়াছিল।

মুসলমান অধিকারের শেষযুগে কিছু বিরলপ্রচার হইয়া পড়িলেও ইংরাজাধিকারে মহাত্মা কোলব্রুক সাহেব এই শ্রেষ্ঠ টীকাখানির ইংরাজী অনুবাদ করিয়া প্রচার করিলে আবার মিতাক্ষরা পূর্ব্ববৎ সমস্ত ভারতে ব্যবহারজীবিগণের মধ্যেও সমাদৃত হইয়াছে।

বিজ্ঞানেশ্বরের পূর্ব্বে বিশ্বরূপ নামে একব্যক্তি যাজ্ঞবল্ক্যটীকা রচনা করিয়াছিলেন, সেই টীকা এখন পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানেশ্বরের সময়ে বা কিছু পরে শিলাহাররাজ অপরার্ক বা অপরাদিত্য ১১৩৪ হইতে ১১৫০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে একখানি বৃহৎ যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির ভাষ্য প্রণয়ন করেন। ইনি কোঙ্কণপ্রদেশে পুরীনামক স্থানে রাজত্ব করিতেন, তাঁহার এই ভাষ্য মিতাক্ষরার ন্যায় সর্ব্বজনপরিচিত না হইলেও পরবর্ত্তী স্মৃতিচন্দ্রিকা, চতুর্ব্বর্গ-চিন্তামণি, মদনপারিজাত প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্মৃতিনিবন্ধে এই অপরার্কের মত উদ্ধৃত হইয়াছে এবং ভাষ্যগ্রন্থ হইলেও ইহা 'যাজ্ঞবল্ক্যধর্ম্মশাস্ত্রনিবন্ধ' বলিয়াও পরিচিত হইয়াছিল। অপরার্ক কোথাও বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরা উদ্ধৃত করেন নাই, অথচ উভয় গ্রন্থে নানাস্থানে একই বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহাতে মনে হয় যে, উভয়েই পূর্ব্বতন কোন এক গ্রন্থের সাহায্য পাইয়াছিলেন। শিলাহাররাজ অপরার্ক আপনাকে জীমূতবাহনের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কেহ কেহ উক্ত জীমূতবাহন ও দায়ভাগ-রচয়িতা জীমূতবাহনকে অভিন্ন মনে করেন, কিন্তু উভয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি, ভিন্ন জাতীয়, ভিন্নদেশবাসী ও ভিন্ন সময়ের লোক ছিলেন। শিলাহাররাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ ক্ষত্রিয় ও কোঙ্কণবাসী দায়ভাগরচয়িতা জীমূতবাহন গৌড়বাসী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ পারিভদ্র বা পারিয়াল গাঞি, শিলাহার-জীমূতবাহনের বহু পরবর্ত্তী। অপরার্কের পূর্ব্বপুরুষের সহিত এইরূপ নামসাদৃশ্য থাকায় কেহ কেহ অপরার্কমত প্রাচীন গৌড়ীয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

অপরার্কের পর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সাহুড়িয়ানগ্রামী মহামহোপাধ্যায় শূলপাণির 'দীপকলিকা' নামে সংক্ষিপ্ত যাজ্ঞবল্ক্যটীকা পাওয়া যায়। সংক্ষিপ্ত হইলেও নারায়ণের সংক্ষিপ্ত মনুটীকার ন্যায় দীপকলিকায় যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির প্রয়োজনীয় শ্লোকগুলির সুন্দর ব্যাখ্যা আছে। রঘুনন্দন ও কমলাকর উভয়েই শূলপাণির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, এ অবস্থায় শূলপাণি যে খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর বহু পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাতে সন্দেহ নাই।

তৎপরে সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত মদনপারিজাতরচয়িতা বিশ্বেশ্বর ভট্ট রাজা মদনপালের আদেশে ১৩৬০ হইতে ১৩৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সুবোধিনী নামে মিতাক্ষরাটীকা প্রকাশ করেন।

বিশ্বেশ্বর ভট্টের টীকার পর নন্দপণ্ডিত প্রমিতাক্ষরা নামে মিতাক্ষরার একখানি টীকা রচনা করেন। কেহ কেহ মনে করেন, নন্দপণ্ডিত এ গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

'লক্ষ্মীব্যাখ্যান' বা 'বালম্ভট্টি' নামে মিতাক্ষরার ব্যবহার অধ্যায়ের আর একখানি টীকা পাওয়া যায়। বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ডের স্ত্রী ও তমালকৃষ্ণের কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবী এই সুন্দর টীকা রচনা করেন, তাঁহার নামানুসারেই এই টীকাখানি 'লক্ষ্মীব্যাখ্যান' নামে পরিচিত। ভারতীয় স্মার্ত্তসমাজে এরূপ স্মার্ত্তবিদুষী বিরল, এ কারণ মহারাষ্ট্রের পণ্ডিতসমাজ অতি ভক্তির চক্ষে 'লক্ষ্মী-ব্যাখ্যান' পাঠ করিয়া থাকেন। লক্ষ্মীদেবী আপন প্রিয়পুত্র বালম্ভট্টের নামানুসারে নিজগ্রন্থ প্রচার করেন, তজ্জন্য স্মার্ত্তসমাজে এই টীকা 'বালম্ভট্টি' নামেই পরিচিত।

বালম্ভট্টির কিছু পূর্ব্বে মিত্রমিশ্র যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির উপর 'বীরমিত্রোদয়' নামে একখানি সুবৃহৎ টীকা প্রকাশ করেন, টীকা হইলেও অপরার্কের ন্যায় এই মিত্রোদয় গ্রন্থখানি নিবন্ধমধ্যে পরিগণিত। নিবন্ধমধ্যে ইহার বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের পরই বর্ত্তমান স্মার্ত্তসমাজে বিষ্ণু ও পরাশর সমাদৃত। নন্দপণ্ডিতের কেশববৈজয়ন্তী নামে বিষ্ণুস্মৃতির টীকা পাঠ করিলে মনে হইবে যে, পূর্ব্বে বহু প্রাচীন টীকা ছিল, এখন তাহা নষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে নন্দপণ্ডিতের 'কেশববৈজয়ন্তী' বা বিষ্ণুস্মৃতিবিবৃতি একখানি উপাদেয় স্মার্ত্তগ্রন্থ বলিয়া পরিচিত। বারাণসীবাসী মহারাজ কেশবনায়কের উৎসাহে ধর্ম্মাধিকারী রামপণ্ডিতের পুত্র নন্দপণ্ডিত ১৬৭৯ সংবতে (১৬২২ খৃষ্টাব্দে) এই গ্রন্থ রচনা করেন।*

পরাশরস্মৃতির টীকাকারগণের মধ্যে মাধবাচার্য্যই প্রথম, একথা 'পরাশরস্মৃতিবিবৃতিতে' মাধবাচার্য্য স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন,

"পরাশরস্মৃতিঃ পূর্ব্বৈ ন ব্যাখ্যাতা নিবন্ধৃভিঃ।
ময়াতো মাধবাচার্য্যেণ তদ্ব্যাখ্যায়াং প্রযত্যতে॥"৯

মাধবের 'পরাশরস্মৃতিবিবৃতিই' 'পরাশরমাধব' নামে পরিচিত। এই সুবৃহৎগ্রন্থ পরাশরস্মৃতির টীকা বলিয়া গণ্য হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে এখানি দাক্ষিণাত্যে প্রধান ও প্রামাণিক স্মৃতিনিবন্ধ বলিয়া সমাদৃত। মাধবাচার্য্য বৌদ্ধাদির কুমত নিরাশ ও বৈদিক-মার্গ প্রবর্ত্তনের জন্য যে সকল ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন,

---

* "বর্ষে বিক্রমভাস্বরস্য গণিতে নন্দাদ্রিষড়্ভূমিভিঃ (১৬৭৯)
পূর্ণে কার্ত্তিকমাসি বৃশ্চিকগতে ভানৌ বৃধস্য দিনে।
কাশ্যাং কেশবনায়কস্য নৃপতেরাজ্ঞামবাপ্য স্বতে
বিকোব্যাকৃতিমাচকার বিমলাং শ্রীনন্দশর্ম্মা সুধীঃ।
ইতি শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ শ্রীবশিষ্ঠবংশাবতংস শ্রীকোড়পনায়কাত্মজ শ্রীহম্মা-নায়কাপরনামধের শ্রীকেশবনায়কপ্রোৎসাহিত শ্রীবারাণসীবাসিধর্ম্মাধিকারী শ্রীরামপণ্ডিতাত্মজশ্রীনন্দপণ্ডিতকৃতৌ বিষ্ণুস্মৃতিবিবৃতিঃ।"

তন্মধ্যে এই পরাশরস্মৃতিব্যাখ্যা একখানি, ইহা কেবল পরাশর-স্মৃতির শ্লোকবিবৃতি নহে, সমস্ত আর্য্যধর্মশাস্ত্রের সারসংগ্রহ। উদাহরণ স্বরূপ এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পরাশরের একটী শ্লোকের ব্যাখ্যায় মাধবাচার্য্য সমস্ত রাজধর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বৌদ্ধজৈনাদির মত খণ্ডন করিবার জন্যই যেন তিনি লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। গ্রন্থের উপক্রমেই তাঁহার এই উদ্দেশ্য প্রকাশিত হইয়াছে, যথা—

"অর্হচ্চার্ব্বাকবাক্যানি বৌদ্ধাদিপঠিতানি তু।
বিপ্রলম্ভকবাক্যানি তানি সর্ব্বাণি বর্জ্জয়েৎ।"

মাধবাচার্য্যের মতে প্রধানতঃ ৩৬ জন ধর্ম্মশাস্ত্রকার, এ সম্বন্ধে তাঁহার পরাশরমাধবে এইরূপ পৈঠিনসিবচন দেখা যায়—

"তেষাং মন্বঙ্গিরো ব্যাসগৌতমাত্র্যুশনোযমাঃ।
বশিষ্ঠদক্ষসংবর্ত্তশাতাতপপরাশরাঃ॥
বিষ্ণ্বাপস্তম্বহারীতাঃ শঙ্খঃ কাত্যায়নো ভৃগুঃ।
প্রচেতা নারদো যোগী বোধায়নপিতামহৌ॥
সুমন্তুঃ কশ্যপো বভ্রুঃ পৈঠিনো ব্যাস এব চ।
সত্যব্রতো ভরদ্বাজো গার্গ্যঃ কার্ষ্ণাজিনিস্তথা॥
জাবালির্জ্জমদগ্নিশ্চ লৌগাক্ষিব্র্হ্মসম্ভবঃ।
ইতি ধর্ম্মপ্রণেতারঃ ষট্‌ত্রিংশদৃষয়স্তথা॥"

এ ছাড়া তিনি আত্রেয়, আশ্বলায়ন, ঋষ্যশৃঙ্গ, কণ্ব, কৌশিক, ক্রতু, বৃদ্ধগার্গ্য, গালব, গোভিল, বৃদ্ধগৌতম, শ্লোকগৌতম, চ্যবণ, ছাগলেয়, জাতুকর্ণ্য, জৈমিনি, দেবল, ধৌম্য, নারায়ণ, বৃদ্ধপরাশর, পারস্কর, পিতামহ, পুলস্ত্য, পুলহ, বৃহৎ প্রচেতা, প্রজাপতি, বৃদ্ধ বৃহস্পতি, বৃহন্মনু, বৃদ্ধমনু, মরীচি, মুদ্গল, লঘুযম, বৃদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্য, বৃহৎ ও বৃদ্ধবশিষ্ঠ, বিবস্বৎ, বিশ্বামিত্র, ব্যাঘ্রপাদ, বৃদ্ধশঙ্খ, বৃদ্ধ শাতাতপ ও শৌনক প্রভৃতি স্মৃতিকারের মতও উদ্ধৃত হইয়াছে। কেশব-বৈজয়ন্তীকার নন্দপণ্ডিত উক্ত মাধবীয় টীকার অনুসরণ করিয়া অতি সংক্ষেপে 'বিদ্বন্মনোহরা' নামে পরাশরস্মৃতির বিবৃতি রচনা করেন।

এতদ্ভিন্ন বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্মৃতিটীকা দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে হরদত্ত-রচিত 'উজ্জ্বলা' নামে আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রের বৃত্তি এবং 'গৌতমীয় মিতাক্ষরা' নামে গৌতমস্মৃতির টীকা উল্লেখযোগ্য। হরদত্তের গ্রন্থ প্রামাণিক হইলেও সেরূপ প্রাচীন নহে। মাধবাচার্য্য, হেমাদ্রি প্রভৃতি কেহই হরদত্তের মত উদ্ধৃত করেন নাই, অথচ খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের প্রারম্ভে মিত্রমিশ্র ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। এরূপ স্থলে হরদত্তকে ১৩শ শতাব্দীর পর ও খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে হয়।

স্মৃতিনিবন্ধ (Digest)।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাবকালে ব্রাহ্মণসমাজের অবনতির সহিত বহুতর স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়াছিল, যে সকল স্মৃতি প্রচলিত ছিল, তাহার অর্থ ও পাঠ লইয়া মতভেদ চলিতেছিল। বিশেষতঃ বৌদ্ধ ও জৈনসমাজ স্ব স্ব সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম ও সমাজোপযোগী স্মৃতিসকল প্রচলন করাইয়াছিলেন। যদিও তাহার অধিকাংশ এখন বিলুপ্ত, কিন্তু এক সময় ভারতীয় আর্য্যসমাজে যে ঐ সকল স্মৃতির মত বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল, তাহা আমরা 'পরাশরমাধব' হইতে জানিতে পারি। মাধবাচার্য্য প্রাচীন নিবন্ধের মত উদ্ধৃত করিয়া এইরূপে বৌদ্ধস্মৃতিসমূহের সমালোচনা করিয়াছেন—

"অথোচ্যেত। 'মন্বাদিস্মৃতীনাং শাক্যাদিস্মৃতীনাং চাস্তি মহদ্বৈষম্যং, প্রত্যক্ষবেদৈনৈব সাক্ষান্মন্বাদিপ্রামাণ্যাঙ্গীকারাৎ। যৎ বৈ কিঞ্চ মনুরবদত্তদ্ভেষজমিতি হ্যাম্নায়তে। নত্বেবং শাক্যাদি-স্মৃত্যনুগ্রাহকং কিঞ্চিদ্বৈদিকং বচোঽস্তি। অতো নোক্তাতি-প্রসঙ্গেতি। তন্ন। যদ্বৈ কিঞ্চেত্যস্যার্থবাদত্বেন স্বার্থে তাৎপর্য্যা-ভাবাৎ। × × × মানান্তরাবিরুদ্ধানামানুবাদিনাং মন্ত্রাদীনাং স্বার্থপ্রামাণ্যমুত্তরমীমাংসায়াং দেবতাধিকরণে ব্যবস্থাপিতং। অথবাদাধিকরণে তু স্বার্থপ্রামাণ্যনিরাকরণং বিরুদ্ধানুবাদয়োঃ সাবকাশং। অতো যদ্বৈ কিঞ্চেত্যর্থবাদস্য বিধি-স্তাবকস্য স্বার্থেঽপি তাৎপর্য্যমস্তীতি ন শাক্যাদিপ্রতিবন্দী যুক্তা।" (পরাশরমাধবীয় –উপক্রম)

উদ্ধৃত বচন হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মাধবাচার্য্যের সময়ে খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতেও দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধস্মৃতি প্রচলিত ছিল। ঐ সকল স্মৃতিতে বেদবচন না থাকায় অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ মত স্থান পাওয়ায় বৈদিক ও স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণসমাজ ঐ সকল বৌদ্ধ গ্রন্থকে স্মৃতিমধ্যেই গণ্য করিতেন না।

ব্রাহ্মণসমাজ যেরূপ বেদবিরুদ্ধ স্মৃতিগুলিকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন ও তাহাদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন না, সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম্মাধিকারিগণও বেদানুগত আর্য্যস্মৃতিগুলিকে সেইরূপ ভাবে দেখিতেন। যদিও তাঁহারা তৎকালীন ভারত-সমাজোপযোগী মন্বাদি প্রাচীন স্মৃতির মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডাদি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের স্মৃতিগুলি বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের বিরোধী হওয়ায় ব্রাহ্মণ স্মার্ত্ত-সমাজ তাঁহাদের মত উপেক্ষা করিয়াছিলেন, সুতরাং সমস্ত ভারতে ব্রাহ্মণপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বৌদ্ধস্মৃতিগুলিও যে সম্পূর্ণ অপ্রচলিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? ব্রাহ্মণপ্রাধান্যে যে ভাবে বৌদ্ধস্মৃতিগুলি ভারত হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে, বৌদ্ধ-প্রাধান্য-কালে বৈদিক ব্রাহ্মণ-রচিত আর্য্যস্মৃতিগুলির অধিকাংশ যে সেই ভাবে বিরলপ্রচার হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। মনুস্মৃতির মত লইয়া বৌদ্ধস্মৃতিগুলি প্রচলিত হওয়ায়

সেই সকল বেদবিরোধী স্মৃতিমতই অনেক স্থানে আর্য্যসমাজে বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং বৈদিকপ্রাধান্য-স্থাপনের সঙ্গে আবার প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহের মতপ্রচারের প্রয়োজন হইয়াছিল।

যদিও শুঙ্গমিত্র, কাণ্ব ও গুপ্তবংশের অভ্যুদয়-কালে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের সূচনা দেখি, কিন্তু তত্তৎ সময়ে বৌদ্ধ ও আর্হত মতও বিশেষ প্রবল ছিল। রাজগণও কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ বা শ্রমণের সমাদর করিতেন। সুতরাং বোধ হয় এ সময় ব্রাহ্মণ স্মার্ত্তগণ সময়াচারের উপযোগী ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রচারে সুবিধা পান নাই। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে বৌদ্ধপ্রভাব, আবার খৃঃ ৮ম শতাব্দী হইতে বৈদিক ব্রাহ্মণাভ্যুদয়ের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে প্রসিদ্ধ মীমাংসক কুমারিল দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধ ও জৈনমত খণ্ডন করিয়া বৈদিকমতপ্রতিষ্ঠার জন্য যে মীমাংসা-বার্ত্তিক প্রচার করিয়াছিলেন, খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁহার শিষ্য ভবভূতি কান্যকুব্জে সেই বৈদিকমত প্রচার করিতেছিলেন, ভবভূতির সুপ্রসিদ্ধ নাটক-কাব্যসমূহের বৈদিক ধর্ম্মাভ্যুদয়ের চিত্র পরিলক্ষিত হয়।

তৎকালে আর্য্যাবর্ত্তে যে সকল হিন্দু নরপতি বৈদিক ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন, তন্মধ্যে কান্যকুব্জপতি কমলায়ুধ যশোবর্ম্মদেবের নাম সর্ব্বপ্রধান। [যশোবর্ম্মদেব দেখ।] এই যশোবর্ম্ম দেবের সভায় আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বিদ্যমান ছিলেন। ইহারই সভায় প্রাচীন ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মত-প্রচারার্থ সর্ব্বপ্রথম স্মৃতিনিবন্ধ রচিত হয়। সেই প্রথম স্মৃতিনিবন্ধের নাম 'স্মৃতিবিবেক'; নিবন্ধকার স্বয়ং মেধা-তিথি ভট্ট। স্মৃতিবিবেকের পূর্ব্বে অপর নিবন্ধ প্রচারিত থাকা কিছু অসম্ভব নহে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তৎপূর্ব্ববর্ত্তী স্মৃতিনিবন্ধের নাম পর্য্যন্ত বাহির না হওয়ায় স্মৃতিবিবেককে প্রথম নিবন্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। দুঃখের বিষয়—এই 'স্মৃতিবিবেক' খানিও অধুনা অপ্রচলিত, মেধাতিথি মনুভাষ্যে এই 'স্মৃতিবিবেক'বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং মনুভাষ্যরচনার পূর্ব্বে তিনি স্মৃতি-বিবেক রচনা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে মনুভাষ্য প্রসঙ্গে মেধাতিথির সংক্ষেপে পরিচয় দিয়াছি। ৭৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি গৌড়রাজসভায় আগমন করেন। এ অবস্থায় খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে 'স্মৃতিবিবেক' রচিত হইয়া থাকিবে।

খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে কোন নিবন্ধকারের সন্ধান পাইতেছি না। সম্ভবতঃ এই সময় উত্তররাঢ়ে কাঞ্জীবিল্লীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণপ্রবর-নারায়ণ ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ করেন। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর শেষ ভাগে সুপ্রসিদ্ধ ভবদেব ভট্টের আবির্ভাব। তিনিও সিদ্ধল-গ্রামী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এক জন প্রধান মীমাংসক, প্রধান স্মার্ত্ত এবং বঙ্গাধিপ হরিবর্ম্মদেবের একজন প্রধান অমাত্য ছিলেন। তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি কেবল রাঢ় বলিয়া নহে, বঙ্গ ও উৎকল পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া ছিল। তাঁহার উপাধি 'বালবলভীভুজঙ্গ'। তিনি স্মৃতিকৌস্তুভ প্রভৃতি কতকগুলি স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করেন। তাঁহার সামবেদীয় সংস্কারপদ্ধতি অনুসারে অদ্যাপি গৌড়বঙ্গবাসী সামবেদীয় ব্রাহ্মণদিগের সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। 'পাশ্চাত্য নির্ণয়ামৃত' নামে তাঁহার আর একখানি নিবন্ধের সন্ধান পাই।

খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পরমারবংশীয় মালবপতি ভোজরাজের অভ্যুদয়। তিনি 'কামধেনু' নামে একখানি বৃহৎ স্মৃতিনিবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবাদ এইরূপ, এতবড় স্মৃতি-নিবন্ধ তৎপূর্ব্বে আর কেহ লিপিবদ্ধ করেন নাই। এই সংগ্রহ-খানি এখন বিলুপ্ত, পরবর্ত্তী নিবন্ধকারগণ কেহ কেহ ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'ব্যবহারসমুচ্চয়' নামে একখানি নিবন্ধ ভোজরাজের নামে প্রচলিত দেখা যায়। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর ১ মাংশে কান্যকুব্জপতি গোবিন্দচন্দ্র সমাজসংস্কারে মনোযোগী হন, তাঁহার সান্ধিবিগ্রহিকামাত্য লক্ষ্মীধর ভট্ট ১২টী কাণ্ডে বিভক্ত 'কৃত্যকল্পতরু' নামে এক স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করেন। শিলাহারপতি অপরাদিত্য ১১৪০ হইতে ১১৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 'অপরার্ক' নামে সুবৃহৎ 'যাজ্ঞবল্ক্যধর্ম্মশাস্ত্রনিবন্ধ' প্রকাশ করেন। পূর্ব্বেই ইহার পরিচয় দিয়াছি। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে পালবংশের সঙ্গে গৌড়বঙ্গে বৌদ্ধশাসন বিলুপ্ত হয়। এই সময় পরমশৈব সেনরাজগণের যত্নে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ হিন্দুসমাজসংস্কার-কল্পে নানা পুরাণ ও তন্ত্রগ্রন্থপ্রচারের সঙ্গে স্মৃতিনিবন্ধ প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তন্মধ্যে গৌড়াধিপ বল্লালসেনের গুরুকল্প বারেন্দ্রবাসী চাম্পাহট্টীয় অনিরুদ্ধ ভট্ট 'স্মৃতিসংগ্রহ' ও 'হারলতা' নামে দুই খানি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। তাঁহারই আনুকূল্যে ১০৯১ শকে (১১৬৯ খৃষ্টাব্দে) বল্লালসেন 'দানসাগর' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রচার করেন। 'অদ্ভুতসাগর' নামক বৃহৎ জ্যোতির্নিবন্ধগ্রন্থও মহারাজ বল্লালসেনের আর এক কীর্ত্তি। উক্ত বর্ষে বল্লালসেন কালগ্রাসে পতিত হইলে তাঁহার প্রিয় পুত্র মহারাজ লক্ষ্মণসেন ১০৯২ শকে বা ১১৭০ খৃষ্টাব্দে 'অদ্ভুতসাগর' সম্পূর্ণ করেন। [বল্লালসেন শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

ঐ শতাব্দীতে কেশবাদিত্যের পুত্র দেবণভট্ট 'স্মৃতিচন্দ্রিকা' নামে একখানি বৃহৎ স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করেন, আচার ও প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে এত বড় স্মৃতিনিবন্ধ তৎপূর্ব্বে আর কেহ প্রকাশ করেন নাই।

ঐ শতাব্দীতে গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেনের সভায় হলায়ুধ, ঈশান ও পশুপতি এই পণ্ডিত ভ্রাতৃত্রয় বিরাজ করিতেন। ধর্ম্মাধিকারী

হলায়ুধ 'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব' এবং ঈশান ও পশুপতি পদ্ধতি গ্রন্থ লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কাহারও মতে, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণপ্রবর মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি সাহুড়িয়ানও ঐ সময়ে 'প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক' প্রকাশ করেন।

খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে শ্রীধরাচার্য্য নামে এক ব্যক্তি 'আদি-স্মৃত্যর্থসার' নামে একখানি উৎকৃষ্ট নিবন্ধ রচনা করেন। ইনি গোবিন্দরাজের নামোল্লেখ করিয়াছেন, হেমাদ্রি আবার ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন, এ ছাড়া 'শ্রীধরীয়' নামে একখানি বৃহৎ ধর্ম্মশাস্ত্রনিবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহার বচন প্রয়োগ-পারিজাত ও সংস্কার-কৌস্তুভে উদ্ধৃত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দে যে সকল নিবন্ধকার আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে যাদবরাজ মহাদেবের শ্রীকরণাধিপ হেমাদ্রি সর্ব্বপ্রধান। তাঁহার 'চতুর্ব্বর্গচিন্তামণির' তুল্য বৃহৎ নিবন্ধগ্রন্থ আর কেহ লেখেন নাই। তিনি স্মৃতিসমুদ্রমন্থন করিয়া এই 'চতুর্ব্বর্গ-চিন্তামণি' প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেবল দাক্ষিণাত্য বলিয়া নহে, ভারতের সর্ব্বত্রই হেমাদ্রি একজন প্রধান নিবন্ধকার বলিয়া স্মার্ত্তসমাজে পূজা পাইয়া আসিতেছেন। এই বৃহৎ গ্রন্থ ৫ খণ্ডে বিভক্ত, যথা—১ ব্রত, ২ দান, ৩ তীর্থ, ৪ মোক্ষ, ও ৫ পরিশেষ খণ্ড।

হেমাদ্রির পরই প্রধান গৌড়ীয় স্মার্ত্ত জীমূতবাহনের নাম করা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ইনি রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, পারিভদ্র বা 'পারিয়াল' গ্রামী। ইনি 'ধর্ম্মরত্ন' নামে একখানি উৎকৃষ্ট নিবন্ধ রচনা করেন, ভারতপ্রসিদ্ধ 'দায়ভাগ' গ্রন্থ উক্ত ধর্ম্মরত্নেরই এক অংশ।

খৃষ্টীয় ১২শ ও ১৩শ শতাব্দে সর্ব্বত্রই মুসলমানশাসন বিস্তৃত হইয়াছিল, এবং যেখানে যেখানে বৌদ্ধ ও জৈনসমাজ বিদ্যমান ছিল, মুসলমান-উৎপীড়নে সেই সকল সমাজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। পাছে হিন্দু সাধারণে মুসলমান আচার অবলম্বন না করিতে পারে এবং সাধারণের মধ্যে যাহাতে ব্রাহ্মণভক্তি ও স্মার্ত্ত-ধর্ম্মানুরাগ বর্দ্ধিত হয়, এই কারণে খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে আর্য্যাবর্ত্তের নানা স্থানে বহুতর নিবন্ধকারের অভ্যুদয় দৃষ্ট হয়। স্থানীয় সামন্ত নৃপতিগণ এই সকল নিবন্ধকারের উৎসাহদাতা বা প্রতিপালক ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে চণ্ডেশ্বর, বিশ্বেশ্বর ভট্ট, শেষ নৃসিংহ ও লখিমা দেবীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কয়জনের মধ্যে চন্দ্রেশ্বর ঠকুর সর্ব্বপ্রধান। তিনি মিথিলাধিপ মহারাজ হরসিংহ দেবের মন্ত্রী ছিলেন। মিথিলার পুরাবৃত্ত আলোচনা করিলে জানিতে পারি, মহারাজ হরসিংহদেব কর্ণাটক্ষত্রিয়বংশীয় একজন পরমধার্ম্মিক তেজস্বী স্বাধীন হিন্দু নৃপতি ছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী চণ্ডেশ্বর "স্মৃতিরত্নাকর" নামে এক বৃহৎ স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করেন। তাঁহার এই নিবন্ধ ৭টী রত্নাকরে বিভক্ত, ১ম কৃত্য, ২ দান, ৩ ব্যবহার, ৪ শুদ্ধি, ৫ পূজা, ৬ বিবাদ, ও ৭ গৃহস্থরত্নাকর। তাঁহার "বিবাদরত্নাকর" হইতে জানিতে পারি যে, তিনি ১২৩৬ শকে (১৩১৪ খৃষ্টাব্দে) বাগ্‌বতী নদীতীরে স্বর্ণতুলায় তুলিত হইয়াছিলেন।[১] তাঁহার তত্ত্বাবধানে "কৃত্যচিন্তামণি" নামে আর একখানি সুন্দর স্মৃতিনিবন্ধ রচিত হয়।[২] তাঁহার উৎসাহদাতা হরসিংহদেব দিল্লীশ্বর ১ম তুগ্‌লক শাহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে পরাজিত হইয়া তিনি নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ১২৪৫ শকে (১৩২৩ খৃষ্টাব্দে) নেপালের ভাট্‌গাঁও নামক স্থানে গিয়া তিনি রাজধানী করেন।*

এই শতাব্দীতে 'মদনরত্ন' বা 'মদনরত্নপ্রদীপ' নামে আর একখানি নিবন্ধ রচিত হয়। কেহ কেহ এই নিবন্ধখানিও মদন-পালের রচিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই গ্রন্থখানি "মহারাজাধিরাজ শ্রীশক্তিসিংহদেবাত্মজ মহারাজাধিরাজ মদনসিংহদেববিরচিত"। খণ্ডেরায়, কমলাকর প্রভৃতি মদনরত্ন হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করায় এই গ্রন্থখানি খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর শেষ বা খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর নিবন্ধ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। পূর্ব্ববর্ণিত মিথিলাধিপতি হরসিংহদেবও শক্তি-

---

(১) "কল্পক্রমে বাপ্যথ পারিজাতে হলায়ুধে বাপ্যথ বা প্রকাশে।
যৎসারমস্মাদধিকঞ্চ তত্তদ্দধাতি রত্নাকর এক এব ॥১
শ্রীকৃত্যদানব্যবহারশুদ্ধিপূজাবিবাদেষু তথা গৃহস্থে।
রত্নাকরা ধর্ম্মভুবো নিবন্ধাঃ কৃতাঞ্জলাপুরুষদেন সপ্ত ॥৩
রসগুণভুজচন্দ্রৈঃ সম্মিতে শাকবর্ষে
সহসি ধবলপক্ষে বাগ্‌বতী-সিন্ধুতীরে।
অদিততুলিতমুচ্চৈরাত্মনা স্বর্ণরাশিং
নিবিরখিলগুণানামুত্তমঃ সোমনাথঃ ॥"
(কৃত্যরত্নাকরে বিবাদরত্নাকর)

(২) "শাকে সিন্ধুরদোর্মহীধরমহীমানে মনোজ্ঞে সতাং
ভেশাশেষভশোধনাত্তপরলগ্নাক্রিয়ং কশ্চন।
ভূভৃদ্রাজসুতাংঘ্রিযুগ্মকমলং সৎকৃত্যচিন্তামণিং
চিন্তাং দেবগণৈর্বিচিন্ত্য নভসি প্রত্যক্ষি মে ব্যালিখৎ ॥
চণ্ডেশ্বরেণ কবিনা কৃত এষ সারঃ
গ্রন্থঃ সভাপতিবরেণ বিলোক্য রাজ্ঞঃ।
নানা প্রবন্ধঘটনাটনশাস্ত্রসংঘাৎ
মাজ্ঞো হি পণ্ডিতবরৈরধিনিবেদনং মে ॥" (কৃত্যচিন্তামণি)

* Pischel, *Katalog, d Bibl. d. D M G*, II p. 8.

সিংহদেবের বংশধর বলিয়া পরিচিত। এ অবস্থায় মদনসিংহ ও হরসিংহদেব উভয়ে একবংশীয় কি না, অনুসন্ধেয়।

কর্ণাটক হরসিংহদেব নেপালে গিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলে ব্রাহ্মণ কামেশ্বর ঝার পুত্র ভবেশ বা ভবসিংহ দিল্লীশ্বরের অনুগ্রহে মিথিলার আধিপত্য লাভ করেন, তৎপুত্র হরিসিংহদেবও চণ্ডেশ্বরকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এ কারণ কৃত্যরত্নাকরে কর্ণাটকরাজ হরসিংহ ও ব্রাহ্মণরাজ হরিসিংহ উভয়ের নামই দৃষ্ট হয়।

মিথিলাধিপ হর ও হরিসিংহদেব যেরূপ প্রধান স্মার্ত্তগণের উৎসাহদাতা ছিলেন, যমুনাতটবর্ত্তী কাষ্ঠাধিপতি মদনপালও সেইরূপ একজন। রাজা মদনপাল নিজে সুপণ্ডিত এবং সকল প্রধান প্রধান পণ্ডিতের গুণানুরক্ত ছিলেন। [মদনপাল দেখ] তাঁহারই আশ্রয়ে ও উৎসাহে এবং তাঁহারই নামানুসারে বিশ্বেশ্বরভট্ট 'মদনপারিজাত' বা 'মদনপালনিবন্ধ' নামক সুপ্রসিদ্ধ নিবন্ধগ্রন্থ (১৩৬০ হইতে ১৩৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে) প্রণয়ন করেন। এই বৃহৎ 'পারিজাত' নয়টী স্তবকে গ্রথিত, ১ম ব্রহ্মচর্য্য, ২ গৃহস্থ, ৩ আহ্নিক, ৪ গর্ভাধানাদিসংস্কার, ৫ অশৌচ, ৬ দ্রব্যশুদ্ধি, ৭ শ্রাদ্ধ, ৮ বিভাগ ও ৯ প্রায়শ্চিত্ত। মদনপারিজাত ব্যতীত বিশ্বেশ্বর রাজা মদনপালের সময় 'মহাদানপদ্ধতি' ও স্মৃতিকৌমুদী এবং তৎপুত্র মান্ধাতার সময় 'মহার্ণব' বা 'মহার্ণবকর্ম্মবিপাক' নামে আর একখানি বৃহৎ নিবন্ধ রচনা করেন। মদনপারিজাতের পর নৃসিংহ 'প্রয়োগপারিজাত' নামে আর একখানি নিবন্ধ প্রণয়ন করেন। এই নিবন্ধখানি সংস্কার, পাকযজ্ঞ, আধান, আহ্নিক ও ষোড়শকর্ম্মকাণ্ড এই পঞ্চ কাণ্ডে বিভক্ত। তাঁহার রচিত 'গোত্রপ্রবরনির্ণয়' গ্রন্থখানিও কেহ কেহ প্রয়োগপারিজাতের পঞ্চকাণ্ডের অন্তর্গত মনে করেন।

কেহ কেহ মনে করেন, উক্ত নৃসিংহ ভট্টই কাশীরাজ গোবিন্দচন্দ্রের উৎসাহে 'গোবিন্দার্ণব' বা 'স্মৃতিসাগর' নামে একখানি বৃহৎ নিবন্ধ প্রণয়ন করেন। 'স্মৃতিসাগর'রচয়িতা শেষ নৃসিংহ উক্ত কাশীরাজের মন্ত্রী বলিয়া পরিচয় দান করিয়াছেন, কিন্তু প্রয়োগপারিজাতের রচয়িতা এরূপ কোন পরিচয় দেন নাই। 'গোবিন্দার্ণব' ৬টী বীচিতে বিভক্ত—১ম সংস্কার, ২ আহ্নিক, ৩ শ্রাদ্ধ, ৪ শুদ্ধি, ৫ কাল, ৬ শেষ বা প্রায়শ্চিত্তবীচি।

খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর শেষভাগে নন্দপদ্রক নামক স্থানে দুর্গসিংহ নামে এক সামন্ত নৃপতি রাজত্ব করিতেন, তাঁহার মন্ত্রী কর্ণসিংহের উৎসাহে পদ্মনাভের পৌত্র ও "কাহ্নড়হস্থ" ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে 'সারগ্রহকর্ম্মবিপাক' নামে কর্ম্মবিপাক সম্বন্ধীয় এক বৃহৎ নিবন্ধ প্রকাশ করেন। ঐ সময়ে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে লখিমাদেবী 'বিবাদচন্দ্র' নামে প্রসিদ্ধ বিবাদ (civil law) সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রকাশ করেন। কাহারও কাহারও মতে 'বালম্‌ভট্টী' ও 'বিবাদচন্দ্র' এক লখিমাদেবীর নামেই প্রচলিত।* কিন্তু উভয় গ্রন্থের লখিমাদেবী যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। একজন হইতেছেন মিথিলাধিপ চন্দ্রসিংহের মহিষী, অপর হইতেছেন বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ডের পত্নী। সুপ্রসিদ্ধ চণ্ডেশ্বর ঠকুরের উৎসাহদাতা হরিসিংহদেব মিথিলাধিপ ভবেশের পুত্র এবং লখিমাদেবীর স্বামী চন্দ্রসিংহ উক্ত ভবেশের প্রপৌত্র ছিলেন। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, লখিমাদেবী নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র মিসরুমিশ্রের নামে বিবাদচন্দ্র প্রচার করেন।† কিন্তু আমাদের মনে হয়, পণ্ডিত মিসরুমিশ্র তাঁহার আশ্রয়দাত্রী লখিমাদেবীর নামেই স্বরচিত নিবন্ধ চালাইয়াছিলেন।

তৎপরে একচক্রাধিপ সূর্য্যসেনের আদেশে অল্লাড়নাথসূরি 'নির্ণয়ামৃত' নামে একখানি নিবন্ধ রচনা করেন।

খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে যে সকল নিবন্ধকার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্য স্বামী সর্ব্বপ্রধান, তিনি বিজয়নগরাধিপ ১ম বীরবুক্করায়ের প্রধান মন্ত্রী এবং দাক্ষিণাত্যে বৈদিকপ্রাধান্যপ্রতিষ্ঠায় প্রধান উদ্যোগী। পূর্ব্বে স্মার্তটীকার ইতিহাসপ্রসঙ্গে জানাইয়াছি যে, তিনি বৌদ্ধ ও জৈনাদির স্মৃতিমত খণ্ডন করিয়া বিশুদ্ধ বৈদিকমত-প্রতিষ্ঠার জন্য কেবল বেদভাষ্য বলিয়া নহে, 'পরাশরমাধবীয়' নামে এক বৃহৎ স্মৃতিনিবন্ধ প্রকাশ করেন। [মাধবাচার্য্য ও বিজয়নগর শব্দ দ্রষ্টব্য।] তাঁহার সময় হইতে অদ্যাপি মান্দ্রাজপ্রদেশে 'পরাশরমাধবীয়ের' মত চলিতেছে।

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে গুজরাটের অণহিল্ল-পাটক বা অণ্‌হিল্‌-বাড়পাটনে এক বিখ্যাত স্মার্ত্ত পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম লক্ষ্মীধর। স্মার্ত্ত গ্রন্থ বর্ণিত পরস্পর বিরুদ্ধ যুক্তি গুলির সমালোচনা করিয়া 'বিরুদ্ধবিধিবিধ্বংস' নামেএকখানি সুন্দর নিবন্ধ প্রণয়ন করেন। এই নিবন্ধ হইতে জানা যায় যে আনন্দপুরের নাগরব্রাহ্মণবংশে কাশ্যপগোত্রে লক্ষীধরের জন্ম। তাঁহার পিতা মল্লদেব 'সুভাষিতাবলী' রচনা করেন। তাঁহার পিতামহ বামন শাকম্ভরীপতি পৃথ্বীরাজের 'সান্ধিবিগ্রহিকামাত্য' ও তাঁহার খুল্লপিতামহ স্কন্দ 'সেনাধিপ' ছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ সোঢ়ও শাকম্ভরীর অধীশ্বর সোমেশ্বরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। স্কন্দ মুসলমানদিগকে বহুবার জয় করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন এবং বামন নিরাপদে থাকিবার জন্য অপরিমিত ধনরাশি লইয়া অণহিল্লপাটকে আসিয়া বাস করেন।

---

* Aufrecht's Catalogus Catalogorum, Part I, p. 537A

† Eggling's India Office Catalogue, Part IV.

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে অদ্বিতীয় পণ্ডিত রায়মুকুট বৃহস্পতির জন্ম। তিনিও গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের জন্য এক খানি বৃহৎ স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করিয়া ছিলেন, এখন তাহা দুষ্প্রাপ্য। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন 'রায়মুকুটপদ্ধতি' হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে দলপতির পূর্ব্বপুরুষ সংগ্রাম-শাহের উৎসাহে দামোদর ঠক্কুর 'সংগ্রামসাহীয় বিবেকদীপিকা' এবং 'দিব্যনির্ণয়' নামে দুইখানি নিবন্ধ প্রকাশ করেন।

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে দক্ষিণাপথে মুসলমানশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমানরাজগণ হিন্দুশাস্ত্রানুসারেই হিন্দুগণের বিচারের ব্যবস্থা করিতেন, তজ্জন্য তাঁহাদের সময়েও বহুতর স্মৃতিনিবন্ধ রচিত হইয়াছিল। এই সকল নিবন্ধের মধ্যে 'নৃসিংহপ্রসাদ' নামক বৃহৎ নিবন্ধখানি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। আহ্মদনগরাধিপ নিজামশাহের প্রধান মন্ত্রী নৃসিংহ দলপতি এই বৃহৎ নিবন্ধখানি প্রকাশ করেন। নিজামশাহ ১৪৮৯ হইতে ১৫০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সুতরাং এই সময়মধ্যেই 'নৃসিংহপ্রসাদ' রচিত হয়। এই সুবৃহৎ নিবন্ধখানি ১২টী সার বা খণ্ডে বিভক্ত। যথা—১ সংস্কার, ২ আহ্নিক, ৩ শ্রাদ্ধ, ৪ কালনির্ণয়, ৫ ব্যবহার, ৬ প্রায়শ্চিত্ত, ৭ কর্ম্মবিপাক, ৮ ব্রত, ৯ দান, ১০ শান্তি, ১১ তীর্থ ও ১২ প্রতিষ্ঠাসার।[৩] একসময় মুসলমানশাসিত দক্ষিণাপথে নৃসিংহপ্রসাদের বিশেষ সমাদর ছিল এবং এই নিবন্ধ অনুসারেই হিন্দুগণের বিচার ও শাসনকার্য্য সম্পন্ন হইত।

খৃষ্টীয় ১৫ শতাব্দীর শেষভাগে ও ১৬শ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভারতের সর্ব্বত্রই নিবন্ধরচনার চেষ্টা দেখা যায়। এই শতাব্দীর নিবন্ধকারগণের মধ্যে বাচস্পতিমিশ্র ও স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের নাম সর্ব্ব প্রথমে উল্লেখ করা যাইতে পারে। যে সময় মিথিলায় ব্রাহ্মণরাজ হরিনারায়ণ (ভৈরবসিংহ) প্রবলপ্রতাপে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন এবং নিকটবর্ত্তী মুসলমানরাজগণের ভীতির কারণ হইয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহারই সভায় স্মার্ত্তপ্রবর বাচস্পতিমিশ্রের অভ্যুদয়। তিনি স্মৃতিচিন্তামণি, স্মৃতিসারসংগ্রহ, দ্বৈতনির্ণয়, তিথিনির্ণয়, কৃত্যমহার্ণব প্রভৃতি বহুতর নিবন্ধ রচনা করেন। তাঁহার 'কৃত্যমহার্ণব' (প্রায় ১৪২৩ শক=১৫০১ খৃঃঅঃ) রাজা হরিনারায়ণের আদেশে এবং 'দ্বৈতনির্ণয়' উক্ত ভৈরব-সিংহের মহিষী জয়ার আদেশে বিরচিত হইয়াছে বলিয়া নিজে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার নিবন্ধাবলির মধ্যে 'স্মৃতি-চিন্তামণি' অতি বৃহৎ গ্রন্থ, ইহা ৫ চিন্তামণি বা ৫ খণ্ডে বিভক্ত। যথা—১ম আচার, ২ বিবাদ, ৩ ব্যবহার, ৪ শ্রাদ্ধ ও ৫ প্রায়শ্চিত্ত-চিন্তামণি। বঙ্গদেশে যেমন স্মার্ত্ত রঘুনন্দন, মিথিলায় সেইরূপ বাচস্পতিমিশ্রের মত প্রচলিত।

বাচস্পতিমিশ্রের সময়েই মিথিলাধিপ ভৈরবসিংহের আদেশে বর্দ্ধমান 'দণ্ডবিবেক' নামক একখানি নিবন্ধ রচনা করেন।[৪]

স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের 'অষ্টাবিংশতিস্মৃতিতত্ত্ব' বঙ্গে নব্যস্মৃতি ও এখানকার স্মার্ত্তসমাজে সর্ব্বপ্রধান প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত ছিল।* তাঁহার এই স্মৃতিতত্ত্বের বিষয়সূচী পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। কোন্ সময়ে এই বৃহৎ নিবন্ধ রচিত হয় তাহা লইয়া মতভেদ আছে। কাহারও মতে তাঁহার—

'বিধুবং মীনকন্যার্দ্ধে দ্বেকাক্ষীন্দ্রশকাব্দকে।"

এই জ্যোতিস্তত্ত্বধৃত বচনানুসারে ১৪২১ শকে (১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার নিবন্ধ রচিত হইয়াছে। কিন্তু এই জ্যোতিস্তত্ত্বেই আবার "নবাষ্টশক্রহীনেন শকাব্দাঙ্কেন পূরিতা" এই বচন হইতে ১৪৮৯ শক পাওয়া যাইতেছে। এরূপ স্থলে মনে হয় যে, ১৪২১ শকে তাঁহার জন্ম ও ১৪৮৯ শকে তাঁহার গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়া থাকিবে! তিনি মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সময় বিদ্যমান ছিলেন, সর্ব্বত্রই এরূপ প্রবাদ আছে।

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে ও ১৬ শতাব্দীর প্রথমভাগে 'জটমল্লবিলাস' নামে একখানি বৃহৎ নিবন্ধের সন্ধান পাওয়া যায়। স্বর্ণপুরীরাজ কোশলবংশীয় জটমল্লের উৎসাহে শ্রীধরনামে এক পণ্ডিত এই নিবন্ধ সঙ্কলন করেন। জটমল্লের পিতার নাম ধারমল্ল, পিতামহ বালচন্দ্র ও প্রপিতামহ ঢোল। ঢোল দিল্লীশ্বরের সর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে 'সরস্বতীবিলাস', 'অনূপবিলাস',

---

(৩) "নিজামসাহসাম্রাজ্যধুরন্ধরমহীপতিঃ।
শ্রীনৃসিংহপ্রসাদস্ত তনুতে ধর্ম্মসংবিদে॥
প্রয়োগপারিজাতাদি নিবন্ধাঃ সন্তি যদ্যপি।
শাস্ত্রজ্ঞস্যেব চাত্রাপি মৃগোংপ্রত্যক্ষমন্তরম্॥
শ্রীনৃসিংহপ্রসাদেঽস্মিন্নিবন্ধে ধর্ম্মকাশকাঃ।
সারা দ্বাদশ বৈ প্রোক্তা দ্বাদশাদিত্যসন্নিভাঃ॥"
(নৃসিংহপ্রসাদ—উপক্রমে)

(৪) 'যঃ শ্রীকুলসেনমুপনীতসমস্তসেনমাশ্রীরসৈনিকমিবাস্বমতে নিযুঙ্ক্তে।
গৌড়েশ্বরপ্রতিশরীরমতিপ্রতাপঃ কেদাররায়মবগচ্ছতি দারতুল্যঃ॥৪
উচ্ছৃঙ্খলপ্রকলখণ্ডনপণ্ডিতেন শ্রীভৈরবেণ মিথিলাপৃথিবীশ্বরেণ।
তেনানুকম্প্য সঙ্করপ্যবলোক্যমানা শ্রীবর্দ্ধমানকৃতিনোঽস্তু কৃতিঃ কৃতার্থা॥৫
জ্যায়ান্ গণ্ডকমিশ্রঃ শঙ্করবাচস্পতী চ মে গুরবঃ।
নিখিলনিবন্ধসমাসপ্রয়াসমেনং সমানুজানন্তু॥৬" (বর্দ্ধমানের দণ্ডবিবেক)

* অবশ্য একথা বলা বাহুল্য যে, অধুনা মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারপ্রমুখ পণ্ডিতগণ স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের অনেক কথাই অপ্রামাণিক বলিয়া স্ব স্ব নিবন্ধে খণ্ডন করিয়াছেন।

'দুর্গাবতীবিলাস' প্রভৃতি "বিলাস" অভিধাযুক্ত আরও কতকগুলি নিবন্ধ রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে 'সরস্বতীবিলাস' একখানি প্রধান নিবন্ধ গ্রন্থ বলিয়া দাক্ষিণাত্যে সমাদৃত। উৎকলাধিপতি গজপতি প্রতাপরুদ্রদেবের ঐকান্তিক যত্নে ও তত্ত্বাবধানে 'সরস্বতীবিলাস' রচিত হয়। ইহাতে ১ম শাস্ত্রমুখস্বরূপনিরূপণ, ২ ধর্ম্মস্থান-ব্যবস্থান, ৩ ব্যবহারেতিকর্ত্তব্যতা, ৪ প্রতিষ্ঠাবাদ, ৫ উত্তরস্বরূপ, ৬ লিখিতভুক্তি, ৭ ঋণাদান, ৮ ব্রতনানাপকর্ম্ম, ৯ অস্থাবিক্রীয়, ১০ বিক্রীয়াসুখাদান, ১১ ক্রীতানুশয়, ১২ সময়ানপকর্ম্ম, ১৩ অপ্রতিবন্ধ-দায়বিভাগ, ১৪ দায়বিভাগ, ১৫ সাহস, ১৬ বাক্‌পারুষ্য, ১৭ দণ্ডপারুষ্য, ১৮ দ্যূতসমাহ্বয় ও ১৯ দণ্ডবিধিপ্রকরণ আছে। প্রায় ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে এই নিবন্ধ রচিত হয়।

তৎপরে "দুর্গাবতীপ্রকাশ" বা "সময়াবলোক" নামে এক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। নর্ম্মদাতটবাসী রাজা দলপতির প্রধানা মহিষী ও বীরসাহির মাতা রাণী দুর্গাবতীর উৎসাহে পদ্মনাভ ভট্টাচার্য্য এই বৃহৎ নিবন্ধ রচনা করেন। পদ্মনাভ উক্ত বীরসাহির নামানুসারে ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে 'বীরচম্পূ' রচনা করেন, তৎপূর্ব্বেই তাঁহার 'দুর্গাবতীবিলাস' রচিত হইয়া থাকিবে।

ইহার পরে মধ্যপ্রদেশে গৌরবংশীয় জৈত্রসিংহের বংশধর কনকসিংহের পুত্র কীর্ত্তিসিংহের সময়ে তাঁহার অমাত্য 'স্বরাট্ সম্রাট্ অগ্নিচিৎ' উপাধিযুক্ত বিষ্ণুশর্ম্মা 'কীর্ত্তিপ্রকাশ' নামে একখানি নিবন্ধ রচনা করেন।

যে সময়ে দাক্ষিণাত্যে 'দুর্গাবতীপ্রকাশ' বিরচিত হয়, সেই সময় দিল্লীশ্বর অকবরের প্রধান অর্থসচিব টোডরমল্ল 'আচারোদ্দ্যোত', 'কালনির্ণয়' ও 'ব্যবহারসৌখ্য' নামে কএকখানি নিবন্ধ প্রকাশ করেন।

এই সময়ে বা ইহার কিছু পরে দাক্ষিণাত্যে বরদরাজ নামে একজন প্রধান স্মার্ত্তপণ্ডিত "বরদরাজীয়" নামে একখানি স্মৃতি-নিবন্ধ সঙ্কলন করেন, ইহাতে আচার, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত এই তিন বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার নিজের মত প্রকাশ না করিয়া প্রাচীন স্মৃতিরচনই অধিকাংশ স্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে বারাণসীধামে এক বিখ্যাত স্মার্ত্ত ভট্ট-বংশের অভ্যুদয় হয়। এই বংশে রামকৃষ্ণ, দিবাকর বা দিনকর, কমলাকর, বিশ্বেশ্বর বা গাগাভট্ট ও অনন্ত ভট্ট প্রভৃতি স্মার্ত্তনিবন্ধকারগণ জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের মধ্যে রামকৃষ্ণ ভট্ট কমলাকরের পিতা, দিবাকর বা দিনকর তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর, গাগাভট্ট তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং অনন্ত ভট্ট তাঁহার পুত্র, এই কয়জনই প্রধান স্মার্ত্ত পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের রচিত ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু নিবন্ধ গ্রন্থ প্রচলিত আছে। দিনকর ভট্ট অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, তিনি 'ঋণার্থসার, কর্ম্মবিপাকসার, ভাট্ট দিনকর ও শান্তিসার' রচনা করেন। মহারাষ্ট্রীয় ছত্রপতি শিবাজীর উৎসাহেও তিনি 'দিনকরোদ্দ্যোত' বা 'শিবদ্যুমণিদীপিকা' নামে এক বৃহৎ নিবন্ধ আরম্ভ করেন। পুস্তক শেষ না হইতেই তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার প্রিয়পুত্র অদ্বিতীয় পণ্ডিত বিশ্বেশ্বর ভট্ট অপর নাম গাগাভট্ট এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। এই গ্রন্থ ৭টী উদ্দ্যোতে বিভক্ত, যথা আচার, ব্রত, সংস্কার, প্রতিষ্ঠা, পূর্ত্ত, সংস্কার, প্রায়শ্চিত্ত ও শূদ্রোদ্দ্যোত। শিবাজী ও তৎপুত্র সাম্ভাজীর সময়ে এই নিবন্ধ অনুসারেই মহারাষ্ট্রাধিকারে সামাজিক ক্রিয়াকলাপাদি সম্পন্ন হইত। দিনকরের পুত্র বিশ্বেশ্বরের উদ্যোগেই ছত্রপতি শিবাজীর রাজ্যাভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। ইনি মহারাষ্ট্রবাসী প্রভুকায়স্থগণের আচার-সংস্কারাদি নির্দ্দেশক 'কায়স্থধর্ম্মদীপ' বা 'কায়স্থপদ্ধতি', 'আশৌচদীপিকা', ও 'জাতি-বিবেক' প্রভৃতি কএকখানি স্মার্ত্তগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

দিনকরের কনিষ্ঠ সহোদর কমলাকরভট্টের নাম সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে বিখ্যাত। ইনি বহুতর নিবন্ধ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন [কমলাকরভট্ট শব্দ দ্রষ্টব্য।] তন্মধ্যে 'নির্ণয়সিন্ধু' ও 'শূদ্রধর্ম্মতত্ত্ব' প্রধান। তাঁহার নির্ণয়-সিন্ধু ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়।[৫]

কমলাকরভট্টের সময় মহারাষ্ট্র অঞ্চলে আর একজন বিখ্যাত নিবন্ধকার জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার নাম অনন্তদেব। তিনি চন্দ্রবংশীয় বাজবাহাদুরচন্দ্রের উৎসাহে 'স্মৃতিকৌস্তুভ' রচনা করেন।[৬] এই গ্রন্থ মহারাষ্ট্র অঞ্চলে বিশেষ সমাদৃত।

কমলাকরভট্টের সময়ে রাজসম্মানিত আর একজন প্রসিদ্ধ নিবন্ধকার জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম নন্দপণ্ডিত। তাঁহার 'কেশববৈজয়ন্তী' বিষ্ণুস্মৃতির টীকা হইলেও কাশীবাসী স্মার্ত্ত-

---

(৫) "বসুঋতুঋতুভূমিতে শকেঽব্দে নরপতিবিক্রমতোঽথে যাতি রৌদ্রে।
তপসি শিবতিথৌ সমাপিতোঽয়ং রঘুপতিপাদসরোরুহেঽর্পিতশ্চ॥"
(নির্ণয়সিন্ধু)

(৬) "শ্রীরুদ্রস্য ষড়াননঃ শশধরস্যাসীদ্যথা বা বুধঃ,
শ্রীমল্লক্ষ্মণচন্দ্রনামকসুতোঽভূদ্রুদ্রচন্দ্রস্য যঃ।
যেনানেকহিমাচলস্থনৃপতীন্দুষ্টান্ বিজিত্য স্বকে
রাজ্যে বৃদ্ধিরকারি তুষ্টিরমিতা চাধারি বিদ্বদ্‌হৃদি॥৫
ততস্ত্রিমল্লচন্দ্রোঽভূদ্ভূপো রূপোৎকটো ভুবি।
কাশীস্থবিদ্বদ্‌বাদিভ্যো ধনরাশীনদাৎ সদা॥৬
তস্মিন্‌কুলেঽজনি ততঃ কিল নীলচন্দ্রো যস্তীর্থসজ্জননিষেবণভূরিপুণ্যঃ।
হেজো দধার পরমং পুরুষোত্তমাখ্যং ধত্তে যথেন্দ্রদিশি নীলগিরিঃ পরং তৎ॥৭
শ্রীবাজবাহদুরচন্দ্রনৃপস্ততোঽভূচ্চান্দ্রান্বয়স্য ভুবি ভূরিযশোঽকরোচ্চঃ।
সর্ব্বাবনিস্থবিদুষামবনং প্রকুর্ব্বন্ যোঽস্মিন্ কলাবধি ররক্ষসমস্তশাস্ত্রং॥৮"
(স্মৃতিকৌস্তুভ)

সমাজে নিবন্ধ বলিয়া সমাদৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ১৬২২ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচিত হয়।

তৎপরে নাগেশভট্টের পুত্র অনন্তভট্ট ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে 'বিধান-পারিজাত' নামে একখানি বৃহৎ নিবন্ধ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ ৫টী স্তবকে বিভক্ত—১ম প্রায়শ্চিত্তপ্রয়োগ, ২ দুষ্টনক্ষত্রাদি-জননশান্তি, গ্রহযজ্ঞবিধান, ৩ সংস্কার ও আহ্নিকবিধান, এবং তীর্থপ্রকরণ ৪ দানবিধান, ৫ম শ্রাদ্ধ, অশৌচ, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্তবিধান।

তাঁহার পরই প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত মিত্রমিশ্র। পূর্ব্বেই টীকাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছি যে, তিনি বীরসিংহের আদেশে 'বীরমিত্রোদয়' নামে যাজ্ঞবল্ক্যবিবৃতি রচনা করেন। এই গ্রন্থখানি অদ্যাপি পাশ্চাত্য ও মৈথিল সমাজে একখানি প্রধান নিবন্ধ বলিয়া আদৃত হইয়া থাকে। যে বীরসিংহের আদেশে এই 'বীরমিত্রোদয়' রচিত হয়, তিনি বুন্দেলাধিপতি প্রসিদ্ধ মধুকর শাহের পুত্র, তিনিই অকবরের প্রিয় সচিব আবুল ফজলের প্রাণবধ করিয়াছিলেন এবং শেষ বয়সে কাশীবাসী হইয়া ছিলেন, তাঁহার এই কাশীবাসকালে 'বীরমিত্রোদয়' রচিত হয়।

তৎপরে আমরা প্রসিদ্ধ নিবন্ধকার নীলকণ্ঠ ভট্টকে দেখিতে পাই। নীলকণ্ঠ ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে সেঙ্গরবংশীয় নৃপতি ভগবন্তদেবের উৎসাহে 'ভগবন্তভাস্কর' বা 'স্মৃতিময়ূখ' নামে এক অতি বৃহৎ নিবন্ধ প্রণয়ন করেন। এই নিবন্ধ ১২টী ময়ূখে বিভক্ত যথা—১ম সংস্কার, ২ আচার, ৩ কাল, ৪ শ্রাদ্ধ, ৫ নীতি বা রাজনীতি, ৬ বিবাদ, ৭ দান, ৮ উৎসর্গ, ৯ প্রতিষ্ঠা, ১০ প্রায়শ্চিত্ত, ১১ শুদ্ধি ও ১২ শান্তিময়ূখ।

উক্ত নীলকণ্ঠের পুত্র ভট্ট শঙ্করও ভগবন্তদেবের উৎসাহে 'সংস্কারভাস্কর' রচনা করেন। এই সংস্কারভাস্করের অন্তর্গত 'কুণ্ডভাস্কর' ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে বিরচিত হয়। তাঁহার 'ব্রতার্ক' ব্রতসম্বন্ধীয় একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর প্রথমাংশে কৃপারাম নামে এক জন সামন্তনৃপতি নিজ নামানুসারে 'রামপ্রকাশ' ধর্ম্মশাস্ত্রনিবন্ধ রচনা করেন। ইনি গৌড়ক্ষত্রকুলোদ্ভব মাণিক্যচন্দ্রবংশীয় যাদবরায়ের পুত্র ও সম্রাট্ শাহজাহানের কৃপাপাত্র বলিয়া নিজে পরিচয় দিয়াছেন।[৭]

অনেকে মনে করেন যে প্রসিদ্ধ রাঢ়ীয় পণ্ডিত রাঘবেন্দ্র শতাবধানই উক্ত 'রামপ্রকাশ' রচনা করিয়া রাজা কৃপারামের নামে প্রকাশ করেন। রাঘবেন্দ্র শতাবধানের সময়ে নবদ্বীপে আর একজন প্রধান স্মার্ত্ত জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার নাম রঘুনাথ সার্ব্বভৌম, ইনি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মথুরেশতর্কপঞ্চাননের পুত্র। ইনি নবদ্বীপপতি রাঘবরায়ের আদেশে ১৫৮২ শকে (১৬৬১ খৃষ্টাব্দে) 'স্মার্ত্ত-ব্যবস্থার্ণব' প্রণয়ন করেন।[৮] এক সময় নবদ্বীপের স্মার্ত্তসমাজে এই গ্রন্থ খানি বিশেষ আদৃত ছিল। এই সময়ে ইরাবতীতটস্থ লাবপুর (বর্ত্তমান লাহোর) নগরবাসী মাধব নামে এক সামন্ত নৃপতির আনুকূল্যে মহেশশর্ম্মা 'মাধবপ্রকাশ' নামে এক খানি নিবন্ধ প্রকাশ করেন।

তৎকালে বিকানীর রাজ্যে অনুপসিংহ নামে এক পণ্ডিতানুরাগী বিখ্যাত ধার্ম্মিক রাঠোরনৃপতি (১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে) রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার উৎসাহে মণিরামদীক্ষিত 'অনুপবিলাস' বা 'ধর্ম্মাম্ভোধি' নামে একখানি বৃহৎ নিবন্ধ, এবং অনন্তভট্ট 'তীর্থরত্নাকর' রচনা করেন। উক্ত রাঠোর নৃপতি নিজেও 'অনুপবিবেক' ও 'শ্রাদ্ধপ্রয়োগচিন্তামণি' লিখিয়াছিলেন। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত ছলারি নৃসিংহ নামে এক ব্যক্তি (১৬৭২ খৃষ্টাব্দে) 'স্মৃত্যর্থসাগর' রচনা করেন। এই গ্রন্থ চারিটী তরঙ্গে বিভক্ত—১ কাল, ২ অশৌচ, ৩ আহ্নিক ও ৪ বস্তুশুদ্ধি। গ্রন্থকারের মতে ১০৫৯ শক (১১২৭ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত রামানুজ ও বৌদ্ধাদির মত প্রবল ছিল, মধ্বাচার্য্য ১১২০ শকে (১১৯৮ খৃষ্টাব্দে) আবির্ভূত হইয়া সেই সকল মত খণ্ডন করেন।[৯]

(৭) "শ্রীমদ্ভূপসমূহবন্দিতপদশ্রীসাহজাহাকৃপা-
পাত্রং যাদবরায়বর্ম্মতনয়ো মাণিক্যচন্দ্রান্বয়ঃ।
গৌড়ক্ষত্রকুলোদ্ভবো ভুবি কৃপারামোঽভিধো ভূমিপো
গ্রন্থং ধর্ম্মকৃতাং কৃতে রচয়িতুং তস্মিন্ মনো যো দধৌ॥" (রামপ্রকাশ)

(৮) "বালানাং পটুতাবিধায়কমমুং স্মার্ত্তব্যবস্থার্ণবং
রায়শ্রীযুতরাঘবস্য নৃপতেরাদেশতো নির্ম্মমে॥
শেষে ধীরেষু সাঞ্জলিপুটং বিনিবেদয়ে
যুষ্মাদৃশোঽত্র গুণতঃ প্রথমং তু দোষে।
যন্নির্ণয়ায় স্বকৃতঃ পথি ন প্রমাণং
তস্মাদিয়ং চপলতাপি ন দূষণীয়া॥
যে গ্রন্থনিশ্চিতিপরিশ্রমদূনচিত্তা
স্তাদৃঙ্মনীষিজনকর্ম্মণি চানুরক্তাঃ।
তেষামিমং স্বহৃদয়াং মথুরেশতর্ক-
পঞ্চাননাত্মজকৃতিমুদমাতনোতু॥
ইতি সকলহিতার্থং বন্দ্যবংশাবতংসঃ
কৃতবসতিরমুষ্মিন্ বিশ্রুতে নবসমাজে।
সকলমুনিমতৈক্যং নির্ম্মমে সার্ব্বভৌমঃ
ন খলু রুচিরবন্ধো গ্রন্থরাজঃ সমাপ্তঃ॥
জ্ঞানার্থমাশু রচিতেঽর্ণব এব দায়-
ভাগব্যবস্থিতিময়োঽষ্টম উত্তরঙ্গঃ॥" (স্মার্ত্তব্যবস্থার্ণব)

(৯) "কলৌ প্রবৃত্তং বৌদ্ধাদিমতং রামানুজং তথা।
শকে শ্রেকোনপঞ্চাশদধিকাব্দসহস্রকে॥২

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর মধ্য ও শেষ ভাগে কাশীরাম বাচস্পতি, রাধামোহন গোস্বামী ও গঙ্গাধর প্রভৃতি কএকজন গৌড়ীয় স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্বের টীকা লিখিয়া যান।

খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতেও অনেকগুলি বৃহদাকার স্মৃতিনিবন্ধ রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে জয়পুরাধিপ জয়সিংহের মথুরাবাস-কালে কাশীর বিখ্যাত স্মার্ত্ত রত্নাকর পণ্ডিত নিজ উৎসাহদাতা জয়সিংহের নামানুসারে ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে 'জয়সিংহকল্পদ্রুম' নামে এক বৃহৎ ধর্ম্মশাস্ত্রনিবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্ব্বেই মহারাজ জয়সিংহের উৎসাহে সদাশিব দশপুত্র 'স্মৃতিচন্দ্রিকা' সঙ্কলন করেন।

১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে বারাণসীধামে বিশ্বনাথ দৈবজ্ঞ 'ব্রতরাজ' রচনা করেন। পশ্চিম ভারতে এই গ্রন্থখানি বিশেষ সমাদৃত ও ইহার মতানুসারে তথায় ব্রতাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

ঐ সময়ের কিছু পরে নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশ প্রতিমাসের ধর্ম্মকৃত্যাদিনির্দ্দেশক 'কৃত্যরাজ' নামে একখানি পঞ্জী রচিত হইয়াছিল।

ইহার পরই বঙ্গে ইংরাজাধিকার। হিন্দুগণের উপর শাসন বিস্তারকল্পে হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র বা আইন জানা ইংরাজ রাজ-পুরুষগণের প্রয়োজন হইয়া পড়িল। প্রথম বড়লাট ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ বাণেশ্বর, কৃপারাম, রামগোপাল, কৃষ্ণজীবন, বীরেশ্বর, কৃষ্ণচন্দ্র, গৌরীকান্ত, কালীশঙ্কর, শ্যামসুন্দর, কৃষ্ণকেশব ও সীতারাম এই ১১ জন প্রধান পণ্ডিতের সাহায্যে 'বিবাদার্ণব-সেতু' নামে একখান স্মৃতিনিবন্ধসার প্রকাশ করেন। এই সময়ে ইংরাজ রাজপুরুষগণের ব্যবহারার্থ বা তাঁহাদের উৎসাহে আরও কতকগুলি নিবন্ধ রচিত হয়, তন্মধ্যে "বিবাদভঙ্গার্ণব" 'বিবাদসারার্ণব' ও 'বিবাদার্ণবভঞ্জন' এই তিনখানি উল্লেখযোগ্য।

ত্রিবেণীবাসী পালধিকুলতিলক অদ্বিতীয় পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন "বিবাদভঙ্গার্ণব" এবং সর্ উইলিয়ম্ জোন্সের জন্য সর্ব্বোরুমিশ্র ত্রিবেদী ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে 'বিবাদসারার্ণব' সঙ্কলন করেন। 'বিবাদার্ণবসেতু' ২১টী তরঙ্গে, বিবাদভঙ্গার্ণব ৪টী দ্বীপে এবং 'বিবাদসারার্ণব' ৯টী তরঙ্গে বিভক্ত।

নিরাকর্তুং মুধ্যবায়ুং সম্মতধ্যাপনায় চ।
একাবশশতে শাকে বিংশত্যব্দযুতে গতে॥৩
অবতীর্ণং মধ্বগুরুং সদা বন্দে মহাগুণং।
সংনত্য কুর্ম্মস্তত্ত্বৈ স্পষ্টং স্মৃত্যর্থসাগরং॥৪
গুণাঢ্যান্ ভগবদ্ভক্তান্ জয়তীর্থাদিকান্ গুরূন্।
কালাশৌচাহ্নিকানাং যে বস্তুশুদ্ধেশ্চ নির্ণয়ঃ।
চত্বারস্ত তরঙ্গাখ্যা প্রোচ্যন্তে হ্যত্র ক্রমাদয়া॥৬" (স্মৃত্যর্থসাগর)

খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে কোলব্রুক সাহেব মহোপাধ্যায় চিত্রপতি শর্ম্মার দ্বারা "ব্যবহারসিদ্ধান্তপীযুষ' নামে দেওয়ানী ও ফৌজদারী সম্বন্ধীয় আইন লিখাইয়া লইয়া ছিলেন। চিত্রপতি মূলগ্রন্থের টীকাও লিখিয়া যান। এই শতাব্দীতে আর আর যে সকল নিবন্ধ রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই শতাব্দীর প্রথমাংশে রচিত তঞ্জোরপতি শরভোজি-রচিত 'ব্যবহারপ্রকাশ' এবং এই শতাব্দীর শেষভাগে মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কাররচিত 'উদ্বাহচন্দ্রালোক' 'চন্দ্রালোক' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্মৃতিকার (পুং) স্মৃতি-কৃ-অণ্। স্মৃতিকর্ত্তা, ধর্ম্মশাস্ত্রকার।

স্মৃতিকারক (ত্রি) স্মৃতিশক্তিবর্দ্ধক ঔষধ, যে ঔষধ সেবন করিলে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। ধাতুদৌর্ব্বল্য, বীর্য্যহীনতা ইত্যাদি কারণে স্মৃতিশক্তির হ্রাস হইয়া থাকে। স্মৃতিশক্তির অল্পতা হইলে ব্রাহ্মীঘৃতই এক মাত্র উৎকৃষ্ট ঔষধ। [ব্রাহ্মীঘৃত দেখ।]

২ স্মৃতিশাস্ত্রপ্রণেতা, ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মন্বাদি ঋষি।

স্মৃতিকারিন্ (ত্রি) স্মৃতিং করোতি স্মৃতি-কৃ-ণিনি। স্মরণশক্তি-কারক। ২ স্মৃতিশাস্ত্রকর্ত্তা।

স্মৃতিপাঠক (ত্রি) স্মৃতিং পঠতি পঠ ণ্বুল্। স্মৃতিপাঠকারী, স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যেতা, যিনি স্মৃতিশাস্ত্র পড়েন।

স্মৃতিভূ (পুং) জীবদেবভেদ।

স্মৃতিভ্রংশ (পুং) স্মৃতিশক্তির নাশ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন যে, বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে জীবের আসক্তি জন্মে, ঐ আসক্তি হইতে ভোগাভিলাষ হয়, অভিলাষ পূর্ণ না হইলে ক্রোধ এবং ক্রোধ হইতে মোহ উপস্থিত হয়, মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিভ্রমে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধি বিনষ্ট হইলে জীব বিনাশ অর্থাৎ অধঃপতিত হইয়া থাকে।

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥" (গীতা ২.৬-২৩)

স্মৃতিমৎ (ত্রি) স্মৃতির্বিদ্যতেঽস্যেতি স্মৃতি-মতুপ্। ১ স্মৃতি-বিশিষ্ট। ২ চিন্তাযুক্ত, চিন্তাবিশিষ্ট।

"অনুরক্তঃ শুচির্দক্ষঃ স্মৃতিমান্ দেশকালবিৎ।
বপুষ্মান্ বীতভীর্বাগ্মী দূতো রাজ্ঞঃ প্রশস্যতে॥" (মনু ৭।৬৪)

স্মৃতিলোপ (পুং) স্মৃতের্লোপঃ। স্মরণশক্তির নাশ, স্মৃতি-শক্তির লোপ।

স্মৃতিবর্দ্ধিনী (স্ত্রী) ব্রাহ্মীশাক, এই শাক ভোজন করিলে স্মৃতি-শক্তি বর্দ্ধিত হয়, এই জন্য ইহাকে স্মৃতিবর্দ্ধিনী কহে।

স্মৃতিবিভ্রম (পুং) স্মৃতের্বিভ্রমঃ। স্মৃতি-শক্তির বিচলন, স্মরণ-শক্তির বিপর্য্যয়। (গীতা ২।৬৩)

স্মৃতিবিরুদ্ধ (ত্রি) স্মৃতের্বিরুদ্ধঃ। ধর্ম্মশাস্ত্রের বিপরীত, ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ। স্মৃতিবিরুদ্ধ কোন কার্য্য করিবে না, করিলে নরক হয়। রঘুনন্দন মলমাসতত্ত্বে লিখিয়াছেন যে, স্মৃতিবিরুদ্ধ যে সকল গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমস্ত জীবমোহোৎপাদন জন্য বর্ণিত হইয়াছে।

"যানি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে লোকেঽস্মিন্ বিবিধানি চ।
শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধানি নিষ্ঠা তেষাং হি তামসী॥
কপালভৈরবঞ্চৈব যামলং নাম যৎ কৃতং।
এবমাদীনি চান্যানি মোহার্থানি চ তানি বৈ।
ময়া পুষ্টানি চান্যানি মোহায়ৈষাং ভবার্ণবে॥" (মলমাসতত্ত্ব)

স্মৃতিশাস্ত্র (ক্লী) স্মৃতিরেব শাস্ত্রং। ধর্ম্মশাস্ত্র, ধর্ম্মসংহিতা।
"স্মৃতিশাস্ত্রে বিকল্পস্তু আকাঙ্ক্ষাপূরণে সতী।" (একাদশীতত্ত্ব)
[বিশেষ বিবরণ স্মৃতি শব্দে দেখ]

স্মৃতিশেষ (ত্রি) স্মৃতিঃ শেষো যস্য। স্মৃত্যবশেষ-বিশিষ্ট, যাহার স্মৃতিমাত্র আছে।

স্মৃতিসম্মত (ত্রি) স্মৃতেঃ সম্মতঃ। স্মৃতিশাস্ত্রানুমোদিত, স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত যে মতের বিরোধ নাই।

স্মৃতিহর (ত্রি) স্মৃতের্হর হৃ-অচ্। স্মৃতিনাশক।

স্মৃতিহরা (স্ত্রী) দুঃসহের কন্যা। (মার্কপু° ৫১।৬)

স্মৃতিহিতা (স্ত্রী) শঙ্খপুষ্পীলতা, চলিত শ্বেতাপরাজিতা লতা।

স্মৃতিহেতু (পুং) স্মৃতের্হেতুঃ। স্মরণকারণ। পর্য্যায়—বাসনা, সংস্কার, ভাবনা। (জটাধর) সংস্কার থাকে বলিয়াই পূর্ব্বানুভূত বস্তুর স্মরণ হয়।

স্মৃত্যপেত (ত্রি) স্মৃতেরপেতঃ। স্মৃতিবিরুদ্ধ।

স্মের (ত্রি) স্মিঙ্ ঈষদ্ধসনে (নমিকম্পিস্ম্যজসকমহিংসদীপো রঃ। পা ৩।২।১৬৭) ইতি র। ১ বিকসিত। প্রস্ফুটিত।
"কান্তিঃ কাঞ্চনচম্পকপ্রতিনিধির্বাণী সুধাস্পর্দ্ধিনী।
স্মেরেন্দীবরদামসোদরবপুস্তস্যাঃ কটাক্ষচ্ছটা॥"(সাহিত্যদ°৩।১০০)
২ ঈষদ্ধসনশীল।

স্মেরতা (স্ত্রী) স্মেরস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ১ বিকসনের ভাব বা ধর্ম্ম, বিকাশ। ২ ঈষদ্ধাস্য।

স্মেরবিষ্কির (পুং) স্মেরঃ প্রফুল্লঃ বিষ্কিরঃ পক্ষী। ময়ূর।

স্যদ (পুং) স্যন্দ-ঘঞ্ (স্যদোযবে। পা ৬।৪।২৮) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ বেগ। (অমর)

স্যন্দ, স্রুতি, স্রবণ, ক্ষরণ। ভ্বাদি আত্মনে° সক° বেট্। এই ধাতু উদিৎ, অর্থাৎ স্যন্দূ স্যদ ধাতু। লট্ স্যন্দতে। লোট্ স্যন্দতাং। লিট্ সস্যন্দে। সস্যন্দিষে, সস্যন্ৎসে। সস্যন্দিধ্বে সস্যন্দ্ধ্বে। লুট্ স্যন্দিতা, স্যন্তা। লৃট্ স্যন্ৎস্যতি, স্যন্দিষ্যতে। লঙ্ অস্যন্দত, অস্যন্ৎস্যত, অস্যন্দিষ্যত। আশীর্লিঙ্ স্যন্দিষীষ্ট, স্যন্ৎসীষ্ট। লুঙ্ অস্যদৎ, অস্যন্দিষ্ট। অস্যন্ত। অস্যন্দিষাতাম্ অস্যন্ৎসাতাং। অস্যন্দিষত, অস্যন্ৎসত। সন্ সিস্যন্ৎসতি, সিস্যন্ৎসতে, সিস্যন্দিষতে। যঙ্ সাস্যন্দ্যতে। যঙ্-লুক্ সাস্যন্তি। ণিচ্ স্যন্দয়তি। লুঙ্ অসস্যন্দৎ।

স্যন্দ (পুং) স্যন্দ-ঘঞ্। ১ স্যন্দন, ক্ষরণ।
"তদমন্দমদস্যন্দসুন্দরেয়ং নিপীয়তাং।
শ্রোত্রশুক্তিপুটৈঃ স্পষ্টসপ্তরাজতরঙ্গিণী॥" (রাজতরঙ্গিণী ১।২৪)
২ রোগবিশেষ। (সুশ্রুত ১।৪৬) ৩ স্বেদোদ্গম।

স্যন্দক (পুং) লতাভেদ (Diospyros embryopteris)

স্যন্দন (ক্লী) স্যন্দ-ল্যুট্। ১ ক্ষরণ। স্যন্দনের হেতু গুণবিশেষের নাম। দ্রবত্বধর্ম্ম আছে বলিয়া জল স্থির ভাবে থাকে না, গড়াইয়া পড়ে। (ভাষাপরি°) ২ জল। (মেদিনী) ৩ গমন। (পুং) স্যন্দতে চলতীতি স্যন্দ-যুচ্। ৪ যানবিশেষ, চলিত রথ, চক্রযুক্ত যুদ্ধপ্রয়োজন যান।
"স্নিগ্ধগম্ভীরনির্ঘোষমেকং স্যন্দনমাস্থিতৌ।
প্রাবৃষেণ্যং পয়োবাহং বিদ্যুদৈরাবতাবিব॥" (রঘু ১।৩৬)
৫ তিনিশবৃক্ষ। (অমর) ৬ বৃত্তার্হৎপিতা। (হেম) ৭ বায়ু। (ত্রি) ৮ শীঘ্র। ৯ স্যন্দক। ক্ষরণকারী।
"গ্রহৈঃ পরিবৃতং চন্দ্রমবতীর্ণমিবাম্বরাৎ।
রূপোপমানমন্যেষামমৃতস্যন্দনং দৃশোঃ॥"(কথাসরিৎসা° ১০।৩।৬২)

স্যন্দনতৈল (ক্লী) ভগন্দররোগাধিকারোক্ত তৈলৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ চিতামূল, আকন্দের মূল, তেউড়ী, আকনাদি, ডুমুরমূল, করবীমূল, আকন্দের আঠা, বচ, ঈশলাঙ্গলা, হরিতাল, সাচিক্ষার ও লতা কিংবা এই সমুদায়ে মিলিত ১ সের। পাকের জল ১৬ সের। তৈলপাকের বিধানানুসারে এই তৈল পাক করিবে। এই তৈল ভগন্দরে লাগাইলে তাহা হইতে পূয়াদি নির্গত হইয়া অচিরে শুষ্ক হইয়া স্বাভাবিক ভাব প্রাপ্ত হয়। (সুশ্রুত চি° ৮ অ°)

স্যন্দনদ্রুম (পুং) স্যন্দন এব দ্রুমঃ। ১ তিনিশবৃক্ষ।

স্যন্দনারোহ (পুং) স্যন্দনমারোহতীতি আ-রুহ-অণ্। রথস্থিত যোদ্ধা, রথী। (অমর)

স্যন্দনাহ্বয় (পুং) তিনিশবৃক্ষ। চলিত তেঁদগাছ। (বৈদ্যকনি°)

স্যন্দনি (পুং) তিনিশবৃক্ষ। (রত্নমালা)

স্যন্দিনী (স্ত্রী) স্যন্দতে ইতি স্যন্দ-ণ্যু, ঙীপ্। ১ লালা। (রাজনি°) ২ মূত্রনাড়ী।

স্যন্দিন্ (ত্রি) স্যন্দ-ণিনি। স্রাবক।
"জীবন্নিব সমাধ্বসশ্রমস্বেদবিন্দুরধিকণ্ঠমর্প্যতাং।
বাহুরৈন্দবময়ূখচুম্বিতস্যন্দিচন্দ্রমণিহারবিভ্রমঃ॥" (উত্তররামচ°১অ°)

স্যন্দিনী (স্ত্রী) স্যন্দতে ইতি স্যন্দ-ণিনি ঙীপ্। লালা। (অমর)

স্যন্দোলিকা (স্ত্রী) দোলাবলম্ব। (হরিবংশ)

স্যন্দ্রা (স্ত্রী) স্যন্দনশীল। "প্রস্যন্দ্রা যাথো মনুষো ন হোতা" (ঋক্ ১।১৮০।৯) 'স্যন্দ্রা স্যন্দনশীলৌ' (সায়ণ)

স্যন্ন (ত্রি) স্যন্দ-ক্ত। স্রুত।

"অথাযাস্তন্ কযায়াক্ষঃ স্যন্নস্বেদকণোজ্জ্বলঃ।
সন্দর্শিতাস্তরাকুতস্তামবাদীদ্দশাননঃ॥" (ভট্টি ৫।৮৩)

স্যন্নবীণ (ত্রি) স্যন্না বীণা যত্র। স্রুত। (হেম)

স্যম, ধ্বনন, শব্দ। ভ্বাদি পরস্মৈ° সক° সেট্। ক্ত্বা বেট্, ক্তাচ্ প্রায় করিলে বিকল্পে ইট্ হয়। লট্ স্যমতি। লোট্ স্যমতু। লিট্ সস্যাম, সস্যমতুঃ স্যেমতুঃ। লুট্ স্যমিতা। ল়ৃট্ স্যমিষ্যতি। লুঙ্ অস্যমীৎ অস্যমিষ্টাং, অস্যমিষুঃ। সন্ সিস্যমিষতি। যঙ্ সেসিম্যতে। যঙ্-লুক সংস্যন্তি। ণিচ্ স্যময়তি। লুঙ্ অসিস্যমৎ। স্যম বিতর্ক। চুরাদি° উভয়° সক° সেট্। লট্ স্যাময়তি, তে।

স্যমন্তক (পুং) মণিবিশেষ, শ্রীকৃষ্ণের হস্তস্থিত মণি।

'মণিস্যমন্তকো হস্তে ভুজমধ্যে তু কৌস্তভঃ।' (হেম)

শ্রীকৃষ্ণের হস্তে স্যমন্তক এবং বাহুমধ্যে কৌস্তভমণি ছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে স্যমন্তকোপাখ্যানে এই মণির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, সংক্ষেপে ইহার আলোচনা করিতেছি। রাজা পরীক্ষিত শুকদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হে ভগবন, রাজা সত্রাজিৎ কি প্রকারে এই স্যমন্তক মণি লাভ করেন, কেনই বা ইহা শ্রীকৃষ্ণকে দান করেন, ইহা জানিবার নিমিত্ত আমার অতিশয় কৌতুহল জন্মিয়াছে। উত্তরে শুকদেব বলিয়াছিলেন যে, সত্রাজিৎ নামে এক রাজা ছিলেন, ইনি সূর্য্যদেবের পরম ভক্ত। ভগবান্ সূর্য্য ইহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে স্যমন্তক নামে এক মণি প্রদান করেন। এই মণি সকল মণির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও উর্জ্জ্বল।

কোন একদিন সত্রাজিৎ এই মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। এই মণি কণ্ঠে ধারণ করায় তিনি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী ও তেজে অনুপলক্ষিত হইয়া দ্বারকায় প্রবেশ করেন। দ্বারকাবাসী লোকসকল তাহাকে দূর হইতে দেখিয়া এবং তেজে বিলুপ্তদৃষ্টি হইয়া সূর্য্য আশঙ্কায় ভগবানের নিকটে গিয়া সংবাদ প্রদান করিল যে ভগবান্ সূর্য্যদেব আপনাকে দেখিবার জন্য স্বয়ং আগমন করিয়াছেন। তাঁহার প্রখর কিরণে মনুষ্যগণের চক্ষুঃ নিতান্ত পীড়িত হইতেছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে অক্ষক্রীড়া করিতেছিলেন। তিনি এই সংবাদ শুনিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, ইনি সূর্য্যদেব নহেন, সত্রাজিৎ স্যমন্তক মণি ধারণ করিয়া আগমন করিয়াছেন। সত্রাজিৎ গৃহে প্রবেশ করিয়া ঐ মণি দেবমন্দিরে স্থাপন করিলেন, ঐ মণি প্রতিদিন আট ভার করিয়া স্বর্ণ প্রসব করিত। চারি ভারে এক গুঞ্জা, পাঁচ গুঞ্জায় এক পণ, আট পণে এক ধরণ, আট ধরণে এক কর্ষ, চারি কর্ষে এক পল, শত পলে এক তুলা, এইরূপ বিংশতি তুলায় এক ভার। এই মণি পরম মঙ্গলময়, যে স্থানে এই মণি স্থাপিত হয়, তথায় দুর্ভিক্ষ, মারী, অকালমৃত্যু, অমঙ্গল, সর্পভয়, আধিব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা অশুভ হইবার ভয় থাকে না।

একদা শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিতের নিকট যদুরাজের জন্য ঐ মণি প্রার্থনা করেন। কিন্তু সত্রাজিৎ অর্থকামুক হইয়া মণি প্রদান করেন নাই। সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেন সেই মহাদ্যুতি স্যমন্তক মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক মৃগয়ার্থ বনে গমন করেন, তথায় এক সিংহ প্রসেনকে বধ করিয়া মণি গ্রহণপূর্ব্বক গিরিগুহায় প্রবেশ করিল। পরে জাম্ববান্ সেই গুহামধ্যে সিংহকে নিহত করিয়া মণিগ্রহণপূর্ব্বক তাহা স্বীয় কুমারের ক্রীড়াদ্রব্য করিয়া দিল। পরে সত্রাজিৎ ভ্রাতা প্রসেনকে পুনরাগমন করিতে না দেখিয়া পরিতাপ করিয়া কহিল, আমার ভ্রাতা প্রসেন মণি ধারণ করিয়া বনে গমন করিয়াছিল, বোধ হয় মণিলোভে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে হনন করিয়াছেন। এই প্রবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। শ্রীকৃষ্ণ জনপরম্পরায় এই মিথ্যা প্রবাদ শুনিয়া এই অপবাদ ক্ষালনের জন্য নগরস্থ জনবৃন্দের সহিত প্রসেনের অন্বেষণে গমন করিলেন। পরে অন্বেষণ করিতে করিতে সিংহ কর্তৃক নিহত অশ্বের সহিত প্রসেনকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর সকলে পর্ব্বতপৃষ্ঠে প্রসেনঘাতী সিংহকে জাম্ববান্ কর্তৃক নিহত দেখিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সমভিব্যাহারী প্রজাগণকে বাহিরে স্থাপন করিয়া নিবিড় অন্ধকারে আবৃত ঋক্ষরাজের সেই ভয়ানক গুহামধ্যে একাকী প্রবেশ করিলেন। সেখানে যাইয়া ঋক্ষকুমারের নিকট সেই মণি দেখিতে পাইলেন। বালকের ধাত্রী সেই অপূর্ব্ব নরবিগ্রহ দর্শন করিয়া ভীরুতাবশতঃ ক্রন্দন করিয়া উঠিল। ক্রন্দন শ্রবণে বলিশ্রেষ্ঠ জাম্ববান্ ক্রোধান্ধ হইয়া প্রাকৃত পুরুষ জ্ঞানে আপনার অভীষ্ট দেবতা ভগবানের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। পরস্পর ঘোর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। জাম্ববান্ শ্রীকৃষ্ণের দৃঢ়মুষ্টির আঘাতে ক্ষীণবল ও ঘর্ম্মার্ক্ত-কলেবর হইয়া অতিশয় বিস্ময়ের সহিত বলিতে লাগিলেন। "আমি জানিলাম, আপনি সাধারণ পুরুষ নহেন, আপনি সকল প্রাণীর প্রাণ, বল, হৃদয় ও দেহ, আপনি পুরাতন বিষ্ণু, আপনিই আমার অভীষ্ট দেব।"

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ ঋক্ষরাজের গাত্রস্পর্শ করিয়া অতীব কৃপা সহকারে মেঘধ্বনির ন্যায় গম্ভীর স্বরে তাহাকে কহিলেন, হে ঋক্ষপতে! এই স্যমন্তক মণির জন্য আমরা অনেকে এই গহ্বর-

দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম, কিন্তু আমি স্বদোষ-ক্ষালনের জন্য এই ভয়াবহ গহ্বরমধ্যে একাকী প্রবেশ করিয়াছি, অপরাপর সকলে গহ্বরদ্বারে উপবিষ্ট আছেন। ঋক্ষরাজ শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই কথা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে পূজার নিমিত্ত স্যমন্তক মণির সহিত স্বীয় দুহিতা জাম্ববতী নাম্নী কন্যা শ্রীকৃষ্ণকে উপহার প্রদান করিলেন।

এদিকে গহ্বরপ্রবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে বহির্গমন করিতে না দেখিয়া বিলদ্বারস্থ জনসকল দ্বাদশ দিন তথায় প্রতীক্ষা করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে নগরে প্রস্থান করিল। তথায় দেবকী, রুক্মিণী, বসুদেব, সুহৃদ্, জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধব সকলে শ্রীকৃষ্ণের পর্ব্বতগুহা হইতে অনির্গমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শোকে মুহ্যমান হইলেন। তখন দ্বারকাবাসী জনগণ সত্রাজিতের প্রতি অভিশাপ প্রদান করিয়া দুঃখিত হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবার বাসনায় চন্দ্রভাগা নাম্নী দুর্গাদেবীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দৈববাণী হইল, কৃষ্ণের কোন বিপদ্ ঘটে নাই, তিনি সত্বরই আসিবেন।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববতী পত্নী ও স্যমন্তক মণির সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং রাজসন্নিধানে সভামধ্যে সত্রাজিৎকে আহ্বান করিয়া যেরূপে মণি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা ব্যক্ত করিয়া ঐ মণি তাহাকে প্রদান করিলেন। তখন সত্রাজিৎ অতি লজ্জিত হইলেন ও অধোমুখে মণিরত্ন গ্রহণ করিয়া স্বীয় অপরাধে অনুতাপিত হইয়া আপনার পুরীতে প্রবেশ করিল।

সত্রাজিৎ সর্ব্বদাই চিন্তা করিতে লাগিল যে, আমি যে অপরাধ করিয়াছি, কি করিলে এই অপরাধ স্খলিত হইবে? কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন? কি প্রকারেই বা আমার মঙ্গল হইবে? আমার সত্যভামা নামে এক কন্যারত্ন আছে, কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি অনেকানেক রাজা বারংবার এই কন্যা প্রার্থনা করিয়াছেন, অধুনা শ্রীকৃষ্ণকে এই কন্যারত্নের সহিত উক্ত স্যমন্তক মণি উপহার প্রদান করি। ইহা স্থির করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমনপূর্ব্বক মণির সহিত সত্যভামাকে উপহার প্রদান করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে গ্রহণ করিয়া কহিলেন, আমি এই মণি গ্রহণ করিতে অভিলাষ করি না, কারণ আপনি সূর্য্যভক্ত, এই মণি আপনারই থাকুক, কিন্তু আমরা ইহার ফলভাগী হইব। ইহার তাৎপর্য্য এই যে সত্রাজিতের পুত্র ছিল না, তাহার অভাবে এই মণি আমরাই পাইব। এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে গ্রহণ করিলেন, মণি গ্রহণ না করিয়া ফিরাইয়া দিলেন। (ভাগবত ১০।৫৬ অঃ) হরিবংশে স্যমন্তকোপাখ্যানে এই মণির বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। নষ্টচন্দ্র দর্শন করিতে নাই, নষ্টচন্দ্র দর্শন করিলে মিথ্যা কলঙ্ক হয়। প্রবাদ আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ নষ্টচন্দ্র দেখিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার এই মিথ্যা কলঙ্ক হয়। ভাদ্র মাসের শুক্লা বা কৃষ্ণা উভয় চতুর্থী তিথিতে যে চন্দ্র উদিত হয়, তাহাকে নষ্টচন্দ্র কহে, যদি দৈবাৎ কেহ এই চন্দ্র দর্শন করে, তাহা হইলে তৎপর দিন ঐ দোষক্ষালনের জন্য স্যমন্তকোপাখ্যান শ্রবণ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জলপান করিবে। মন্ত্র—

"সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ।
সুকুমারক মারোদীস্তবহ্যেষ স্যমন্তকঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

ভগবান্ নষ্টচন্দ্র তিথিতে অর্থাৎ ভাদ্রমাসের চতুর্থী তিথিতে অভিশপ্ত হইয়াছিলেন, তদবধি এই অভিসম্পাৎ মানবদিগের প্রতি আপতিত হইয়াছে। এইজন্য নষ্টচন্দ্র দর্শন করিলে উক্ত স্যমন্তকোপাখ্যান শ্রবণ করিতে হয়।

"সৌরভাদ্রীয় চতুর্থ্যাং চন্দ্রদর্শনে তদুপাখ্যানশ্রবণবিধির্যথা ব্রহ্মপুরাণে— নারায়ণোঽভিশপ্তস্তু নিশাকরমরীচিষু।
স্থিতশ্চতুর্থ্যামদ্যাপি মনুষ্যায়াপতেচ্চ সঃ॥
অতশ্চতুর্থ্যাং চন্দ্রন্তু প্রমাদাদ্বীক্ষ্য মানবঃ।
পঠেদ্ধাত্রেয়িকাবাক্যং প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ॥"
অভিশপ্তঃ শরীবাদবিষয়ীভূতঃ। ধাত্রেয়িকাবাক্যং
"সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ।
সুকুমারক মারোদীস্তবহ্যেষ স্যমন্তকঃ॥
অনেন মন্ত্রেণাভিমন্ত্রিতং জলং পেয়ং। স্যমন্তকোপাখ্যানঞ্চ শ্রোতব্যং" (তিথিতত্ত্ব)

স্যমন্তপঞ্চক (ক্লী) তীর্থবিশেষ, কুরুক্ষেত্র, পরশুরাম পৃথিবীর যে স্থলে হ্রদ নির্ম্মাণ করিয়া শোণিত দ্বারা পিতৃদিগের তর্পণ করিয়া ছিলেন।

"তং জ্ঞাত্বা মনুজা রাজন্ পুরস্তাদেব সর্ব্বতঃ।
স্যমন্তপঞ্চকং ক্ষেত্রং যযুঃ শ্রেয়োবিবিৎসয়া॥
নিঃক্ষত্রিয়াং মহীং কুর্ব্বন্‌রামঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ।
নৃপাণাং রুধিরৌঘেন যত্র চক্রে মহাহ্রদান্॥" (ভাগ° ১০।৮২ অ°)

এই স্যমন্তপঞ্চক অতি পুণ্যতীর্থ। এই স্থানে গমন, শ্রাদ্ধ এবং উক্ত হ্রদে স্নানদানাদি করিলে ইহকালে পরম শ্রেয়ঃ ও পরকালে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে।

স্যমীক (পুং) স্যমতীতি স্যমু শব্দে (স্যমেরাট্ চ। উণ্ ৩৪৬) ইতি কন্ ঈট্ চ। ১ বল্মীক। ২ বৃক্ষবিশেষ, শাঁইগাছ। ৩ কাল। ৪ মেঘ।

স্যমীকা (স্ত্রী) নীলিকা। (মেদিনী)

স্যাল (পুং) শ্যালক, শালা। (অমরটীকায় স্বামী)

স্যালক (পুং) শ্যালকশব্দার্থ।

স্যুত্ন (ক্লী) আহ্লাদ।

স্যুম্ন (ক্লী) আহ্লাদ।

স্যুবক (পুং) জনপদভেদ।

স্যূত (ত্রি) ষিবু তন্তু সন্তানে ক্ত। চ্ছাবিত্যূট্। ১ সূত্রিত, তন্তু-সন্তত, চলিত বোনা। পর্য্যায়—উত, উত। (অমর)

"বড়িশোঽয়ং ত্বয়া গ্রস্তঃ কালসূত্রেণ লম্বিতঃ।

মৎস্যোঽন্তসীব স্যূতাস্যঃ কথমস্য ভবিষ্যতি॥"(ভারত ৩।১৫৭।৪২)

(পুং)-সিব-ক্ত। সূত্ররচিত ভাণ্ড, চলিত ধোকড়া, পর্য্যায়—প্রসেব, স্যূন, স্যোন, দৌতকট, স্যোত। (ভরত)

স্যূতি (স্ত্রী) সিব-ক্তিন্-ঊট্। সূচ্যাদি দ্বারা বস্ত্রাদি সীবন, চলিত সীয়নী বা সেলাই, পর্য্যায়—সেবন, সীবন,উতি,ব্যূতি।(শব্দরত্না°)

স্যূন (পুং) সীব্যতে ইব যেনেতি সিব (সিবেষ্টেযূ'চ্। উণ্ ৩।৯) ইতি ন, ট যুচ্। ১ কিরণ। ২ সূর্য্য। (মেদিনী) ৩ স্যূত, চলিত ধুকড়ী। (শব্দরত্না°)

স্যূম (ক্লী) সিব (অবিসিবিসিশুষিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ১।১৪৩) ইতি মন্ অরত্বরেত্যূট্। ১ জল। ২ রশ্মি, কিরণ। (উজ্জ্বল)

স্যূমক (ক্লী) সুখ। (নৈঘণ্টু ৩।৬)

স্যূমগভস্তি (ত্রি) সুখরশ্মি, সুখরশ্মিবিশিষ্ট। স্যূতরশ্মি। "স্যূমগভস্তিমৃতযুগভিরশ্বৈ রথিনা" (ঋক্ ৭।৭১।৩) 'স্যূমরশ্মিং সুখরশ্মিং স্যূতরশ্মিং' (সায়ণ)

স্যূমগৃভ্ (ত্রি) অবিচ্ছেদে বর্ত্তমান শত্রুদিগের হিংসক। "স্যূমগৃভে দুধয়েঽর্বতে" (ঋক্ ৬।৩৬।২) 'স্যূমগৃভে স্যূমঃ স্যূতান-বিচ্ছেদেন বর্ত্তমানান্ শত্রূন্ গৃহ্ণতে' (সায়ণ)

স্যূমন্ (ত্রি) অনুস্যূত। "স্যূমনা বাচ উদিয়র্ত্তি বহ্নিঃ" (ঋক্ ১।১১৩।১৭) 'স্যূমনা স্যূমানি অনুস্যূতানি' (সায়ণ)

স্যূমন্যু (ত্রি) আপনার সুখাভিলাষী। "স্যূমন্যু ঋজ্রা বাতস্যাশ্বা" (ঋক্ ১।১৭৪।৫) 'স্যূমন্যু স্যূমকমিতি সুখনাম, তদিচ্ছন্তৌ' (সায়ণ)

স্যূমরশ্মি (পুং) ঋগ্বেদোক্ত ঋষিবিশেষ। "যাভিঃ শারীরজাতং স্যূমরশ্ময়ে" (ঋক্ ১।১১২।১৬) 'স্যূমরশ্ময়ে স্যূতঃ সংবদ্ধো রশ্মিদীপ্তির্যস্য তস্মৈ এতৎসংজ্ঞকায় ঋষয়ে।' (সায়ণ)

স্যোত (পুং) স্যূত। (অমরটীকায় ভরত)

স্যোন (পুং) সিব বাহুলকাৎ কেবলোঽপি ন উড়াদেশো গুণশ্চ। ১ দৌতকট, চলিত ধুকড়ী। ২ সূর্য্য। ৩ কিরণ। (ক্লী) ৪ আনন্দ।

স্যোনকৃৎ (ত্রি) স্যোনং করোতি; কৃ ক্বিপ্-তুক্চ। অতিথি-দিগের সুখকারী।

"যো বসন্তৌ স্যোনকৃৎ "জীবযাজং" (ঋক্ ১।৩১।১৫)

'স্যোনকৃৎ অতিথীনাং সুখকারী' (সায়ণ)

স্যোনশী (ত্রি) সুখপ্রদ। "স্যোনশীরতিথির্ন প্রীণানঃ" (ঋক্ ১।৭৩।১) 'স্যোনশীঃ সুখপ্রদঃ' (সায়ণ)

স্রংস্, ভ্রংশ, স্খলন, চ্যুতি, ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ স্রংসতে। লিট্ সস্রংসে। লুট্ স্রংসিতা। লৃট্ স্রংসিষ্যতে। লুঙ্ অস্রংসিষ্ট। সন্ সিস্রংসিষতে। যঙ্ সনীস্রস্যতে। যঙ্-লুক্ সনীস্রংস্তি। ণিচ্ স্রংসয়তি। লুঙ্ অসস্রংসৎ।

স্রংস (পুং) স্রংস-ঘঞ্। স্রংসন। ভ্রংশ। চ্যুতি।

স্রংসন (ক্লী) স্রংস-ল্যুট্। ঊর্দ্ধগত দোষের অধোনয়ন।

"পিত্তস্যন্দে পৈত্তিকে চাধিমন্থে

রক্তস্রাবঃ স্রংসনঞ্চাপি কার্য্যং।" (সুশ্রুত ৬।১০)

২ অধঃপতন। ৩ ভ্রংশ। (ত্রি) স্রংসয়তীতি স্রংস-ণিচ্-ল্যু। ৪ অধঃপতনকারক। "স্রংসনং কটুকং পাকে লঘুবাতকফাপহং।" (সুশ্রুত) ৫ বিরেচন। "স্নিগ্ধোষ্ণামোদিতে গুল্মে পৈত্তিকে স্রংসনং হিতং।" (ভৈষজ্যরত্না°)

স্রংসিন্ (পুং) স্রংসতে ইতি স্রংস-ণিনি। ১ পীলুবৃক্ষ, চলিত আখরোট্ গাছ। (ভাবপ্র°) ২ পূগবৃক্ষ, চলিত সুপারিগাছ। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) ৩ অধঃপতনশীল।

স্রংসিনীফল (পুং) শিরীষবৃক্ষ। (শব্দমালা)

স্রক্ক, গতি। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ স্রক্কতে। লোট্ স্রক্কতাং। লিট্ সস্রক্কে। লুঙ্ অস্রক্কিষ্ট।

স্রক্ক (পুং) [সৃক্ক দেখ।]

স্রগণু (পুং) স্রজ-অণু। মালামন্ত্র।

স্রগ্ধর (ত্রি) ধরতীতি ধৃ-অচ্, স্রজাং ধরঃ। মালাধারী, মালা-ধারণকারী। "মেঘশ্যামঃ কনকপরিধিঃ কর্ণবিদ্যোতবিদ্যুন্মূর্দ্ধিভ্রাজ-দ্বিলুলিতঃ কচঃ স্রগ্ধরো রক্তনেত্রঃ॥" (ভাগবত ৮।৭।১৭)

স্রগ্ধরা (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ২১টী করিয়া অক্ষর হইবে। ইহার সপ্তম, চতুর্দ্দশ ও একবিংশতি অক্ষরে যতি ও ৫, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৬, ও ১৯ অক্ষর লঘু, এতদ্ভিন্ন বর্ণসমুদয় গুরু। লক্ষণ—"ম্রভ্নৈর্য্যানাং ত্রয়েণ, ত্রিমুনিযতিযুতা স্রগ্ধরা কীর্ত্তিতেয়ং।" উদাহরণ—

ব্যাকোষেন্দীবরাভা কনককমলসংপীতবাসাঃ সুহাসা

বর্হে রুচন্দ্রকাস্তৈর্বলয়িতচিকুরা চারুকর্ণাবতংসা।

অংসব্যাসক্তবংসধ্বনিসুখিতজগদ্বল্লবীভির্ন সন্তী

মূর্ত্তির্গোপস্য বিষ্ণোরবতু জগতি যঃ স্রগ্ধরা হারিহারা॥"(ছন্দোম°)

স্রগ্ধরা (ত্রি) স্রক্ বিদ্যতেঽস্যেতি স্রজ্-মতুপ্ মস্য বঃ। মাল্য-বিশিষ্ট, মালাধারী।

স্রগ্বিন্ (ত্রি) স্রগ্ অস্ত্যস্যেতি স্রজ্ (অস্ মায়ামেধাস্রজো বিনি। পা ৫।২।১২১) ইতি বিনি। মাল্যবিশিষ্ট, মালাযুক্ত।

"আমুক্তাভরণঃ স্রগ্বী হংসচিহ্নদুকূলবান্।

আসীদতিশয়প্রেক্ষ্যঃ স রাজশ্রীবধূবরঃ॥" (রঘু ১৭।২৫)

স্রগ্বিণী (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রতিচরণে দ্বাদশটী করিয়া অক্ষর থাকে, তাহার মধ্যে ১, ৪, ৮, ১০ অক্ষর লঘু, এতদ্ভিন্ন অক্ষরসকল গুরু। লক্ষণ—

"কীর্ত্তিতৈষা চতুরেফিকা স্রগ্বিনী" উদাহরণ—

"ইন্দ্রনীলোৎপলেনেব যা নির্ম্মিতা শাতকুম্ভদ্রবালঙ্কৃতা শোভতে।
নবমেঘচ্ছবিঃ পীতবাসা হরে মূর্ত্তিরাস্তাং মমৈবোরসি স্রগ্বিনী॥"

২ মাল্যধারিণী স্ত্রী।

স্রজ্ (স্ত্রী) সৃজতি শোভামিতি সৃজ্যতে ইতি বা সৃজ ঋত্বিগাদিনা কর্ত্তরি কর্ম্মণি বা ক্বিন্। ১ মাল্য, মালা, মস্তকদেশে ন্যস্ত পুষ্পদাম। (অমর) শাস্ত্রে লিখিত আছে যে একের ধৃত মাল্য অপরে ধারণ করিবে না। একের পরা মালা অপরের গলায় পরাইতে নাই।

"উপানহৌ চ বাসশ্চ ধৃতমন্যৈর্ন ধারয়েৎ।
উপবীতমলঙ্কারং স্রজং করকমেব চ॥" (মনু ৪।৬৬)

২ ছন্দোভেদ। ৩ জ্যোতিষোক্ত যোগভেদ। (বৃহৎস° ১২।২)

স্রজ, স্রজ্।

স্রজস্ (স্ত্রী) স্রজ্, মাল্য।

স্রজিষ্ঠ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন স্রগ্বী, স্রজ্-বিন্-ইষ্ঠ, (বিন্মোতোর্লুক্। পা ৫।৩।৬৫) ইতি বিনোলুক্। মাল্যবিশিষ্ট।

স্রজীয়স্ (ত্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন স্রগ্বী, স্রজ্-বিন্ ঈয়সুন্, ততো বিনোলুক্। মাল্যবিশিষ্ট।

স্রষ্বা (স্ত্রী) ১ প্রজাপতি। ২ রজ্জু। ৩ তন্তুপটসংঘাত।

স্রদ্ধ (স্ত্রী) বাতকর্ম্ম, অপানবায়ুনিঃসরণ। এই শব্দের তালব্য শকারাদি পাঠই প্রশস্ত।

স্রম্ভ্, প্রমাদ। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্; ক্তাবেট্. ক্তা প্রত্যয় পরে বিকল্পে ইড়াগম হয়। লট্ স্রম্ভতে। লিট্ সস্রম্ভে লুট্ স্রম্ভিতা। লুঙ্ অস্রম্ভিষ্ট, অস্রম্ভিষাতাং, অস্রম্ভিষত।

স্রব (পুং) স্রু-অপ্। স্রবণ, মূত্র, পর্য্যায়—স্রাব, স্রব, প্রস্রাব, স্রুব। (শব্দরত্না°) ২ নির্ঝর, পর্য্যায়—সর, সরি, উৎস, প্রস্রবণ।

"উপপন্নশ্চিরস্যাস্য ভক্ষ্যোঽয়ং মম সুপ্রিয়ঃ।
স্নেহস্রবান্ প্রস্রবতি জিহ্বা পর্য্যেতি মে মুখং॥

স্রবণ (ক্লী) স্রু ল্যুট্। ১ মূত্র। ২ ধর্ম্ম। ৩ ক্ষরণ।

স্রবথ (পুং) স্রবণ। ক্ষরণ। "ঘৃতস্য স্রবথে মধূনাং" (ঋক্ ৫।১।৭) 'স্রবথে স্রবণে' (সায়ণ)

স্রবদ্গর্ভা (স্ত্রী) স্রবন্‌গর্ভো যস্যাঃ। ১ দৈববশে পতিতগর্ভা গাভী, যে গরুর হঠাৎ গর্ভস্রাব হইয়াছে। ২ পতিতগর্ভা স্ত্রীমাত্র।

স্রবদ্রঙ্গ (পুং) স্রবন্ রঙ্গো যত্র। পণগ্রন্থি। পারসী বাজার।

স্রবত্তোয়া (স্ত্রী) রুদন্তীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

স্রবন্তী (স্ত্রী, স্রু-শতৃ-ঙীপ্। ১ নদী। (অমর)

"উপস্পৃশেৎ স্রবন্ত্যাং বা সূক্তং বাগ্দৈবতং জপেৎ।"
(মনু ১১।১৩৩)

(ত্রি) ২ ক্ষরণবিশিষ্ট, ক্ষরণযুক্ত। স্রু ধাতু শতৃ করিয়া স্রবৎ শব্দের রূপ ত্রিলিঙ্গে অর্থাৎ পুং স্ত্রী ও ক্লীবলিঙ্গে স্রবন্, স্রবন্তী ও স্রবৎ ইত্যাদি হইয়া থাকে।

স্রবস্ (ক্লী) স্রু-অসি। স্রব।

স্রবা (স্ত্রী) স্রবতীতি স্রু অচ্-টাপ্। ১ মূর্ব্বা। ২ জীবন্তী।

স্রষ্টব্য (ত্রি) সৃজ-তব্য। সৃষ্টির উপযুক্ত, সৃষ্টির যোগ্য।

স্রষ্টৃ (পুং) সৃজতীতি সৃজ-তৃচ্। ১ ব্রহ্মা। সকল ভূতের কারণ, ব্রহ্মা এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিয়া ছিলেন।

"কারণং সর্ব্বভূতানাং স একঃ পরমেশ্বরঃ।
লোকেষু সৃষ্টিকরণাৎ স্রষ্টা ব্রহ্মেতি গীয়তে॥" (মহানির্ব্বাণ ৩।৪০)

২ শিব। (হলায়ুধ) ৩ বিষ্ণু।

(ত্রি) ৪ সৃষ্টিকর্ত্তা। "স্রষ্টারং বারিধারাণাং ভূতশ্চ প্রকৃতিং পরাং।
দেবমানবযক্ষাণাং মানবানাঞ্চ সাধনং॥" (ভারত ৭।৭৮।৪৫)

৫ বৈদ্য। (বৈদ্যকনি°)

স্রষ্টৃত্ব (ক্লী) স্রষ্টুর্ভাবঃ ত্ব। স্রষ্টার ভাব বা ধর্ম্ম, সৃষ্টির কার্য্য।

স্রস্ত (ত্রি) স্রংস-ক্ত। চ্যুত। "স্রস্তাবগুণ্ঠনপটাঃ ক্ষণলক্ষ্যমাণবক্ত্রশ্রিয়ঃ সভয়কৌতুকমীক্ষতে স্ম।" (মাঘ ৫।১৭)

স্রস্তর (পুং) আসন। "অথ স্রস্তরে ব্রাহ্মণস্য আসীরন্"
(শুদ্ধিতত্ত্ব)

স্রস্তি (স্ত্রী) স্রংস-ক্তি। চ্যুতি, ক্ষরণ।

স্রা, পাক। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্ লট্ স্রায়তি। লিট্ সস্রৌ। লুট্ স্রাতা। লুঙ্ অস্রাসীৎ। সন্ সিস্রাসতি। ণিচ্ স্রাপয়তি।

স্রাক্ (অব্য°) দ্রুত। (অমর)

স্রাক্ত্য (ত্রি) স্রক্তিসম্বন্ধীয়, স্রক্ত্য।

স্রাগ্বিণ (পুং) স্রগ্বিণের অপত্য।

স্রাম (ত্রি) ব্যাধিত। "মন্দো ভূরস্ত স্রামং বিশ্ব্যা" (ঋক্ ১।১১৭।১৯) 'স্রামং ব্যাধিতং পুরুষং' (সায়ণ)

স্রাম্য (ক্লী) ব্যাধি।

স্রাব (পুং) স্রু-ঘঞ্। ১ স্রব, ক্ষরণ, নিস্যন্দ। (ভরত)
২ নেত্ররোগান্তর্গত সন্ধিগত রোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"গত্বা সন্ধীনশ্রুমার্গেণ দোষাঃ
কুর্য্যুঃ স্রাবান্ রুগ্বিহীনান্ স্বলিঙ্গান্।
তান্ বৈ স্রাবান্ নেত্রনাড়ীমথৈকে
তস্যা লিঙ্গং কীর্ত্তয়িষ্যে চতুর্ধা॥" (সুশ্রুত নেত্ররোগাধি°)

কুপিত দোষ অশ্রুমার্গ দ্বারা নেত্রগত সমস্ত সন্ধিকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় লক্ষণযুক্ত চারি প্রকার স্রাব উৎপাদন করে, কেহ কেহ ইহাকে নেত্রনাড়ী বলিয়া থাকেন। এই স্রাব পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ ভেদে চারি প্রকার। পৈত্তিক স্রাব পিত্ত কুপিত হইয়া উৎপন্ন হয়, ইহাতে

সন্ধিগত নাড়ী হইতে পীত ও রক্তবর্ণ জলবৎ উষ্ণ স্রাব হয়। সান্নিপাতিক স্রাব—এই রোগে নেত্রসন্ধিতে শোথ উৎপন্ন হয়, এবং উহা পাকিয়া ইহা হইতে সর্ব্বদা পূয় স্রাব হয়। ইহা অতিশয় কষ্টদায়ক। রক্তজ স্রাব—এই স্রাবে সন্ধিগত নাড়ী হইতে নিরন্তর উষ্ণরক্ত স্রাব হয়। ইহা অতিশয় কষ্টসাধ্য।

৩ রস, নির্য্যাস, আটা। (বৈদ্যকনি°)

স্রাবক (ক্লী) স্রাবয়তীতি স্রু ণিচ্-ণ্বুল্। ১ মরীচ। (ত্রি) ২ ক্ষরক।

স্রাবণ (ক্লী) স্রু ণিচ্-ল্যুট্। ক্ষরণ, রক্তাদিক্ষরণ। (ত্রি) ২ ক্ষারক।

স্রাবণী (স্ত্রী) ঋদ্ধি.ক্ষ।

স্রাবিন্ (ত্রি) স্রু ণিনি। স্রাবকারী, ক্ষরক।

স্রাব্য (ত্রি) স্রু-ণ্যৎ। ক্ষরণযোগ্য, ক্ষরণার্হ।

স্রিন্ভ, হিংসা। ভ্বাদি° পরস্মৈ সক° সেট্। লট্ স্রিম্ভতি। লোট্ স্রিম্ভতু। লিট্ সিস্রিম্ভ, লোট্ স্রিম্ভিতা। লুঙ্ অস্রিম্ভীৎ।

স্রিভ, হিংসা। ভ্বাদি পরস্মৈ সক° সেট্। ক্তাবেট্, ক্তাচ্ প্রত্যয় পরে বিকল্পে ইট্ হয়। লট্ স্রেভতি। লুঙ্ অস্রেভীৎ।

স্রিব, স্রিবু স্রিব ধাতু—১ গতি। ২ শোষণ। দিবাদি পরস্মৈ সক° সেট্। ক্তাবেট্। লট্ স্রীব্যতি। লিট্ সিস্রেব সিস্রিবতুঃ। লুট্ স্রেবিতা। লুঙ্ অস্রেবীৎ। সন্ সিস্রেবিষতি। যঙ্ সেস্রীব্যতে। ণিচ্ স্রেবয়তি।

স্রু, ১ স্রুতি, ক্ষরণ। ২ গতি। ভ্বাদি পরস্মৈ° ক্ষরণার্থে অক° গত্যর্থে সক° সেট্। ক্তাবেট্। লট্ স্রবতি। লিট্ সুস্রাব, সুস্রুবতুঃ,সুস্রুবুঃ। লুট্ স্রোতা। লৃট্ স্রোষ্যতি। লুঙ্ অসুস্রুবৎ, অসুস্রুবতাং। সন্ সুস্রূষতি, যঙ্ সোস্রূয়তে। যঙ্-লুক্ সোস্রোতি। ণিচ্ স্রাবয়তি। লুঙ্ অসুস্রবৎ, অসিস্রবৎ। সন্ সুস্রাবয়িষতি, সিস্রাবয়িষতি।

স্রুক্, [স্রুচ্ দেখ।]

স্রুক্কার (পুং) স্রুকের শব্দ। [স্রুচ্ দেখ।]

স্রুগ্দারু (ক্লী) স্রুচো দারুঃ। ব্যাঘ্রপাদবৃক্ষ। বিকঙ্কতবৃক্ষ, চলিত বঁইচগাছ। (রত্নমালা)

স্রুগ্বৎ (ত্রি) স্রুক্বিশিষ্ট।

স্রুঘ্ন (পুং) থানেশ্বরের উত্তরবর্ত্তী একটী প্রাচীন জনপদ ও তাহার রাজধানী। প্রাচীন যমুনার গর্ভবেষ্টিত সুঘনামক গ্রামকে কেহ কেহ প্রাচীন স্রুঘ্ন মনে করেন। কিন্তু চীন-পরিব্রাজকের বর্ণনায় অন্য স্থান মনে হয়। মহাভারতের সময় হইতে এই স্থান প্রসিদ্ধ ছিল। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীন-পরিব্রাজক এখানে বৌদ্ধকীর্ত্তি ও বহু হীনযান সম্প্রদায়ের লোক দেখিয়া গিয়াছেন।

স্রুঘ্নী (স্ত্রী) স্রুঘ্নিকা, স্বর্জিকাক্ষার, চলিত সাজিমাটী।

'সমাস্তু স্বর্জ্জিকাক্ষারঃ কাপোতসুখবর্চ্চিকাঃ।
সর্জ্জিস্তু সর্জ্জিকা স্রুঘ্নী যোগবাহী সুবর্চ্চিকা।' (হেম)

স্রুচ্ (স্ত্রী) স্রবতি ঘৃতাদিকমস্যা ইতি স্রু স্রুতৌ (চিক্ চ। উণ্ ২।৬২) ইতি চিক্। যজ্ঞপাত্রবিশেষ, যজ্ঞীয় হোমে যে পাত্র দ্বারা ঘৃতাদির আহুতি দেওয়া যায়, তাহাকে স্রুক্ কহে। ইহাকে চলিত ভাষায় হাতা বলা যাইতে পারে। যজ্ঞে চরু প্রভৃতি পাক করিয়া স্রুক্ বা স্রুচ্ দ্বারা আহুতি দেওয়া হয়।

'ধ্রুবোপভৃজ্জুহূর্ণাতু স্রুবো ভেদাঃ স্রুচঃ স্ত্রিয়ঃ।' (অমর)
'ধ্রুবা বটপত্রাকৃতিঃ, উপভৃচ্চক্রাকারাঃ জুহূঃ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিঃ।'
"বৈকঙ্কতো ধ্রুবাঃ প্রোক্তা আশ্বত্থী চোপভৃন্মতা।
জুহূঃ পলাশকাষ্ঠস্য খদিরস্য স্রুবো মতঃ॥" (ভরত)

ধ্রুবা, উপভৃৎ ও জুহূ এই তিন প্রকার স্রুব, তাহার মধ্যে যাহার আকৃতি বটপত্রের ন্যায় তাহাকে ধ্রুবা, চক্রাকার হইলে তাহাকে উপভৃৎ এবং অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হইলে জুহূ কহে। বৈকঙ্কতবৃক্ষে ধ্রুবা, অশ্বত্থবৃক্ষে উপভৃৎ, পলাশকাষ্ঠে জুহূ ও খদিরকাষ্ঠে স্রুচ্ নির্ম্মাণ করিবে। স্রুক্ নির্দ্ধারিত পরিমাণে করিতে হইবে।

'স্রুবাদিকন্তু যজ্ঞাদৌ পাত্রমিত্যভিধীয়তে।
স্রুবঃ পুমানেকহস্তো বাহুমাত্রা স্রুগীরিতা।
তদ্বিশেষাঃ শরাবাগ্রাঃ স্ত্রীজুহূরুপভৃদ্ধ্রুবা॥' (শব্দরত্না°)

স্রুচ্য (ত্রি) স্রুক্যোগ্য।

স্রুৎ (ত্রি) স্রবতীতি স্রু-ক্বিপ্। স্রবণকারী, ক্ষরণকারী।

স্রুত (ত্রি) স্রু-ক্ত। ক্ষরিত জলাদি, পর্য্যায় স্রস্ত, ক্ষীণ, চ্যুত।

"রুধিরে চ স্রুতে গাত্রা চ্ছস্ত্রেণ চ পরীক্ষতে" (মনু ৪।১২২)

২ সূত।

স্রুতা (স্ত্রী) স্রু-ক্ত-টাপ্। হিঙ্গুলপত্রী। (শব্দচ°)

স্রুতি (স্ত্রী) স্রু ক্তিন্। স্রবণ, ক্ষরণ।

স্রুত্য (ত্রি) ক্ষরণযোগ্য।

স্রুব (পুং স্ত্রী) স্রবতি ঘৃতাদিকমস্মাদিতি স্রু (স্রুবঃ কঃ। উণ্ ২।৬১) ইতি ক। যজ্ঞপাত্রবিশেষ।

"চরূণাং স্রুক্স্রুবাণাঞ্চ শুদ্ধিরুষ্ণেন বারিণা।"
(মনু ৫।১১৭)

এই পাত্র যদি কোন রূপে অশুচি হয়, তাহা হইলে উষ্ণ জল দ্বারা প্রক্ষালন করিলে ইহা বিশুদ্ধ হয়। [স্রুচ্ শব্দ দেখ]

স্রুবতরু (পুং) বিকঙ্কতবৃক্ষ, বঁইচগাছ, এই বৃক্ষে স্রুব নির্ম্মিত হইত, এই জন্য উহাকে স্রুবতরু কহে।

স্রুবা (স্ত্রী) স্রু ক-টাপ্। ১ শল্লকী। ২ মূর্ব্বা। ৩ স্রুক্।

স্রুবাবৃক্ষ (পুং) স্রুবায়াঃ বৃক্ষঃ। বিকঙ্কতবৃক্ষ।

"বিকঙ্কতঃ স্রুবাবৃক্ষো গ্রন্থিলঃ স্বাদুকণ্টকঃ।
স এব যজ্ঞবৃক্ষশ্চ কণ্টকী ব্যাঘ্রপাদপি॥" (ভাবপ্র°)

স্রু (স্ত্রী) স্রু স্রুতৌ (ক্বিপ্ বচিপ্রচ্ছীতি। উণ্ ২।৫৭) ইতি ক্বিপ্ দীর্ঘশ্চ। ১ যজ্ঞপাত্রবিশেষ, স্রুা। ২ নির্ঝর। (হেম)

স্রেক, গতি। ভ্বাদি আত্মনে° সক° সেট্। লট্ স্রেকতে। লিট্ সিস্রেকে। লুট্ স্রেকিতা। লুঙ্ অস্রেকিষ্ট।

স্রোত (ক্লী) স্রোতঃ। (ভরত) উণাদিটীকায় উজ্জ্বল এই শব্দ পুংলিঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

স্রোত-আপত্তি (স্ত্রী) বৌদ্ধদিগের মধ্যে নির্ব্বাণের এক অবস্থা।

স্রোত-আপন্ন, বুদ্ধদিগের অবস্থাভেদ। [বৌদ্ধ দেখ।]

স্রোতঈশ (পুং) স্রোতসামীশঃ। স্রোতঃপতি, সমুদ্র।

স্রোতস্ (ক্লী) স্রবতীতি স্রু গতৌ (স্রুরীভ্যাং তুট্ চ। উণ্ ৪।২০১) ইতি অসুন্ তুট্ চ। ১ জলবহন, জলপ্রবাহ। অর্থাৎ আপনা হইতে যে জলপ্রবাহ হয়, তাহাকে স্রোতঃ কহে। 'বেগেন জলবহনং স্রোতঃ, স্বতঃ স্বয়মসুনঃ সরণং গমনং স্রোতঃ স্বত ইত্যাত্মহেতুকং ন পরহেতুকং' (ভরত) ২ নদী।

"ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী।" (গীতা ১০।৩১)

গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন যে, স্রোতঃ অর্থাৎ নদীসমূহের মধ্যে আমি জাহ্নবী।

৩ শরীরের নবচ্ছিদ্র। দেহস্থিত নবদ্বার। লক্ষণ—

"মনঃপ্রাণান্নপানীয়-দোষধাতূপধাতবঃ।
ধাতূনাঞ্চ মলং মূত্রং মলমিত্যাদয়ঃ স্মৃতৌ॥
সঞ্চরন্তি হি যৈর্মার্গৈস্তানি স্রোতাংসি সজ্ঞগুঃ।
বহূনি তানি সংখ্যায়াং শক্যতে নৈব ভাষিতুং॥" (ভাবপ্র°)

মন, প্রাণ, অন্ন, পানীয়, দোষ, অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফ, ধাতু, উপধাতু, ধাতুসমূহের মল, মূত্র এবং পুরীষ প্রভৃতি যে পথ দ্বারা শরীরে সঞ্চারিত হয়, তাহাদিগকে স্রোতঃ কহে। ইহা বহুসংখ্যক, এই জন্য ইহাদিগের বর্ণন দুঃসাধ্য।

বৈদ্যকশাস্ত্রে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, সংক্ষেপে আমরা এ বিষয়ের আলোচনা করিতেছি। মানবদেহে রসরক্তাদি, স্বেদাদি, শ্লেষ্মপিত্ত, মলমূত্রাদি যত প্রকার মূর্ত্তিমান্ ভাব আছে, তত প্রকার স্রোতও আছে। কারণ স্রোত বিনা মানবদেহের উক্ত ভাব সকল উৎপন্ন এবং ক্ষয় পায় না। স্রোতঃসমূহ পরিণামপ্রাপ্ত ধাতুসকলকে বহন করে, অর্থাৎ স্রোতঃপথ দিয়াই ধাতুসকল গমন করিয়া থাকে।

মানব যাহা আহার করে, প্রথমে তাহা পরিপাক হইয়া রসরূপে পরিণত হয়। পরে ঐ পরিপক্ক রস রসবহ স্রোতে গমন করে, সেই পরিপক্ক রস রক্তরূপে পরিণত হইয়া রসবহ স্রোত হইতে রক্তবহ স্রোতে গমন করে। সেই রক্ত আবার মাংসরূপে পরিণত হইয়া রক্তবহ-স্রোত হইতে মাংসবহ স্রোতে গমন করে। এই রূপে ধাতুসকল ভিন্ন ভিন্ন যত প্রকার মূর্ত্তিতে পরিণত হয়, তত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন স্রোতে গমন করিয়া থাকে। অতএব মানবদেহে যত প্রকার মূর্ত্তিমান্ ভাব আছে, স্রোতও তত প্রকার।

কোন কোন মহর্ষি স্রোতসমুদায়াত্মকই পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কারণ দোষের প্রকোপ ও প্রশমকারক স্রোতঃসমূহ সর্ব্বগত ও সর্ব্বসর। অর্থাৎ শরীরে এমন কোন স্থান নাই যেখানে কোন না কোন স্রোত দৃষ্ট না হয়। অতএব স্রোতঃসমষ্টিই পুরুষ। চরক ঋষি এই মত খণ্ডন করিয়া বলেন যে, ইহা পুরুষলক্ষণ নহে, অর্থাৎ পুরুষ স্রোতঃসমুদায়াত্মক নহে। কারণ যে মূর্ত্তিমান্ ভাবের যে স্রোত, যে ভাবকে যে স্রোত বহন করে, যে প্রকারে বহন করে এবং যে স্থানে যে স্রোত অবস্থিত, তৎসমস্তই সেই স্রোত হইতে ভিন্ন। সুতরাং পুরুষ স্রোত ভিন্ন অন্য পদার্থও আছে। অতএব পুরুষ স্রোতঃসমুদায়াত্মক হইতে পারে না।

অতি বহুত্ব হেতু কেহ কেহ স্রোতঃসকলকে অপরিসংখ্যেয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ ইহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই দুই মতের সামঞ্জস্য এই যে, শরীরে স্থূল ও সূক্ষ্ম কত যে স্রোতঃ আছে, তাহা গণিয়া স্থির করা যায় না, এই জন্য ইহাকে অপরিসংখ্যেয়; আর কেহ কেহ সূক্ষ্মাংশ বাদ দিয়া স্থূল রূপে ইহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া ইহা পরিসংখ্যেয় বলিয়া থাকেন, অতএব উক্ত দুই মতের কোন মতই ভ্রান্ত নহে, স্থূলরূপে যে সকল স্রোত কথিত আছে, তাহার বিষয় লিখিত হইল।

এই সকল স্রোতঃ প্রাণবহ, উদকবহ, অন্নবহ, রসবহ, রক্তবহ, মাংসবহ, অস্থিবহ, মজ্জাবহ, শুক্রবহ, মূত্রবহ, পুরীষবহ, স্বেদবহ এবং শরীরচর বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মবহভেদে অনেক প্রকার। এই সকল স্রোতঃ স্থূল। ইহারা সচ্ছিদ্র এবং উক্ত প্রাণোদকাদি পদার্থসমূহের মূল। এতদ্ভিন্ন মন, আত্মা, শ্রোত্র, স্পর্শন, দর্শন, রসন, ঘ্রাণ, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাদি অতীন্দ্রিয় পদার্থসকলেরও স্রোত আছে। সজীব শরীরই উহাদের পথ ও আশ্রয়স্থান। উক্ত প্রাণোদকাদিবহ স্রোতঃসকল এবং মন, আত্মা ও শ্রোত্রাদিবহ স্রোতঃসকল অবিকৃত থাকিলে শরীর রোগদ্বারা আক্রান্ত হয় না।

এই সকল স্রোত দুষ্ট হইলে নানাবিধ পীড়া জন্মে। প্রাণবহ স্রোত স্রোতঃসকলের মূল হৃদয় ও মহাস্রোতঃ অর্থাৎ মহাচ্ছিদ্র। প্রাণবহ স্রোত দুষ্ট হইলে তাহার নিশ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক ভাবে থাকে না, কেহ কেহ ঘন ঘন নিশ্বাস, কেহ কেহ অতি বা অল্পনিশ্বাস, কেহ বা শব্দ ও বেদনাযুক্ত নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, শ্বাসপ্রশ্বাসের ইত্যাদি রূপ বিকৃতি হয়।

উদকবহ স্রোতঃসমূহের মূল তালু ও ক্লোম। এই স্রোত দুষ্ট হইলে জিহ্বা,তালু, ওষ্ঠ, কণ্ঠ ও ক্লোমের শোষ এবং অতিশয় পিপাসা হয়।

অন্নবহ স্রোতসমূহের মূল—আমাশয় ও বামপার্শ্ব। এই স্রোত দুষ্ট হইলে ভোজনে অনিচ্ছা, অরুচি, অপরিপাক ও বমি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। রসবহ স্রোতের মূল হৃদয় ও দশটী ধমনী। শোণিতবহ স্রোতঃসমূহের মূল যকৃৎ ও প্লীহা। মাংস-বহ স্রোতঃসমূহের মূল—স্নায়ু ও ত্বক্। মেদোবহ স্রোতঃসমূহের মূল বৃক্ক ও রসাবহন। অস্থিবহ স্রোতঃসমূহের মূল অস্থি ও সন্ধি। শুক্রবহ স্রোতঃসমূহের মূল—বৃষণদ্বয় এবং লিঙ্গ।

রসরক্তাদি ধাতু সকল দুষ্ট হইলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, উক্ত স্রোতঃসকল প্রদুষ্ট হইলেও পূর্ব্বোক্তরূপ লক্ষণ দেখা গিয়া থাকে।

মূত্রবহ স্রোতঃসকলের মূল—বস্তি ও বঙ্ক্ষণদ্বয়। ইহা দুষ্ট হইলে মূত্রের অতি প্রবর্ত্তন, বা বিবদ্ধতা অথবা বারংবার অল্প অল্প করিয়া মূত্রত্যাগ, মূত্রের গাঢ়তা এবং মূত্রত্যাগকালে বেদনা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পুরীষবহ স্রোতের মূল—পক্বাশয় এবং স্থূলান্ত্র। এই স্রোত দুষ্ট হইলে অতিকষ্টে অল্প অল্প মল নির্গম, অথবা অতিদ্রব, অতি গ্রথিত বা বহু পরিমিত মল নির্গম, মলত্যাগকালে শব্দ ও বেদনা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

স্বেদবহ স্রোতঃসমূহের মূল মেদ ও লোমকূপসমূহ দুষ্ট হইলে ঘর্ম্মাভাব বা অতিঘর্ম্ম, দেহপারুষ্য বা অতি মসৃণতা, দাহ ও লোমাঞ্চ এই সকল লক্ষণ হয়।

প্রাণাদি ও রসাদি শারীর ধাতুসকল স্বপ্রমাণ ও স্বমার্গগামী হইলেও স্রোতঃসকলের প্রকোপে উহারা প্রকুপিত হয়। স্রোতঃসমূহের কোন একটি স্রোত প্রকুপিত হইলে অপর স্রোতও প্রকুপিত হইয়া থাকে। স্রোতঃসকল কুপিত হইয়া অপর স্রোতঃসকলকে কুপিত করিয়া থাকে, কিন্তু তদন্তর্গত ধাতুকে দূষিত করে না। বায়ু. পিত্ত ও শ্লেষ্মা ইহারা দোষস্বভাববশতঃ সমস্ত স্রোতকে এবং সমস্ত ধাতুকে দূষিত করিয়া থাকে।

স্রোতঃসমূহের দূষণ হেতু ধাতুক্ষয়, মলমূত্রাদির বেগধারণ, রৌক্ষ্য, ব্যায়াম, ক্ষুধা এবং অন্যান্য বাতবর্দ্ধক বিষয় এই সকল কারণে প্রাণবহ স্রোতঃসকল দুষ্ট হয়। উষ্ণতা, আমদুষ্টি, ভয়, অতিপান, শুষ্ক অন্নসেবন এবং তৃষ্ণা দ্বারা অতি পীড়ন, এই কারণে উদকবহ স্রোতঃ দুষ্ট হয়। অতিমাত্র ভোজন, অকালে ভোজন, অহিত ভোজন এবং অগ্নিবৈগুণ্য এই সকল কারণে অন্নবহ স্রোতঃসকল দুষ্ট হয়। গুরু, শীতল, অতিস্নিগ্ধ ও অতিমাত্রভোজন, এবং চিন্তা বিষয়ের অতিচিন্তন এই সকল কারণে রসবহ স্রোতঃ প্রদুষ্ট হয়। বিদাহজনক অন্নপান-সেবন, স্নিগ্ধ ও উষ্ণ দ্রব্যসেবন, আতপ ও অনিলসেবন এই সকল কারণে রক্তবহ স্রোতঃসকল দুষ্ট হয়। অভিষ্যন্দিদ্রব্যভোজন, পিষ্টকাদি স্থূল দ্রব্যভোজন, গুরুপাক দ্রব্যভোজন এবং আহারান্তে দিবানিদ্রা এই সকল কারণে মাংসবহ স্রোতঃসকল; শ্রমরাহিত্য, দিবানিদ্রা, মেধ্য বস্তুর অতিসেবন, বারুণী মদ্যপান, ও অতি-পান এই সকল কারণে মেদোবহ স্রোতঃসকল; অতি ব্যায়াম, অতি সংক্ষোভ, অস্থির, অতি বিঘট্টন এবং বাতবর্দ্ধক দ্রব্যের অতিসেবন এই সকল কারণে অস্থিবহ স্রোতঃসকল দুষ্ট হয়। উৎপেষণ, অভিষ্যন্দ, অভিঘাত, প্রপীড়ন এবং বিরুদ্ধভোজন, এই সকল কারণে মজ্জাবহ স্রোতঃ; অকালে স্ত্রীসঙ্গ, অযোনিতে গমন, শুক্রবেগধারণ, অতিমৈথুন, এবং শুক্রবহ স্রোতে শস্ত্র, ক্ষার বা অগ্নি প্রয়োগ এই সকল কারণে শুক্রবহ স্রোতঃসকল; মূত্র বেগান্বিত হইয়া অথবা অধিক জলপান করিয়া স্ত্রীসঙ্গ বা মূত্র-বেগধারণ করিলে মূত্রবহ স্রোতঃ; মলবেগধারণ, অতিভোজন, অজীর্ণভোজন, ও অধ্যশন, এই সকল কারণে মলবহ স্রোতঃ দুষ্ট হয়। দুর্ব্বলাগ্নি ও কৃশ ব্যক্তির মলবহ স্রোত দুষ্ট হইয়া থাকে। ব্যায়ামসংক্ষোভ, অকারণে শীত ও উষ্ণসেবন, ক্রোধ, শোক ও ভয় এই সকল কারণে স্বেদবহ স্রোতঃসকল প্রদুষ্ট হয়।

বাতাদি দোষের রৌক্ষ্যাদি যে যে গুণ আছে, সেই সেই গুণের তুল্য গুণাবলম্বী আহার ও বিহার করা এবং ধাতুর বিপরীত আহার, বিহার করা স্রোতোদুষ্টির অন্যতম কারণ। এই স্রোতঃসকলের বর্ণ স্বকীয় ধাতুর তুল্য বৃত্ত, স্থূল বা সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ এবং দেখিতে লতাপ্রতান সদৃশ। এই সকল স্রোত দুষ্ট হইলে সেই সেই ধাতুদুষ্টির ন্যায় চিকিৎসা করিবে। (চরক বি°৫অ)

স্রোতঃসকলের মূল বিদ্ধ হইলে নানা প্রকার পীড়া হইয়া থাকে। সুশ্রুতে ইহার বিষয় বিশেষ ভাবে লিখিত আছে, সংক্ষেপে তাহা লিখিত হইল। স্রোতঃসমূহ দ্বারা প্রাণ, অন্ন, জল, রস, রক্ত, মাংস, মেদ, মূত্র, পুরীষ, শুক্র ও আর্ত্তব বাহিত হয়। স্রোত বহুসংখ্যক। প্রাণাদির বহনকারী ঐ সকল স্রোতঃ প্রকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যসম্পাদন করে। উহাদের মধ্যে প্রাণবহ স্রোত দুইটী, সেই দুইটী স্রোতের মূল হৃদয় ও রসবাহিনী ধমনীসকল। তাহাদের সেই মূল বিদ্ধ হইলে ক্রোশন অর্থাৎ বিপন্নকর রোদন, শরীর নত হইয়া পড়া, মোহ, ভ্রম, কম্পন অথবা মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। অন্নবহ স্রোত দুইটী, সেই দুইটীর মূল আমাশয় ও অন্নবহ ধমনীসমূহ। সেই মূল বিদ্ধ হইলে আধ্মান, শূলবৎ বেদনা, আহারে অরুচি, বমি, পিপাসা, অন্ধতা, অথবা মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। উদকবহ স্রোত

দুইটী, ইহার মূল তালু ও ক্লোম, ইহা বিদ্ধ হইলে পিপাসা হয় এবং সদ্য মৃত্যু হয়। রসবহ স্রোত দুইটী, তাহার মূল হৃদয় ও রসবাহিনী ধমনীসমূহ। এই মূল বিদ্ধ হইলে শোষ, ক্রোশন, বিনমন, মোহপ্রাপ্তি, ভ্রম, কম্পন বা মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। রক্তবহ স্রোত দুইটী, তাহাদের মূল যকৃৎ, প্লীহা, ও রক্তবহা ধমনীসমূহ। এই মূল বিদ্ধ হইলে শরীরের শ্যামবর্ণতা, জ্বর, দাহ, পাণ্ডুবর্ণতা, অধিক শোণিতস্রাব ও নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া পড়ে। মাংসবহ স্রোত দুইটী, তাহাদের মূল স্নায়ু, ত্বক্ ও রক্তবাহিনী ধমনীসমূহ। এই মূল বিদ্ধ হইলে শোথ, মাংসক্ষয়, শিরাগ্রন্থি ও মৃত্যু হইয়া থাকে। মেদোবহ স্রোত দুইটি তাহাদের মূল কটিদেশ ও বৃক্কদ্বয়। ইহা বিদ্ধ হইলে ঘর্ম্মনিঃসরণ, অঙ্গের স্নিগ্ধতা, তালুশোষ, অত্যন্ত শোথ, ও পিপাসা হইয়া থাকে। মূত্রবহ স্রোত দুইটী, ইহাদের মূল বস্তি ও লিঙ্গ। এই মূল বিদ্ধ হইলে বস্তি স্ফীত, মূত্ররোধ এবং লিঙ্গ অবশ হইয়া পড়ে। পুরীষবহ স্রোত দুইটী, তাহাদের মূল পক্কাশয় ও গুহ্যদেশ। ইহা বিদ্ধ হইলে শরীর হইতে দুর্গন্ধনির্গম, মলমূত্রের অবরোধ, এবং গ্রথিত হইয়া পড়ে। শুক্রবহ স্রোত দুইটি, তাহাদের মূল স্তনযুগ ও বৃষণদ্বয়। ইহা বিদ্ধ হইলে পুরুষত্বের হানি, বিলম্বে শুক্রক্ষরণ এবং শুক্রের রক্তবর্ণতা হয়। স্ত্রীদিগের আর্ত্তব স্রোত দুইটি, তাহাদের মূল গর্ভাশয় ও আর্ত্তববহ ধমনীসকল। এই মূল বিদ্ধ হইলে বন্ধ্যাত্ব ও আর্ত্তব শোণিতনাশ ঘটে এবং সেই রমণী মৈথুনে অসহিষ্ণু হইয়া থাকে। (সুশ্রুত শারীরস্থা° ৫অ°)

স্রোতস্য (পুং) স্রোতস্-যৎ। ১ শিব। ২ চৌর। (ত্রি) ৩ স্রোতোভব।

স্রোতস্বতী (স্ত্রী) স্রোতোহস্ত্যস্যামিতি মতুপ্, মস্য বঃ উগিতশ্চেতি ঙীপ্। নদী। (অমর)

স্রোতস্বিনী (স্ত্রী) স্রোতোহস্ত্যস্যামিতি (অস্মায়ামেধাস্রজো বিনি। পা ৫।২।১২১) ইতি বিনি। নদী। (ভরত)

স্রোতোঞ্জন (ক্লী) স্রোতোভবমঞ্জনং। যমুনাস্রোতোভব অঞ্জন, যমুনাস্রোতে সৌবীর দেশে উৎপন্ন অঞ্জন। পর্য্যায়—সৌবীর, কপোতাঞ্জন, যামুন, বারিভব, স্রোতোভব, স্রোতনদীভব, সৌবীরসার, কপোতসার, বল্মীকশীর্ষ। (রাজনি°)

"বল্মীকশিখরাকারং ভিন্নং নীলাঞ্জনপ্রভং।
ঘৃষ্টন্তু গৈরিকাকারমেতৎ স্রোতোঞ্জনং স্মৃতং॥" (রাজনি°)

এই অঞ্জনের আকৃতি বল্মীকের শিখরদেশের ন্যায়, যাহা ভাঙ্গিলে মধ্যদেশ কৃষ্ণবর্ণ এবং ঘর্ষণ করিলে গেরিমাটীর মত হয়, তাহাকে সৌবীরাঞ্জন কহে।

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, যামুন ও কাপোতাঞ্জন এই দুইটী স্রোতোঞ্জনের অপর নাম। কৃষ্ণবর্ণ অঞ্জনকে স্রোতোঞ্জন এবং শ্বেতবর্ণ অঞ্জনকে সৌবীরাঞ্জন কহে। স্রোতোঞ্জন বল্মীকের শিখর তুল্য আকৃতিবিশিষ্ট, ভাঙ্গিলে অভ্যন্তরভাগে অঞ্জনসদৃশ আভা প্রকাশ পায় এবং ঘর্ষণ করিলে গেরিমাটীর বর্ণের ন্যায় হয়। গুণ—মধুর, কষায়রস, চক্ষুর হিতকারক, কফঘ্ন, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক, লেখনগুণযুক্ত, স্নিগ্ধ, ধারক এবং বমি, বিষ, শ্লেষ্ম, ক্ষয়, ও রক্তদোষনাশক। অতএব পণ্ডিতগণ ইহা সর্ব্বদা সেবন করিবেন। দুই প্রকার অঞ্জনের মধ্যে স্রোতোঞ্জনই শ্রেষ্ঠ। (ভাবপ্র°) কোন কোন বৈদ্যকে এই স্রোতোঞ্জন শ্বেত, কৃষ্ণ ও লোহিত বর্ণভেদে তিন প্রকার কথিত হইয়াছে।

স্রোতোদ্ভব (ক্লী) স্রোতোঞ্জন। (রাজনি°)

স্রোতোনদীভব (ক্লী) স্রোতোঞ্জন। (বৈদ্যকনি°)

স্রোতোবহ (স্ত্রী) স্রোতো বহতীতি বহ-ক্বিপ্। নদী।

স্রোতোবহা (স্ত্রী) বহতীতি বহ-অচ্-টাপ্, বহা, স্রোতসো বহা। নদী, স্রোতোবাহিনী নদী, যে নদীর স্রোত আছে।

"মহীধরং মার্গবশাদুপেতং স্রোতোবহা সাগরগামিনী চ॥"(রঘু৬।৫১)

স্রোত্যা (স্ত্রী) স্রবণশীলা। "অধোহস্যাঃ সিন্ধবঃ স্রোত্যাভিঃ" (ঋক্ ৩।৩৩।৯) 'স্রোত্যাভিঃ স্রবণশীলাভিরদ্ভিঃ' (সায়ণ)

স্রৌগ্মত (ক্লী) সামভেদ। (লাট্য্য° ৭।১।২১)

স্রৌঘ্ন (ত্রি) স্রুঘ্নসম্বন্ধীয়।

স্রৌচ (ত্রি) স্রুক্‌সম্বন্ধীয়।

স্রৌত (ক্লী) সামভেদ।

স্রৌতিক (ক্লী) মৃগনাভি।

স্ব (পুং ক্লী) স্বন শব্দে অন্যেভ্যোহপীতি ড। ১ ধন।

"বিস্রব্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাৎ দ্রব্যোপাদানমাচরেৎ।
ন হি তস্যাস্তি কিঞ্চিৎ স্বং ভর্ত্তৃহার্য্যধনো হি সঃ।" (মনু ৮।৪১৭)

(পুং) ২ আত্মা, নিজ। (অমর) ৩ বিষ্ণু। (ভারত ১৪।১৪৯।১১৩) ৪ জ্ঞাতি।

"ন বিপ্রং স্বেষু তিষ্ঠৎসু মৃতং শূদ্রেণ নায়য়েৎ।
অস্বর্গ্যা হ্যাহুতিঃ সা স্যাৎ শূদ্রসংস্পর্শদূষিতা॥" (মনু ৫।১০৪)

স্বঃপথ (পুং) স্বর্গমার্গ, স্বর্গের পথ।

"স্বঃপথায় মতিং চক্রে নিভৃতাত্মা যুধিষ্ঠিরঃ।" (ভাগবত ১।১৫।৩২)

স্বঃপাল (পুং) স্বঃ স্বর্গলোকং পালয়তীতি পালি-অণ্। স্বর্গপালক, স্বর্গপতি, যিনি স্বর্গলোক পালন করেন।

স্বঃপৃষ্ঠ (ক্লী) সামভেদ।

স্বক (ত্রি) স্বমেব কন্। স্বীয়, আত্মীয়।

"নাস্তি কশ্চৈব কুরুতে তদ্ধনং জ্ঞাতৃভিঃ স্বকং।
অদত্তস্য ত্ববিক্রীতং কৃত্বা স্বং লভতে ধনী॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

স্বকম্পন (পুং) স্বেনৈব কম্পতে ইতি কম্প-ল্যু। বায়ু।

স্বকম্বলা (স্ত্রী) পুরাণোক্ত নদীভেদ। (মার্ক°পু° ৫৯।১৯)

স্বকরণ (ক্লী) ১ স্বীকার। ২ নিজকার্য্য।

স্বকর্ম্মন্ (ক্লী) স্বস্য কর্ম্ম। আত্মকৃত কার্য্য, নিজকৃত কর্ম্ম, ইহ-সংসারে জীব নিজকৃত কর্ম্মফল ভোগ করে, ভোগব্যতীত শুভাশুভ স্বকর্ম্মের নাশ হয় না। এই স্বীয় কর্ম্ম শুভ হইলে সুখ এবং অশুভ হইলে দুঃখ বা নরকভোগাদি হইয়া থাকে।

"স্বকর্ম্মফলনির্দ্দিষ্টাং যাং যাং যোনিং ব্রজাম্যহং।
তস্যাং তস্যাং হৃষীকেশ ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াস্তু মে॥" (পাণ্ডবগীতা)

হে ভগবন্! স্বকর্ম্মফলে আমি যে যে যোনিতেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সেই সেই যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমাতে যেন আমার ভক্তি দৃঢ় থাকে।

স্বকর্ম্মকৃৎ (ত্রি) স্বকর্ম্ম করোতীতি কৃ ক্বিপ্, তুক্ চ। নিজকার্য্যকারী।

স্বকামিন্ (ত্রি) নিজের জন্য কামনাকারী।

স্বকাল (পুং) স্বস্য কালঃ। স্বীয় কাল, কোন কার্য্যের নির্দ্দিষ্ট কাল, যাহার যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই সেই কার্য্যের স্বকাল। যেমন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব একদণ্ড এবং পর একদণ্ড প্রাতঃসন্ধ্যার কাল, এতদ্ভিন্ন সময় অকাল।

"উত্থায়াবশ্যকং কৃত্বা কৃতশৌচঃ সমাহিতঃ।
পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং জপংস্তিষ্ঠেৎ স্বকালে চাপরাং চিরং॥" (মনু ৪।৯৩)

স্বকীয় (ত্রি) স্বস্যায়মিতি গহাদিষু স্বস্য বেতি ছ কুগাগমশ্চ। স্বীয়, নিজ, আত্মীয়, স্ব। (হেম)

স্বকীয়ত্ব (ক্লী) স্বকীয়স্য ভাবঃ ত্ব। স্বকীয়ের ভাব বা ধর্ম্ম, নিজত্ব।

স্বকুল (ক্লী) স্বস্য কুলং। নিজের কুল, আপনার বংশ।

স্বকুলক্ষয় (পুং) স্বকুলস্য ক্ষয়ো যস্মাৎ। ১ মৎস্য। (হেম) ২ নিজবংশনাশ। (ত্রি) ৩ নিজবংশনাশকর্ত্তা। ৪ নিজ-বংশক্ষয়যুক্ত।

স্বকুল্য (ত্রি) নিজ বংশীয়।

স্বকুশলময় (ত্রি) স্বকুশল স্বরূপে ময়ট্। নিজের কুশল স্বরূপ।

স্বকৃৎ (ত্রি) স্বং স্বকার্য্যং করোতি কৃ-ক্বিপ্। স্বকার্য্যকারী।

"ততোঽতিহৃষ্টাঃ স্বকৃতোঽকৃতার্হণং
পুষ্পৈঃ সুরা অপ্সরসশ্চ নর্ত্তনৈঃ।" (ভাগবত ১০।১২।৩৪)

স্বকৃত (ত্রি) স্বেন কৃতঃ। আপনা কর্ত্তৃক কৃত, নিজকৃত কর্ম্ম, আপনি যাহা করা যায়, তাহাকে স্বকৃত কর্ম্ম কহে।

স্বকৃতভঙ্গ, রাঢ়ীয়শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যে স্বভাবকুলীন নিজে ভঙ্গ হইয়াছেন, তাঁহাকে স্বকৃতভঙ্গ কহে। স্বভাবকুলীন বংশজ বা ভঙ্গ-কুলীনের কন্যা নিজে বিবাহ করিলে ভঙ্গ হইয়া থাকেন এবং তাঁহাকে স্বকৃতভঙ্গ কহে।

স্বক্ষ (ত্রি) সুন্দর অক্ষযুক্ত (রথ)।

স্বক্ষত্র (ত্রি) স্বভূতবলবৎ, আত্মভূতবলবিশিষ্ট।

"বচঃ স্বক্ষত্রং যস্য ধৃষতঃ" (ঋক্ ১।৫৪।৩)
'স্বক্ষত্রং স্বভূতবলবৎ' (সায়ণ)

স্বগত (ক্লী) স্বস্মিন্ গতং। ১ মনোগত। ইহা নাট্যোক্তির অন্যতম, রঙ্গস্থলে অন্যে না শুনিতে পায়, অথচ আপনা আপনি যাহা বলা যায়, তাহাকে স্বগত কহে।

"অশ্রাব্যং খলু যদ্বস্তু তদিহ স্বগতং মতং।"(সাহিত্যদ° ৬।১২৫)

স্বগুপ্তা (স্ত্রী) স্বেন গুপ্তা। ১ শূকশিম্বী। ২ লজ্জালু।

স্বগূর্ত্ত (ত্রি) স্বয়ংগামী, নিজেই গমনশীল।

"গ্রাবা ক্ষামা সিন্ধবশ্চ স্বগূর্ত্তাঃ" (ঋক্ ১।১৪১।১৩)
'স্বগূর্ত্তাঃ স্বয়মেব গামিন্যঃ' (সায়ণ)

স্বগৃহ (পুং) স্বকৃতং গৃহং যস্য। ১ কলিকার পক্ষী। (জটাধর) (পুং ক্লী) ২ নিজালয়, নিজগৃহ। আপনার ঘর।

জ্যোতিষমতে রাশিচক্রে গ্রহদিগের স্বগৃহ আছে, এই স্বগৃহে গ্রহগণ বিশেষ বলবান্। ইহার মধ্যে সিংহরাশি রবির স্বগৃহ, কর্কট চন্দ্রের, মেষ ও বৃশ্চিক মঙ্গলের, মিথুন ও কন্যা বুধের, ধনু ও মীন বৃহস্পতির, বৃষ ও তুলা শুক্রের, মকর ও কুম্ভের শনি, এবং রাহুর কন্যারাশি স্বগৃহ।

স্বগোপ (ত্রি) স্বায়ত্তগোপ্তৃক, স্বভূতরক্ষণ, যিনি আপনি আপনাকে রক্ষা করেন। "ব্যথিরব্যথীঃ কৃণুত স্বগোপা" (ঋক্ ১০।৩১।১০) 'স্বগোপা স্বায়ত্তগোপ্তৃকা স্বভূতরক্ষণা' (সায়ণ)

স্বগ্নি (ত্রি) শোভন অগ্নিযুক্ত, শোভন অগ্নিবিশিষ্ট।

"দধিরে চ নঃ স্বগ্নয়ো মনামহে" (ঋক্ ১।২৬।৮)
'স্বগ্নয়ঃ শোভনাগ্নিযুক্তাঃ' (সায়ণ)

স্বগ্রহ (পুং) বালরোগবিশেষ। (নিদান)

স্বগ্রাম (পুং) স্বস্য গ্রামঃ। নিজের গ্রাম, যে গ্রামে যে বাস করে, সেই গ্রাম তাহার স্বগ্রাম।

স্বঙ্গ (ত্রি) সু শোভনানি অঙ্গানি যস্য। শোভনাঙ্গবিশিষ্ট, উত্তমাঙ্গযুক্ত। পর্য্যায়—সিংহসংহনন। (হেম) (ক্লী) সু শোভনং অঙ্গং। ২ শোভনাবয়ব, শোভন অঙ্গ।

স্বঙ্গুরি (ত্রি) শোভন অঙ্গুলিযুক্ত। "যা সুবাহুঃ স্বঙ্গুরিঃ" (ঋক্ ২।৩২।৭) 'স্বঙ্গুরিঃ শোভনাঙ্গুলিঃ' (সায়ণ)

স্বচ্ছ (ত্রি) সুষ্ঠু অচ্ছঃ। ১ রোগবিমুক্ত। (শব্দরত্না°) ২ শুক্ল। ৩ নির্ম্মল। ৪ সুস্থ নীরোগ।

"অসনং বসনং পাত্রং শয্যা যানং নিকেতনং।
গৃহকং বস্তুজাতঞ্চ স্বচ্ছাৎ স্বচ্ছং প্রশস্যতে॥"
(মহানি°ত° ৮।৯৯)

৪ কপটতাদি দোষশূন্য নির্ম্মলচরিত্র, নির্দ্দোষস্বভাব। ৫ স্ফটিক। (রাজনি°) ৬ প্রতিবিম্বধারণক্ষম কাচ প্রভৃতি।

স্বচ্ছতা (স্ত্রী) স্বচ্ছস্য ভাবঃ তল-টাপ্। নির্ম্মলতা, প্রতিবিম্ব-

ধারণক্ষমতা, যে গুণ দ্বারা কোন বস্তুর ভিতর দিয়া আলোক আসিতে পারে।

স্বচ্ছন্দ (ত্রি) স্বস্য ছন্দোঽভিপ্রায়ো যস্য। ১ স্বাধীন, স্বতন্ত্র, স্বেচ্ছানুবর্ত্তী। ২ অবাধিত। ৩ সুস্থ। ৪ অযত্নজাত।

"স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে।
অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ॥" (হিতোপদেশ)

(পুং) স্বেচ্ছা, স্বেচ্ছাচার, আপনার অভিপ্রায়।

"বুভুক্ষা বা পিপাসা বা গ্লানির্বাপ্যথবা জরা।
দেববদ্ধারয়স্ত্যাস্তে স্বচ্ছন্দো ন ভবিষ্যতি॥" (হরিবংশ ১২২।২৮)

স্বচ্ছন্দনায়ক (পুং) জ্বরাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—পারদ, গন্ধক, লৌহ ও রৌপ্য তুল্যাংশে গ্রহণ করিয়া তাহা নিম্নলিখিত দ্রব্যের রসে ভাবনা দিবে। হুড়হুড়ে, নিসিন্দা, তুলসী, শ্বেতচিতামূল, আদা, রক্তচিতামূল, সিদ্ধি, হরীতকী, কাকমাচি ও পঞ্চপিত্ত এই সকল দ্রব্যের ভাবনা দিয়া মূষায় রুদ্ধ করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। ইহার চূর্ণ এক মাষা পরিমাণে সেবনীয়। এই ঔষধ সেবন করিলে অভিন্যাস নামক সন্নিপাতজ্বর আশু প্রশমিত হয়। এই ঔষধ-সেবনের পর রোগীকে ছাগদুগ্ধ ও মুগের যূষ পথ্য দিবে। (সুশ্রুত চি° জ্বরাধি°)

স্বচ্ছন্দভৈরব (পুং) জ্বরাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারা ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা এতদুভয়ের একত্র কজ্জলী করিয়া তাহার সহিত শোধিত স্বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা মিশ্রিত করিবে এবং যথাক্রমে রুদ্রজটা, নিসিন্দা, হরীতকী, আমলকী ও বিষকাঠালী এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের এক এক তোলা রসের সহিত তাহা মর্দ্দন করিতে হইবে। তৎপরে মুদ্গ-প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান আদার রস ও জীরার গুড়া। এই ঔষধ সেবন করিলে উগ্র সন্নিপাতজ্বর, গ্রহণী ও সূতিকা প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। (সুশ্রুত চি° জ্বরাধি°)

অন্যবিধ প্রস্তুতপ্রণালী—পারদ ৪ মাষা, বিষ ৪ মাষা, গন্ধক ৪ মাষা, জায়ফল ২ মাষা, পিপুলচূর্ণ ৭ মাষা। এই সকল দ্রব্য উত্তম রূপে মর্দ্দন করিয়া ২ বা ৩ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান পানের রস, আদার রস বা ঘস্‌ঘসিয়া পাতার রস। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া পথ্য ব্যবস্থা করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনে শীতজ্বর, সকল প্রকার সান্নিপাতিক জ্বর ও বিসূচিকা প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° জ্বরাধি°)

স্বচ্ছন্দভৈরব (পুং) ভৈরববিশেষ। দুর্গাপূজার সময় ভৈরব-পূজাস্থলে এই ভৈরবের পূজা করিতে হয়।

স্বচ্ছপত্র (ক্লী) স্বচ্ছং পত্রং যস্য। অভ্রক। (হেম)

স্বচ্ছমণি (পুং) স্বচ্ছো মণিঃ। স্ফটিক। (রাজনি°)

স্বচ্ছবালুক (ক্লী) স্বচ্ছং বালুকং। বিমলোপরস। (রাজনি°)

স্বচ্ছা (স্ত্রী) সুষ্ঠু অচ্ছা। শ্বেতদূর্ব্বা। (রাজনি°)

স্বজ (ক্লী) স্বস্মাৎ জায়তে ইতি জন-ড। ১ রক্ত। (মেদিনী) (পুং) ২ পুত্র। ৩ স্বেদ। (মেদিনী) (ত্রি) ৪ আত্মজাত। ৫ স্বাভাবিক।

"আগতা ত্বামিয়ং বুদ্ধিঃ স্বজা বৈনয়িকী চ যা।
ভৃশমুৎসহসে তাত রক্ষিতুং পৃথিবীমপি॥" (রামায়ণ)

স্বজন (পুং) স্বস্য জনঃ। ১ জ্ঞাতি। ২ আত্মীয় লোক, আপনার জন। "স্বজনস্য হি দুঃখমগ্রতো
বিবৃতদ্বারমিবোপজায়তে।" (কুমার ৪।২৬)

স্বজনতা (স্ত্রী) স্বজনস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। স্বজনত্ব, স্বজনের ভাব বা ধর্ম্ম, আপনার লোকের কার্য্য, আত্মীয়তা।

স্বজন্মন্ (ত্রি) স্বস্মাৎ জন্ম যস্য। ঔরসপুত্র, আপনা হইতে যাহার জন্ম হইয়াছে। "স্বজন্মনা শেষসা বাবধানং"(ঋক্ ৭।১।১২)
'স্বজন্মনা ঔরসেন শেষসা পুত্রেণ' (সায়ণ)

স্বজা (স্ত্রী) স্বস্মাৎ জায়তে জন ড টাপ্। কন্যা।

স্বজাত (ত্রি) স্বস্মাৎ জাতঃ। আপনা হইতে জাত, আপনা হইতে উৎপন্ন।

স্বজাতি (স্ত্রী) স্বস্য জাতিঃ। আপনার জাতি, নিজের জাতি, এক জাতি। "বিট্‌শূদ্রয়োরিয়মেব স্বজাতিং প্রতি তত্ত্বতঃ।
ছেদবর্জ্জং প্রণয়নং দণ্ডস্যেতি বিনিশ্চয়ঃ॥" (মনু ২।২৭৭)

স্বজাতিদ্বিষ্ (পুং) স্বজাতিং দ্বেষ্টি দ্বিষ্-ক্বিপ্। যিনি স্বজাতিকে হিংসা করেন।

স্বজাতীয় (ত্রি) স্বস্য জাতীয়ঃ। স্বজাতি, স্বজন, আত্মীয়কুটুম্ব।

"ধান্যান্নধনচৌর্য্যাণি কৃত্বা কামাদ্দ্বিজোত্তমঃ।
স্বজাতীয়গৃহাদেব কৃচ্ছ্রাব্দেন বিশুধ্যতি॥" (মনু ১১।১৬৩)

স্বজাত্য (ত্রি) স্বজাতীয়।

স্বজিত (ত্রি) স্বেন জিতঃ। আপনা কর্তৃক জিত, যিনি আপনি জয় করিয়াছেন। (ভাগ° ৭।৮।১০)

স্বজেন্য (ত্রি) স্বজন্মা, ঔরসপুত্র, যাহার আপনা হইতে জন্ম হইয়াছে। (ঋক্ ৩।৭০।৫)

স্বঞ্জ, পরিষঙ্গ, আলিঙ্গন। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° অনিট্। লট্ স্বজতে। লোট্ স্বজতাং। লিট্ সস্বজে, সস্বঞ্জে। লট্ স্বঙ্‌ক্ষ্যতে। লুঙ্ অস্বঙ্‌ক্, অস্বক্ষাতাং অস্বক্ষত। সন্ সিস্বঙ্‌ক্ষতে। যঙ্ সাস্বজ্যতে। যঙ্‌লুক্ সাস্বঙ্‌ক্তি। ণিচ্ স্বঞ্জয়তি।

স্বতন্ত্র (ত্রি) স্বস্য তন্ত্রং প্রাধান্যং যত্র। স্বাধীন, পর্য্যায়—অপাবৃত, স্বৈরী, স্বচ্ছন্দ, নিরবগ্রহ, নির্যন্ত্রিণ, যথাকামী, নিরর্গল, নিরঙ্কুশ, রুচি। (হেম) আত্মবশ। কোন্ কোন্ ব্যক্তি স্বতন্ত্র এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তি অস্বতন্ত্র ইহার বিষয় নারদ এইরূপ লিখিয়াছেন—

জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিতে গুণ ও বয়ঃকৃত স্বাতন্ত্র্য আছে, পৃথিবীপতি রাজা স্বতন্ত্র, প্রজা সকল অস্বতন্ত্র, প্রভু স্বতন্ত্র; স্ত্রীমাত্র, পুত্র, দাস ও অনুজীবি প্রভৃতি সকলই অস্বতন্ত্র, মাতা ও পিতা জীবিত থাকিতে পুত্রের স্বতন্ত্রতা নাই। পিতামাতার অভাবে ১৬ বৎসরের পর মানব স্বাতন্ত্র্য লাভ করে।

"স্বাতন্ত্র্যন্তু স্মৃতং জ্যেষ্ঠে জ্যৈষ্ঠং গুণবয়ঃকৃতং।
অস্বতন্ত্রাঃ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ স্বতন্ত্রঃ পৃথিবীপতিঃ॥
অস্বতন্ত্রঃ স্মৃতঃ শিষ্য আচার্য্যস্য স্বতন্ত্রতা।
অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাঃ পুত্রা দাসাঃ পরিগ্রহাঃ॥
বাল আষোড়শাদ্বর্ষাৎ পৌগণ্ডোঽপি নিগদ্যতে।
পরতো ব্যবহারজ্ঞঃ স্বতন্ত্রঃ পিতরাবৃতে॥
জীবতোর্ন স্বতন্ত্রঃ স্যাৎ জরয়াপি সমন্বিতঃ।
তয়োরপি পিতা শ্রেয়ান্ বীজপ্রাধান্যদর্শনাৎ॥"
(ব্যবহারতত্ত্বধৃত নারদ)

স্বতন্ত্রতা (স্ত্রী) স্বতন্ত্রস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। স্বতন্ত্রের ভাব বা ধর্ম্ম, স্বাধীনতা।

স্বতন্ত্রিক (পুং) স্বাধীন।

স্বতন্ত্রিন্ (ত্রি) স্বতন্ত্র, স্বশাস্ত্রানুসারী।

স্বতস্ (অব্য°) স্ব 'পঞ্চম্যাস্তসিল্' ইতি তসিল্। ১ নিজ হইতে, আপনা হইতে, স্বয়ং। ২ ধন হইতে।

"গৃহীতা যদি নষ্টঃ স্যাৎ কুটুম্বার্থে কৃতোঽব্যয়ঃ।
দাতব্যং বান্ধবৈস্তৎ স্যাৎ প্রবিভক্তৈরপি স্বতঃ॥" (মনু ৮.১৬৬)

স্বতুল্য (ত্রি) স্বেন তুল্যঃ। আপনার তুল্য, আপনার সদৃশ।

স্বত্ব (ক্লী) স্বস্য ভাবঃ স্ব-ত্ব। শাস্ত্রসম্মত যথেষ্ট বিনিযোগার্হ, নিজের অধিকার ধনাদিতে প্রভুত্ব। সপ্ত পদার্থের অতিরিক্ত পদার্থ, নিরূপকতা সম্বন্ধ দ্বারা স্বামিত্ব। এই স্বত্ব দুই প্রকার, দ্রব্যগত ও গুণগত। দানাদি দ্বারা দ্রব্যগত স্বত্ব হয়, অর্থাৎ কোন দ্রব্য দান করিলে তাহাতে দাতার স্বত্ব ধ্বংস হইয়া গৃহীতার স্বত্ব হয়।

"শাস্ত্রসম্মতযথেষ্টবিনিযোগার্হত্বং, সপ্তপদার্থাতিরিক্তপদার্থঃ।
নিরূপকতাসম্বন্ধেন স্বামিত্বং। তচ্চ দ্রব্যগতং গুণগতঞ্চ।"
(দায়ভাগটীকায় শ্রীকৃষ্ণতর্কা°)

দ্রব্যাদির যে সম্পূর্ণ রূপে অধিকার তাহাকে স্বত্ব বলে। স্বত্ব থাকিলে দ্রব্য দান, বিক্রয়, নষ্ট যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারা যায়। জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগে এই স্বত্বের বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। এখানে সংক্ষেপে লিখিত হইল—যাহার যে দ্রব্যে স্বত্ব আছে, তাহার সেই স্বত্ব ধ্বংস না হইলে অপরের সেই দ্রব্যে অধিকার হয় না। কোন দ্রব্য কাহাকে দান করিলে দ্রব্যস্বামীর স্বত্ব ধ্বংস হইয়া যাহাকে ঐ দ্রব্য দান করা হয়, তাহার তাহাতে স্বত্ব হইয়া থাকে। স্বস্বত্ব ধ্বংসপূর্ব্বক পরস্বত্বোপাদান না হইলে দান হয় না। এই স্বত্ব তিন প্রকার অর্থাৎ দান, ক্রয় এবং উত্তরাধিকারসূত্রে হইয়া থাকে। কোন বস্তু দান করিলে গৃহীতার, বস্তু ক্রয় করিলে ক্রেতার এবং পিত্রাদির মৃত্যুর পর পুত্রাদির স্বত্ব হয়। যে দ্রব্যে নির্ব্যূঢ় স্বত্ব অর্থাৎ সম্পূর্ণ রূপে স্বামিত্ব না থাকে, তাহা দান ও বিক্রয় করা যায় না, এবং করিলেও তাহা সিদ্ধ হয় না। কোন বস্তু দান ও ক্রয় করার পূর্ব্বে বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত যে দ্রব্যস্বামীর উহাতে নির্ব্যূঢ় স্বত্ব আছে কি না, তখন ঐ দ্রব্য দানগ্রহণ ও ক্রয় করা বিধেয়। স্বত্বের মধ্যে উত্তরাধিকারসূত্রই প্রধান।

স্বত্বনির্ণয়—পিতার নিধনকালীন পুত্রের যে জীবন সেই তাহার স্বত্বোৎপাদক। পুত্রের জীবনই স্বত্বের প্রতি কারণ, পিতার নিধনকাল তাহাতে সহকারী মাত্র। পিতা ও পুত্রবাদে সম্পর্কীমাত্রকে বুঝিতে হইবে। ধনাধিকারীর নিয়মানুসারে ইহা জানিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে গর্ভস্থের ভূমিষ্ঠ হওয়ার অপেক্ষা থাকে। যে হেতু ঐ গর্ভস্থ সন্তান যদি জীবিতপুত্ররূপে ভূমিষ্ঠ হয়, তবে ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই অধিকারী হইয়া থাকে। কন্যারূপে ভূমিষ্ঠ হইলে মাতার পর তাহার স্বত্ব হয় এবং মৃতরূপে ভূমিষ্ঠ হইলে স্বত্ববান্ হয় না।

"পিতৃনিধনকালীনং জীবনমেব পুত্রস্যার্জনং ভবিষ্যতি। পুত্র-জীবনমেব স্বত্বহেতুঃ,তত্র পিতৃনিধনকালঃ সহকারী"(দায়ভা°টীকা)

যদি বলা যায়, "দম্পত্যোর্ম্মধ্যগং ধনং" অর্থাৎ পতির ধন দম্পতীর সাধারণ। এই বচনানুসারে পতির জীবনকালেই তদ্ধনে পত্নীর অধিকার এবং পতির মরণের পর সেই অধিকারের বিনাশ হয়। পতির স্বত্ব নাশ হইলে পত্নীর স্বত্ব নাশ হইয়া থাকে। পতির জীবতাবস্থায় পতির ধনে পত্নীর স্বত্ব ছিল, কিন্তু পতির মৃত্যুর পর পতির স্বত্বের ন্যায় পত্নীর স্বত্ব বিনষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে। আরও লিখিত আছে যে, ভর্ত্তার দ্রব্যে ভার্য্যার যখন স্বত্ব আছে, তখন ভর্ত্তা প্রবাসে থাকিলে পত্নী নৈমিত্তিক কার্য্য, অবশ্য কর্ত্তব্য দান ও অতিথিভোজনাদিতে ভর্ত্তার ধন ব্যয় করিতে পারিবেন, অন্যথা পারিবেন না, এবং যথেচ্ছরূপে যদি তিনি তাহা দান বিক্রয়াদি করেন, তাহা হইলে তাহা সিদ্ধ হইবে না এবং তিনি চৌর্য্যাপরাধে অপরাধিনী হইবেন।

উপরম শব্দে অর্থাৎ পিত্রাদির উপরতির পর পুত্রাদির স্বত্ব হয়, এই উপরম শব্দ কেবল মরণ মাত্রের বোধক নহে। কিন্তু পতিত ও প্রব্রজিতত্বাদিরও বোধক। পাতিত্যাদিও মৃত্যুর ন্যায় স্বত্ববিনাশের কারণ হয়। এস্থলে পতিত পদে বুঝিতে হইবে যে কোন ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাদি করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করে নাই এবং

করিতেও চাহে না। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার এবং স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের মতে যে পতিত ও অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত এবং যে প্রায়শ্চিত্ত-বিমুখ তাহার স্বত্ব নাশ হয়।

উপরতস্পৃশস্ত অর্থাৎ যিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া বিষয়-স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহার ধনে স্বত্ব নাশ হয়। তৎপরে যদি তিনি প্রব্রজ্যা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় বিষয়ভোগে অভিলাষী হন, তাহা হইলেও তাহার আর পুনরায় স্বত্ব হইবে না। দ্বাদশ বৎসর যদি কোন ব্যক্তির সন্ধান না পাওয়া যায়, তাহার পর অর্থাৎ ত্রয়োদশ বৎসরের প্রারম্ভে তাহার স্বত্ব নাশ হইবে। তাহাকে মৃতাবধারণ করিয়া তদুদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি করা বিধেয়।

"নচোপরমমাত্রমেব বিবক্ষিতং, কিন্তু পতিতপ্রব্রজিতস্বাদ্যপলক্ষয়তি স্বত্ববিনাশহেতুতা সাম্যাৎ। দ্বাদশবর্ষাদূর্দ্ধং উদ্দেশরহিতস্য মরণে কল্পনাৎ তদ্ধনে তদুত্তরাধিকারিণঃ স্বত্বং।"

মরণ, পাতিত্য, আশ্রমান্তর গমন এবং উপেক্ষাতে ধনীর স্বত্ব ধ্বংস হয়। এইরূপে স্বত্বনাশ হইলে উত্তরাধিকারিগণ শাস্ত্রের নিয়মানুসারে ধন বিভাগ করিয়া লইবেন। ধনী যদি পুত্রাদিকে জীবিত কালেই ধন বিভাগ করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহা করিতে পারিবেন।

যদি পুত্রাদি না থাকে এবং স্বামীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে স্ত্রী স্বামিধনে স্বত্ববতী হইবে বটে, কিন্তু উক্ত ধনে তাহার নিব্যূঢ় স্বত্ব জন্মিবে না। তিনি জীবিত কালে ঐ ধন ভোগ করিতে পারিবেন মাত্র, দানবিক্রয়াদি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিবেন না এবং করিলেও তাহা শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ হইবে না। স্ত্রীগণ বিবাদিতে যৌতুক স্বরূপ যে ধন প্রাপ্ত হয় এবং স্বামী তাহার সন্তোষের জন্য যে ধন তাহাকে দেন, এই ধনে স্ত্রীদিগের সম্পূর্ণ স্বত্ব। এই স্ত্রীধন তাঁহারা যথেচ্ছরূপে ব্যবহার করিতে পারিবেন। (দায়ভাগ)

স্বদ, ১ আস্বাদন। ২ অনুভব। ৩ রুচি। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° রুচ্যর্থে অক° সেট্। লট্ স্বদতে। লোট্ স্বদতাং। লিট সস্বদে। লুট্ স্বদিতা। লুঙ্ অস্বদিষ্ট। সন্ সিস্বদিষতে। যঙ্ সাস্বদ্যতে। যঙ্‌লুক্ সাস্বত্তি। স্বদ ১ আস্বাদন। ২ সঙ্করণ। ৩ ছেদন। চুরাদি পরস্মৈ° সক সেট্। লট্ স্বাদয়তি। লিট্ স্বাদয়াঞ্চকার, কৃ, ভূ ও অস্ এই তিন ধাতুরই অনুপ্রয়োগ হইবে। লুঙ্ অসিস্বদৎ।

স্বদন (ক্লী) স্বদ-ল্যুট্। ১ ভক্ষণ। (হেম) ২ লৌহ। (রাজনি°)

স্বদৃশ্ (ত্রি) আত্মসাক্ষী।

"যৎ প্রসাদাদিদং বিশ্বং প্রসীদতি যদাত্মকং।

স স্বদৃক্ ভগবান্ তস্য তোষ্যতেঽনন্তয়া দৃশা॥"(ভাগ° ৩।১৪।৪৭)

স্বদৃষ্ট (ত্রি) স্বেন দৃষ্টঃ। আপনা কর্ত্তৃক দৃষ্ট, নিজে যাহা দেখা যায়। সু শোভনোঽদৃষ্টো যস্য। ২ শোভন অদৃষ্টবিশিষ্ট, যাহার অতীব অদৃষ্ট শুভ, সৌভাগ্যশালী।

স্বদার (পুং) স্বস্য দারাঃ। স্বস্ত্রী, নিজপত্নী। এই শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত, সংস্কৃতে 'স্বদারাঃ' এইরূপ প্রয়োগ হইবে। লিখিত আছে যে সর্ব্বদা স্বদারে সন্তুষ্ট থাকিবে, কদাচ পরদারে গমন করিবে না। যত প্রকার পাতক আছে, পরদারগমনই তাহার মূল। বৈদ্যকমতেও পরদারগমন শরীরের বিশেষ অনিষ্টজনক। পরদারগমনে ইহলোকে আয়ুঃক্ষয় এবং পরকালে নরক ইহা বিবেচনা করিয়া স্বদারানুরক্ত থাকিবে।

"মৃতো নরকমভ্যেতি হীয়তেঽত্রাপি চায়ুষঃ।

পরদাররতিঃ পুংসামুভয়ত্রাপি ভীতিদা॥

ইতি মত্বা স্বদারেষু ঋতুমৎসু বুধো ব্রজেৎ।

যথোক্তদোষহীনেষু সকামেষ্বনৃতাবপি॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

স্বদেশ (পুং) স্বস্য দেশঃ। নিজের দেশ। আপনার দেশ।

"বিদ্বত্ত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।

স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে॥" (চাণক্য)

পাণ্ডিত্য এবং নৃপত্ব এই দুইটী কখনই তুল্য নহে, কারণ রাজা কেবল স্বদেশে পূজিত হন, বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজিত হইয়া থাকেন।

স্বদোষজ (ত্রি) নিজ দোষে যাহা উৎপন্ন।

স্বধর্ম্ম (পুং ক্লী) স্বস্য ধর্ম্মঃ। স্বজাত্যুক্তাচার। শাস্ত্রে চারি বর্ণের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম অভিহিত হইয়াছে, যাহার যে ধর্ম্ম, তাহার তাহাই স্বধর্ম্ম। ব্রাহ্মণের যজনযাজনাদি স্বধর্ম্ম, এবং যুদ্ধাদি পরধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধাদি স্বধর্ম্ম এবং যাজন ও ভিক্ষাদি পরধর্ম্ম। গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্মের বিষয় বিশেষ ভাবে উপদেশ দিয়াছেন—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" (গীতা ৩।৩৫)

সুন্দর রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতেও বিগুণ অর্থাৎ অঙ্গহীন স্বধর্ম্মানুষ্ঠানই প্রশস্ত। স্বধর্ম্মে মরণও মঙ্গল, পরধর্ম্ম অতীব ভয়াবহ। ভগবানের এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, ব্রাহ্মণের তপশ্চর্য্যা ও ধর্ম্মপ্রচার প্রভৃতি, ক্ষত্রিয়ের রাজ্যশাসন ও ধর্ম্মযুদ্ধ, বৈশ্যের কৃষি ও বাণিজ্য এবং শূদ্রের সেবা এই সকল কর্ম্মকে ভগবান্ বর্ণাশ্রমোচিত স্বধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের যুদ্ধ, ক্ষত্রিয়ের তপশ্চর্য্যা ও ভিক্ষা পরধর্ম্ম। তাই ভগবান্ অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে অর্জ্জুন, তুমি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে তোমার মঙ্গল হইবে না। যদি এই ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হও, তাহা হইলেও ইহা তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক।

"যো যস্ত বিহিতো ধর্ম্মঃ স তজ্জাতিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ স্বধর্ম্মং কুর্ব্বীত দ্বিজো নিত্যমনাপদি ॥
চত্বারো বর্ণা রাজেন্দ্র চরেয়ুশ্চাপি চাশ্রমাঃ।
ঋতে স্বধর্ম্মং বিপুলং ন তে যান্তি পরাং গতিং ॥
স্বধর্ম্মেণ যথা নৃণাং নরসিংহঃ প্রতুষ্যতি।
ন তুষ্যতি তথান্যেন বেদবাক্যেন কর্ম্মণা ॥" (নরসিংহপু°)

ব্রাহ্মণ অনাপৎকালে সর্ব্বদা স্বধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। চারিটী বর্ণ সর্ব্বদা আশ্রমবিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা সদ্‌গতি লাভ করিয়া থাকে। স্বধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত ইহকাল বা পরকালে সুগতি হয় না। একমাত্র স্বধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই ভগবান্ বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। যিনি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করেন, শাস্ত্রে তাহাকে কৃতঘ্ন বলা হইয়াছে। যে সকল ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যা, স্বধর্ম্মানুষ্ঠান, তর্পণাদি দ্বারা পিতৃগণকে তৃপ্ত এবং পিতৃকৃত্য ও দেবকৃত্য প্রভৃতি কিছুরই অনুষ্ঠান করে না, তাহাদিগকে কৃতঘ্ন কহে।

"স্বধর্ম্মং হন্তি যো বিপ্রঃ সন্ধ্যাত্রয়নিবর্জ্জিতঃ।
অতর্পণঞ্চ যৎ স্নানং বিষ্ণুনৈবেদ্যবঞ্চিতঃ।
পিতৃকৃত্যং দেবকৃত্যং স কৃতঘ্ন ইতি স্মৃতঃ ॥" (ব্রহ্মবৈ° প্র°খ° ৫১)

মনু বলিয়াছেন, বেদার্থজ্ঞানোপযোগী সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞান চক্ষু দ্বারা পর্য্যালোচনা করিয়া শ্রুতির আদেশানুসারে অনুষ্ঠেয় স্বধর্ম্মে তৎপর হইবে। শ্রুতি ও স্মৃতিবিহিত স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে মানবের ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে পরম সুখলাভ হয়।

"সর্ব্বন্তু সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা।
শ্রুতিপ্রামাণ্যতো বিদ্বান্ স্বধর্ম্মে নিবিশেত বৈ ॥
শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখং ॥" (মনু ২।৮-৯)

সকলেরই স্বধর্ম্মপরায়ণ হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে কোন কালেই মঙ্গল হয় না।

স্বধা (অব্য°) স্বদ্যতেঽনয়েতি স্বদ আস্বাদনে আ 'স্বদধে শ্চ' ইতি দস্য ধঃ। ১ দেবহবির্দানমন্ত্র, এই মন্ত্রে দেবতাদিগের উদ্দেশে হবির্দ্দান করা হইয়া থাকে, স্বাহা, শ্রৌষট্, বৌষট্, বষট্ ও স্বধা এই পাঁচটী শব্দ দেবহবির্দ্দানে ব্যবহৃত হয়।

'স্বাহা দেবহবির্দানে শ্রৌষট্ বৌষট্ বষট্ স্বধা।' (অমর)

২ পিতৃসম্প্রদানমন্ত্র। পিতৃদিগের উদ্দেশে যে সকল দ্রব্য প্রদত্ত হয়, তাহা 'পিতৃভ্যঃ স্বধা' এই মন্ত্রে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

"দৈত্যোভ্যোঽলং হরিঃ পূষ্ণে বষট্ সদ্ভ্যো হিতং সুখং।
স্বাহাগ্নয়ে স্বধা পিত্রে স্বস্তি ধাত্রে নমঃ সতে ॥" (মুগ্ধবোধব্যা°)

৩ পিতৃদিগের অন্ন। "ভুঙ্‌ক্তে স্বং যথা" বৈ স্বধাখ্যা তদ্বৎ স্বাহা হব্যভোক্তা স্বয়ং দেবী।" (দেবীসূক্ত)

ব্যাকরণমতে এই স্বধা অব্যয় শব্দযোগে চতুর্থী বিভক্তি হইয়া থাকে। 'স্বধা' এই মন্ত্র উচ্চারণ না করিয়া পিতৃদিগের উদ্দেশে কিছু প্রদত্ত হইলে পিতৃগণ তাহা গ্রহণ করেন না।

স্বধা (স্ত্রী) স্বান্ দধাতীতি ধা-কিপ্। ১ গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকাভেদ। নান্দীমুখশ্রাদ্ধকালে বা ষষ্ঠীপূজার সময় মাতৃকা-পূজাস্থলে ইঁহার পূজা হইয়া থাকে। স্বধা প্রভৃতি দেবীগণ সর্ব্বদা সকলের হিতসাধন করিয়া থাকেন, এই জন্য নান্দীমুখ-শ্রাদ্ধে ইহাদের পূজা বিধেয়।

শ্রীমদ্ভাগবতমতে দক্ষকন্যা। ইনি পিতৃদিগের পত্নী। ইঁহার দুইটী কন্যা যমুনা ও ধারিণী। এই দুই জন তপস্বিনী হইয়া তপশ্চর্য্যায় জীবনাতিপাত করেন। এই জন্য ইহাদের সন্ততি হয় নাই। (ভাগবত) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, স্বধা ব্রহ্মার মানসী কন্যা। উক্ত পুরাণে স্বধার উপাখ্যান বিশেষ ভাবে লিখিত আছে, সংক্ষেপে তাহা লিখিত হইল।

একদা নারদ ভগবান্‌কে স্বধার উপাখ্যান জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, নারদ! পিতৃগণের তৃপ্তিকর শ্রাদ্ধসমূহের ফলবর্দ্ধক স্বধার উপাখ্যান বলিতেছি শ্রবণ কর। জগৎস্রষ্টা সৃষ্টির পূর্ব্বে মূর্ত্তিমান্ পিতৃচতুষ্টয় এবং তেজঃস্বরূপী পিতৃত্রয়কে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই ৭ জন সিদ্ধরূপ পিতৃগণকে সৃষ্টি করিয়া শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রদত্ত বস্তু এবং তর্পণ তাঁহাদের আহার্য্য নির্ণয় করিয়া দিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা এই বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ব্রাহ্মণাদি সকলবর্ণ পিতৃদিগের উদ্দেশে দান, শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি করিতে লাগিলেন, কিন্তু পিতৃগণ নিজভাগ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না, পরন্তু ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বিষণ্ণ ভাবে ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন।

ব্রহ্মা পিতৃগণের এই দুঃখকাহিনী শ্রবণ করিয়া মন হইতে মনোহারিণী এক কন্যা সৃষ্টি করিলেন। এই কন্যা আলোকসামান্যা সুন্দরী। ইহার বর্ণ শ্বেতচম্পকসদৃশ, অঙ্গসকল রত্নালঙ্কারে বিভূষিত এবং সর্ব্বদা ইহার মুখে হাস্য বিরাজ করিতেছে। সুদতী সেই স্বধাদেবী লক্ষ্মীদেবীর লক্ষণসমূহে উপলক্ষিতা। তাঁহার পাদপদ্ম শতদলপদ্মের উপরিভাগে সংস্থাপিত। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া পিতৃগণের হস্তে এই কন্যা সম্প্রদান করিলেন এবং ব্রাহ্মণ-দিগকে ডাকিয়া উপদেশ দিলেন যে, অদ্যাবধি তোমরা পিতৃদিগের উদ্দেশে যে বস্তু দান করিবে, সেই বস্তুর শেষে 'স্বধা' এই মন্ত্র বলিয়া দিবে, তাহা হইলে পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইবেন। তদবধি সকলে পিতৃগণের উদ্দেশে যে বস্তু দান করেন, তাহার অন্তে স্বধা শব্দের যোগ করিয়া থাকেন। পিতৃগণও ব্রহ্মার বরে এইরূপে শ্রাদ্ধতর্পণাদি গ্রহণ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতে লাগিলেন। দেবগণের উদ্দেশে দান বিষয়ে 'স্বাহা' মন্ত্র, এবং

পিতৃগণের উদ্দেশে দানে 'স্বধা' মন্ত্র প্রশস্ত। পিতৃ, দেব, ব্রাহ্মণ, মুনি ও মনুষ্য প্রভৃতি শান্ত মূর্ত্তি স্বধার সমর্চ্চনা করিয়া পরমাদরে স্তব করিতে লাগিলেন। স্বধা দেবীর বরে দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণের মনোরথ পূর্ণ হইল এবং সকলেই পরমাহ্লাদিত হইলেন।

স্বধাপূজার বিধান—নারদ ভগবানের নিকট স্বধার এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া তাঁহার পূজার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ বলিয়া ছিলেন যে, শরৎকালে কৃষ্ণপক্ষে মঘানক্ষত্রযুক্ত ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রাদ্ধদিনে যত্নপূর্ব্বক স্বধার পূজা করিয়া শ্রাদ্ধ করিতে হয়। যিনি অহঙ্কারে স্বধার অর্চ্চনা না করিয়া পিতৃদিগের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি করেন, তাঁহার সেই সকল বিফল হয়। ধ্যান—

"ব্রহ্মণো মানসীং কন্যাং শশ্বৎ সুস্থিরযৌবনাং।
পূজ্যাং পিতৃণাং দেবানাং শ্রাদ্ধানাং ফলদাং ভজে॥"

স্বধাদেবী ব্রহ্মার মানসী কন্যা, নিরন্তর স্থিরযৌবনা, পিতৃগণ এবং দেবগণের পূজনীয়া, এবং শ্রাদ্ধাদির ফলদায়িনী। এই মন্ত্রে স্বধাদেবীর ধ্যান করিয়া শালগ্রামরূপী বিষ্ণুতে অথবা ঘটে মূল মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। 'ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ স্বধা দেব্যৈ স্বাহা' ইহাই স্বধার মূলমন্ত্র, এই মন্ত্রে পূজা করিয়া স্বধার ব্রহ্মাকৃত স্তব পাঠ করিবে। পূর্ব্বে ব্রহ্মা বলিয়া ছিলেন "স্বধা" এই মন্ত্রত্রয় উচ্চারণ করিলে তীর্থস্নানজন্য ফললাভ এবং সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বাজপেয় যজ্ঞের ফলভাগী হইবে। কোন ব্যক্তি স্বধা এই মন্ত্র তিনবার উচ্চারণ করিলে, শ্রাদ্ধ ও পূজাদির ফল লাভ করিয়া অন্তে স্বর্গগামী হইয়া থাকেন।

স্বধা পিতৃগণের প্রাণময়ী এবং দ্বিজগণের জীবরূপিণী। এই দেবীর সৃষ্টির পূর্ব্বে আবির্ভাব এবং মহাপ্রলয়ে তিরোভাব হয় মাত্র, বাস্তবিক ইঁহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। এই দেবী ওঁ, স্বস্তি, নম, স্বাহা, স্বধা ও দক্ষিণা এই ছয় নামে চতুর্ব্বেদে বিখ্যাত হইয়া সকল কর্ম্ম সাধন করিয়া থাকেন।

পুরাকালে এই দেবী গোলোকধামে শ্রীমতী রাধিকার সখী স্বধা নামে এক গোপী ছিলেন। পরমাত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ করিয়া এই নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন। একদা রমণীয় বৃন্দাবনের নিকুঞ্জবনে শ্রীকৃষ্ণকে ইহার সহিত বিহার করিতে দেখিয়া শ্রীমতী ইঁহাকে শাপপ্রদান করেন, এই শাপেই স্বধা ব্রহ্মার মানসকন্যারূপে জন্মিয়াছিলেন।

(ব্রহ্মবৈ°প্র° ৪১অ° ও দেবীভাগবতে ৯ম স্কন্ধে ৪৪ অ°)

শাস্ত্রে লিখিত আছে, শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদিকালে সকলেই স্বধা এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। কিন্তু বিশেষ বিধান এই যে, স্ত্রী ও শূদ্রগণ এই মন্ত্র পাঠ করিবেন না, তাঁহাদের এই মন্ত্রপাঠে অধিকার নাই।

স্বধাকর (ত্রি) শ্রাদ্ধাধিকারী। (মনু ৯।১২৭)

স্বধাকার (পুং) শ্রাদ্ধকর্ত্তা, যিনি স্বধা এই বাক্যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন। (মনু ৩।২৫২)

স্বধাধিপ (পুং) স্বধায়াঃ অধিপঃ। স্বধাপতি, অগ্নি। (হরিবংশ)

স্বধাপ্রাণ (ত্রি) স্বধাত্মক। (অথর্ব্ববেদ ১০।১০।৬)

স্বধাপ্রিয় (পুং) স্বধায়াঃ প্রিয়ঃ। ১ কৃষ্ণতিল। ২ অগ্নি।

স্বধাভুজ্ (পুং) স্বধাং ভুঙ্‌ক্তে ভুজ-ক্বিপ্। ১ পিতৃগণ। তাঁহারা স্বধা এই মন্ত্রে ভোজন করিয়া থাকেন, স্বধা এই মন্ত্র পাঠ না করিয়া কিছু প্রদত্ত হইলে পিতৃগণ তাহা গ্রহণ করেন না।

"ঋষিদেবগণস্বধাভুজাং শ্রুতযাগপ্রসবৈঃ স পার্থিবঃ।" (রঘু ৮।৩০)

২ দেবতা। (হেম)

স্বধাভোজিন্ (পুং) স্বধা-ভুজ-ণিনি। স্বধাভুক্, পিতৃগণ।

স্বধামন্ (পুং) সুনৃতাগর্ভজাত সত্যসহসের পুত্রভেদ। (ভাগবত ৮।১৩।৩০) ২ মনুবিশেষ (বিষ্ণুপু° ৩।১।১৪)

স্বধাময় (ত্রি) স্বধা স্বরূপে ময়ট্। স্বধাস্বরূপ।

স্বধামৃতময় (ত্রি) শ্রাদ্ধ। ইহা স্বধারূপ অমৃতস্বরূপ। (ভারত)

স্বধায়িন্ (ত্রি) স্বধাসংজ্ঞক অন্নশীল, ভোজনশীল। "পিতৃভ্যঃ স্বধায়িভ্যঃ স্বধা নমঃ' (শুক্লযজুঃ ১৯।৩৬) 'স্বধামন্নং প্রতিযন্তি গচ্ছন্তীত্যেবং শীলা স্বধায়িনস্তেভ্যঃ।' (মহীধর)

স্বধাবৎ (ত্রি) স্বধা-মতুপ্, মস্য বঃ। হবিলক্ষণান্নবিশিষ্ট। "হবিরন্যস্যাং ভবতি স্বধাবান্" (ঋক্ ১।৯৫।১) 'স্বধাবান্ হবিলক্ষণান্নবান্' (সায়ণ) ২ স্বধাবিশিষ্ট।

স্বধাবিন্ (ত্রি) স্বধান্নভক্ষণশীল। (তৈত্তিরীয়সং° ৪।৪।১১।৫)

স্বধাশন (পুং) স্বধাভক্ষক, পিতৃলোক।

স্বধিচরণ (ত্রি) সুন্দর বিচরণ।

স্বধিত (ত্রি) সুধিত।

স্বধিতি (পুং স্ত্রী) স্বং ধিয়তি দধাতীতি বি-ক্তিচ্। ১ কুঠার। (অমর) ২ বজ্র। (নিঘণ্টু ২।৮।৯২) এই শব্দ তালব্য হয়।

স্বধিতিহেতিক (পুং) স্বধিতি হেতির্যস্য কন্। পরশুধারী যোদ্ধা।

স্বধিতীবৎ (ত্রি) বজ্রবিশিষ্ট।

"ন চিত্রঃ স্বধিতীবান্ (ঋক্ ২।৮৮।২)
'স্বধিতীবান্ স্বধিতিরিতি বজ্রনাম' (সায়ণ)

স্বধিষ্ঠান (ত্রি) উত্তম বসিবার স্থানযুক্ত (রথাদি)।

স্বধিষ্ঠিত (ত্রি) ১ উত্তমরূপে অবস্থিত। ২ (হস্তীতে) ভাল করিয়া বসা।

স্বধীত (ক্লী) স্বাধ্যায়, বেদপাঠ, শোভন অধ্যয়ন।

"ন মন্যে ব্রহ্মচর্য্যে বা স্বধীতে বা ফলোদয়ঃ।" (রামায়ণ)

স্বধীতি (ত্রি) সু শোভনা অধীতি অধ্যয়নং যস্য। স্বাধ্যায়-যুক্ত, যাঁহারা বেদপাঠ করেন।

স্বধুর্ (ত্রি) ১ উত্তম ধুরাযুক্ত। (ক্লী) ২ সামভেদ।

স্বধৃতি (স্ত্রী) ভাল করিয়া ধারণ।

স্বধৈনব (ত্রি) ধেনুসম্বন্ধীয় সোম, ধেনু দ্বারা ক্রীত। "পিব স্বধৈনবানামৃত" (ঋক্ ৮।৩২।২০) 'স্বধৈনবানাং স্বধৈনবান্ স্বভূতপয়সো ধেনোঃ সম্বন্ধিঃ সোমান্ ধেন্বা ক্রীতানিত্যর্থং' (সায়ণ)

স্বধ্বর (পুং) সু শোভনঃ অধ্বরঃ। শোভনযজ্ঞ, উত্তম যজ্ঞ।

"যত্তেজসাহং সুসমিদ্ধতেজা
হব্যং বহে স্বধ্বর আজ্যসিক্তং।" (ভাগবত ৪।৭।৪১)

'স্বধ্বরে প্রশস্তাধ্বরে' (স্বামী) (ত্রি) ২ সুন্দর যজ্ঞযুক্ত। ৩ শোভনযাগযুক্ত অগ্নি। "ইন্ধতে হব্যবাহং স্বধ্বর" (ঋক্ ১।৪৪।৮) 'স্বধ্বরশোভনযাগযুক্তাগ্নে' (সায়ণ)

স্বধ্বর্য্যু (ত্রি) প্রশস্ত অধ্বর্য্যুবিশিষ্ট।

স্বন্, শব্দ। ভ্বাদি পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ স্বনতি। লোট্ স্বনতু। লিট্ সস্বান, সস্বনতুঃ, স্বেনতুঃ। লুট্ স্বনিতা, লৃট্ স্বনিষ্যতি। লুঙ্ অস্বনীৎ, অস্বানীৎ। সন্ সিস্বনিষতি। যঙ্ সংস্বন্যতে। যঙ্-লুক্ সংস্বন্তি। ণিচ্ স্বনয়তি। ঘটাদি স্থলে স্বনয়তি হইবে, ঘটাদি ভিন্ন অন্য স্থলে স্বানয়তি। লুঙ্ অসস্বনৎ। অব+বি+স্বন=সশব্দ ভোজন। স্বন, ধ্বনি, শব্দ। অদন্ত চুরাদি। পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ স্বনয়তি।

স্বন (পুং) স্বননমিতি স্বন শব্দে (স্বনহসোর্ব্বা। পা ৩।৩।৬২) ইতি অপ্। শব্দ। "আকাশে দুন্দুভীনাঞ্চ বভূব তুমুলঃ স্বন।" (ভারত ১।১২৩।৪৬)

স্বনচক্র (পুং) রতিবন্ধবিশেষ। লক্ষণ—

"ধৃত্বা বাহূ তথা কণ্ঠং পাদতোঽপি শিরঃ স্থিতঃ।
গূঢ়শ্চ কাময়েৎ কামী স্বনচক্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" (রতিমঞ্জরী)

স্বনদ্রথ (ত্রি) শব্দায়মান রথযুক্ত। "সৌভাগাসঙ্গস্য স্বনদ্রথঃ" (ঋক্ ৮।১।৩২) 'স্বনদ্রথঃ শব্দায়মানরথঃ' (সায়ণ)

স্বনন্দা (স্ত্রী) দুর্গা। (হেম)

স্বনয় (পুং) ভাবজব্যের পুত্রভেদ্। (ঋক্ ১।১২৬।৩)

স্বনবৎ (ত্রি) স্বন অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। শব্দবিশিষ্ট, শব্দযুক্ত।

স্বনামন্ (ক্লী) স্বস্য নাম। ১ আপনার নাম। (ত্রি) ২ আপনার নামযুক্ত। যে পুরুষ আপনার নামে বিখ্যাত, তিনিই শ্রেষ্ঠ।

"স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ পিতৃনামা চ মধ্যমঃ।
অধমঃ শ্বশুরনামা শ্যালনামা ধমাধমঃ॥" (উদ্ভট)

স্বনি (পুং) স্বন-ইন্। শব্দ। (হেম)

স্বনিত (ক্লী) স্বন-ক্ত। ১ গর্জ্জিত, মেঘশব্দ। (ত্রি) ২ ধ্বনিত।

স্বনিতাহ্বয় (পুং) স্বনিতং আহ্বয়তে ইতি আ-হ্বে-অচ্। তণ্ডুলীয় শাকক্ষুপ। (রাজনি°)

স্বনিষ্ঠ (ত্রি) স্বকর্ম্মা, নিজকর্ম্মশীল।

স্বনীক (ত্রি) শোভনজালরূপ সেনাযুক্ত। (ঋক্ ২।১।৮)

স্বনুগুপ্ত (ত্রি) আত্মগুপ্ত, আত্মরক্ষিত।

স্বনুরক্ত (ত্রি) অতিশয় অনুরক্ত, অত্যন্ত অনুরাগবিশিষ্ট।

স্বনুষ্ঠিত (ত্রি) সু-অনু-স্থা-ক্ত। উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত, যাহা উত্তমরূপে অনুষ্ঠান করা হইয়াছে।

"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।"
(ভাগবত ১।২।৮)

স্বনোৎসাহ (পুং) স্বনেন উৎসাহো যস্য। গণ্ডক, গণ্ডার। (রত্না°)

স্বন্ত (ত্রি) সু শোভনোঽন্তো যস্য। যাহার অন্ত শোভন।

স্বন্ন (ক্লী) সু শোভনং অন্নং। শোভনান্ন।

"প্রাদাৎ স্বন্নঞ্চ বিপ্রেভ্যঃ প্রজাতীর্থে সতীর্থবিৎ॥"
(ভাগব° ১।১২।১৪)

স্বপ্, শয়ন, নিদ্রা। অদাদি পরস্মৈ° অক° অনিট্। লট্ স্বপিতি স্বপিতঃ স্বপন্তি। লিঙ্ স্বপ্যাৎ। লঙ্ অস্বপীৎ, অস্বপৎ। অস্বপিতাং অস্বপন্। অস্বপীঃ, অস্বপঃ। লিট্ সুস্বাপ। সুষুপতুঃ। সুষ্বপিথ, সুস্বপ্থ। লুট্ স্বপ্তা। লট্ স্বপ্স্যতি। আশীর্লিঙ্ সুপ্যাৎ। লুঙ্ অস্বাপ্সীৎ, অস্বাপ্তাং অস্বাপ্সুঃ। সন্ সুষুপ্সতি। যঙ্ সোষুপ্যতে। যঙ্-লুক্ সাস্বপ্তি। ণিচ্ স্বাপয়তি। লুঙ্ অসূষুপৎ।

স্বপক্ষ (পুং) স্বস্য পক্ষঃ। আপনার পক্ষ।

স্বপতি (পুং) ১ গোস্বামী। "স্বপতিশ্ছন্দয়তে" (ঋক্ ১০।২৭।৮) 'স্বপতিঃ স্বানাং গবাং স্বামী' (সায়ণ)স্বস্য পতিঃ। ২ নিজের পতি।

স্বপতিত (ত্রি) আপনা হইতে পতিত, যাহা নিজে পড়িয়া গিয়াছে। (বৃহৎস° ৬৯।৩)

স্বপত্য (ক্লী) শোভন আপতনের হেতুভূত কর্ম্ম।

"যৎ স্বপত্যায় বৃজ্যতেঽর্কঃ" (ঋক্ ১।৮৩।৬)

'স্বপত্যায় শোভনাপতনহেতুভূতায় কর্ম্মণে' (সায়ণ)

(ত্রি) ২ শোভন অপত্যযুক্ত।

স্বপন (ক্লী) স্বপ-ল্যুট্। নিদ্রা, স্বপ্ন।

স্বপস্ (ত্রি) শোভনকর্ম্মা, শোভনকার্য্যকারী ত্বষ্টা।

"হিরণ্ময়ং সহস্রভৃষ্টিং স্বপা অবর্ত্তয়ৎ" (ঋক্ ১।৮৫।৯)

'স্বপাঃ শোভনকর্ম্মা' (সায়ণ)

স্বপস্যা (স্ত্রী) শোভন কর্ম্মযোগ্যা। "ইন্দ্রং তমহ্বে স্বপস্যয়া ধিয়া" (ঋক্ ১।৫২।৩) 'স্বপস্যয়া শোভনকর্ম্মযোগ্যয়া' (সায়ণ)

স্বপিণ্ডা (স্ত্রী) পিণ্ডখর্জ্জুরী। (রাজনি°)

স্বপিতিকর্ম্মন্ (পুং) স্বপিতি ইতি কর্ম্ম যস্য। শয়নকর্ত্তা, ইহার বৈদিকপর্য্যায়—স্বপিতি, স্বস্তি। (নিঘণ্টু ৩ অঃ)

স্বপিতৃ (ত্রি) নিজ পিতৃলোকসম্বন্ধীয়। (পুং) ২ নিজ পিতা।

স্বপুর (ক্লী) স্বস্য পূঃ অচ্ সমাসান্তঃ। নিজের পুর।

স্বপুরস্ (অব্য) নিজের পুরী।

স্বপূর্ণ (ত্রি) স্বেনৈব পূর্ণঃ। যিনি আপনা হইতেই পূর্ণ।

"শ্রিয়মনুচরতীং তদর্থিনশ্চ

দ্বিপদপতীন্ বিবুধাংশ্চ যঃ স্বপূর্ণঃ।" (ভাগবত ৪।৩১।২২)

স্বপ্তব্য (ত্রি) স্বপ-তব্য। নিদ্রার্হ, নিদ্রার উপযুক্ত।

স্বপ্ন (পুং) স্বপ (স্বপো নন্। পা ৩।৩।৯১) ইতি নন্। ১ নিদ্রা।

"তস্মান্ন জাগৃয়াদ্রাত্রৌ দিবা স্বপ্নঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।

জ্ঞাত্বা দোষকরাবেতৌ বুধঃ স্বপ্নং বিবর্জ্জয়েৎ॥" (সুশ্রুত)

রাত্রিকালে জাগরণ এবং দিবাভাগে নিদ্রা পরিত্যাগ করিবে। ২ নিদ্রাবস্থায় বস্তুদর্শন, নিদ্রিত ব্যক্তির বিজ্ঞান, নিদ্রাবস্থায় বিষয়ানুভব। নিদ্রিতাবস্থায় জাগ্রৎকালের ন্যায় যে বিষয়ানুভব হয়, তাহাকে স্বপ্ন কহে। দর্শনশাস্ত্রে মীমাংসিত হইয়াছে যে, এই সংসার স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় মিথ্যা। নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু যেরূপ প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুভূত হয়, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গের পর আর সেই বস্তুর সত্তা থাকে না, সেইরূপ অজ্ঞানে আবদ্ধ জীব সুখ,দুঃখ ও মোহে অভিভূত হইয়া সুখী, দুঃখী, মুগ্ধ ইত্যাকার জ্ঞানে আবদ্ধ আছে, বাস্তবিক পক্ষে ইহা জীবের ধর্ম্ম নহে। নিদ্রাভঙ্গের পর যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু থাকে না, তদ্রূপ অজ্ঞান নিবৃত্তি হইলে তাহার সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক সংসার থাকে না।

"স্বপ্নে যথাত্মনঃ খ্যাতিঃ সংসৃতিন তু বাস্তবী।" (সাংখ্যভাষ্য)

পূর্ব্বদেহে অনুভূত বিষয় সকল নিদ্রিতাবস্থায় রজোযুক্ত মনঃ দ্বারা শুভাশুভ অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাকে স্বপ্ন কহে। অর্থাৎ নিদ্রিতাবস্থায় পুরুষের পূর্ব্বানুভূত বিষয় সকল মন রজো-গুণ দ্বারা চালিত হইয়া শুভাশুভ বিষয় সকল প্রকাশ করে, ঐ সকল বিষয় ঠিক জাগ্রদবস্থার ন্যায় অনুভূত হয়। তাহাই স্বপ্ন নামে অভিহিত। যে সকল বিষয় কখন দৃষ্ট, অনুভূত বা শ্রুত হয় নাই, তাদৃশ বস্তু স্বপ্নে দেখা যায় না।

"পূর্ব্বদেহানুভূতাংস্তু ভূতাত্মা স্বপতঃ প্রভুঃ।

রজোযুক্তেন মনসা গৃহ্লাত্যর্থান্ শুভাশুভান্॥

করণানাস্তু বৈকল্যে তমসাভিপ্রবর্দ্ধিতে।

অস্বপন্নপি ভূতাত্মা প্রসুপ্ত ইব চোচ্যতে॥" (সুশ্রুত শা° ৪অ°)

নিদ্রিতাবস্থায় যে সকল বিষয় অনুভূত হয়, ঐ সকল বিষয় দ্বারা মানবের শুভাশুভ ফল জানিতে পারা যায়। বৈদ্যক, জ্যোতিষ এবং পুরাণাদি শাস্ত্রে স্বপ্নফলের বিষয় বিশেষ ভাবে লিখিত আছে,অতি সংক্ষেপে আমরা তাহার আভাস দিতেছি—

নন্দ ভগবানের নিকট স্বপ্নফলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ বলিয়াছিলেন যে, কোন্ কোন্ স্বপ্ন ফলবান্ এবং কোন্ কোন্ স্বপ্ন নিষ্ফল বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই স্বপ্নাধ্যায় শ্রবণ করিলে মানব গঙ্গাস্নানের ফললাভ করে।

"স্বপ্নাধ্যায়ং প্রবক্ষ্যামি বহুপুণ্যফলপ্রদং।

স্বপ্নাধ্যায়ং নরঃ শ্রুত্বা গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ॥

স্বপ্নস্তু প্রথমে যামে সম্বৎসরফলপ্রদঃ।

দ্বিতীয়ে চাষ্টভির্ম্মাসৈস্ত্রিভির্ম্মাসৈস্তৃতীয়কে॥

চতুর্থে চার্দ্ধমাসেন স্বপ্নঃ স্যাত্তু ফলপ্রদঃ।

দশাহে ফলদঃ স্বপ্নোঽপ্যরুণোদয়দর্শনে॥

প্রাতঃস্বপ্নস্তু ফলদস্তৎক্ষণং যদি বোধিতঃ।

দিনে মনসি যদ্দৃষ্টং তৎ সর্ব্বঞ্চ লভেদ্ধ্রুবং॥

চিন্তাব্যাধিসমাযুক্তো নরঃ স্বপ্নঞ্চ পশ্যতি।

তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং তাত প্রযাত্যেব ন সংশয়ঃ॥

জরো মূত্রপুরীষেণ পীড়িতশ্চ ভয়াকুলঃ।

দিগম্বরো মুক্তকেশো ন লভেৎ স্বপ্নজং ফলং॥

দৃষ্ট্বা স্বপ্নঞ্চ নিদ্রালুর্যদি নিদ্রাং প্রযাতি চ।

বিমূঢ়ো ব্যক্তিচেদ্রাত্রৌ ন লভেৎ স্বপ্নজং ফলং॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° জন্মখ° ৭৭অ°)

রাত্রির প্রথমে স্বপ্ন দেখিলে এক বৎসরে ফলপ্রদ হয়, দ্বিতীয় যামে আট মাসে, তৃতীয় যামে তিন মাসে, চতুর্থ যামে অর্দ্ধ মাসে ও অরুণোদয়কালে স্বপ্নদর্শনে দশাহ-মধ্যে তাহার ফল হয়। আর প্রাতঃকালে স্বপ্ন দর্শন করিয়া জাগ্রত হইলে সেই স্বপ্ন তৎক্ষণাৎ ফলপ্রদ হয়। চিন্তা-ব্যাধি-সমাকুল মানব দিবা-ভাগে মনে মনে যে সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করে, স্বপ্নযোগে তৎসমুদায়ই দর্শন করিয়া থাকে। সুতরাং সেই সকল স্বপ্ন নিষ্ফল হয়। মূত্র বা পুরীষে জড়ীভূত, পীড়িত, ভয়াকুল, উলঙ্গ, বা মুক্তকেশ পুরুষের স্বপ্নজ ফল লাভ হয় না। নিদ্রালু ব্যক্তি যদি স্বপ্নদর্শনের পর পুনরায় নিদ্রিত হয়, অথবা বিমূঢ়তা বশতঃ তাহা রাত্রিতেই প্রকাশ করে, তাহা হইলে স্বপ্নজ ফল লাভ হয় না।

স্বপ্ন দেখিয়া তাহা কাশ্যপগোত্রীয় ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিতে নাই, প্রকাশ করিলে দুর্গতি, নীচ ব্যক্তির নিকটে বলিলে ব্যাধি এবং শত্রুর নিকট বলিলে ভয় প্রাপ্ত হয়। আর মূর্খের নিকটে প্রকাশে কলহ, কামিনীর নিকট প্রকাশে ধনহানি ও রাত্রিকালে প্রকাশে চৌরভয় হয়। স্বপ্নদর্শনের পর নিদ্রাগত হইলে শোক এবং পণ্ডিত সকাশে স্বপ্নবিবরণ ব্যক্ত করিলে বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সুস্বপ্ন—মনুষ্য, গো, হস্তী, অশ্ব, অট্টালিকা, পর্ব্বত ও বৃষে আরোহণ এবং ভোজন ও রোদন ইত্যাদি স্বপ্ন দেখিলে ধন লাভ হয়। স্বপ্নযোগে বীণা গ্রহণ করিলে শস্যপূর্ণা ভূমি লাভ, স্বপ্নে যদি শস্ত্রাস্ত্রে বিদ্ধ ও ব্রণে ক্লিষ্ট হয় এবং গাত্রে কৃমি, বিষ্ঠা ও রুধির দর্শন করে, তাহা হইলে অর্থ লাভ হয়। যে ব্যক্তি

স্বপ্নাবস্থায় অগম্যাগমন করে, তাহার ভার্য্যালাভ হয়। যে নরকে প্রবেশ বা মূত্রসিক্ত শুক্র পান করে, যে মানব স্বপ্নযোগে নগরে গিয়া কিংবা রক্তসমুদ্র-মধ্যে পতিত হইয়া রক্ত পান করে, সেই ব্যক্তি বিপুল অর্থ ও শুভবার্ত্তা প্রাপ্ত হয়। স্বপ্নে গজ, নৃপ, সুবর্ণ, বৃষভ, ধেনু, দীপ, অন্ন, ফল, পুষ্প, কন্যা, পুত্র, রথ ও ধ্বজ দর্শন করিলে কুটুম্ব, কীর্ত্তি, ও বিপুল সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে। পূর্ণকুম্ভ, ব্রাহ্মণ, বহ্নি, পুষ্প, তাম্বূল, দেবমন্দির, শুক্ল ধান্য, নট ও বেশ্যা দর্শন করিলে সম্পত্তি লাভ হয়। গোক্ষীর ও ঘৃতদর্শনে প্রার্থনীয় বস্তু, পুণ্য ও ধনলাভ হয়। মানব যদি স্বপ্নে পদ্মপত্রে পায়স, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও মিষ্টান্ন ভোজন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি রাজা হয়। যে স্বপ্নে পক্ষী ও মনুষ্যমাংস ভোজন করে, তাহার বহু অর্থলাভ, শুভবার্ত্তা ও বাঞ্ছিত ফল সিদ্ধি হইয়া থাকে। স্বপ্নে ছত্র ও পাদুকা এবং তীক্ষ্ণ অসি লাভ করিলে পথভ্রমণ হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে ভেলায় চড়িয়া সন্তরণ করে, সে সকলের প্রধান হয়। ফলবান্ বৃক্ষদর্শনে নিশ্চয় ধনলাভ ঘটে। স্বপ্নে সর্প দৃষ্ট হইলে অর্থলাভ ও চন্দ্র সূর্য্য দর্শনে ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ হয়। স্বপ্নে বড়বা, কুক্কুটী ও ক্রৌঞ্চীদর্শনে ভার্য্যালাভ, নিগড়বন্ধনে প্রতিষ্ঠা ও পুত্রলাভ; স্বপ্নযোগে নদীতটে সরস বা বিশীর্ণ পদ্মপত্রে দধিযুক্তান্ন বা পায়স ভোজন করিলে রাজা; স্বপ্নে জলৌকা, বৃশ্চিক বা সর্প দর্শন হইলে ধন, পুত্র, বিষয় ও প্রতিষ্ঠালাভ; শৃঙ্গী, দংষ্ট্রী, শূকর বা বানরগণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে রাজ্য বা বিপুল ধনলাভ; মৎস্য, মাংস, মৌক্তিক, শঙ্খ, চন্দন বা হীরক-দর্শনে বিপুল ধনলাভ; সুরা, রুধির, স্বর্ণ, বা বিষ্ঠাদর্শনে ধন, দেবপ্রতিমা বা শিবলিঙ্গদর্শনে ধন ও বিজয়; ফলযুক্ত বিল্ববৃক্ষ বা পুষ্পিত আম্রবৃক্ষদর্শনে ধন; প্রজ্বলিত অগ্নিদর্শনে ধন, বুদ্ধি ও সম্পত্তিলাভ; আমলক, ধাত্রীফল ও উৎপলদর্শনে ধনাগম এবং দেবতা, দ্বিজ, গো, পিতৃগণ ও ব্রহ্মচারিদর্শনে অর্থলাভ ও শুভ ফললাভ হয়। স্বপ্নযোগে শুক্লমাল্যানুলেপনা শুক্লাম্বরধরা রমণী যাহাকে আলিঙ্গন করে, তাহার সকল প্রকার সুখ ও সম্পত্তি লাভ হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে পীতমাল্যানুলেপনা পীতাম্বরধারিণী রমণীকে আলিঙ্গন করে, তাহার কল্যাণ লাভ হয়। স্বপ্নে ভস্ম, অস্থি ও কার্পাস ভিন্ন সমুদায় শুক্ল বস্তুই প্রশংসিত হইয়াছে।

রত্নভূষণভূষিতা সস্মিতা দিব্যাঙ্গনা ব্রাহ্মণপত্নী গৃহে উপস্থিত হইতেছেন, এইরূপ স্বপ্ন দেখিলে পরম মঙ্গল ও সম্পত্তি লাভ হয়। স্বপ্নে ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রাহ্মণী ও দেবকন্যা প্রভৃতির মধ্যে যাহাকে কোন ফল দান করেন, তাহার পুত্র লাভ হয়। স্বপ্নে ব্রাহ্মণকে শুভাশীর্ব্বাদ করিতে দেখিলে তাহার পদে পদে সুখ, সম্মান ও গৌরব লাভ এবং স্বপ্নে যদি কেহ অকস্মাৎ উৎকৃষ্টা রতি লাভ করে, তাহা হইলে তাহার ভূমি ও উৎকৃষ্টা ভার্য্যা লাভ হয়। হস্তিশুণ্ড দ্বারা উত্তোলন করিয়া মস্তকে স্থাপিত করিতেছে, যদি কেহ এরূপ স্বপ্ন দর্শন করে, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহার রাজ্যলাভ হয়। কোন ব্রাহ্মণ তুষ্ট হইয়া আলিঙ্গন করিতেছে, এরূপ স্বপ্ন দেখিলে তীর্থস্নানের ফললাভ ও শ্রীযুক্ত হইয়া থাকে। স্বপ্নে ব্রাহ্মণ যে পুণ্যবান্‌কে পুষ্প দান করেন, সে জয়যুক্ত, যশস্বী, ধনী ও সুখী হয়। মানব স্বপ্নে তীর্থ ও রত্নগৃহসমূহ দর্শন করিলে তীর্থস্নানের ফলভাগী ও ধনী এবং কেহ কাহাকে পূর্ণ কলস দান করিতেছে এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে পুত্রসম্পত্তি ও বাসস্থান লাভ হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে কোন সুন্দরী রমণীকে হস্তে কুড়ব ও আঢ়ক ধারণ করিয়া গৃহে আগমন করিতে অবলোকন করে, তাহার নিশ্চয়ই লক্ষ্মী লাভ হয়। যে মানব কোন দিব্যস্ত্রীকে গৃহে আগমনপূর্ব্বক পুরীষ ত্যাগ করিতে দেখে, তাহার অর্থলাভ এবং দারিদ্র্যদুঃখ অপগত হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে ব্রাহ্মণীর সহিত কোন ব্রাহ্মণকে কিংবা পার্ব্বতীর সহিত শম্ভুকে, অথবা নারায়ণের সহিত লক্ষ্মীকে নিজগৃহে আগমন করিতে, কিংবা কোন ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণীকে ধান্য বা পুষ্পাঞ্জলি দান করিতে দর্শন করে, তাহার পরম সম্পত্তি লাভ ও সর্ব্ব-প্রকারে সুখ হয়। স্বপ্নে বিপ্রদত্ত মুক্তাহার, পুষ্পমালা ও চন্দন লাভ করিলে তাহার অতুল সম্পত্তি; গোরোচনা, পতাকা, হরিদ্রা বা ইক্ষুদণ্ড লাভ হইলে, সেই ব্যক্তি অতুল সম্পত্তিলাভ ও সকল প্রকারে সুখী এবং স্বীয় মস্তকে কোন ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী ছত্র বা শুক্লমাল্য দান করিতেছেন, এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে, সেই ব্যক্তি রাজা হয়। পুরুষ স্বপ্নাবস্থায় শুক্ল মাল্যযুক্ত ও শুক্ল গন্ধে অনুলিপ্ত হইয়া রথে চড়িয়া দধি বা পায়স ভোজন করিলে নৃপতি হইয়া থাকে। স্বপ্নে ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী সুধা, দধি বা প্রশস্ত পাত্র যাহাকে দান করেন, সে নিশ্চয় রাজত্ব লাভ করে। যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে রত্নাভরণভূষিতা অষ্টবর্ষীয়া কুমারীকে আপনার প্রতি প্রসন্না হইতে দেখে, তাহার প্রতি পার্ব্বতী পরিতুষ্টা হন, এজন্য সে যশস্বী, ধনবান্, প্রজাবান্ ও পণ্ডিত হয়। স্বপ্নযোগে শুক্ল বা পীতবসনধারিণী রত্নাভরণভূষিতা রমণী যাহার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেন সেও পণ্ডিত হয়।

ঐ প্রকার রমণী স্বপ্নে যে পুণ্যবান্ পুরুষকে পুস্তক দান করেন সেই ব্যক্তি বিশ্ববিখ্যাত কবীন্দ্র ও পণ্ডিতেশ্বর হইয়া থাকে। ঐরূপ রমণী পুত্রকে মাতার ন্যায় যাহাকে অধ্যয়ন করান, সেই ব্যক্তি সরস্বতীর পুত্র তুল্য হয়, তাহার সমান পণ্ডিত আর কেহই থাকে না। পুত্রকে পিতার ন্যায় স্বপ্নে যাহাকে কোন ব্রাহ্মণ পাঠ করান এবং প্রীতমনে পুস্তকদান করেন, সেও অদ্বিতীয়

পণ্ডিত হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে পথিমধ্যে বা যে কোন স্থানে পুস্তক প্রাপ্ত হয়, সে পৃথিবীতলে বিখ্যাত পণ্ডিত ও যশস্বী হয়।

স্বপ্নযোগে যাহাকে কোন ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী মহামন্ত্র দান করেন, সেই পুরুষ প্রাজ্ঞ, ধনবান্, গুণবান্ ও সুখী হইয়া থাকে। স্বপ্নে যাহাকে কোন ব্রাহ্মণ মন্ত্র বা শিলাময়ী প্রতিমা দান করেন, তাহার মন্ত্র সিদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে ব্রাহ্মণীগণ বা ব্রাহ্মণ-সমূহকে দর্শনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া তাহাদিগের নিকটে আশীর্ব্বাদ লাভ করে, সে রাজেন্দ্র কিম্বা কবিত্বশালী পণ্ডিত হয়। স্বপ্নে যে কোন ব্রাহ্মণ যাহাকে পরিতুষ্ট হইয়া শুক্ল মাল্যযুক্তা ভূমি দান করেন, সেই ব্যক্তি পৃথিবীপতি হইয়া থাকে। কোন ব্রাহ্মণ রথে লইয়া নানা প্রকার স্বর্গ দর্শন করাইতেছেন, এইরূপ স্বপ্ন দৃষ্ট হইলে সে চিরজীবী হয়। প্রতিদিন তাহার ধন ও আয়ু বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মানব যদি এরূপ স্বপ্ন দর্শন করে যে, কোন ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কন্যাদান করিতেছে, তাহা হইলে সে ধনাঢ্য ভূপতি হয়। স্বপ্নে সরোবর, সমুদ্র, নদ বা নদী এবং শুক্ল সর্প বা শুক্ল পর্ব্বত দর্শন করিলে অতুল সম্পত্তিশালী হয়।

যে ব্যক্তি স্বপ্নে মৃত মনুষ্য দর্শন করে, সে দীর্ঘজীবী, রোগী ব্যক্তিকে দেখিলে অরোগী, সুখীকে দেখিলে দুঃখী, এবং দুঃখীকে দেখিলে সুখী হইয়া থাকে। স্বপ্নে কোন দিব্যাঙ্গনা যাহাকে বলেন, তুমি আমার স্বামী হও, সেই ব্যক্তি স্বপ্ন দর্শনান্তে জাগরিত হইলে নিশ্চয় রাজা হইয়া থাকে। স্বপ্নে বালিকা, ইন্দ্রধনু, শুক্ল মেঘ দর্শন এবং স্ফটিকমালা প্রাপ্ত হইলে মহতী প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। স্বপ্নে কোন বিপ্র যাহাকে বলেন যে, তুমি আমার দাস হও, সেই ব্যক্তি হরিভক্তি লাভ করিয়া পরম বৈষ্ণব হয়। ইহা ভিন্ন স্বপ্নে ব্রাহ্মণ, হরি, শম্ভু, ব্রাহ্মণী, কমলা, শিবা, শুক্লবেশধারিণী স্ত্রী, বেদমাতা, জাহ্নবী, সরস্বতী, গোপিকা-বেশধারিণী বালিকা, রাধিকা, বালক ও বালগোপালমূর্ত্তি দর্শন শুভজনক হয়। এই জন্য এই সকল স্বপ্ন সুস্বপ্ন। পূর্ব্বোক্ত রূপে সুস্বপ্নফল নিরূপণ করিতে হয়। (ব্রহ্মবৈ° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৭৭ অ°)

দুঃস্বপ্ন—সুস্বপ্ন দেখিলে যেমন নানা প্রকার শুভফল হয়, তদ্রূপ দুঃস্বপ্ন দেখিলে রোগ, শোক প্রভৃতি নানা প্রকার অমঙ্গল হয়। নন্দ ভগবানের নিকট সুস্বপ্নের বিষয় সম্যক্ অবগত হইয়া দুঃস্বপ্নের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ বলিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি স্বপ্নে সানন্দে হাস্য করে, বিবাহ বা নৃত্য দর্শন অথবা গীত শ্রবণ করে, নিশ্চিত তাহার, বিপত্তি হয়। স্বপ্নে দন্তে দন্তঘর্ষণ ও কোন ব্যক্তিকে বিচরণ করিতে দেখিলে ধনহানি এবং শারীরিক পীড়া হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি তৈলাভ্যক্ত হইয়া খর, উষ্ট্র বা মহিষে আরোহণপূর্ব্বক দক্ষিণদিকে গমন করে, তাহার নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়।

যদি কেহ স্বপ্নযোগে চূর্ণ জবাপুষ্প, অশোক পুষ্প, করবীর পুষ্প, তৈল বা লবণ দর্শন করে, তাহার বিপত্তি হইয়া থাকে। আর নগ্না, কৃষ্ণবর্ণা, ছিন্ননাসা নারী, শূদ্র, বিধবা রমণী, কপর্দ্দক ও তালফল এই সকল স্বপ্ন দেখিলে শোক উপস্থিত হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় রুষ্ট ব্রাহ্মণ বা কুপিতা ব্রাহ্মণীকে দেখে, তাহার নিশ্চয় বিপত্তি এবং গৃহ হইতে লক্ষ্মী গমন করেন। স্বপ্নে রক্তবর্ণ বনপুষ্প, সুপুষ্পিত পলাশবৃক্ষ, এবং কার্পাস ও শুক্ল বস্ত্র দর্শনে বিপত্তি, এবং কৃষ্ণবস্ত্রপরিধানা কোন কামিনীকে গীত ও নৃত্য করিতে দেখিলে বা কৃষ্ণবর্ণা বিধবা স্ত্রীকে দর্শন করিলে অচিরে মৃত্যু হয়। যদি কেহ স্বপ্নে নিজাধিকৃত দেশে দেবগণকে নৃত্য, গীত, হাস্য বা আস্ফোটন করিতে দেখে, তাহা হইলে তাহার দেশ উৎসন্ন যায়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে কোন ব্যক্তিকে মূত্র, পুরীষ, পিত্তল, রৌপ্য ও সুবর্ণ বমন করিতে দর্শন করে, সেই ব্যক্তি দশ-মাস মাত্র জীবিত থাকে। স্বপ্নে কৃষ্ণাম্বরধারিণী স্ত্রীকে আলিঙ্গন করিলে তাহার মৃত্যু হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে মৃগ অথবা মনুষ্যের মৃতবৎস বা মুণ্ড প্রাপ্ত হয় এবং যে অস্থিমালা লাভ করে, নিশ্চয় তাহার বিপত্তি হইয়া থাকে। স্বপ্নযোগে ঘৃত, ক্ষীর, মধু, তক্র বা গুড় দ্বারা অভ্যক্ত হইলে পীড়া হয়, যে ব্যক্তি খর বা উষ্ট্রসংযুক্ত রথে একাকী আরূঢ় হইয়া জাগরিত হয়, তাহার নিশ্চয়ই মৃত্যু উপস্থিত হয়। যে মানব স্বপ্নে রক্তমাল্যানুলেপনা রক্তাম্বর-ধারিণী নারীকে আলিঙ্গন করে, নিশ্চয়ই তাহার ব্যাধি হয়। স্বপ্নে পতিতনখ, কেশ, নির্ব্বাণ অঙ্গার ও ভস্মপূর্ণ চিতা দর্শন করিলে মৃত্যু হইয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় শ্মশানস্থ তৃণ, কাষ্ঠ, শুষ্ক তৃণরাশি, লৌহ কিংবা কিঞ্চিৎ কৃষ্ণা মসী দর্শন করিলে নিশ্চয় দুঃখ লাভ হয় এবং পাদুকা, ফলক, রক্তপুষ্পমালা, মাষ, মসূর বা মুদ্গ দর্শনে ব্রণরোগ হয়। কঙ্কপক্ষী, গৃধ্র, কাক, ভল্লুক, বানর, পূয় ও গাত্রমল দর্শন করিলে ব্যাধি হয়। ভগ্ন পাত্র, অন্ধ, শূদ্র, গলৎকুষ্ঠরোগী, রক্তাম্বরধারী জটিল পুরুষ, শূকর, মহিষ, খর, ঘোর অন্ধকার কিংবা ভয়ঙ্কর মৃতজীব, যোনি বা লিঙ্গ দর্শন করিলে নিশ্চয় বিপত্তি হইয়া থাকে। মানব স্বপ্নে কুরূপ, কুবেশধারী ম্লেচ্ছ কিংবা পাশহস্ত ভয়ঙ্কর যমদূত দেখিলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী, বালক-বালিকা, পুত্র-কন্যা সক্রোধে কোন বস্তু বিদায় করিতেছে, এরূপ স্বপ্নদর্শন করিলে দুঃখ হয়। কৃষ্ণপুষ্পমালা, শস্ত্রধারী সৈন্য বা বিকৃতাকারা ম্লেচ্ছরমণী দর্শন করিলে নিশ্চয় মৃত্যু হয়। স্বপ্নে নৃত্য, গীত, বাদ্য, রক্তবস্ত্রধারী গায়ক, মৃদঙ্গবাদ্য ও আনন্দোৎসব-দর্শনে দুঃখ লাভ, মৃতদেহ-দর্শনে মৃত্যু, মৎস্যাদিধারণে ভ্রাতৃ-

নিধন, ছিন্ন পুরুষ, কবন্ধ বা মুক্তকেশ বিকৃত পুরুষকে ক্ষিপ্র নৃত্য করিতে দেখিলে মৃত্যু হয়। স্বপ্নে মৃত পুরুষ, মৃতা নারী অথবা কৃষ্ণকায় ভয়ানক ম্লেচ্ছ যাহাকে আলিঙ্গন করে, তাহার মৃত্যু হয়। স্বপ্নযোগে যাহার দন্ত ভগ্ন ও কেশ পতিত হয়, তাহার ধনহানি বা শারীরিক পীড়া হয়।

স্বপ্নে শৃঙ্গিগণ, দংষ্ট্রীগণ বা বাণশিক্ষার্থী বাণধারী মানবগণ যাহার প্রতি উপদ্রব করে, তাহার রাজকুল হইতে ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে এবং পতিত ছিন্নবৃক্ষ, শিলাবৃষ্টি, তুষ, ক্ষুর, রক্তাঙ্গার, ভস্মবৃষ্টি দর্শন করিলে দুঃখ হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে উচ্চ স্থান হইতে ভস্মাঙ্গারব্যাপ্ত গর্ত্তমধ্যে, ক্ষারকুণ্ডে বা চূর্ণরাশিতে পতিত হয়, অচিরে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। স্বপ্নে যাহার মস্তক হইতে কোন দুষ্ট ব্যক্তি বলপূর্ব্বক ছত্র গ্রহণ করে, তাহার পিতৃবিয়োগ বা গুরুবিয়োগ হয়। যে ব্যক্তি তাহার গৃহ হইতে সবৎসা সুরভি ত্রস্তা হইয়া গমন করিতেছে, এরূপ স্বপ্ন দর্শন করে, তাহার গৃহ হইতে লক্ষ্মী অচিরে অপসৃতা হন। স্বপ্নে যমদূত বা ম্লেচ্ছগণ যাহাকে পাশ দ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া গমন করে, নিশ্চিত তাহার মৃত্যু হয়। স্বপ্নযোগে কোন গণক, ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী অথবা গুরু রুষ্ট হইয়া যাহাকে শাপ প্রদান করেন, নিশ্চয় তাহার বিপত্তি হয়। স্বপ্নে বিরোধী পুরুষগণ, কাকগণ, কুক্কুরগণ বা ভল্লুকগণ আসিয়া যাহার গাত্রে পতিত হয়, অচিরে তাহার মৃত্যু হয়। স্বপ্নে মহিষগণ, উষ্ট্রগণ, শূকরসমূহ, ও গর্দ্দভনিচয় রুষ্ট হইয়া যাহার প্রতি ধাবিত হয় নিশ্চয় সেই ব্যক্তি রোগী হইয়া থাকে। এই সকল স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন। পূর্ব্বোক্ত রূপ দুঃস্বপ্ন দেখিলে বিপত্তি হইয়া থাকে। উক্তরূপ দুঃস্বপ্নদর্শনে শাস্ত্রানুসারে তাহার প্রতিকার করা বিধেয়।

দুঃস্বপ্নদর্শন-প্রতিবিধান—দুঃস্বপ্ন দেখিয়া যে ব্যক্তি ঘৃতাক্ত রক্ত চন্দনকাষ্ঠের আহুতি দান ও সহস্র গায়ত্রী জপ করে, তাহার দুঃস্বপ্নসূচিত অশুভের শান্তি হয়। অথবা ভক্তি সহকারে সহস্র মধুসূদন নাম জপ করিলেও দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্ন হইয়া থাকে। যে মানব শুচি ও পূর্ব্বাস্য হইয়া অচ্যুত, কেশব, বিষ্ণু, হরি, সত্য, জনার্দ্দন, হংস ও নারায়ণ ভগবানের এই অষ্ট নাম জপ করে, তাহার দুস্বপ্নও সুস্বপ্ন হয়। বিষ্ণু, নারায়ণ, কৃষ্ণ, মাধব, মধুসূদন, হরি, নরহরি, রাম, গোবিন্দ ও দধিবামন এই দশনাম জপ করিলেও তাহার দুঃস্বপ্নজনিত অশুভ বিদুরিত হয়। ইহা ভিন্ন শিব, দুর্গা, গণপতি প্রভৃতি দেবতার নাম জপ করিলেও শুভ হয়।

"ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রুঁ দুর্গতিনাশিন্যৈ মহামায়ায়ৈ স্বাহা" শুচি হইয়া এই মন্ত্র জপ এবং 'ওঁ নমো মৃত্যুঞ্জয়ায় স্বাহা' এই মন্ত্র লক্ষ জপ করিলে মৃত্যুসূচক স্বপ্নদর্শনেও শতায়ু হইয়া থাকে।

দুঃস্বপ্ন দেখিলে পূর্ব্বোত্তরাস্য হইয়া প্রাজ্ঞ ব্যক্তির নিকট তাহা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। কাশ্যপগোত্রজ, নীচ, দুর্গত, দেবব্রাহ্মণ, নিন্দুক, মূর্খ ও অনভিজ্ঞের নিকট কখনই প্রকাশ করিবে না। মানব দিবাতে অশ্বত্থবৃক্ষ, গণক ব্রাহ্মণ, পিতৃদেবাসন, বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ও বিজ্ঞের নিকট প্রকাশ করিতে পারে। পূর্ব্বোক্তবিধানে দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্ন হইয়া থাকে। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুং শ্রীকৃষ্ণজন্মখং ৮২ অং)

বৈদ্যকশাস্ত্রেও স্বপ্নদর্শনের শুভাশুভ বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে, চিকিৎসক চিকিৎসাকালে রোগীর নিকট রোগভোগকালে রোগী কিরূপ স্বপ্ন দর্শন করে, তাহা জানিয়া তাহার সাধ্যাসাধ্য নিরূপণ করিবেন। অতিসংক্ষেপে এ বিষয় লিখিত হইল—

স্বপ্নদর্শনে শুভাশুভ—যে রোগী বা সুস্থ ব্যক্তি বন্ধুগণকে বা আপনাকে স্বপ্নযোগে পীড়িত দেখে, কিংবা স্বপ্নে যাহার বোধ হয়, যেন সে গাত্রে ঘৃততৈলাদি স্নেহ দ্রব্য মর্দ্দনপূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে গমন করিতেছে বা যে ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় দেখে যে, কোন রক্তবস্ত্রপরিহিতা কৃষ্ণবর্ণা ও মুক্তকেশী স্ত্রী হাস্য সহকারে তাহাকে আকর্ষণপূর্ব্বক নাচিতে নাচিতে দক্ষিণমুখে গমন করিতেছে, অথবা চণ্ডাল সকল যাহাকে দক্ষিণদিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, প্রেতগণ ও সন্ন্যাসিসমূহ আলিঙ্গন করিতেছে, ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদকুল যাহার মস্তক আঘ্রাণ করিতেছে, অথবা যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে মধু বা তৈল পান করে, পঙ্কমধ্যে নিমগ্ন হয়, সর্ব্বাঙ্গে কর্দ্দমলিপ্ত করিয়া নৃত্য ও হাস্য করে, উলঙ্গ অবস্থায় রক্তবর্ণ মালা মস্তকে ধারণ করে, যাহার বক্ষঃস্থলে বংশনল, বা তালগাছ উৎপন্ন হয়, অথবা যে ব্যক্তি স্বপ্নে মনে করে যেন মৎস্য তাহাকে গ্রাস করিতেছে, কিংবা যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে, পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে অন্ধকারময় গর্ত্তমধ্যে নিপতিত হয়, নদ্যাদির স্রোতঃ দ্বারা আকৃষ্ট হয়, স্বপ্নে দেখে যে, তাহার মস্তক মুণ্ডিত হইয়াছে, অথবা যে ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় পরাজিত, হত বা কাকাদি দ্বারা অভিভূত হয়, যে ব্যক্তি নক্ষত্রাদির পতন, দীপ্তিনাশ, গলিতচক্ষু, দেবপ্রতিমা ও ভূমিকম্পন দর্শন করে, যাহার স্বপ্নে বমি, মলত্যাগ ও দন্তপতন দৃষ্ট হয় এবং যাহার বোধ হয় যেন স্বপ্নযোগে শাল্মলী, কিংশুক, যূপ, বল্মীক, পারিভদ্র ও বহু পুষ্পযুক্ত কোবিদারবৃক্ষে অথবা চিতায় আরোহণ করিতেছে এবং কার্পাস, পিণ্যাক, তৈল, লৌহময় দ্রব্য, লবণ, তিল, বা পক্ক অন্ন স্বপ্নে যাহার হস্তগত হয় অথবা ঐ সকল দ্রব্য যে ভক্ষণ করে, বা সুরাপান করে, যাহারা এইরূপ স্বপ্ন দেখে, তাহারা সুস্থ ও সবল থাকিলেও পীড়িত হয় এবং পীড়িত থাকিলে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে।

নিষ্ফল স্বপ্ন—যে স্বপ্ন বাতপিত্তাদির ন্যূনাধিক্য বশতঃ স্বভাবানুসারে উৎপন্ন হয়, এবং যে স্বপ্ন বিহিত অর্থাৎ শুভকর ও

যাহা চিন্তা দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং যাহা দিবাভাগে দৃষ্ট হয়, তাহাতে কোনই ফল পাওয়া যায় না।

রোগবিশেষে স্বপ্ন—স্বপ্নযোগে জ্বররোগীর কুকুরের সহিত মিত্রতা, শোষরোগীর বানরের সহিত মিত্রতা, উন্মাদরোগীর রাক্ষসের সহিত সখ্য এবং অপস্মার রোগীর প্রেতসহ সৌহৃদ্য দর্শন করিলে এবং স্বপ্নাবস্থায় অতীসাররোগী ও মেহরোগী জলপান করিলে, কুষ্ঠরোগী ঘৃততৈলাদি স্নেহ দ্রব্য পান করিলে, গুল্মরোগীর কোষ্ঠদেশে ও শিরোরোগীর মস্তকে স্থাবর বৃক্ষাদি উৎপন্ন হইলে, ছর্দীরোগী শষ্কুলী ভক্ষণ করিলে, শ্বাসরোগী ও তৃষ্ণারোগী ভ্রমণ করিলে, পাণ্ডুরোগী হরিদ্রাবর্ণের দ্রব্য ভক্ষণ করিলে এবং রক্তপিত্তরোগী রক্ত পান করিলে নিশ্চয়ই যম-সদনে নীত হইয়া থাকে।

দুঃস্বপ্নদর্শনে কর্ত্তব্য—পূর্ব্বে যে সকল অশুভকর স্বপ্নের কথা বলা হইল, ঐ সকল স্বপ্ন দর্শন করিলে প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া অতীব যত্ন সহকারে ব্রাহ্মণগণকে মাষ, তিল, লৌহ ও স্বর্ণ দান করিয়া মঙ্গলজনক মন্ত্রসকল এবং ত্রিপদা গায়ত্রী জপ করিবে।

রাত্রির প্রথম প্রহরে দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলে অতি সাবধানে ব্রহ্মচারী হইয়া অর্থাৎ অমৈথুনাদি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক মঙ্গলকর মন্ত্র ও কোন দেবতাকে ধ্যান করিতে করিতে পুনর্ব্বার নিদ্রা যাইবে। দুঃস্বপ্নদর্শন করিয়া কাহাকেও বলিবে না, এবং তিন রাত্রি দেবালয়ে বাস ও ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিবে। এই রূপ করিলে দুঃস্বপ্ন হইতে মুক্তি লাভ করা যায়।

শুভজনক স্বপ্ন—দেবতা, ব্রাহ্মণ, গো, বৃষ, জীবিত বন্ধু, রাজা, প্রজ্বলিত অগ্নি ও নির্ম্মল জল, এই সকল স্বপ্নে দেখিলে সুস্থ ব্যক্তি মঙ্গল এবং অসুস্থ ব্যক্তি পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করে। মৎস্য, মাংস, মালা, শুভ্র বস্ত্র, ও ফল স্বপ্নে দেখিলে নীরোগ ব্যক্তি ধনলাভ এবং রোগী রোগমুক্ত হইয়া থাকে। স্বপ্নে অট্টালিকা, ফলযুক্ত উচ্চ বৃক্ষ, হস্তী ও পর্ব্বত এই সকলে আরোহণ করিলে ধনলাভ এবং পীড়া নিরাকৃত হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় স্রোতোবিশিষ্ট আবিল সলিল, স্বর্ণনদী, নদ বা সমুদ্র পার হইয়া যায়, তাহার কল্যাণলাভ ও পীড়া দূর হইয়া থাকে। স্বপ্নে যে ব্যক্তিকে সর্প, জলৌকা বা ভ্রমরে দংশন করে, সে আরোগ্য ও ধন লাভ করে। পীড়িত ব্যক্তি এইরূপ শুভজনক স্বপ্নদর্শন করিলে শীঘ্র পীড়া হইতে আরোগ্য এবং নানা প্রকার সৎকার্য্য সাধন করিতে পারে। (সুশ্রুত শারীরস্থা° ৩৩ অ°)

বাভট শারীরস্থান ৬ অধ্যায়ে এই স্বপ্নের বিস্তৃত বিবরণ দৃষ্ট হয়। ইহা ভিন্ন ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ গণেশখণ্ড ৫৩ ও ৩৪ অধ্যায়ে, দেবীপুরাণে ২২ অধ্যায়ে, কালিকাপুরাণে ৮৭ অধ্যায়ে ও মৎস্যপুরাণে ২৪২ অধ্যায়ে বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে সে সমস্ত এ স্থানে আর উল্লিখিত হইল না।

স্বপ্নকৃৎ (ত্রি) স্বপ্নং নিদ্রাং করোতীতি কৃ-ক্বিপ্। তুগাগমশ্চ। ১ সুনিষন্নক, চালিত সুষুনিশাক, এই শাকভোজনে নিদ্রা হয়, এই জন্য ইহার নাম স্বপ্নকৃৎ। (ত্রি) ২ স্বপ্নকারকমাত্র।

স্বপ্নগৃহ (ক্লী) স্বপ্নস্য নিদ্রায়া গৃহং। নিদ্রাগৃহ, শয়নাগার, যে গৃহে নিদ্রা যাওয়া যায়।

স্বপ্নজ্ (ত্রি) স্বপিতি তচ্ছীল ইতি স্বপ্ (স্বপিতৃষোর্নজিঙ্। পা ৩।২।১৭২) ইতি নজিঙ্। নিদ্রাশীল, যাহারা স্বভাবতঃ অধিক নিদ্রা যায়।

"অহং স্বপ্নক্প্রসাদেন তব বন্দারুভিঃ সহ।" (ভট্টি ৭।২৫)

স্বপ্নজ্ঞান (ক্লী) স্বপ্নস্য জ্ঞানং। স্বপ্নের জ্ঞান, স্বপ্নের শুভাশুভ বিষয়ক জ্ঞান, স্বপ্নের শুভাশুভ জ্ঞান। [স্বপ্ন শব্দ দেখ]

স্বপ্নদোষ (পুং) স্বপ্নস্থ দোষঃ। নিদ্রাবস্থায় রেতস্খলন। স্ত্রীসহবাস করিলে যেরূপ রেতঃস্খলন হয়, স্বপ্নাবস্থায়ও কোন কামিনীসম্ভোগ হইতেছে, এইরূপ বোধ হইলে যে রেতঃস্খলন হইয়া থাকে তাহাকে স্বপ্নদোষ কহে। স্বপ্নাবস্থায় কোন কামিনীসম্ভোগ হউক বা নাই হউক, রেতঃপাত হইলেই তাহাকে স্বপ্নদোষ কহে। শুক্রই জীবের জীবন, শুক্রক্ষয় হইলে শরীরক্ষয় হইয়া থাকে। অতিরিক্ত স্ত্রী-সম্ভোগাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়শৈথিল্য ঘটিলে স্বপ্নদোষাদি ঘটিয়া থাকে। মনুসংহিতায় লিখিত আছে যে, অকামতঃ যদি ব্রহ্ম-চারীরও স্বপ্নদোষে রেতঃপাত হয়, তাহা হইলে তিনি স্নান করিয়া সূর্য্যদেবের অর্চ্চনা করিবেন এবং "পুনর্ম্মামেত্বিন্দ্রিয়ম্" অর্থাৎ 'আমার বীর্য্য পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করুক' ইত্যাদি বেদমন্ত্র বারত্রয় জপ করিবেন।

"স্বপ্নে সিক্ত্বা ব্রহ্মচারী দ্বিজঃ শুক্রমকামতঃ।
স্নাত্বার্কমর্চ্চয়িত্বা ত্রিঃ পুনর্মামিত্যৃচং জপেৎ ॥" (মনু ২।১৮১)

স্বপ্নদোষ দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি। ইহা স্বকৃত কর্ম্মফল। নিজের দোষেই ইহা ঘটিয়া থাকে। শরীর অতিশয় গরম বা পেটের গোলমাল হইলে কখন কখন স্বপ্নদোষ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু তাহা ব্যাধি নহে। হস্তমৈথুন, দুষ্টযোনিগমন, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়পরিচালনাদি দ্বারা যে স্থানে এই ব্যাধি হয়, তাহা অতি ভয়ানক, এই দোষ ঘটিলে তাহা হইতে সকল প্রকার ব্যাধি বিশেষতঃ ক্ষয়, যক্ষ্মা এবং শিরোরোগ প্রভৃতি হইয়া থাকে। এই দোষ আয়ুর্ব্বেদে পৃথক্ ব্যাধিরূপে অভিহিত হয় নাই।

ইহার ঔষধ—"বটাঙ্কুরস্য নির্যাসান্ মাক্ষিকেন সমন্বিতান্।
সায়ং প্রযোজ্য মতিমান্ স্বপ্নদোষং নিবারয়েৎ ॥" (বৈদ্যক)

বটাঙ্কুরের নির্য্যাস মাক্ষিকের সহিত মিশ্রিত করিয়া সায়ং-কালে সেবন করিলে স্বপ্নদোষ নিবারিত হয়।

স্বপ্নংশন (পুং) উদয় দ্বারা সকল প্রাণীর নিদ্রানাশক, আদিত্য। সূর্য্য উদিত হইলে সকলে নিদ্রা ত্যাগ করে। "য এষ স্বপ্নংশনোঽস্তমেষি" (ঋক্ ১০।৮৬।২১) 'স্বপ্নংশনঃ উদয়েন সর্ব্বস্য প্রাণিনঃ স্বপ্নানাং নাশয়িতা আদিত্যঃ' (সায়ণ)

স্বপ্ননিকেতন (ক্লী) স্বপ্নস্য নিকেতনং। স্বপ্নগৃহ, শয়নাগার।

স্বপ্নবিচারিন্ (ত্রি) স্বপ্নং স্বপ্নস্য শুভাশুভং বিচারয়তীতি স্বপ্ন-বি চর-ণিনি। স্বপ্নবিচারকর্ত্তা, যিনি শুভাশুভ স্বপ্নের বিচার করেন। [স্বপ্ন দেখ।]

স্বপ্নস্থান (ক্লী) স্বপ্নস্য স্থানং। নিদ্রাস্থান, নিদ্রাগৃহ।

স্বপ্নান্ত (পুং) স্বপ্নস্য অন্তঃ অবসানং। প্রবোধ, জাগরণ, নিদ্রাবসান। (ছান্দোগ্যউপ° ৬।৮।১)

স্বপ্নান্তিক (ক্লী) স্বপ্নগৃহ, নিদ্রাস্থান।

স্বপ্নালু (ত্রি) স্বপ্নশীল। নিদ্রালু। (সুশ্রুত)

স্বপ্নেশ্বর, সুপ্রসিদ্ধ রাঢ়ীয় বন্দ্যবংশীয় একজন দর্শনবিৎ। জনেশ্বর বাহিনীপতির পুত্র, বিদ্যানিবাসের ভ্রাতা এবং বিশারদের পৌত্র। ইনি সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীর 'প্রভা' নামে টীকা এবং শাণ্ডিল্যসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন।

স্বপ্রকাশ (ত্রি) স্বেন প্রকাশতে ইতি কাশ-অচ্। যিনি আপনা হইতেই প্রকাশ। যাহাকে কেহ প্রকাশ করে না, আপনিই যিনি প্রকাশ হন। এক ব্রহ্মই স্বপ্রকাশ।

স্বপ্রতিকর (ত্রি) সমানকর্ম্মকারী।

স্বপ্রধান (ত্রি) আত্মনির্ভরশালী।

স্ববীজ (পুং) স্বমেব বীজং যস্য। ১ আত্মা। (শব্দরত্না°) (ক্লী) স্বং বীজং। ২ নিজবীর্য্য, নিজকারণ।

স্বব্দিন্ (ত্রি) স্বভূতশব্দ। "আ গম ইন্দ্র স্বব্দীব" (ঋক্ ৮।৩৩।২)

'স্বব্দীব স্বভূতশব্দ ইব!' (সায়ণ)

স্বভদ্রা (স্ত্রী) গাম্ভারীবৃক্ষ, চলিত গামারগাছ। (রাজনি°)

স্বভাজন (ক্লী) স্বস্য ভাজনং। আনন্দন। (অমরটীকা রায়মু°)

স্বভানু (ত্রি) স্বকীয় দীপ্তিযুক্ত। স্বীয় দীপ্তিবিশিষ্ট।

"অজায়ন্ত স্বভানবঃ" (ঋক্ ১।৩৭।২)

'স্বভানবঃ স্বকীয়দীপ্তিযুক্তা ভানবো যেষাং' (সায়ণ)

স্বভাব (পুং) স্বস্য ভাবঃ। স্বকীয় ভাব, পর্য্যায়—সংসিদ্ধি, প্রকৃতি, স্বরূপ, নিসর্গ, ভাব, সর্গ। (জটাধর) স্বাভাবিক অবস্থা। স্বতএব আবির্ভাবঃ, যাহা আপনা হইতে হয়।

লক্ষণ—

"বহির্হেত্বনপেক্ষী তু স্বভাবোঽথ প্রকীর্ত্তিতঃ।
নিসর্গশ্চ স্বরূপঞ্চেত্যেষোঽপি ভবতি দ্বিধা॥
নিসর্গঃ সুদৃঢ়াভ্যাসজন্য সংস্কার উচ্যতে।
অজন্যস্তু স্বতঃসিদ্ধঃ স্বরূপং ভাব ইষ্যতে॥" (উজ্জ্বলনীলমণি)

যাহা বাহিরের কোন প্রকার হেতুর অপেক্ষা না করিয়া আপনা হইতেই হয়, তাহাকে স্বভাব কহে। এই স্বভাব নিসর্গ ও স্বরূপভেদে দুই প্রকার। সুদৃঢ় অভ্যাস জন্য যে সংস্কার অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারা যে সংস্কার হয়, তাহাকে নিসর্গ এবং যাহা অজন্য বা কোন কারণে জন্মে না, স্বতঃসিদ্ধ, তাহাকে স্বরূপ ভাব বা স্বভাব কহে।

"লোকাঃ কর্ম্মবশীভূতাস্তং কর্ম্ম যৎকৃতং পুরা।
স্বকর্ম্মণা ফলং ভুঙ্‌ক্তে জন্তুর্জন্মনি জন্মনি॥
কেচিদ্বদন্তীতি ভবেৎ স্বকৃতেন চ কর্ম্মণা।
কেচিদ্বদন্তি দৈবেন স্বভাবেনেতি কেচন॥
ত্রিবিধাশ্চ মতা বেদে বেদবেদাঙ্গপারগাঃ।
স্বয়ঞ্চ কর্ম্মজনকস্তং কর্ম্ম দৈবকারণং।
স্বভাবো জায়তে নৃণামাত্মনঃ পূর্ব্বকর্ম্মণা॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৫৭ অ°)

এই জগতের লোকসকল কর্ম্মবশীভূত, জীবগণ জগতে যে কিছু কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে। বেদাদি শাস্ত্রে তিনটী মত লিখিত আছে, কেহ বলেন যে স্বকৃত কর্ম্মই ফল দেয়, কেহ বলেন দৈবই ফল দিয়া থাকে, আবার কেহ বলেন স্বভাবই এই ফলের দাতা। স্বয়ং যে কর্ম্ম করা যায়, তাহা দৈবকারণ হয়। অতএব জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম স্বভাবরূপে কল্পিত হইয়া থাকে। জীব যে কোন কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, তাহার সেই কর্ম্মজন্য সংস্কার হয়, সেই সংস্কার স্বভাবরূপে পরিণত হইয়া থাকে।

"সুদিনং দুর্দ্দিনঞ্চৈব সর্ব্বং কর্ম্মোদ্ভবং ভবে।
তৎ কর্ম্ম তপসা কার্য্যং কর্ম্মণাঞ্চ শুভাশুভং॥
তপঃ স্বভাবসাধ্যঞ্চ স্বভাবোঽভ্যাসতো ভবেৎ।
সংসর্গসাধ্যোঽভ্যাসশ্চ সংসর্গঃ পুণ্যতো ভবেৎ॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৪১ অ°)

সুদিন ও দুর্দ্দিন স্বীয় কর্ম্মোদ্ভূত, সেই কর্ম্ম আবার তপঃসাধ্য এবং শুভাশুভ কর্ম্ম সকল সেই কর্ম্মসাধ্য, তপস্যা স্বভাবসাধ্য, স্বভাব সংসর্গজ পুণ্য হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব যাহার যে স্বভাব, তাহার তাহা অতিক্রম করিবার সাধ্য নাই। কর্ম্মই জগতে একমাত্র সুখদুঃখের মূল। কর্ম্ম জন্য অদৃষ্ট হয়, এই অদৃষ্টানুসারে সংসার এবং সংসারানুসারে স্বভাব হয়, অতএব যাহার যে স্বভাব তাহার অন্যথা করিবার উপায় নাই।

"স্বভাবো যাদৃশো যস্য ন জহাতি কদাচন।
অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি॥

সর্ব্বস্য হি পরীক্ষ্যন্তে স্বভাবা নেতরে গুণাঃ।
অতীত্য হি গুণান্ সর্ব্বান্ স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে ॥" (হিতোপদেশ)

যাহার যে প্রকার স্বভাব, সে কখনও তাহা পরিত্যাগ করে না, অঙ্গারকে শত বার ধুইলেও তাহার মলিনত্ব যায় না। এইজন্য কোন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিতে হইলে প্রথমে অন্য গুণ পরীক্ষা না করিয়া তাহার স্বভাব পরীক্ষা করা উচিত। কারণ স্বভাব সকলকে অতিক্রম করিয়া মস্তকে থাকে, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হয়। স্বভাবানুসারেই লোক কার্য্য করিয়া থাকে। স্বভাবই সকলকে অতিক্রম করে, কিন্তু স্বভাবকে অতিক্রম করিবার কাহারও সাধ্য নাই।

স্বভাবকৃপণ (ত্রি) স্বাভাবিক কৃপণ।

স্বভাবত্ব (ক্লী) স্বভাবস্য ভাবঃ ত্ব। স্বভাবের ভাব বা ধর্ম্ম, প্রাকৃতিগত ভাব, প্রকৃতিগত ধর্ম্ম।

স্বভাবজ (ত্রি) স্বভাব-জন-ড। স্বভাবজাত, স্বাভাবিক।

স্বভাবতস্ (অব্যয়) স্বভাব-তসিল্। স্বাভাবিক রূপে।

স্বভাবোক্তি (স্ত্রী) ১ স্বভাবকথন। ২ অর্থালঙ্কারবিশেষ। লক্ষণ—

"স্বভাবোক্তিস্তু ডিম্ভাদেঃ স্বক্রিয়ারূপবর্ণনং।" (সাহিত্যদ° ১০।৭৫০)

কোন বস্তুর যথাবৎ বর্ণন হইলে এই অলঙ্কার হয়। দুরূহার্থ অর্থাৎ কবিমাত্র বেদ্য অর্থের স্বক্রিয়ানুরূপ যে বর্ণন অর্থাৎ কিছু মাত্র বিকৃত না করিয়া যে স্বরূপ বর্ণন তাহাকে স্বভাবোক্তি কহে।

"লাঙ্গুলেনাভিহত্য ক্ষিতিতলমসকৃদ্দারয়ন্নগ্রপদ্ভ্যা-
মাত্মন্যেবাবলীয় দ্রুতমথ গগনং প্রোৎপতন্ বিক্রমেণ।
স্ফূর্জ্জদ্ধুঙ্কারঘোষঃ প্রতিদিশমখিলান্ দ্রাবয়ন্নেষ জন্তূন্
কোপাবিষ্টঃ প্রবিষ্টঃ প্রতিবনমরুণোচ্ছূনচক্ষুস্তরক্ষুঃ ॥"
(সাহিত্যদর্পণ ১০ম পরিচ্ছেদ।)

স্বভিষ্টি (ত্রি) শোভনাভিগমনযুক্ত। "স্বভিষ্টিভূতয়োঽন্তরিক্ষপ্রাং" (ঋক্ ১।৫১।২) 'স্বভিষ্টিং শোভনাভ্যেষণবন্তং শোভনাভিগমনমিত্যর্থঃ, ইষ্ট গতৌ ভাবে ক্তিন, শোভনা অভিষ্টির্যস্য' (সায়ণ)

স্বভিষ্টিসুম্ন (ত্রি) শোভন অভিগমনীয় সুখযুক্ত।

"ইন্দ্রঃ স্বভিষ্টিসুম্নঃ" (ঋক্ ৬।২০।৮) 'স্বভিষ্টিসুম্নঃ সুষ্ঠু ভোষণীয়ান্যভিগম্যানি সুম্নানি সুখানি যেন' (সায়ণ)

স্বভূ (পুং) স্বেনৈব ভবতীতি ভূ-ক্বিপ্। ১ বিষ্ণু। ২ ব্রহ্মা।

"তান্ বভাষে স্বভূঃ পুত্রান্ প্রজাঃ সৃজত পুত্রকাঃ।"
(ভাগবত ৩।১২।৫)

৩ শিব।

স্বভূতি (পুং) বায়ু। "একয়া চ দশভিশ্চ স্বভূতে" (শুক্লযজু° ২৭।৩৩) 'হে স্বভূতে হে বায়ো'। (মহীধর)

স্বভূমি (স্ত্রী) স্বস্য ভূমিঃ। ১ নিজের ভূমি। (পুং) ২ উগ্রসেনের পুত্রভেদ। (বিষ্ণুপু° ৪।১১।৫)

স্বভ্যক্ত (ত্রি) সম্যক্‌রূপে অভিষিক্ত।

স্বমেক (পুং) সম্বৎসর, বর্ষ।

"স্বমেকমেকং বরদা তৃপ্তা ভবতি চণ্ডিকা।
রুধিরেণোরণস্যেহ তর্পিতা বিধিবন্নৃপ ॥" (তিথিতত্ত্ব)

স্বয়ংগুপ্তা (স্ত্রী) শূকশিম্বিকা।

স্বয়ংবর (পুং) স্বয়ং-বৃ-অচ্। স্বয়ংবরস্থান। পদস্থ ব্যক্তিগণকে আনিয়া সভা করিয়া তন্মধ্য হইতে স্ত্রী কর্ত্তৃক স্বয়ং পতিগ্রহণ।

স্বয়ংবরণ (ক্লী) স্বয়ং-বৃ-ল্যুট্। ইচ্ছানুরূপ পতি, মনোনয়ন, নিজেই পতিকে বরণ।

স্বয়ংবরা (স্ত্রী) স্বয়ং বৃণীতে পতিং যা বৃ-অচ্-টাপ্। স্বেচ্ছা মত পত্যন্বেষিণী স্ত্রী, যে সকল স্ত্রী পিতা মাতা প্রভৃতির অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং পতিকে বরণ করে, পর্য্যায়—পতিংবরা, বর্য্যা। (অমর) স্বয়ম্বরপ্রথা ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্মজনক। ক্ষত্রিয়গণ কন্যার বিবাহকালে সভা করিয়া সমস্ত রাজগণকে আহ্বান করিতেন। এই সভায় ক্ষত্রিয়কুমারী সভাস্থ রাজগণের সমক্ষে পিতা মাতা প্রভৃতি কাহারও প্রতীক্ষা না করিয়া যাহাকে অভিলাষ হইত, তাহাকেই বরমাল্য প্রদান করিতেন, এইরূপে কন্যা স্বয়ম্বরা হইলে পরে বিবাহবিধি অনুসারে তাহার হোমাদি কার্য্য হইত। তাহাকেই তাহাদের বিবাহ সিদ্ধ হইত। বিশেষতঃ ক্ষত্রিয় রাজাদিগের মধ্যে কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এই স্বয়ম্বরপ্রথা বিশেষ প্রচলিত ছিল। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ও দ্রৌপদী প্রভৃতি সকলেই স্বয়ম্বরা হইয়া ছিলেন। কবিকল্পলতায় লিখিত আছে যে, স্বয়ম্বরাবর্ণনস্থলে শচীরক্ষা, মঞ্চাসজ্জতা, মণ্ডপসজ্জতা, রাজপুত্রীর সমীপে রাজসৌন্দর্য্যাদি ও বংশচেষ্টাদি বর্ণন করিতে হয়। (কবিকল্পলতা ১।৩ স্তবক)

স্বয়ংবশ (ত্রি) নিজেই বশীভূত।

স্বয়ংবহ (ক্লী) জ্যোতিষোক্ত যন্ত্রভেদ।

স্বয়ংবাদ (পুং) নিজ উক্তি।

স্বয়ংবিক্রীত (ত্রি) স্বয়ং আত্মনৈব বিক্রীতঃ। আপনিই বিক্রীত, নিজে নিজকে বিক্রয় করিলে স্বয়ংবিক্রীত হয়।

স্বয়ংশীর্ণ (ত্রি) স্বয়ং পতিত, যাহা আপনা হইতে পড়িয়া গিয়াছে।

"পুষ্পমূলফলৈর্বাপি কেবলৈর্বর্ত্তয়েৎ সদা।
কালপক্বৈঃ স্বয়ংশীর্ণৈর্বৈখানসমতে স্থিতঃ ॥" (মনু ৬।২১)

স্বয়ংশ্রেষ্ঠ (ত্রি) স্বয়মাত্মনৈব শ্রেষ্ঠঃ। ১ আপনিই শ্রেষ্ঠ। (পুং) ২ শিব। (ভারত)

স্বয়ংসমৃদ্ধ (ত্রি) নিজেই সমৃদ্ধ, নিজেই ধনশালী।

স্বয়ংসিদ্ধ (ত্রি) নিজেই সিদ্ধ, যিনি আপনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

স্বয়ংহারিকা (স্ত্রী) দুঃসহের কন্যা। মার্কণ্ডেয়পুরাণে ইহার

বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—দুঃসহের ভার্য্যার নাম নির্ম্মাষ্টি। ঋতুসময়ে চাণ্ডালদর্শন হওয়াতে কলির ভার্য্যাতে উহার জন্ম হয়। ইহাদের অপত্য সকল জগদ্ব্যাপী। এই সকল অপত্যের সংখ্যা ষোড়শ, তন্মধ্যে ৮ পুত্র এবং ৮ কন্যা। স্বয়ংহারিকা এই ৮ কন্যার মধ্যে একটী। গৃহ হইতে ধান্য, গো হইতে দুগ্ধ ও ঘৃত, এবং ঋদ্ধি-সম্পন্ন দ্রব্য বা সমৃদ্ধি বিনষ্ট করে, এই জন্য এই কন্যার নাম স্বয়ংহারিকা। এই স্বয়ংহারিকা সর্ব্বদাই অন্তর্ধান-তৎপরা হইয়া অবস্থিতি করে। রন্ধনশালা হইতে অর্দ্ধ সিদ্ধ অন্ন, অন্নাগারে স্থিত অন্ন, এবং যে অন্ন পরিবেশন করা হইয়াছে, ভোক্তার সহিত সেই অন্ন ভোজন করাই ইহার স্বভাব। তদ্ভিন্ন লোকের উচ্ছিষ্ট অন্ন এবং গো ও স্ত্রীর স্তন হইতে পয়ঃ ও ক্ষীর সর্ব্বদাই হরণ করিয়া থাকে। দধি হইতে ঘৃত, তিল হইতে তৈল, সুরাগার হইতে সুরা, কার্পাস হইতে সূত্র এবং কুসুম্ভাদি হইতে বর্ণ এই সকল হরণ করাও ইহার অন্যতম স্বভাব।

এই স্বয়ংহারিকার রক্ষার জন্য কৃত্রিম স্ত্রীমূর্ত্তি এবং ময়ূরযুগল নির্ম্মাণ, এবং হোমাগ্নি ও দেবোদ্দেশে প্রদত্ত ধূপ এই উভয়ের ভস্ম দ্বারা ক্ষীরাদি ভাণ্ড সকলের পরিষ্করণ করিবে।

(মার্কণ্ডপু° ৫১ অ°)

স্বয়ংহোম (পুং) স্বয়ংকৃত হোম।

স্বয়ংহোমিন্ (ত্রি) যিনি স্বয়ং হোমানুষ্ঠান করেন।

স্বয়ঙ্কৃত (ত্রি) স্বয়মাত্মনা কৃতঃ। আত্মকৃত, যাহা আপনি করা যায়।

"ঋত্বিক্ চ ত্রিবিধো দৃষ্টঃ পূর্ব্বৈর্জুষ্টঃ স্বয়ঙ্কৃতঃ।

যদৃচ্ছয়া চ যঃ কুর্য্যাদার্ত্বিজ্যং প্রীতিপূর্ব্বকং ॥" (তিথিতত্ত্ব)

স্বয়ঙ্কৃতিন্ (ত্রি) স্বহস্তে নির্ম্মাণকারী।

স্বয়ঙ্গুপ্ত (ত্রি) স্বয়ং আত্মনা গুপ্তঃ। আপনা কর্ত্তৃক রক্ষিত। স্ত্রিয়াং টাপ্। স্বয়ঙ্গুপ্তা, শূকশিম্বিকা। (রাজনি°)

স্বয়ঙ্গ্রহ (পুং) স্বয়ংবর।

স্বয়ঙ্গ্রাহ (পুং) স্বয়ং গ্রহণ।

স্বয়ঞ্জ (ত্রি) স্বয়ং-জন-ড। যাহা আপনিই জন্মে। স্ত্রিয়াং টাপ্। "খনিত্রিমা উত বা যাঃ স্বয়ঞ্জাঃ" (ঋক্ ৭।৪৯।২) 'স্বয়ঞ্জাঃ স্বয়মেব প্রাদুর্ভবন্ত্যঃ' (সায়ণ)

স্বয়ঞ্জ্যোতিস্ (পুং) স্বপ্রকাশ, আত্মা, ব্রহ্ম।

"একঃ শুদ্ধঃ স্বয়ঞ্জ্যোতির্নির্গুণোহসৌ গুণাশ্রয়ঃ।

সর্ব্বগোহনাবৃতঃ সাক্ষী নিরাত্মাত্মাত্মনঃ পরঃ ॥" (ভাগ° ৪।২০।৭)

স্বয়ংদত্ত (পুং) স্বয়মাত্মনা দত্তঃ। ১ দ্বাদশ বিধ পুত্রের অন্তর্গত পুত্রবিশেষ। যে পুত্র মাতাপিতৃবিহীন অথবা মাতা পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া কোন লোকের নিকট যাইয়া 'আমি আপনার পুত্র হইব' বলিয়া তাহার পুত্র হয়, তাহাকে স্বয়ংদত্ত কহে। 'দত্তাত্মাতু স্বয়ংদত্তঃ' ইতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনং। দত্তাত্মাতু পুত্রো মাতাপিতৃবিহীনস্তাভ্যাং মুক্তো বা তবাহং পুত্রো ভবামীতি স্বয়ংদত্তঃ উপনতঃ' (মিতাক্ষরা)

যে পিতৃমাতৃহীন স্বয়ং আত্ম সমর্পণ করে, তাহাকে স্বয়ংদত্ত কহে। (যাজ্ঞবল্ক্যস° ২।১৩৩) মনুতে লিখিত আছে যে, কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত এবং শৌদ্র এই ষড়্বিধ পুত্র স্বগোত্র ও দায়াদমধ্যে পরিগণিত হয় না, কিন্তু বান্ধব বলিয়া গণিত হয়। পিতৃমাতৃহীন অথবা পিতামাতা কর্ত্তৃক অকারণ পরিত্যক্ত পুত্র স্বয়ং যদি আপনাকে দান করে, তাহা হইলে উহাকে গৃহীতার স্বয়ংদত্ত পুত্র কহে। (মনু ৯।১৭৭)

স্বয়ংদান (ক্লী) স্বহস্তে (কন্যা) দান।

স্বয়ংদৃশ (ত্রি) স্বয়ংপ্রকাশ, স্বয়ংদ্রষ্টা, যিনি আপনিই দেখেন।

"অহং ব্রহ্মা চ শর্ব্বশ্চ জগতঃ কারণং পরং।

আত্মেশ্বর উপদ্রষ্টা স্বয়ং দৃগবিশেষণঃ ॥" (ভাগবত ৪।৭।৫০)

স্বয়ম্ (অব্য) ১ আপনি, নিজে। ২ আপনা দ্বারা। এই অব্যয় তৃতীয়ান্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়, আত্মনা, অর্থাৎ আপনা দ্বারা। ৩ সামর্থ্য। ৪ স্বয়ম্ভূ। (ভরত)

"যথা হীনং বিধাতর্ম্মাং কথং পশ্যন্ ন দূয়সে।

সিক্তং স্বয়মিব স্নেহাদ্ বন্ধ্যমাশ্রমপাদপং ॥" (রঘু ১।৭০)

স্বয়মধিগত (ত্রি) স্বয়ং-অধি-গম-ক্ত। স্বয়ংপ্রাপ্ত।

স্বয়মনুষ্ঠান (ক্লী) স্বয়ং অনুষ্ঠান, নিজে যাহার অনুষ্ঠান করা হয়।

স্বয়মর্জ্জিত (ত্রি) স্বোপার্জ্জিত, নিজে যাহা অর্জ্জন করা যায়। স্বয়মুপার্জিত, স্বয়মর্জিত যে ধন, দায়াদদিগকে তাহার ভাগ দিতে হয় না।

স্বয়মবদীর্ণ (ক্লী) যাহা আপনি মৃত্তিকাভেদ করিয়া উঠে।

স্বয়মাগত (ত্রি) স্বয়ং-আ-গম-ক্ত। যিনি স্বয়ং আগমন করেন, স্বয়মুপস্থিত।

স্বয়মাসনঢৌকন (ক্লী) যোগাসনভেদ। (হেম)

স্বয়মাহৃত (ত্রি) স্বয়ং-আ-হৃ-ক্ত। নিজে যাহা আহরণ করা হইয়াছে।

স্বয়মিন্দ্রিয়মোচন (ক্লী) স্বয়ংসিদ্ধি।

স্বয়মীশ্বর (পুং) ১ পরমাত্মা। ২ নিজেই নিজের প্রভু।

স্বয়মীহিতলব্ধ (ত্রি) নিজের চেষ্টা দ্বারা লব্ধ, নিজের চেষ্টায় যাহা পাওয়া যায়, এই ধনেরও কাহাকে ভাগ দিতে হয় না।

"অনুপঘ্নন্ পিতৃদ্রব্যং শ্রমেণ যদুপার্জয়েৎ।

স্বয়মীহিতলব্ধং তন্নাকামো দাতুমর্হতি ॥" (মনু ৯।২০৮)

স্বয়মুক্তি (স্ত্রী) নিজে কথন, নিজে বলা।

স্বয়মুজ্জ্বল (ত্রি) যাহা আপনা হইতেই উজ্জ্বল। (বৃহৎস° ৪৩।২২)

স্বয়মুদিত (ত্রি) স্বভাবতঃ প্রকাশিত।

স্বয়মুদ্গীর্ণ (ত্রি) স্বয়ং উদ্গীর্ণ, আপনা হইতেই উদ্গীর্ণ।
"স্বয়মুদ্গীর্ণে যুদ্ধং জয়িতে বিজয়ো ভবতি খড়্গো।"(বৃহৎস° ৫০।৫)

স্বয়মুদ্ঘাটিত (ত্রি) স্বয়ং উদ্ঘাটিত, নিজে যাহা উদ্ঘাটন করা হইয়াছে। "উন্মাদঃ স্বয়মুদ্ঘাটিতেঽথ পিহিতে স্বয়ং কুলবিনাশঃ।" (বৃহৎস° ৫৩।৭৯)

স্বয়মুপস্থিত (ত্রি) স্বয়মাত্মনা উপস্থিতঃ। স্বয়ংআগত, যিনি নিজে আগমন করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, যদি কোন কামাতুরা কামিনী স্বয়মুপস্থিতা হয়, তাহা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে নাই, করিলে বিপত্তি লাভ হয়।

"যদি ত্যজসি মাং মূঢ় কামাৎ স্বয়মুপস্থিতাং।
যুবয়োশ্চ বিপত্তিশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥" (৬২।৪০)

স্বয়মুপেত (ত্রি) স্বয়ং-উপ ই-ক্ত। স্বয়মুপগত।

স্বয়ংপতিত (ত্রি) স্বয়ংশীর্ণ, যে ফলাদি আপনা হইতে পতিত হয়। বৈখানসব্রতী কালপক্ব স্বয়ংপতিত ফল দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। (মনু ৬।২১)

স্বয়ংপাঠ (পুং) নিজে বেদপাঠ।

স্বয়ংপাপ (ত্রি) ১ নিজকৃতপাপী। ২ ভ্রান্ত।

স্বয়ংপ্রকাশ (ত্রি) স্বয়মেব প্রকাশো যস্য। স্বয়ং প্রকাশবিশিষ্ট, বিষ্ণু, যিনি আপনা হইতেই প্রকাশিত হন।

"নৈষ্কর্ম্মাভাবেন বিবর্জিতাগমস্বয়ং প্রকাশায় নমস্করোমি।"
(ভাগ° ৮।৩।১৬)

স্বয়ংপ্রকাশমুনি, গোপাল যোগীন্দ্রের শিষ্য।
একশ্লোকব্যাখ্যা ও পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়াবিবরণপ্রণেতা।

স্বয়ংপ্রকাশ যতি, একজন বিখ্যাত বৈদান্তিক। কৈবল্যানন্দ যোগীন্দ্রের শিষ্য। ইনি অদ্বৈতমকরন্দটীকা ও তত্ত্বসুধা নামে দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রব্যাখ্যা, দক্ষিণামূর্ত্ত্যষ্টকটীকা, হরিতত্ত্বমুক্তাবলী, আত্মানাত্মবিবেক, বেদান্তসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

স্বয়ংপ্রকাশাত্মন্ মুনি, পঞ্চপাদিকাটীকা-রচয়িতা।

স্বয়ংপ্রকাশানন্দসরস্বতী, একজন প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক, অচ্যুতানন্দ সরস্বতীর শিষ্য। ইনি বেদান্তনয়নভূষণ, চন্দ্রিকা নামে পরিভাষার্থসংগ্রহটীকা ও সরস্বতী নামে বেদান্তগ্রন্থ-রচয়িতা।

স্বয়ংপ্রদীর্ণ (ত্রি) স্বয়মবদীর্ণ।

স্বয়ংপ্রভ (পুং) স্বয়ং প্রভা যস্য। ১ চতুর্বিংশতি ভাবী অর্হতের অন্তর্গত চতুর্থ অর্হৎ। (হেম) (ত্রি) ২ স্বয়ংপ্রকাশ।

"অথ তে মুনয়ো দৃষ্ট্বা নয়নানন্দভাজনং।
বৈকুণ্ঠং তদধিষ্ঠানং বিকুণ্ঠস্য স্বয়ংপ্রভং॥" (ভাগ° ৩।১৬।২৭)

স্বয়ংপ্রভা (স্ত্রী) অপ্সরোবিশেষ। (ভারত ৩।৪৫।২৯)

স্বয়ংপ্রশীর্ণ (ত্রি) আপনাপনি ক্ষীণ হইয়া পড়া।

স্বয়ংপ্রস্তুত (ত্রি) যাহা নিজে প্রস্তুত করিয়াছে।

স্বয়ংভগ্ন (ত্রি) যাহা আপনি ভাঙ্গিয়াছে।

স্বয়ম্ভু (পুং) স্বয়ম্ভবতীতি স্বয়ং-ভূ-ডু। ১ ব্রহ্মা।

স্বয়ম্ভুব (পুং) স্বয়ং ভবতীতি ভূ-ক। ১ আদিমনু। [ইঁহার বিবরণ স্বায়ম্ভুব দেখ] ২ ব্রহ্মা। (ত্রি) ৩ স্বয়মুৎপন্ন, যাহা আপনিই উৎপন্ন হইয়াছে।

"কৃতে যুগে মহারাজ পুরা স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
নরো নারায়ণশ্চৈব হরিঃ কৃষ্ণঃ স্বয়ম্ভুবঃ॥" (ভারত ১২।৩৩৫।৮)

(পুং) ৪ বনমুদ্গ, চলিত মুগানী। (বৈদ্যকনি°)

স্বয়ম্ভুবা (স্ত্রী) স্বয়ং ভবতীতি ভূ-ক-টাপ্। ১ ধূম্রপত্রা, চলিত তামাক। ২ লিঙ্গিনী, চলিত শিবলিঙ্গিনীলতা। ৩ মাষপর্ণী, চলিত মাষাণী। (রাজনি°)

স্বয়ম্ভূ (পুং) স্বয়ম্ভবতীতি ভূ-ক্বিপ্। ১ ব্রহ্মা। (অমর) ২ জিনচক্রবর্ত্তিবিশেষ। পর্য্যায়—রুদ্রতনয়। (হেম) ৩ কাল। (শব্দরত্না°) ৪ কামদেব। ৫ বিষ্ণু। ৬ শিব। ৭ মাষপর্ণী। ৮ লিঙ্গিনী। (রাজনি°) (ত্রি) ৯ স্বয়মুৎপন্ন, অপৌরুষেয়।

"ত্বমেকোহ্যস্য সর্ব্বস্য বিধানস্য স্বয়ম্ভুবঃ।
অচিন্ত্যস্যাপ্রমেয়স্য কার্য্যতত্ত্বার্থবিৎ প্রভো॥" (মনু ১।৩)

স্বয়ম্ভূমাতৃকাতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রভেদ।

স্বয়ম্ভূলিঙ্গ (ক্লী) জ্যোতির্লিঙ্গ। স্বয়ংউত্থিত যে সকল আদিলিঙ্গ, তাহাদিগকে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ কহে।

স্বয়ম্ভূত (ত্রি) যাহা আপনি উৎপন্ন হইয়াছে।

স্বয়ম্ভোজ (পুং) ১ প্রতিক্ষত্রের পুত্রভেদ। (হরিবংশ) ২ শিবির পুত্রভেদ। (ভাগবত ৯।২৪।২৫)

স্বয়ম্ভ্রমি (ত্রি) স্বতন্ত্র ভ্রমণস্বভাব।

"নদীমুভয়তোবাহাং পঞ্চপঞ্চাদ্ভুতং গৃহং।
কচিদ্ধংসং চিত্রকথং ক্ষৌরপব্যং স্বয়ম্ভ্রমি॥" (ভাগবত ৪।২৫।৮)
'স্বয়ং স্বতন্ত্রং ভ্রমিঃ ভ্রমণস্বভাবঃ' (স্বামী)

স্বয়ম্মথিত (ত্রি) যাহা নিজে মন্থন করা হইয়াছে।

স্বযশস্ (ত্রি) ১ স্বায়ত্তযশস্ক, অতিশয়যশাঃ।
"তিগ্মানীকং স্বযশসং জনেষু" (ঋক্ ১।৯৫।২) 'স্বযশসং স্বায়ত্তযশস্কং অতিশয়েন যশঃশালিনং' (সায়ণ) (ক্লী) স্বস্য যশঃ। ২ নিজের যশঃ। নিজের কীর্ত্তি।

স্বযাবন্ (ত্রি) স্বয়মেব অসহায়। "সুদানবে শ্রুধি স্বযাবন্" (ঋক্ ৮।২৫।১২) 'স্বযাবন্ স্বয়মেবাসহায়' (সায়ণ)

স্বযু (ত্রি) স্বয়ংগন্তা, স্বয়ংগমনকারী।
"পশুনৈতি স্বযুরগোপাঃ" (ঋক্ ২।৪।৭)
'স্বযুঃ স্বয়মেব গচ্ছন্' (সায়ণ)

স্বযুক্ত (ত্রি) পরস্পরসংযুক্ত বা ধনযুক্ত।
"অব স্বযুক্তা দিব আ বৃথা" (ঋক্ ১।১৬৮।৪)

'স্বযুক্তাঃ স্বৈর্যুক্তাঃ পরস্পরসংযুক্তাঃ স্বেন ধনেন বা যুক্তাঃ' সায়ণ)

স্বযুক্তি (স্ত্রী) ১ স্বকীয় যোজন দ্বারা রথে সংবদ্ধ। "তাভির্যাতি স্বযুক্তিভিঃ" (ঋক্ ১।৫০।৯) 'স্বযুক্তিভিঃ স্বকীয়যোজনেন রথেন সংবদ্ধাভিঃ' (সায়ণ) স্বস্য যুক্তিঃ। ২ স্বীয় যুক্তি, আপনার যুক্তি, নিজের যুক্তি।

স্বযুগ্বন্ (পুং) স্বয়ংযুক্ত রশ্মি দ্বারা তমো হন্তা।

'বিশ্বা দ্বেষাংসি তরতি স্বযুগ্বভিঃ স্বয়ং-যুক্তৈঃ রশ্মিভিস্তমাংসি হিনস্তি তদ্বৎ' (সায়ণ)

স্বযোনি (স্ত্রী) স্বস্য যোনিঃ। ১ স্বয়ং উৎপত্তিস্থান, আপনার উৎপত্তিস্থান, আপনার কারণ।

"অপামগ্নেশ্চ সংযোগাদ্ধৈমরূপ্যঞ্চ নির্ব্বভৌ।
তস্মাৎ তয়োঃ স্বযোনৈব নির্ণেকো গুণবত্তরঃ॥" (মনু ৫।১১)

(ক্লী) ২ সামভেদ।

স্বর, আক্ষেপে। অদন্ত চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্বরয়তি। লোট স্বরয়তু। লিট্ স্বরয়াঞ্চকার। লিটে কৃ-ভূ-অস এই তিন ধাতুরই অনু প্রয়োগ হয়। লুঙ্ অসস্বরৎ।

স্বর্ (অব্যয়) ১ স্বর্গ।

"ত্বয়ি প্রযাতে স্বর্গাত রামে চ বনমাশ্রিতে।
বিধবা পৃথিবী রাজংস্তয়া হীনা ন রোচতে॥" (রামায়ণ ২।৭৬।৮)

২ পরলোক। (অমর) ৩ আকাশ। ৪ শোভন। ৫ ব্যাহৃতিবিশেষ। 'ভূঃ ভুবঃ স্বঃ' এই তিনটী ব্যাহৃতি।

"অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ভূর্ভুবঃ স্বরিতীতি চ॥" (মনু ২।৭৬)

স্বর (পুং) স্বর-অচ্। উদাত্তাদি তিনটী স্বর, উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিনটী স্বর। ধ্বনিত বা শব্দিত হয়, বলিয়া ইহাকে স্বর কহে। যাহা উচ্চভাবে গ্রহণ অর্থাৎ উচ্চভাবে উচ্চারণ করা যায়, তাহাকে উদাত্ত, ইহার বিপরীত অনুদাত্ত, অর্থাৎ নীচ ভাবে যাহা উচ্চারিত হয় তাহাকে অনুদাত্ত কহে। সমাহার অর্থাৎ এই উদাত্ত অনুদাত্তের মিলনকে স্বরিত কহে। অর্থাৎ উচ্চও নহে, নীচও নহে যাহা মধ্যমরূপে উচ্চারিত হয়, তাহাই স্বরিত।

অমরটীকায় ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন,—'উদাত্তানুদাত্তস্বরিতাস্ত্রয়ঃ স্বরশব্দবাচ্যাঃ স্বরন্তি শব্দায়ন্তে স্বরাঃ উচ্চৈরাদীশতে উচ্চার্য্যতে উদাত্তঃ°উদাত্ত্ পূর্ব্বাদ্দাত্তঃ কম্মণি ক্ত, তদ্বিপরীতোঽনুদাত্তঃ। সমাহৃতঃ স্বরিতঃ ইতি ছান্দসন্যাং নোক্তঃ।" (ভরত)

বেদপাঠকালে এই উদাত্তাদি স্বরজ্ঞানের আবশ্যক হয়। ২ অকারাদি বর্ণের নাম অচ্। স্বর ও ব্যঞ্জন এই দ্বিবিধ বর্ণ। অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ এই ১৬টী স্বর। ইহা হ্রস্ব ও দীর্ঘভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে অ, ই, উ, ঋ, ঌ এই পাচটী হ্রস্বস্বর, তদ্ভিন্ন স্বর দীর্ঘ। স্বরবর্ণের সাহায্য ব্যতীত ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারিত হয় না। স্বরবর্ণ, হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত তিন প্রকারে উচ্চারিত হয়। একমাত্রা কাল যাহা উচ্চারিত হয়, তাহা হ্রস্ব এবং দ্বিমাত্রাকাল যাহা উচ্চারিত হয়, তাহা দীর্ঘ এবং ত্রিমাত্রাকাল যাহা উচ্চারিত হয় তাহা প্লুত।

"একমাত্রো ভবেৎ হ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।
ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকং॥" (পাণিনি)

এই অকারাদি বর্ণের কণ্ঠাদি ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণস্থান আছে। ব্যাকরণে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। স্বরোদয়মতেও ১৬টী স্বর কথিত হইয়াছে।

"মাতৃকায়াং স্বরাঃ প্রোক্তাঃ স্বরাঃ ষোড়শসংখ্যয়া।
তেষাং দ্বাবন্তিমৌ ত্যাজ্যৌ চত্বারশ্চ নপুংসকাঃ॥" (স্বরোদয়)

[বিশেষ বিবরণ স্বরোদয় শব্দে দেখ]

৩ নাসাবায়ু। (মেদিনী) ইহা দ্বারা অজপামন্ত্র জপ করিতে হয়। ৪ তন্ত্রীকণ্ঠোত্থিত নিষাদাদি সপ্তধ্বনি, চলিত সুর। নিষাদ, ঋষভ, গান্ধার, ষড়্জ, মধ্যম, ধৈবত ও পঞ্চম এই ৭টী স্বর।

'নিষাদর্ষভগান্ধারষড়্জমধ্যমধৈবতাঃ।
পঞ্চমশ্চেত্যমী সপ্ত তন্ত্রীকণ্ঠোত্থিতাঃ স্বরাঃ'॥ (অমর)

সঙ্গীতশাস্ত্রে সুরই প্রধান, সুর না হইলে সঙ্গীত হয় না, এই জন্য সঙ্গীতশাস্ত্রে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, অতি সংক্ষেপে ইহার বিষয় আলোচিত হইল। দেবাদিদেব মহাদেব প্রথমে প্রণবধ্বনি করেন, এই প্রণবধ্বনি হইতে স্বর ৭ ভাগে বিভক্ত হয়। এই সাত ভাগের মূলনাম সপ্তস্বর বা সপ্তসুর। এই সপ্তসুরের মধ্যে প্রথম যে সুর, তাহার নাম ষড়্জ, দ্বিতীয় ঋষভ, তৃতীয় গান্ধার, চতুর্থ মধ্যম, পঞ্চম সুরই পঞ্চম, ষষ্ঠ ধৈবত এবং সপ্তম নিষাদ।

কোমল ও তীব্রস্বর—ঐ সপ্তসুরের মধ্যে ষড়্জ ও পঞ্চম এই দুইটী স্বর শুদ্ধস্বর অর্থাৎ অচল ও বিকারশূন্য। অপর আর পাঁচটী সুর সচল অর্থাৎ তীব্র ও কোমল ভাব ধারণ করিয়া থাকে। হিন্দীতে ইহাকে তৃতীয় ও কোমল কহে। সুর অগ্রসর হইলে প্রথম নাম তীব্র, দ্বিতীয় অতিতীব্র, তৃতীয় তীব্রতর, চতুর্থ তীব্রতম, আর ঐ সুর পশ্চাদ্গত হইলে ক্রমে কোমল, অতি-কোমল, কোমলতর, কোমলতম এই প্রকার বিকৃতি লক্ষণ হইয়া থাকে। ঐ স্বরসকল বিকৃতির সহিত যুক্ত হইয়া ২২ প্রকার হইয়াছে। এই স্বরের অনুলোম ও বিলোমে অর্থাৎ যাহা আরোহী ও অবরোহী নামে প্রসিদ্ধ। রজস্বর হইতে ক্রমে সপ্তস্বর অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধে গমন করিলে তাহার নাম আরোহী, এই প্রণালীতে নিম্নে আসিলে তাহাকে অবরোহী কহে। স্বরের লক্ষণ—

"শ্রুত্যানন্তরভাবিত্বং যস্যানুরণনাত্মকঃ।
স্নিগ্ধশ্চ রঞ্জকশ্চাসৌ স্বর ইত্যভিধীয়তে ॥"

অথবা—

"স্বয়ং যো রাজতে নাদঃ স স্বরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥" (সঙ্গীতদর্পণ)

শ্রুতিই অনন্তরভাবী, প্রথমে ব্রহ্মের যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহার নাম শ্রুতি, এই শ্রুতির পর স্বরের উৎপত্তি হয়। ইহাতে কেহ কেহ বলেন যে, দুগ্ধ যেমন দধিরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ শ্রুতিই স্বররূপে পরিণত হইয়াছে। অনুরণাত্মক অর্থাৎ প্রথম শ্রুতিরূপে পরে শব্দরূপে শ্রুত হয়, বলিয়া ইহাকে অনুরণন কহে। ইহা অনুরণন স্বরূপ, শ্রুতির পর ইহা শাব্দিত হইয়াছে। ইহা স্নিগ্ধ অর্থাৎ শ্রোত্রাভিরাম শ্রুতির আরামদায়ক এবং রঞ্জক, মনোভিরাম, এই জন্য ইহার নাম স্বর হইয়াছে।

"শারীরং নাদসম্ভূতিঃ স্থানানি শ্রুতয়স্তথা।
ততঃ শুদ্ধাঃ স্বরাঃ সপ্ত বিকৃতা দ্বাদশাহপ্যমী ॥
কুলানি জাতয়ো বর্ণা দ্বীপান্যার্ষঞ্চ দৈবতং।
ছন্দাংসি বিনিয়োগাশ্চ স্বরাণাং শ্রুতিজাতয়ঃ ॥
গ্রামাশ্চ মূর্চ্ছনাস্তানাঃ শুদ্ধাঃ কূটাশ্চ সঙ্খ্যয়া।
প্রস্তারঃ খণ্ডমেরুশ্চ নষ্টোদ্দিষ্টপ্রবোধকঃ ॥
স্বরসাধারণং জাতিসাধারণমতঃ পরং।
কাকল্যন্তরয়োঃ সম্যক্ প্রয়োগোবর্ণলক্ষণং ॥" (সঙ্গীতদর্পণ)

এই শরীর নাদোৎপত্তির আশ্রয়, আহত ও অনাহতভেদে নাদ দুই প্রকার, এই নাদ হইতে বর্ণ ব্যঞ্জিত হয়, বর্ণ হইতে পদ ও পদ হইতে বাক্য হয়, সুতরাং এই জগৎ নাদাত্মক, অতএব এই নাদই সকলের মূল। এই নাদ হইতেই স্বর প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছে। শুদ্ধ স্বর ৭টী, বিকৃত স্বর ১২টী, উক্ত স্বরসকলের কুল, জাতি, বর্ণ, ঋষি, দেবতা, ছন্দঃ, গ্রাম, মূর্চ্ছনা, তান, শুদ্ধ, কূট প্রভৃতি বিবিধ প্রকার ভেদ লিখিত আছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্বর শ্রুতিসম্ভব, এই শ্রুতি আবার স্থান-সম্ভব, অর্থাৎ স্থানবিশেষ হইতে এই শ্রুতির উদ্ভব হইয়াছে, হৃদয়, কণ্ঠ ও শির এই তিনটী স্থানই প্রধান। প্রথম এই তিনটী স্থানকে প্রধান করিয়া দ্বাবিংশতি স্থান হইতে স্বরসকল উদ্ভূত হইয়াছে।

স, রি, গ, , ম, প, ধ, নি স্বরের এই ৭ প্রকার আকৃতি। ইহা চারি প্রকার হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত ও ব্যঞ্জনস্বর। পক্ষান্তরে আরও চারিপ্রকার বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, যথা—বাদী, সম্বাদী, বিবাদী ও অনুবাদী।

কেহ কেহ বলেন যে, এই সাতটী স্বর ৭টী পশুর শব্দ হইতে গৃহীত এবং সপ্তদেবদেবীর অধিকৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সকল পশু ও দেবতার নাম এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ষড়্জ স্বর গোধার শব্দ হইতে এবং ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নি, ঋষভ ভেকের শব্দ হইতে, দেবতা ব্রহ্মা, গান্ধার ছাগলের শব্দ হইতে, দেবতা সরস্বতী, মধ্যম ময়ূরের শব্দ হইতে—দেবতা মহাদেব, পঞ্চম কোকিলের ধ্বনি হইতে—দেবতা লক্ষ্মী, ধৈবত অশ্বের শব্দ হইতে—দেবতা গণেশ, এবং নিষাদ হস্তীর শব্দ হইতে—দেবতা সূর্য্য। উক্ত দেবতা সকল সপ্তস্বরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, উক্ত পশু সকলের শব্দ হইতে সুর গৃহীত হইয়াছে।

স্বরের উচ্চারণস্থান—ষড়্জস্বরের মূলস্থান দন্ত এবং অন্তঃস্থান কণ্ঠ, ঋষভস্বরের মূলস্থান মূর্দ্ধ এবং অন্তঃস্থান তালু, গান্ধারের ও মূল ও অন্তঃ উভয় স্থানই কণ্ঠ, মধ্যমের মূলস্থান ওষ্ঠ ও নাসিকা এবং অন্তঃস্থান কণ্ঠ, পঞ্চমের মূলস্থান ওষ্ঠ এবং অন্তঃস্থান কণ্ঠ, ধৈবতের মূলস্থান দন্ত এবং অন্তঃস্থান কণ্ঠ, নিষাদের মূলস্থান দন্ত ও নাসিকা এবং অন্তঃস্থান তালু।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শুদ্ধস্বর ৭টী এবং বিকৃতস্বর ১২ টী। এই বিকৃতস্বরের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"শুদ্ধাঃ সপ্ত স্বরাস্তে চ মন্দ্রাদিস্থানতস্ত্রিধা।
চ্যুতাচ্যুতাদিভেদেন বিকৃতা দ্বাদশোদিতাঃ ॥
চতুঃশ্রুতির্যদা ষড়্জো দ্বিশ্রুতির্বিকৃতস্তদা।
সাধারণে চ্যুতঃ স স্যাৎ কাকল্যেহচ্যুতঃ স্মৃতঃ ॥
ত্রিশ্রুতির্ঋষভঃ সাধারণে ষাড়্জীং শ্রুতিং শ্রিতঃ।
চতুঃশ্রুতিত্বমাপন্নস্তদৈকো বিকৃতো ভবেৎ ॥
সাধারণে মধ্যমস্য গান্ধারস্ত্রিশ্রুতির্ভবেৎ।
স্বস্থান্তরত্বে ভবতি চতুঃশ্রুতিরিতি দ্বিধা ॥
চ্যুতাচ্যুতাদিভেদেন মধ্যমঃ ষড়্জবদ্ভবেৎ।
সাধারণেহন্তরত্বে চ দ্বিশ্রুতির্বিকৃতস্তদা ॥
পঞ্চমো মধ্যমগ্রামে ত্রিশ্রুতির্জায়তে স্বরঃ।
মধ্যমস্য শ্রুতিং প্রাপ্য কৈশিকে তু চতুঃশ্রুতিঃ ॥" (সঙ্গীতদ°)

চ্যুতাচ্যুতাদিভেদে বিকৃত স্বর দ্বাদশ প্রকার। এই স্বর সকল নিয়মিত শ্রুতিসংখ্যায় ন্যূনতা ও অতিরেক দ্বারা দ্বাদশ প্রকার হইয়া থাকে।

এই দ্বাদশ বিকৃত স্বরের অবস্থাভেদে স্থান ও শ্রুতির সহজে বুঝিবার জন্য একটী চক্র প্রদত্ত হইল, ইহা দ্বারা সহজেই বুঝা যাইবে।

[পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।]

বিকৃত স্বর ১২, শুদ্ধ স্বর ৭ উভয়ে মিলিত স্বর ১৯ প্রকার। ১ চ্যুতষড়্জ, ২ অচ্যুতষড়্জ, ছন্দোবতীস্থ ও দ্বিশ্রুতিবিশিষ্ট। ৩ বিকৃতঋষভ, রতিকাস্থিত ও চতুঃশ্রুতিবিশিষ্ট। ৪ সাধারণ গান্ধার রতিকাস্থিত ও ত্রিশ্রুতিবিশিষ্ট। ৫ অন্তর গান্ধার, প্রসারিণীস্থিত ও চতুঃশ্রুতিবিশিষ্ট। ৬ চ্যুতমধ্যম প্রীতিসংস্থিত,

বিকৃত স্বরবিবরণ।

যে সকল স্বর যে অবস্থাভেদে বিকৃত হয়।	যে সকল স্বর শ্রুতিতে অবস্থিত থাকে।		ন্যূন বা আধিক্য দ্বারা স্বরদিগের যে শ্রুতিসংখ্যা।
১। ষড়্জসাধারণে বিকৃত চ্যুত, ষড়্জ।	মন্দা	কুমুদ্বতী, মন্দা,	দ্বিশ্রুতি।
২। নিষাদ কাকলীত্বে বিকৃত অচ্যুত ষড়্জ।	ছন্দোবতী	মন্দা, ছন্দোবতী।	দ্বিশ্রুতি।
৩। ষড়্জসাধারণে বিকৃত ঋষভ।	রতিকা	ছন্দোবতী, দয়াবতী, রঞ্জনী, রতিকা।	চতুঃশ্রুতি।
৪। মধ্যমসাধারণে বিকৃত গান্ধার	বজ্রিকা	রৌদ্রী, ক্রোধা, বজ্রিকা।	ত্রিশ্রুতি।
৫। নিজের অন্তরত্বে বিকৃত গান্ধার।	প্রসারিণী	রৌদ্রী, ক্রোধা, বজ্রিকা, প্রসারিণী।	চতুঃশ্রুতি।
৬। মধ্যম সাধারণে বিকৃত চ্যুত মধ্যম	প্রীতি	প্রসারিণী, প্রীতি।	দ্বিশ্রুতি।
৭। গান্ধারের অন্তরত্বে বিকৃত অচ্যুত মধ্যম।	মার্জ্জনী	প্রীতি, মার্জ্জনী।	দ্বিশ্রুতি।
৮। মধ্যম গ্রামে বিকৃত পঞ্চম।	সন্দীপনী	ক্ষিতি, রক্তা, সন্দীপনী।	ত্রিশ্রুতি।
৯। কৈশিকে মধ্যম সাধারণে বিকৃত পঞ্চম	সন্দীপনী	মার্জ্জনী, ক্ষিতি. রক্তা, সন্দীপনী।	চতুঃশ্রুতি।
১০। মধ্যমগ্রামে বিকৃত ধৈবত।	রম্যা	আলাপিনী, মদন্তী, রোহিণী, রম্যা।	চতুঃশ্রুতি।
১১। কৈশিকে ষড়্জ সাধারণে বিকৃত নিষাদ।	তীব্রা	উগ্রা, ক্ষোভিণী, তীব্রা।	ত্রিশ্রুতি।
১২। নিজের কাকলীত্বে বিকৃত নিষাদ।	কুমুদ্বতী	উগ্রা, ক্ষোভিণী, তীব্রা, কুমুদ্বতী।	চতুঃশ্রুতি।

৩৮৭ পৃষ্ঠার পরবর্ত্তী অংশ।

ও দ্বিশ্রুতিবিশিষ্ট। ৭ অচ্যুতমধ্যম মার্জ্জনীস্থিত ও দ্বিশ্রুতি-বিশিষ্ট। ৮ ত্রিশ্রুতিমধ্যম সন্দীপনীস্থিত ও চতুঃশ্রুতিবিশিষ্ট। ৯ কৈশিকপঞ্চম সন্দীপনীস্থিত ও চতুঃশ্রুতিবিশিষ্ট। ১০ বিকৃত-ধৈবত রম্যাসংস্থিত ও চতুঃশ্রুতিবিশিষ্ট। ১১ কৈশিকনিষাদ তীব্রাসংস্থিত ও ত্রিশ্রুতিবিশিষ্ট। ১২ কাকলীনিষাদ কুমুদ্বতী-স্থিত ও চতুঃশ্রুতিবিশিষ্ট।

শুদ্ধ স্বরসকল স্বস্থান হইতে বিচলিত হইয়া শ্রুত্যন্তর আশ্রয় করিলে তাহা বিকৃত স্বর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সকল বিকৃত স্বর যে সকল শ্রুতিতে অবস্থিত থাকে এবং যে স্বর শ্রুতিবিশিষ্ট, তাহা উপরি উক্ত তালিকা দেখিলেই অনায়াসে বুঝা যাইবে। স্বরকে স্বরগ্রাম করিলে উক্তরূপে বিকৃত স্বরের আবশ্যক হয়।

১। ঋষভকে স্বরগ্রাম করিলে এই বিকৃত স্বর হইয়া থাকে। ঋষভ সুর। গান্ধার ঋষভ। কড়ি মধ্যম—গান্ধার। মধ্যম—মধ্যম। ধৈবত—পঞ্চম। নিষাদ—ধৈবত। কোমল ঋষভ—নিষাদ। এস্থলে কড়ি মধ্যম ও কোমল ঋষভ এই দুইটী বিকৃত স্বর।

২। গান্ধারকে স্বরগ্রাম করিলে উক্তরূপ বিকৃত স্বরের আবশ্যক হয়। গান্ধার—সুর। কটি মধ্যম—ঋষভ। কোমল ধৈবত—গান্ধার। ধৈবত—মধ্যম। নিষাদ—পঞ্চম। কোমল ঋষভ—ধৈবত। কোমল গান্ধার—নিষাদ। এই স্বরে কড়ি মধ্যম, কোমল ধৈবত, কোমল ঋষভ ও কোমল গান্ধার এই চারিটী বিকৃত স্বরের আবশ্যক হইয়াছে।

৩। মধ্যমকে স্বরগ্রাম করিলে এইরূপ বিকৃত স্বরের প্রয়োজন। যথা মধ্যম—সুর। পঞ্চম—ঋষভ। ধৈবত—গান্ধার। কোমল নিষাদ—মধ্যম। সুর—পঞ্চম। ঋষভ—ধৈবত। গান্ধার—নিষাদ। ইহাতে কোমল—নিষাদের প্রয়োজন হইয়াছে।

৪। পঞ্চমকে স্বরগ্রাম করিলে উক্তরূপ বিকৃত স্বরের প্রয়োজন হয়। যথা—পঞ্চম—সুর। ধৈবত—ঋষভ। নিষাদ—গান্ধার সুর—মধ্যম। ঋষভ—পঞ্চম। গান্ধার—দৈবত। কড়ি মধ্যম—নিষাদ। ইহাতে কড়ি মধ্যম মাত্রের সাহায্যে স্বরগ্রাম স্থির হইয়াছে।

৫। ধৈবতকে স্বরগ্রাম করিলে এইরূপ বিকৃত স্বরের আব-শ্যক হয়। যথা ধৈবত—সুর। নিষাদ—ঋষভ। কোমল ঋষভ—গান্ধার। ঋষভ—মধ্যম। গান্ধার—পঞ্চম। কড়ি মধ্যম—

ধৈবত। কোমল ধৈবত—নিষাদ। ইহাতে কোমল ঋষভ, কড়ি মধ্যম ও কোমল ধৈবত এই তিনটী বিকৃত স্বরের প্রয়োজন হইয়াছে।

৬। নিষাদকে স্বরগ্রাম করিলে উক্তরূপ বিকৃত স্বরের প্রয়োজন হয়। যথা—নিষাদ—সুর। কোমল ঋষভ—ঋষভ। কোমল গান্ধার—গান্ধার। গান্ধার—মধ্যম। কড়ি মধ্যম—পঞ্চম। কোমল ধৈবত—ধৈবত। কোমল নিষাদ—নিষাদ। ইহাতে কোমল ঋষভ, কোমল গান্ধার, কড়ি মধ্যম, কোমল ধৈবত ও কোমল নিষাদ এই পাঁচটী বিকৃত স্বরের প্রয়োজন হইয়াছে।

উক্তরূপে প্রকৃত অর্থাৎ শুদ্ধ স্বরের স্বরগ্রামে উক্তরূপ বিকৃত স্বরের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

বিকৃত স্বরের স্বরগ্রাম—কোমল ঋষভকে যদি স্বরগ্রাম করা হয়, তাহা হইলে এইরূপ বিকৃত ও প্রকৃত স্বরযোগে স্বরগ্রাম স্থির করিতে হইবে। যথা, কোমল ঋষভ—সুর। কোমল গান্ধার ঋষভ। মধ্যম—গান্ধার, কড়ি মধ্যম মধ্যম, কোমল ধৈবত—পঞ্চম কোমল নিষাদ। ধৈবতপুর নিষাদ। ইহাতে প্রকৃত সুর মধ্যম এবং খরজ এই দুইটী মাত্র লাগিবে। এই প্রকারে কোমল গান্ধার, কড়ি মধ্যম, কোমল ধৈবত ও কোমল নিষাদ প্রভৃতির বিকৃত স্বরগ্রামে প্রত্যেকেই বিভিন্ন রূপ প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, স্বর শ্রুতিসম্ভব, উক্ত সপ্ত স্বরের মধ্যে কোন্ স্বরে কোন্ শ্রুতি আছে তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। শ্রুতির জাতি ৫টী, এই ৫টী জাতি আবার ২২ প্রকার ভেদবিশিষ্ট। স্বরের শ্রুতিবিবরণ—

"তীব্রা কুমুদ্বতী মন্দা ছন্দোবত্যস্তু ষড়্জগাঃ।
দয়াবতী রঞ্জনী চ রতিকা চর্ষভে স্থিতা॥
রৌদ্রী ক্রোধা চ গান্ধারে বজ্রিকাহথ প্রসারিণী।
প্রীতিশ্চ মার্জনীত্যেতাঃ শ্রুতয়ো মধ্যমাশ্রিতাঃ॥
ক্ষিতীরক্তা চ সন্দীপন্যালাপিন্যপি পঞ্চমে।
মদন্তী রোহিণী রম্যেত্যেতা ধৈবতসংশ্রয়াঃ॥
উগ্রা চ ক্ষোভিণীতি দ্বে নিষাদে বসতঃ শ্রুতী॥" (সঙ্গীতদর্পণ)

ষড়্জস্বরে তীব্রা কুমুদ্বতী, মন্দা ও ছন্দোবতী এই চারিটী শ্রুতি আছে, ঋষভ স্বরে দয়াবতী, রঞ্জনী ও রতিকা এই তিন শ্রুতি, গান্ধারে রৌদ্রী ও ক্রোধা, মধ্যমে বজ্রিকা, প্রসারিণী, প্রীতি ও মার্জনী, পঞ্চমে ক্ষিতিরক্তা, সন্দীপনী ও আলাপিনী, ধৈবতে মদন্তী, রোহিণী, রম্যা এবং নিষাদে উগ্রা ও ক্ষোভিণী শ্রুতি আছে। এই দ্বাবিংশতি শ্রুতি পূর্ব্বোক্ত স্বরসমূহে বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই সকল স্বরের অন্বয়, জাতি, বর্ণ, জন্মভূমি, দর্শক, ঋষি, দেবতা, ছন্দঃ এবং রসাদিতে উপযোগিত্বের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—ষড়্জস্বরের দেবকুলে জন্ম, জাতি ব্রাহ্মণ, পদ্মাভ রক্তবর্ণ, জম্বুদ্বীপে জন্ম, ঋষি ও দেবতা অগ্নি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ এবং বীর, অদ্ভুত ও রৌদ্ররসে উপযোগী। ঋষভ স্বরের ঋষিবংশে উৎপত্তি, ক্ষত্রিয় জাতি, ঈষৎ পীতবর্ণ, শাকদ্বীপে জন্ম, ঋষি ও দেবতা ব্রহ্মা, গায়ত্রীছন্দঃ, বীর, অদ্ভুত ও রৌদ্ররসে উপযোগী। গান্ধারের দেববংশে জন্ম, জাতি বৈশ্য, স্বর্ণবৎ উজ্জ্বল পীতবর্ণ, কুশদ্বীপে জন্ম, ঋষি শশাঙ্ক, দেবতা সরস্বতী ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ ও করুণরসে উপযোগী, মধ্যম স্বরের দেববংশে জন্ম, ব্রাহ্মণ জাতি, কুন্দকুসুমের ন্যায় শুভ্র বর্ণ, ক্রৌঞ্চদ্বীপে জন্ম, ঋষি বিষ্ণু, শিব দেবতা, বৃহতীছন্দঃ ও শৃঙ্গাররসে উপযোগী, পঞ্চমের পিতৃবংশে উৎপত্তি, ব্রাহ্মণ জাতি, কৃষ্ণবর্ণ, শাল্মলীদ্বীপে জন্ম, ঋষি নারদ, বিষ্ণু দেবতা, পঙ্‌ক্তি-ছন্দঃ, হাস্য ও শৃঙ্গাররসে উপযোগী, ধৈবতের ঋষিকুলে জন্ম, ক্ষত্রিয় জাতি, পীতবর্ণ, শ্বেতদ্বীপে জন্ম, ঋষি তুম্বুরু, গণেশ দেবতা, উষ্ণিক্ ছন্দঃ, বীভৎস ও ভয়ানকরসে উপযোগী, নিষাদের অসুরবংশে জন্ম, বৈশ্য জাতি, বিচিত্র বর্ণ, পুষ্করদ্বীপে জন্ম, ঋষি তুম্বুরু, দেবতা সূর্য্য, জগতীছন্দঃ এবং করুণরসে উপযোগী।

স্বরের নামকরণ।—ষড়্জ—ইহা আদিস্বর। নাসিকাদ্বয়, কণ্ঠ, উরু, জিহ্বা ও দন্ত এই ছয়টী স্থান হইতে এই স্বর উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম ষড়্জ হইয়াছে। স্বরসাধনকালে এই স্বর 'স' এইরূপে গৃহীত হয়।

ঋষভ—নাভি হইতে সমুদিত, বায়ু, কণ্ঠ ও শীর্ষভাগে সমাহত হইয়া ঋষভের ন্যায় নাদাভিব্যক্তি করে, এই জন্য ইহার নাম ঋষভ। সঙ্গীতে ইহার 'রি' এই রূপে স্বরসাধন হইয়া থাকে।

গান্ধার—নাভি হইতে সমুদিত বায়ু, কণ্ঠ এবং শীর্ষভাগে সমাহত হয় বলিয়া গন্ধর্ব্বগণের সুখপ্রদান করে, এই জন্য এই স্বরের নাম গান্ধার হইয়াছে। সাধনকালে 'গ' এইরূপে ইহার স্বরসাধিত হয়।

মধ্যম—নাভি হইতে সমুদিত বায়ু হৃদয়ে অর্থাৎ মধ্যস্থানে সমাহত হইয়া সমুৎপন্ন হয় বলিয়া ইহা মধ্যম নামে অভিহিত হয়। স্বরসাধনে এই স্বর 'ম' এইরূপে গৃহীত হয়।

পঞ্চম—এই সুর নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও শীর্ষ এই পঞ্চ স্থান হইতে সমুৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম পঞ্চম। 'প' এইরূপে স্বরসাধিত হয়।

ধৈবত—এই স্বর নাভি হইতে সমুদিত বায়ু, হৃদয়, কণ্ঠ, তালু ও শীর্ষ এই সমস্ত স্থানে ধৃত হয় বলিয়া ইহার নাম ধৈবত হইয়াছে। স্বরসাধনকালে এই সুর 'ধ' এইরূপে গৃহীত হয়।

নিষাদ নাভি হইতে সমুদিত, বায়ু, কণ্ঠ, তালু এবং শীর্ষভাগে

আহত হইয়া সমস্ত স্বরের নিষীদনপূর্ব্বক সমুৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম নিষাদ হইয়াছে। সঙ্গীতে 'নি' এইরূপে ইহার স্বরসাধন হয়। এই সপ্ত স্বরসাধন করিতে হইলে সি, র, গ, ম, প, ধ, নি এইরূপে করিবে।

এই সপ্তস্বর বাদী, সম্বাদী, বিবাদী ও অনুবাদীভেদে চারি প্রকার। রাগাঙ্গে যে স্বর বা সুর প্রধানরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে বাদী স্বর কহে। স্বরের মধ্যে বাদীস্বর রাজস্থানীয় অর্থাৎ সকলের শ্রেষ্ঠ। হিন্দীতে ইহাকে সুরের 'জান্' বহে। বাদীসুরের সহিত যে সকল সুরের মিলন হয়, তাহাকে সম্বাদী স্বর কহে। যেমন ষড়্জ হইতে পঞ্চমে উঠিতে কিংবা পঞ্চম হইতে ষড়্জে নামিতে মধ্যবর্ত্তী তিনসুর সম্বাদী। পণ্ডিতগণ এই সম্বাদীসুর অমাত্যস্থানীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর যে সুরের শ্রুতিতে রাগের সৌন্দর্য্যাধিক্য সম্পাদন করে, তাহাকেই বিবাদী সুর কহে। সকল সুরের শেষে যে সুরের মিলন হয়, তাহাকে অনুবাদী সুর এবং এই অনুবাদী সুর ভৃত্যস্থানীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"চতুর্বিধঃ স্বরো বাদী সংবাদী চ বিবাদ্যপি।
অনুবাদী চ বাদী তু প্রয়োগে বহুলস্বরঃ॥
শ্রুতয়ো দ্বাদশাষ্টৌ বা যয়োরন্তরগোচরাঃ।
মিথঃ সংবাদিনৌ তৌস্তো নিগাবন্যবিবাদিনৌ॥
রিধয়োরেব বা স্যাতাং তৌ তয়োর্বা রিধাবপি।
শেষাণামনুবাদিত্বং স্বরাণামুপজায়তে॥
বাদী রাজা স্বরস্তস্য সংবাদী স্যাদমাত্যবৎ।
শত্রুর্বিবাদস্তস্য স্যাদনুবাদী তু ভৃত্যবৎ॥"

(সঙ্গীতরত্নাকর)

গ্রাম—সঙ্গীতশাস্ত্রমতে মূর্চ্ছনা ও তানাদির স্বরূপ স্বরসমূহকে গ্রাম কহে। গ্রাম তিন প্রকার ষড়্জ গ্রাম, মধ্যম গ্রাম ও গান্ধার গ্রাম। পঞ্চম স্বর চতুর্থ শ্রুতিতে অধিকৃত ভাবে ধৈবত ত্রিশ্রুতসম্পন্ন থাকিলে তাহাকে ষড়্জ গ্রাম কহে। আর পঞ্চম স্বর তৃতীয় শ্রুতসংশ্রিত অথবা ধৈবত চতুঃশ্রুতিবিশিষ্ট হইলে তাহাকে মধ্যমগ্রাম, দ্বিশ্রুতবিশিষ্ট গান্ধার, ঋষভের আন্তর ও মধ্যমের আদি এই শ্রুতিদ্বয় গ্রহণ করিলে এবং দ্বিশ্রুতিবিশিষ্ট নিষাদ ও ধৈবতের অন্ত্য এবং ষড়্জের আদিশ্রুতিগ্রহণ পূর্ব্বক চতুঃশ্রুতিসম্পন্ন হইলে, তাহাকে গান্ধারগ্রাম কহে।

"গ্রামঃ স্বরসমূহঃ স্যান্মূর্চ্ছনাদেঃ সমাশ্রয়ঃ।
তৌ দ্বৌ ধরাতলে তত্র স্যাৎ ষড়্জগ্রাম আদিমঃ।
দ্বিতীয়ো মধ্যমগ্রামস্তয়োর্লক্ষণমুচ্যতে॥
ষড়্জগ্রামঃ পঞ্চমে স্বাচ্চতুর্থশ্রুতিসংস্থিতে।
স্বোপান্ত্যশ্রুতিসংস্থেঽস্মিন্ মধ্যমে তু চতুঃশ্রুতিঃ॥
রিমযোঃ শ্রুতিমেকৈকাং গান্ধারশ্চেৎ সমাশ্রয়েৎ।
পশ্রুতিং ধো নিষাদস্তু ধশ্রুতিং সশ্রুতিং শ্রিতঃ॥
গান্ধারগ্রামমাচষ্ট তদা তং নারদো মুনিঃ।
প্রবর্ত্ততে স্বর্গলোকে গ্রামোঽসৌ ন মহীতলে॥" (সঙ্গীতদর্পণ)

স্বরের মূর্চ্ছনা—পূর্ব্বোক্ত গ্রামস্থিত কোন স্বর হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী ষষ্ঠ স্বর ক্রমান্বয়ে উচ্চারণ করিয়া বিপরীত ভাবে প্রথম উচ্চারিত স্বরে অবরোহণ করিলে তাহাতে স্বরগুলির যে ভঙ্গী হয়, তাহাকে মূর্চ্ছনা কহে। মূর্চ্ছনা একবিংশতি প্রকার। মূর্চ্ছনার নাম—

সপ্তস্বর	ষড়্জগ্রাম,	গান্ধারগ্রাম,	মধ্যমগ্রাম।
স	উত্তরমন্দ্রা	সৌবীরী	নন্দা
রি	রজনী	হরিণাশ্বা	বিশালা
গ	উত্তরায়ণী	কলোপনতা	সোমুখী
ম	শুদ্ধষড়্জা	শুদ্ধমধ্যা	বিচিত্রা
প	মৎসরীকৃতা	মার্গী	রোহিণী
ধ	অশ্বক্রান্তা	পৌরবী	সুখা
নি	অভিরুদ্গতা	মন্দাকিনী।	আলাপী

সপ্তস্বরের তিনগ্রাম এবং ২১টী মূর্চ্ছনা। আর এই সপ্তসুরের শ্রুতিসুরগুলি আরোহী অবরোহীর সহিত বিন্যস্ত হইলে সেই সেই শ্রুতিসুরগুলিকে মেড় কহে। সঙ্গীতশিক্ষা করিতে হইলে উক্ত মূর্চ্ছনাগুলির সাধন করিতে হয়। মূর্চ্ছনায় প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন স্বরগ্রাম আছে, ঐ সকল স্বরগ্রাম সঙ্গীতশাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট শিক্ষা করা আবশ্যক।

"ক্রমাৎ স্বরাণাং সপ্তানামারোহশ্চাবরোহণং।
মূর্চ্ছনেত্যুচ্যতে গ্রামত্রয়ে তাঃ সপ্ত সপ্ত চ॥
স্থানত্রয়সমাযোগে মূর্চ্ছনারম্ভসম্ভবঃ।
তত্রমধ্যমষড়্জেন ষড়্জগ্রামস্য মূর্চ্ছনা॥
প্রথমারভ্যতেঽন্যাস্তু নিষাদাদ্যৈরধস্তনৈঃ॥"

(সঙ্গীতদর্পণ)

বাহুল্যভয়ে প্রত্যেক মূর্চ্ছনার স্বরগ্রাম লিখিত হইল না, ষড়্জগ্রামের ৭টী মাত্র মূর্চ্ছনার স্বরগ্রাম প্রদত্ত হইল।

১। উত্তরমন্দ্রা—স, রি, গ, ম, প, ধ, নি, ধ, নি, স, রি, গ, ম, প, ধ, নি, স, রি, গ।

২। রজনী—নি, স, রি, গ, ম, প, ধ। নি, স, রি, গ, ম, প, ধ, নি, স, রি, গ, ম, প, ধ, নি।

৩। উত্তরায়ণী—ধ, নি, স, রি, গ, ম, প। স, রি, গ, ম, প।

৪। শুদ্ধষড়্জা—প, ধ, নি, স, রি, গ, ম। রি, গ, ম, প, ধ, নি, স, রি, গ, ম, প, ধ।

৫। মৎসরীকৃতা—ম, প, ধ, নি, স, রি, গ। গ, ম, প, ধ, নি, স, রি, গ, ম, প, ধ, নি।

৬। অশ্বক্রান্তা—গ, ম, প, ধ, নি, স, রি, গ, ম, প, ধ, নি।

৭। অভিরুদ্গতা—রি, গ, ম, প, ধ, নি, স। ম, প, ধ, নি, স, রি, গ, ম, প, ধ, নি, স।

উক্ত রূপ অন্যান্য গ্রামের মূর্চ্ছনারও স্বরগ্রাম আছে, এই সকল স্বরগ্রামে পারদর্শিতা লাভ করিতে হইলে সঙ্গীত-শাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট শিক্ষা করা আবশ্যক।

উক্ত সপ্তস্বর পরস্পর সঙ্গমের দ্বারা ষড়্‌জ হইতে ভৈরব, ঋষভ হইতে মালকোশ, গান্ধার হইতে হিন্দোল, মধ্যম হইতে দীপক, পঞ্চম হইতে মেঘ এবং ধৈবত হইতে শ্রীরাগের উৎপত্তি হইয়াছে। সঙ্গীতশাস্ত্রমতে নিষাদ নিঃসন্তান। উক্ত ছয়টী পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়া তিনবংশে বিভক্ত হয়, ওড়া, ষাড় ও সম্পূর্ণ, চলিত ওড়, খাড় ও সম্পূর্ণ নামে অভিহিত। ইহার মধ্যে হিন্দোল ও মালকোশ পঞ্চসুরযুক্ত ওড়া এই নামে কথিত হয়। দীপক ও মেঘ ৬ সুরযুক্ত বলিয়া খাড়ব, ভৈরব ও শ্রী সপ্তসুরযুক্ত সম্পূর্ণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ওড়াবংশে উক্ত দুই রাগাঙ্গে ঋষভ ও পঞ্চম বর্জ্জিত হয়। খাড়ববংশে দুইরাগ ধৈবত রহিত হইয়াছে, সম্পূরণবংশে দুইরাগ সপ্তসুরবিশিষ্ট হইয়া থাকে। তৎপরে ছয়রাগ পরস্পর সংযোগে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া তিনবংশে ৫৬ কোটি রাগরাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে।

"ওড়বঃ পঞ্চভিঃ প্রোক্তঃ স্বরৈঃ ষড়্‌ভিশ্চ ষাড়বঃ।
সম্পূর্ণঃ সপ্তভির্জ্ঞেয় এবং রাগত্রিধা মতঃ॥" (সঙ্গীতদর্পণ)

রাগরাগিণীর মধ্যে শুদ্ধ ও শালগ এই দুই প্রকার পদ্ধতি আছে। যে রাগে অন্য কোন রাগের সংযোগ নাই, তাহাকে শুদ্ধ, আর রাগরাগিণী পরস্পরসংযোগে যে সকল মূর্ত্তি হয়, তাহাদিগকে শালগ কহে। এই শালগ দুই প্রকার। রাগ শালগ ও একস্বর বা একসুর শালগ। শুদ্ধ এবং শালগ রাগ-রাগিণীর মধ্যে যাহাদিগের সুরের বিকৃতি হয়, সেই স্থলের সুরকে শালগ বলিয়া থাকে। আর দুইটী শুদ্ধ রাগ একত্র হইলে সঙ্কীর্ণ শব্দে ব্যবহৃত হয়। ঐ সঙ্কীর্ণ হইতে মহাসঙ্কীর্ণ এবং মহাসঙ্কীর্ণ আবার ত্রিবিধ ভেদ হইয়া থাকে।

স্বরের আলাপ—স্বরযোগে কিংবা কোন তারযন্ত্রযোগে রাগ-রাগিণীর রূপ মুর্ত্তিমান্ করার নাম আলাপ। তাহার মধ্যে উলত, পুলত, মূর্চ্ছনা, অংশ, ন্যাস, কলা, গমক, আকার, অলঙ্কার, তাট, উপজ, লাগডাট, দম, ঘম, ইত্যাদি বহুতর ভেদ ও কার্য্যের নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

সুরকম্পনের নাম গমক। অনুলোম ও বিলোমের সহিত মূর্চ্ছনাদি দ্বারা কোন রাগাদিকে সম্যক্ প্রকারে বিস্তার করার নাম তান। সুরবিকার অর্থাৎ বদসুর হওয়ার নাম কাকু। যে কতকগুলি ছন্দ-যোজনা করিলে তাহার পদসংজ্ঞা হয়, তাহাকে তুক্ কহে। ছন্দ গানবিশেষে চারিপাদে বা দ্বিপাদে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহার এক একটা পদকে তুক্ কহে। স্বরকথন, উচ্চ মস্তককথন, নিম্ন মস্তককথন বা মধ্য মস্তক সহকারে রাগাদিকে অক্লেশে বিভাগ করিয়া গান করা বা বাজানর নাম বাট। রাগাদিতে নানাপ্রকার স্বরকৌশল প্রদর্শনের নাম কর্ত্তব। এই কর্ত্তব করিবার সময় বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত, যেন রাগ-ভ্রংশকর বিবাদীসুর না লাগে। গায়ক বা সুবাদককর্ত্তৃক গান অথবা বাদনকালে সুরের সূক্ষ্মাংশ অথবা শ্রুতিগুলি পরস্পর একটু বিচ্ছিন্ন না হইয়া যে একটা চমৎকার সুর দণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, তাহাকে লাগডাট কহে। গায়ক বাদকদিগের ইচ্ছাধীন রাগানুযায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তান করাকে উপজ কহে। লয় প্রদর্শনপূর্ব্বক সুরের দীর্ঘকালস্থায়িত্বের নাম দম এবং লয়প্রদর্শন সহকারে সুরের সাময়িক অল্প পরিমাণ কাল বিশ্রামকে ঘম কহে। রাগের আদিতে যে সুর থাকে, তাহাকে গ্রহস্বর বা গ্রহসুর কহে, আর যে সুরে রাগ শেষ করা হয়, তাহাকে ন্যাসসুর কহে। স্বর বা সুর আলাপ করিতে হইলে এই সকল বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতার আবশ্যক।

"গীতাদৌ স্থাপিতো যস্তু স গ্রহস্বর উচ্যতে।
ন্যাসস্বরস্তু বিজ্ঞেয়ো যস্তু গীতসমাপকঃ॥
বহুলত্বং প্রয়োগেষু স চাংশস্বর উচ্যতে॥" (সঙ্গীতদর্পণ)

লয়—দুইটী সুরের পরস্পর সম্মিলনকে লয় কহে। এই লয় তিন প্রকার, দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত। দ্রুত যে পরিমাণে হইবে, মধ্য তাহার দ্বিগুণ এবং বিলম্বিত মধ্যের দ্বিগুণ হইবে। এই সুরের লয়বোধ সঙ্গীতের জীবনস্বরূপ। স্বাভাবিক যাহার লয় বোধ থাকে, তিনি শিক্ষা করিলে লয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন। যাহার এই শক্তি স্বভাবতঃ থাকে না, তাহার শত চেষ্টাতেও লয়বোধ হয় না। সূক্ষ্মভাবে লয়বোধ বিশেষ দুরূহ।

"দ্রুতো মধ্যো বিলম্বশ্চ দ্রুতঃ শীঘ্রতমো মতঃ।
দ্বিগুণদ্বিগুণৌ জ্ঞেয়ৌ তস্মান্মধ্যবিলম্বিতৌ॥" (সঙ্গীতদর্পণ)

সম—গীতের বিশ্রামস্থানকে সম কহে। এই সম চারি প্রকার সম, অতীত, অনাঘাত ও বিষম। সঙ্গীতশাস্ত্রে ইহা-দিগকে গ্রহ কহে। সমের পর দুইমাত্রা পর্য্যন্ত অতীতের কাল, তৎপরে দুইমাত্রা অনাঘাতের এবং শেষ দুই দুইমাত্রা বিষমের কাল। সমের পর প্রথম অর্দ্ধমাত্রাকে সম অতীত কহে। তাহার পর পূর্ণ মাত্রাটিকে পূর্ণ অতীত এবং তাহার পর যে অর্দ্ধমাত্রা অবশিষ্ট থাকে তাহাকে পর অতীত বলে। এইরূপে অতীতের তিন স্থানে সম রাখা যাইতে পারে এবং অনাঘাতেরও তিনটী

সম রাখিবার স্থান আছে। যথা—প্রথম অনাঘাতজ, পূর্ণ অনাঘাত ও অনাঘাতকাল। বিষমের উক্ত তিন প্রকার ভেদ আছে—বিষমাকর, পূর্ণবিষম ও বিষমকাল। এই ৯টী এবং ইহাতে সম যোগ করিলে দশটী সম রাখিবার স্থান হয়। সকলে ইহা স্বীকার করেন না, চারিটী মাত্র স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রথম সম হইতে উঠিয়া আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চারিটী তুকেই সম রাখিতে হইবে। উক্ত চারিটী তুক কেবলমাত্র ধ্রুপদ গানে ব্যবহৃত হয়। খেয়াল ও রঙ্গিণ গানে কেবল আস্থায়ী ও অন্তরা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তান—সপ্তস্বর আরোহী, অবরোহী, মূর্চ্ছনা ও গমকাদি দ্বারা আলাপ করার নাম তান। সঙ্গীতশাস্ত্রে পাঁচহাজার চল্লিশ তান এবং উনপঞ্চাশ কূটতানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল তানের প্রত্যেকের বিবরণ লেখা একরূপ অসম্ভব এবং ইহা গুরূপদেশসাধ্য। সঙ্গীতশাস্ত্রাভিজ্ঞ গুরুর উপদেশ ভিন্ন এই সকল তানে অধিকার হয় না, কাজেই এই সকল তানের বিষয় লিখিত হইল না।

"তানাস্তেঽপ্যূনপঞ্চাশৎ সপ্তস্বরসমুদ্ভবাঃ।
তেভ্য এব ভবন্ত্যন্যে কূটতানাঃ পৃথক্ পৃথক্।
তে স্যুঃ পঞ্চসহস্রাণি ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছতানি চ॥" (সঙ্গীতদামোদর)

সঙ্গীতদর্পণে লিখিত আছে যে, প্রত্যেক মূর্চ্ছনাতে ৫০৪০ তান, এবং ৫৬ মূর্চ্ছনায় ২৮২২৪০ কূটতান আছে।

"পূর্ণাঃ পঞ্চসহস্রাণি চত্বারিংশদ্যুতানি চ।
একৈকস্যাং মূর্চ্ছনায়াং কূটতানাঃ সহক্রমৈঃ॥
ষট্পঞ্চাশন্মূর্চ্ছনাঃ স্যুঃ পূর্ণাঃ কূটাস্তু যোজিতাঃ।
লক্ষদ্বয়সহস্রাণি দ্ব্যশীতির্দ্বিশতে তথা।
চত্বারিংশচ্চ সংখ্যাতাঃ অথাপূর্ণান্ প্রচক্ষহে॥" (সঙ্গীতদর্পণ)

সঙ্গীতসাধক স্বরসাধন করিতে হইলে প্রথমে একটী সুর ঠিক করিয়া লইয়া সেই সুরের সহিত স্বর মিশাইয়া স্বরসাধন শিক্ষা করিবেন। সুর ব্যতীত স্বরসাধন হয় না। ··· বীণাদি যন্ত্রের সুর বাধা বিশেষ কঠিন। তবে মোটামুটি রূপে অনেকেই সুর বাধিতে পারেন। যাহাদিগের স্বাভাবিক এমন সুরবোধ আছে যে, তদ্বারা কোনটী নরম ও কোনটি কড়া তাহা স্থির করিতে পারেন, তাঁহারা চেষ্টা করিলে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিবেন।

কণ্ঠস্বরসাধনা করিতে হইলে স্বরগ্রামগুলিতে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করা আবশ্যক। পরগ্রামগুলি বিশুদ্ধরূপে আয়ত্তাধীন হইলে তানপুরা বাধিবার অধিকার জন্মে, তখন তানপুরা লইয়া স্বরসাধনা করিলে স্বরের কোনরূপ বিকৃতি হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

স্বরসাধনস্থলে আরোহী, অবরোহী ক্রমে ইহার সাধনা করিবে। সা, রি, গা, মা, পা, ধা, নি, সা ইহাকে আরোহী কহে। সা, নি, ধা, পা, মা, গা, রি, সা ইহার নাম অবরোহী।

এই স্বরসাধনপ্রণালীতে আরোহী নিষ্কর্ষ, অবরোহী নিষ্কর্ষ, আরোহী প্রেথিত, অবরোহী প্রেথিত, আরোহী সন্ধীপ্রচ্ছাদন, অবরোহী সন্ধীপ্রচ্ছাদন, আরোহী অভ্যুচ্চয়, অবরোহী অভ্যুচ্চয়, আরোহী ভদ্র, অবরোহী ভদ্র, আরোহী গাত্রবর্ণ, অবরোহী গাত্রবর্ণ, আরোহী ভদ্রানন্দ, অবরোহী ভদ্রানন্দ, আরোহী পরীবর্ত্ত, অবরোহী পরীবর্ত্ত, আরোহী বিন্দুত্রিবণী, অবরোহী বিন্দুত্রিবণী, আরোহী পাঞ্চালী, অবরোহী পাঞ্চালী, আরোহী পঞ্চানন, অবরোহী পঞ্চানন, আরোহী নির্দ্দোষ, অবরোহী নির্দ্দোষ, আরোহী ষড়ানন, অবরোহী ষড়ানন। স্বরসাধনের এইরূপ অনেক প্রকার ভেদ আছে। বাহুল্যভয়ে সকল স্বরসাধনপ্রণালী উল্লিখিত হইল না। সঙ্গীতপারিজাতে রাগরাগিণী ও স্বরগ্রামের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। রাগরাগিণী ও স্বরগ্রামসকল গুরূপদেশ ভিন্ন কিছুতেই আয়ত্ত হয় না। সঙ্গীতসাধকগণ গুরুর উপদেশানুসারে বিশেষ রূপ চেষ্টা করিলে তবে ইহাতে সাফল্য লাভ করিতে পারেন। প্রত্যেক রাগ বা রাগিণীর মতানুযায়ী গীতের স্বরলিপিসকল রাগরাগিণী অনুসারে হইবে। রাগরাগিণীর স্বরসাধন ঠিক গীতের স্বরলিপি ও তদনুসারে স্থির করা বিশেষ কঠিন নহে। সঙ্গীতাভিজ্ঞ ব্যতীত অপর সাধারণের নিকট একরূপ দুর্ব্বোধ্য। (সঙ্গীতদর্পণ)

সামবেদীয় নারদীয়-শিক্ষাতেও স্বরের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। যাগযজ্ঞাদিস্থলেও স্বরজ্ঞানের বিশেষ আবশ্যক। কারণ স্বরজ্ঞান না থাকিলে যাগযজ্ঞাদিতে ফল হয় না, বরং অনিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার উদাহরণস্থলে লিখিত আছে যে, দেবদানব-যুদ্ধকালে দানবগণ 'ইন্দ্রশত্রু' অর্থাৎ ইন্দ্র হইয়াছে শত্রু যাহার তাহার নাশ হউক, এইরূপ প্রার্থনা করিলেও স্বরজ্ঞানের অপরাধে ইন্দ্রের শত্রু দানবগণই বিনষ্ট হইয়াছিল, এই স্থলে শত্রুবধ কামনা করিতে গিয়া স্বরজ্ঞানের অভাবে নিজেদেরই অনিষ্ট করা হইল। অতএব স্বরজ্ঞান না থাকিলে উক্তরূপ বিপত্তি ঘটিয়া থাকে।

"মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমাহঃ।
স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ॥"
(নারদীয়শিক্ষা ৫)

মন্ত্রসকল স্বর ও বর্ণ হইতে হীন হইয়া মিথ্যারূপে প্রযুক্ত হইলে তাহার কোন ফল হয় না। সেই স্বরের অপরাধে বাক্যরূপ মন্ত্র বজ্রস্বরূপ হইয়া ইন্দ্রের শত্রু দানবগণকে যেরূপে বিনষ্ট করিয়াছিল, তদ্রূপ যজমানই বিনষ্ট হয়। ঋত্বিকের স্বরশাস্ত্রে

বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। উচ্চ ও নীচ ভাবে উচ্চারণ হেতু স্বরের অন্যথা হইয়া থাকে। আর্চ্চিক, গাথিক ও সামিক-ভেদে স্বর বিবিধ প্রকার। ঋগ্বেদে একান্তর স্বর, গাথাতে দ্ব্যন্তর স্বর এবং সামবেদে ত্র্যন্তর স্বর হইয়া থাকে। ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ প্রভৃতির যে সকল মন্ত্র যজ্ঞে প্রযুক্ত হয়, স্বরশাস্ত্রে জ্ঞান না থাকিলে সেই সকল মন্ত্র বিস্বর হইয়া থাকে। স্বর ও বর্ণের দ্বারা হীন মন্ত্র যজ্ঞে প্রযুক্ত হইলে যজমানের আয়ু, সন্তান ও পশু বিনষ্ট হইয়া থাকে।

"অথাতঃ স্বরশাস্ত্রাণাং সর্ব্বেষাং বেদনিশ্চয়ং।
উচ্চনীচবিশেষাদ্ধি স্বরান্যত্বং প্রবর্ত্ততে ॥
আর্চ্চিকং গাথিকঞ্চৈব সামিকঞ্চ স্বরান্তরং।
কৃতান্তে স্বরশাস্ত্রাণাং প্রযোক্তব্যং বিশেষতঃ ॥
একান্তরঃ স্বরোহ্যৃক্ষু গাথাসু দ্ব্যন্তরঃ স্বরঃ।
সামসু ত্র্যন্তরং বিদ্যাদেতাবৎ স্বরতোহন্তরং ॥
অথ সামযজুরঙ্গানি যে যজ্ঞেষু প্রযুঞ্জতে।
অবিজ্ঞানাদ্ধি শাস্ত্রাণাং তেষাং ভবতি বিস্বরঃ ॥
প্রহীনঃ স্বরবর্ণাভ্যাং যো বৈ মন্ত্রঃ প্রযুজ্যতে।
যজ্ঞেষু যজমানস্য রুষত্যায়ুঃ প্রজাং পশূন্ ॥"

(নারদীয়শিক্ষা ১খ°)

অতএব যাগ, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ, শান্তি প্রভৃতি যে কিছু ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করা হউক না কেন, স্বরশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া করা আবশ্যক, নচেৎ তাহাতে ফল না হইয়া বরং অনিষ্ট হয়।

উরঃ, কণ্ঠ ও শির এই তিনটী স্থানই স্বরোৎপত্তির প্রধান স্থান। এই তিনটী স্থান আবার ৭ ভাগে বিভক্ত। নাভিদেশ হইতে উত্থিত বায়ু এই সকল স্থানে আবৃত হইয়া স্বরের উৎপত্তি হয়। কোন্ কোন্ স্থান হইতে কোন্ কোন্ বর্ণের উচ্চারণ হয়, ব্যাকরণশাস্ত্রে তাহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। স্বর ও ব্যঞ্জন ইহাদের প্রত্যেক অক্ষরের উচ্চারণস্থান বিভিন্ন প্রকার, বাহুল্যভয়ে তাহা আর লিখিত হইল না।

'গেয়ং সাম' অর্থাৎ সামবেদ গান করিতে হয়, যাগযজ্ঞাদিস্থলে সামবেদ গান করিবার বিধান আছে, অতএব সামবেদে তান, রাগ, স্বর, গ্রাম, মূর্চ্ছনা এই সকলের নাম স্বরমণ্ডল, সামবেদের স্বর জানিতে হইলে এই সকলের লক্ষণ জানা আবশ্যক। ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ এই সপ্তস্বর, ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার এই তিন গ্রাম, এক বিংশতি মূর্চ্ছনা ও এক পঞ্চাশৎ তান এই সকল স্বরমণ্ডল নামে অভিহিত হয়। এই স্বরমণ্ডল শ্রেষ্ঠ বেদাঙ্গ।

"সামবেদে তু বক্ষ্যামি স্বরাণাং চরিতং যথা।
অল্পগ্রন্থং প্রভূতার্থং শ্রব্যং বেদাঙ্গমুত্তমং ॥
তালরাগস্বরগ্রামমূর্চ্ছনানান্তু লক্ষণং।
পবিত্রং পরমং পুণ্যং নারদেন প্রকীর্ত্তিতং ॥
সপ্ত স্বরাস্ত্রয়ো গ্রামা মূর্চ্ছনাস্ত্বেকবিংশতিঃ।
তানা একোনপঞ্চাশদিত্যেতৎ স্বরমণ্ডলং ॥
ষড়্জশ্চ ঋষভশ্চৈব গান্ধারো মধ্যমস্তথা।
পঞ্চমো ধৈবতশ্চৈব নিষাদঃ সপ্তমঃ স্বরঃ।
ষড়্জমধ্যমগান্ধারা স্ত্রয়ো গ্রামাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥"

(নারদীয়শিক্ষা ১। ২ খ°)

তিনটী গ্রাম "ভূর্ভুবঃ স্ব" এই তিনটী লোক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার মধ্যে ভূর্লোক হইতে ষড়্জ গ্রাম, ভুবর্লোক হইতে মধ্যম এবং স্বর্গলোক হইতে গান্ধার গ্রাম হইয়াছে। এই তিন গ্রামের মধ্যম গ্রামে বিংশতি তান, ষড়্জ গ্রামে ১৮ ও গান্ধার গ্রামে ১৫ তান, এই সর্ব্ব সমেত ৪৯ তান। পিতৃ, ঋষি ও দেবতা ইঁহাদের প্রত্যেকের ৭টী করিয়া ২১টী মূর্চ্ছনা আছে। তাহার মধ্যে নন্দী, বিশালা, সুমুখী, চিত্রা, চিত্রবতী, সুখা ও বলা এই ৭টী মূর্চ্ছনা দেবতাদিগের আপ্যায়িনী, বিশ্বভৃতা, চন্দ্রা, হেমা, কপর্দ্দিনী, মৈত্রী ও বার্হতী এই ৭টী পিতৃদিগের, ষড়্জগ্রামে উত্তরমন্দ্রা, ঋষভে অভিরুগ্‌গতা, গান্ধারে অশ্বক্রান্তা, মধ্যমে সৌবীরা, পঞ্চমে হৃষ্যকা, ধৈবতে উত্তরায়তা এবং নিষাদে রজনী এই ৭টী মূর্চ্ছনা, ঋষিদিগের জন্য কল্পিত। দেবতাদিগের ৭টী মূর্চ্ছনা দ্বারা গন্ধর্ব্বগণ এবং পিতৃদিগের ৭টী মূর্চ্ছনা দ্বারা যক্ষগণ এবং ঋষিদিগের ৭টী মূর্চ্ছনা দ্বারা জনসমূহ গান করিয়া থাকে। সুতরাং এই ৭টী মূর্চ্ছনাই লৌকিক। ইহার মধ্যে ষড়্জগ্রামে দেবগণ, ঋষভে পিতৃগণ, গান্ধারে গন্ধর্ব্বগণ, পঞ্চমে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ, নিষাদে যক্ষগণ এবং ধৈবতে ভূতসমূহ প্রীত হইয়া থাকে।

"ভূর্লোকাজ্জায়তে ষড়্জো ভুবর্লোকাচ্চ মধ্যমঃ।
স্বর্গাচ্চান্যত্র গান্ধারো নারদস্য মতং যথা ॥
উপজীবন্তি গন্ধর্ব্বা দেবানাং সপ্ত মূর্চ্ছনা।
পিতৄণাং মূর্চ্ছনাঃ সপ্ত তথা যক্ষা ন সংশয়ঃ ॥
ঋষীণাং মূর্চ্ছনাঃ সপ্ত যাস্ত্বিমা লৌকিকাঃ স্মৃতাঃ।
ষড়্জঃ প্রীণাতি বৈ দেবানৃষীন্ প্রীণাতি চর্ষভঃ ॥
পিতৄন্ প্রীণাতি গান্ধারো গন্ধর্ব্বান্ মধ্যমঃ স্বরঃ।
দেবান্ পিতৄনৃষীংশ্চৈব স্বরঃ প্রীণাতি পঞ্চমঃ।
যক্ষান্ নিষাদঃ প্রীণাতি ভূতগ্রামঞ্চ ধৈবতঃ ॥"

(নারদীয়শিক্ষা ১।২ খ°)

পূর্ব্বোক্ত স্বর সকলের দশপ্রকার গুণ আছে, যথা—রক্ত, পূর্ণ,

অলঙ্কৃত, প্রসন্ন, ব্যক্ত, বিক্রুষ্ট, শ্লক্ষ্ণ, সম, সুকুমার ও মধুর। ইহা ভিন্ন ১৪টী দোষ আছে, যথা—শঙ্কিত, ভীত, উৎসৃষ্ট, অব্যক্ত, অনুনাসিক, কাকস্বর, শিরোগত, স্থানবিবর্জ্জিত, বিস্বর, বিরস, বিশ্লিষ্ট, বিষমাহত, ব্যাকুল ও তালহীন। দশ প্রকার গুণ ও ১৪ প্রকার দোষের লক্ষণগুলি বাহুল্যভয়ে লিখিত হইল না।

উক্ত সপ্ত স্বরের মধ্যে ষড়্‌জ স্বর কণ্ঠ হইতে, ঋষভ শিরঃ হইতে, গান্ধার অনুনাসিক হইতে, মধ্যম উরঃস্থল হইতে, পঞ্চম উরঃ, শিরঃ ও কণ্ঠ হইতে, ধৈবত ললাট হইতে এবং নিষাদ সন্ধি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই সপ্ত স্বরের মধ্যে অগ্নি ষড়্‌জ স্বরে, ব্রহ্মা ঋষভ স্বরে, চন্দ্র গান্ধার স্বরে, বিষ্ণু মধ্যম স্বরে, নারদ পঞ্চম স্বরে এবং তুম্বুরু ধৈবত ও নিষাদ স্বরে গান করেন।

"কণ্ঠাছুত্তিষ্ঠতে ষড়্‌জঃ শিরসস্তৃষভঃ স্মৃতঃ।
গান্ধারস্ত্বনুনাসিক্য উরসো মধ্যমঃ স্বরঃ॥
উরসঃ শিরসঃ কণ্ঠাদুত্থিতঃ পঞ্চমঃ স্বরঃ।
ললাটাৎ ধৈবতং বিদ্যান্নিষাদং সর্ব্বসন্ধিজং॥
অগ্নিগীতঃ স্বরঃ ষড়্‌জ ঋষভো ব্রাহ্মণোচ্যতে।
সোমেন গীতো গান্ধারো বিষ্ণুনা মধ্যমঃ স্বরঃ॥
পঞ্চমস্তু স্বরো গীতো নারদেন মহাত্মনা।
ধৈবতশ্চ নিষাদশ্চ গীতৌ তুম্বুরুণা স্বরৌ॥"

(নারদীয়শিক্ষা ১।৪ খং)

যে রূপ জলমধ্যে মৎস্যদিগের পথ অবগত হওয়া যায় না, সেইরূপ স্বরগত শ্রুতির বিষয়ও জানা যায় না। দধিমধ্যে ঘৃত, কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি যে ভাবে থাকে, স্বরগতা শ্রুতিও সেইভাবে আছে, যত্ন করিয়া তাহা জানিতে হয়। যখন স্বর অভ্যাস করিতে হয়, তখন দ্রুতবৃত্তি, প্রয়োগকালে মধ্যবৃত্তি এবং শিষ্যদিগের উপদেশকালে বিলম্বিতবৃত্তি অবলম্বন করা বিধেয়।

"যথাপ্সু চরতাং মার্গো মীনানাং নোপলভ্যতে।
আকাশে বা বিহঙ্গানাং তদ্বৎ স্বরগতা শ্রুতিঃ॥
যথা দধিনি সর্পিঃ স্যাৎ কাষ্ঠস্থো বা যথানলঃ।
প্রযত্নেনোপলভ্যেত তদ্বৎ স্বরগতা শ্রুতিঃ॥
অভ্যাসার্থে দ্রুতাং বৃত্তিং প্রয়োগার্থে তু মধ্যমাং।
শিষ্যাণামুপদেশার্থে কুর্য্যাৎ বৃত্তিং বিলম্বিতাং॥"

(নারদীয়শিক্ষা ১।৬ খং)

এই সপ্তস্বর যেমন গীত দ্বারা প্রকাশ করা যায়, তদ্রূপ বীণাদি বাদ্যযন্ত্রেও প্রকাশিত হয়। বীণাদি বাদ্যযন্ত্রবাদন করিলে এই স্বরসকল অবিকল গীতের ন্যায় হইয়া থাকে। গীতকালে বীণাদি বাদ্যযন্ত্রের সহিত স্বর মিশ্রিত করিলে মধুর হইতে মধুরতম হয়। এই সকল সামিক স্বর। নারদীয়-শিক্ষায় ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, আমরা অতি সংক্ষেপে ইহার দুই চারিটী বিষয় লিপিবদ্ধ করিলাম। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই ত্রিবিধ আর্চ্চিক স্বর। যাগযজ্ঞাদিতে ও মন্ত্রপাঠকালে এই ত্রিবিধ স্বরের আবশ্যক হয়। উচ্চারণ অনুসারে এই ত্রিবিধ স্বরের ভেদ হইয়া থাকে। উচ্চ ভাবে যাহা উচ্চারিত হয় তাহা উদাত্ত, নীচ অর্থাৎ অনুচ্চ ভাবে উচ্চারিত হইলে অনুদাত্ত এবং সমাহার অর্থাৎ মিলিত উচ্চও নহে নীচও নহে মাঝামাঝি ভাবে যাহা উচ্চারিত হয়, তাহাই স্বরিত। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই ত্রিবিধ স্বর উচ্চারণকালে এইরূপে উচ্চারণ করিতে হইবে, যেন কোন বর্ণ পীড়িত না হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক বর্ণ স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্বরের উচ্চারণ বিকৃত হইলে, 'স্বরতো বর্ণতোঽপি বা' যজমানের অনিষ্ট হইয়া থাকে।

পাণিনিও এই ত্রিবিধ স্বরের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"উচ্চৈরুদাত্তঃ"। (পা ১।২।২৯) "নীচৈরনুদাত্তঃ" (পা ১।২।৩০) "সমাহারঃ স্বরিতঃ" (পা ১।২।৩১)

উ, উ উ৩ এই তিন বর্ণের উচ্চারণকালের ন্যায় যে সকল স্বরবর্ণের উচ্চারণ কাল, সেই অচ্‌ যথা ক্রমে হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত হয়, ঐ অচ্‌ উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিতভেদে তিন প্রকার। কুক্কুটরুত উকারে এক মাত্রা, দ্বিমাত্রা ও ত্রিমাত্রা প্রসিদ্ধই আছে, এই জন্য আকালাদি না বলিয়া উকালাদি বলিয়া কথিত হইয়াছে।

তালু প্রভৃতি স্থান সভাগ অর্দ্ধ ও উর্দ্ধ এই দুই ভাগবিশিষ্ট, ঐ তালু প্রভৃতি স্থানের উর্দ্ধ ভাগে নিষ্পন্ন অচ্‌ উদাত্তসংজ্ঞ হইয়া থাকে। যথা যে কে। এইরূপ 'একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ' (পা ৮।২।৫) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা একার উদাত্ত হইয়াছে।

তালু প্রভৃতি স্থানের অধোভাগে উচ্চার্য্যমাণ অচ্‌ অনুদাত্ত-সংজ্ঞ হইয়া থাকে। যথা, 'অর্ব্বাঙ্‌' এই স্থলে "অনুদাত্তস্পদমেক-বর্জ্জং' (পা ৬।১।১৫৮) এই সূত্র দ্বারা শেষ নিঘাতের পর আদ্য অকার অনুদাত্ত।

উদাত্ত ও অনুদাত্ত রূপ বর্ণধর্ম্ম যে অচে সমাহৃত অর্থাৎ মিলিত হয়, সেই অচ্‌ স্বরিতসংজ্ঞ হইয়া থাকে। স্বরিতের প্রথমার্দ্ধ উদাত্ত অথবা স্বরিত পরবর্ত্তী হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরিতের উত্তরার্দ্ধ যে অনুদাত্ত তাহার স্পষ্টই শ্রবণ আছে। উদাত্ত ও স্বরিতের পরবর্ত্তী না হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরিত ইহা প্রাতিশাখ্যে প্রসিদ্ধ আছে।

"একাক্ষরসমাবেশে পূর্ব্বয়োঃ স্বরিতঃ স্বরঃ।
তস্তোদাত্ততরোদাত্তাদর্দ্ধমাত্রার্দ্ধমেব বা॥

অনুদাত্তঃ পরং শেষঃ স উদাত্ত শ্রুতির্ন চেৎ।

উদাত্তং নোচাতে কিঞ্চিৎ স্বরিতং বাক্ষরং পরং॥" (মনোরমা)
"ক্ক কাবোহশ্বঃ" এই স্থলে উদাত্ত পরবর্ত্তী হইয়াছে বলিয়া 'ক' এই হ্রস্ব স্বরিতের উত্তরার্দ্ধ অনুদাত্ত হইল। 'যে হুয়াঃ' এই স্থলে অনুদাত্ত পরবর্ত্তী হইয়াছে বলিয়া 'যে' এই দীর্ঘ স্বরিতের শেষার্দ্ধ অনুদাত্ত হইল 'যোহত্য' এই স্থলে স্বরিত পরবর্ত্তী হইয়াছে বলিয়া যো এই স্বরিতের উত্তরার্দ্ধ অনুদাত্ত হইল। 'অগ্নিমীলে' ইত্যাদি স্থলে উদাত্ত পরবর্ত্তী হইয়াছে বলিয়া 'মী' এই স্বরিতের অনুদাত্ত শ্রুতি হইল। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অচ্ নয় প্রকার হইলেও প্রত্যেক অনুনাসিক ও নিরনুনাসিক-ভেদে দ্বিবিধ হইয়া অষ্টাদশ প্রকার হইয়াছে। হ্রস্ব দীর্ঘ ও প্লুতভেদে তিন প্রকার হইয়া ৯ প্রকার, উহা আবার অনুনাসিক ও নিরনুনাসিক ভেদে ১৮ প্রকার হইয়াছে।

মুখ সহিত নাসিকার দ্বারা উচ্চার্য্যমাণ বর্ণের অনুনাসিকসংজ্ঞা হয়। অতএব এইরূপে অ, ই, উ, ঋ, এই চারি বর্ণের প্রত্যেকের অষ্টাদশ প্রকার ভেদ হয়। এ, ঐ, ও, ঔ, এই চারিবর্ণের হ্রস্ব না থাকা প্রযুক্ত উহাদের দ্বাদশ প্রকার ভেদ কথিত হইয়াছে।

উদাত্তাদি স্বর হ্রস্বদীর্ঘানুসারে নির্ণীত হয়। স্বরবর্ণের সহিত ব্যঞ্জনবর্ণেরও সাদৃশ্য আছে, ইহাতে লিখিত আছে যে, যে বর্ণের তালু প্রভৃতি স্থান ও আভ্যন্তরপ্রযত্ন যে বর্ণের সহিত তুল্য তাহারা পরস্পর সবর্ণসংজ্ঞা হয়, যাহাদের এই সবর্ণসংজ্ঞা আছে, সেই সকল বর্ণের উচ্চারণস্থান এক, অ, কু হ, অর্থাৎ অ, ক, খ, গ, ঘ, ঙ, হ এবং বিসর্গ ইহাদের উচ্চারণস্থান কণ্ঠ, ই, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, য, শ ইহাদের উচ্চারণস্থান তালু, ঋ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, র, ষ এই সকল বর্ণের উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা, ৯, ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স ইহাদের উচ্চারণস্থান দন্ত, উ, প, ফ, ব, ভ, ম, উপাধ্মানীয় অর্থাৎ গজকুম্ভাকৃতি বর্ণের উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ, ঙ, ঞ, ণ, ন, ম এই সকল বর্ণের উচ্চারণস্থান নাসিকা। এ ঐ ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ ও তালু, ও ঔ ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ ও ওষ্ঠ। অন্তঃস্থ বকারের উচ্চারণস্থান জিহ্বামূল। অনুস্বারের উচ্চারণস্থান নাসিকা। এই বর্ণসকল উচ্চারণে প্রযত্ন দুই প্রকার, আভ্যন্তর ও বাহ্য। আভ্যন্তর প্রযত্ন চারি প্রকার, যথা স্পৃষ্ট, ঈষৎস্পৃষ্ট, বিবৃত এবং সংবৃত।

এই সকল প্রযত্নানুসারে যে সকল বর্ণের যে সকল উচ্চারণ-স্থান, সেই সকলের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া বর্ণসকল উচ্চারণ করিলে উদাত্ত, অনুদাত্ত প্রভৃতি আপনা হইতেই উচ্চারিত হয়। (পাণিনি)

একমাত্র স্বরবর্ণে অর্থাৎ অকারাদি বর্ণে উদাত্তাদি ত্রিবিধ স্বরই নিত্য বিদ্যমান আছে। এই জন্য স্বর ও ব্যঞ্জন এই দুয়ের মধ্যে স্বরই প্রধান। ব্যঞ্জনবর্ণ মণির তুল্য, স্বরবর্ণ সূত্রতুল্য। সূর্য্যের সাহায্যে যেমন মণি গ্রথিত হয়, সেইরূপে স্বরের সাহায্যে ব্যঞ্জন পদরূপে গ্রথিত হইয়া থাকে। ব্যঞ্জন দুর্ব্বল, স্বর সবল। উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত এই রূপেই স্বর উচ্চারিত হয়। কিন্তু ব্যঞ্জন স্বরানুসারেই উক্ত রূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে। বলবান্ রাজা যেমন দুর্ব্বল রাষ্ট্র নাশ করে, সবল-স্বর সেইরূপ দুর্ব্বল ব্যঞ্জনকে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

"স্বর উচ্চঃ স্বরো নীচঃ স্বর স্বরিত এব চ।
ব্যঞ্জনান্যনুবর্ত্তন্তে যত্র তিষ্ঠতি স স্বরঃ॥
স্বর প্রধানং ত্রৈস্বর্য্যমাচার্য্যাঃ প্রতিজানতে।
মণিবৎ ব্যঞ্জনং বিদ্যাৎ সূত্রবচ্চ স্বরং বিদুঃ॥
দুর্ব্বলস্য যথা রাষ্ট্রং হরতে চ বলবান্ নৃপ।
দুর্ব্বলং ব্যঞ্জনং তদ্বদ্ধরেত বলবান্ স্বরঃ॥"

(নারদীয়শিক্ষা ২ প্র° ৫ খ°)

বৈদিক মন্ত্রপাঠ করিতে হইলেই উক্ত স্বরজ্ঞানের বিশেষ আবশ্যক। শব্দের অর্থজ্ঞান ও স্বরজ্ঞান না হইলে বেদপাঠ হইতে পারে না। যে হেতু স্বরানুসারেই অধিকাংশ পদচ্ছেদ নির্ণীত হইয়া থাকে। এই জন্য স্বরানুসারে অর্থজ্ঞান হয়। বেদে স্বর-জ্ঞানের জন্য পদসংহিতা নামে গ্রন্থ আছে, তাহাতে স্বরানুসারে পদচ্ছেদের বিষয় বিশেষরূপে লিখিত আছে। একই মন্ত্র তিন বেদে আছে, কিন্তু তিন বেদেই উক্ত মন্ত্রের পদচ্ছেদ ভিন্ন ভিন্ন রূপ লিখিত হইয়াছে, সেই স্থলে কোন্ স্বরানুসারে সেই মন্ত্র উচ্চারিত হইবে, তাহাই বিশেষ রূপে মীমাংসিত রহিয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

মনুষ্য, পক্ষী প্রভৃতির কণ্ঠধ্বনিকেও স্বর কহে। পক্ষী প্রভৃতির কণ্ঠধ্বনি দ্বারা শুভাশুভ জানিতে পারা যায়, শাকুনশাস্ত্রে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

চরকে স্বরাধিকারে স্বরের দ্বারা যেরূপ অরিষ্ট সূচিত হয়, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—হংস, বক, দুন্দুভি, রথচক্র, কলবিঙ্ক পক্ষী, কাক, কপোত ও ঝর্ঝর ইহাদের ধ্বনি সদৃশ স্বর হইলে তাহাকে প্রকৃতিস্বর বলিয়া জানিবে। এতদ্ভিন্ন অপর যে সকল স্বর বস্তুস্তর ধ্বনি সদৃশ শ্রুত হয় কিংবা বস্তুস্তর ধ্বনি সাদৃশ্য না থাকিলেও যাহার স্বর নির্দ্দেশ করা যায়, সে সকল স্বরও প্রকৃতিস্বর। আতুরের স্বর, শুকপক্ষীবৎ স্বর, সূক্ষ্মস্বর গ্রহগ্রস্ত অর্থাৎ সর্ব্বথা অনুচ্চরণ (যাহা ভাল উচ্চারণ হয় না), অস্ফুট স্বর, গদ্‌গদ স্বর, ক্ষীণ, দীন ও অনুদ্দীর্ণ এবং উপর্য্যুপরি উর্চ্চার্য্যমাণ স্বর হইলে তাহাকে বৈকারিক স্বর কহে। তদ্ভিন্ন অন্য যে সকল স্বর বিকৃত স্বরোৎপত্তির অনতিপূর্ব্বেই উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকেও বৈকারিক স্বর বলা যায়।

প্রকৃতি ও বৈকারিক স্বরের মধ্যে যদি প্রকৃতি স্বরের উপঘাতে বৈকারিক স্বরের আশু উৎপত্তি হয়, কিংবা অনেক প্রকৃতি স্বরের বা অনেক বিকৃতি স্বরের মিশ্রণে এক প্রকার স্বর উৎপন্ন হয়, অথবা এক প্রকার স্বর অনেক প্রকার হয়, তাহা হইলে সেইরূপ স্বরকে অরিষ্টসূচক বলিয়া জানিবে। যে রোগীর স্বর এইরূপ অরিষ্টসূচক হয়, সেই রোগীর অচিরে মৃত্যু হয়। (চরক ইন্দ্রিয়স্থা° ১ অ°)

স্বরকর (ত্রি) করোতীতি কৃ-ট, করঃ, স্বরস্য করঃ। স্বরজনক, স্বরবর্দ্ধক, যে বস্তুসেবনে গলার স্বর বৃদ্ধি হয়। (সুশ্রুত)

স্বরক্ষয় (পুং) স্বরস্য ক্ষয়ঃ। স্বরক্ষীণরোগ। [স্বরভঙ্গ দেখ।]

স্বরক্ষু (স্ত্রী) মহানদীবিশেষ। (Oxus)

"তথৈব পশ্চিমে পাদে বিপুলে সা মহানদী।
স্বরক্ষুরিতি বিখ্যাতা বৈভ্রাজং সাচলং যযৌ ॥" (মার্ক°পু° ৫৬।১২)

ভগীরথ যখন গঙ্গা আনয়ন করেন, তখন গঙ্গা চারি ধারায় বিভক্ত হইয়া যায়। ইহার চতুর্থ ধারা মেরুর সুবিশাল পশ্চিম পাদে মহানদী রূপে প্রবাহিত হইয়া স্বরক্ষু নাম ধারণপূর্ব্বক বৈভ্রাজপর্ব্বতে গমন করেন, তথা হইতে শীতোদ সরোবর প্লাবিত করিয়া ত্রিকূট পর্ব্বতে উপনীত হন।

স্বরঘ্ন (পুং) স্বরং হন্তি স্বর-হন্-টক্। স্বরনাশক গলরোগ-বিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"যস্তাম্যমানঃ শ্বসিতি প্রসক্তং ভিন্নস্বরঃ শুষ্কবিমুক্তকণ্ঠঃ।
কফোপদ্রুষ্টেষনিলায়নেষু জ্ঞেয়ঃ স রোগঃ শ্বসনাৎ স্বরঘ্নঃ ॥"
(সুশ্রুত নি° ১৬ অ°)

যে রোগে বায়ুর প্রকোপ হেতু অন্ধকার প্রাবষ্টের ন্যায় বোধ ও সর্ব্বদা শ্বাস ত্যাগ করে, কণ্ঠ শুষ্ক ও স্বরভঙ্গ হয়, আহারীয় বস্তু গলাধঃকরণ করিতে অসমর্থ হয় এবং বায়ুবহা স্রোতসমূহ কফ কর্ত্তৃক দূষিত হয়, তাহাহাকে স্বরঘ্ন রোগ কহে। এই রোগ হইলে কথা কহিবার শক্তি থাকে না। [গলরোগ দেখ]

স্বরঙ্কৃত (ত্রি) স্বলঙ্কৃত, উচ্চারণ সৌষ্ঠবাদি দ্বারা সুষ্ঠু সম্পাদিত। "তেন যজ্ঞেন স্বরঙ্কৃতেন" (ঋক্ ১।১৬২।৫) 'স্বরঙ্কৃতেন স্বোচ্চার-সৌষ্ঠবাদিনা সুষ্ঠু সম্পাদিতেন' (সায়ণ)

স্বরণ (ত্রি) প্রকাশনবৎ, প্রকাশবিশিষ্ট।

"সোমানং স্বরণং কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে" (ঋক্ ১।১৮।১)
'স্বরণং দেবেষু প্রকাশনবন্তং স্বশব্দোপপাতয়োঃ কৃত্যল্যুট্ বহুলং ইতি কর্ম্মণি ল্যুট্' (সায়ণ)

স্বরতা (স্ত্রী) স্বরস্য ভাবঃ তল-টাপ্। স্বরত্ব, স্বরের ভাব বা ধর্ম্ম।

স্বরতিক্রম (পুং) স্বর্গ অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি।

"যঃ সাত্বতৈঃ সমবিভূতয় আত্মবদ্ভি
র্ব্যূহেঽর্চ্চিতঃ সবনশঃ স্বরতিক্রমায়।" (ভাগবত ১১।৬।১০)
'স্বরতিক্রমায় স্বর্গমতিক্রমস্য বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তয়ে।' (স্বামী)

স্বরদীপ্ত (ত্রি) স্বরেণ শব্দেন দীপ্তঃ। শব্দ দ্বারা দীপ্ত।

"কলহঃ স্বরদীপ্তেষু স্থানদীপ্তেষু বিগ্রহঃ।" (বৃহৎসং° ৮৬।৫৩)

স্বরপত্তন (ক্লী) স্বরাণাং ষড়্জাদীনাং পত্তনং আশ্রয়স্থানং। সামবেদ। (ত্রিকা°)

স্বরব্রহ্মন্ (ক্লী) স্বর এব ব্রহ্ম। শব্দরূপ ব্রহ্ম।

"দেবদত্তমিমাং বীণাং স্বরব্রহ্মবিভূষিতাং।
মূর্চ্ছয়িত্বা হরিকথাং গায়মানশ্চরাম্যহং ॥" (ভাগবত ১।৬।৩৩)

স্বরভক্তি (স্ত্রী) স্বরবিভাগ। (প্রাতিশাখ্য)

স্বরভঙ্গ (পুং) স্বরস্য ভঙ্গো যস্মাৎ। স্বরনাশক রোগ-বিশেষ। স্বরভেদরোগ। ইহার নিদানসম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—অতিশয় উচ্চশব্দে বাক্যপ্রয়োগ ও বেদপাঠ, বিষসেবন এবং কণ্ঠাদিতে লগুড়াদি দ্বারা আঘাত এই সকল কারণে কুপিত বাতাদি দোষ স্বরবহ স্রোতচতুষ্টয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া স্বর নষ্ট করে। এই স্বরভেদ ৬ প্রকার—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ, ক্ষয়জ এবং মেদজ।

বাতজ স্বরভেদলক্ষণ—বাতজন্য স্বরভেদে রোগীর নেত্র, মুখ, মূত্র ও পুরীষ কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং ধীরে ধীরে গর্দ্দভের ন্যায় কর্কশ, অথচ ভগ্নস্বর নির্গত হইয়া থাকে। পিত্তজ স্বরভঙ্গে নেত্র, মুখ ও পুরীষ পীতবর্ণ হয়, এবং স্বর নিঃসৃত হইবার সময় গলদেশে দাহ জন্মে। কফজ স্বররোগে কণ্ঠদেশ সর্ব্বদা কফ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া বাক্যকথনশক্তি অল্প হয় এবং দিবাভাগে সূর্য্যকিরণ দ্বারা কফের অল্পত্বহেতু অধিক বাক্যোচ্চারণে অসমর্থ হইয়া থাকে। সান্নিপাতিক স্বরভেদে উপরি উক্ত ত্রিদোষের সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই স্বরভেদ অসাধ্য।

ক্ষয়জ—ধাতুক্ষয়জন্য স্বরভেদে বাক্শক্তি ক্ষীণ হইয়া অতি কষ্টে বাক্য নিঃসারিত হয়। যদি ওজঃক্ষয়প্রযুক্ত হতবাক্ হয়, তাহা হইলে সেই রোগী পরিত্যাগের উপযুক্ত। মেদোজন্য স্বরভেদে মেদ অথবা শ্লেষ্মদ্বারা গলদেশ আবৃত বলিয়া বোধ হয়, তৃষ্ণা জন্মে এবং গলার মধ্য হইতে বিলম্বে অস্পষ্ট স্বরবিশিষ্ট বাক্য নিঃসৃত হইয়া থাকে।

অসাধ্য লক্ষণ—ক্ষীণ অর্থাৎ ক্ষয়রোগীর, কৃশ, বৃদ্ধ এবং অত্যন্ত স্থূল ব্যক্তির স্বরভেদ হইলে অথবা বহুকালোৎপন্ন বা জন্মের সহিত উৎপন্ন হইলে ও সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন সান্নিপাতিক স্বরভেদ হইলে তাহা অসাধ্য হইয়া থাকে। ক্ষয়জ স্বরভেদে একেবারে উচ্চারণ বন্ধ হইয়া যাইলে রোগীর অচিরে মৃত্যু হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—বাতাদি দোষজন্য শ্বাসঘ্ন ও কাসঘ্ন রোগে যে সকল ঔষধ কথিত আছে, চিকিৎসক দোষানুসারে বিবেচনা-পূর্ব্বক সেই সকল ঔষধ স্বরভেদরোগে প্রয়োগ করিবেন। বাতজন্য স্বরভেদে লবণসংযুক্ত ঈষদুষ্ণ তৈল দ্বারা, পিত্তজন্য স্বরভেদে মধুসংযুক্ত ঘৃত দ্বারা এবং কফজন্য স্বরভেদে যবক্ষার, ত্রিকটু ও মধু দ্বারা কবল করিবে। উক্তরূপ কবল করিলে শ্লেষ্মা নিঃসৃত হয় এবং স্বরের প্রসন্নতা হইয়া থাকে।

বাতজ স্বরভেদে ঘৃত ও গুড়ের সহিত অন্ন আহার করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ জল পান করিবে। পিত্তজ স্বরভেদে দুগ্ধের সহিত অন্ন ভোজন এবং পিত্তকাসোক্ত বাসাঘৃতাদি পান করিবে। কফজ স্বরভেদে পিপ্পলীমূল, মরিচ ও শুণ্ঠিচূর্ণ গোমূত্রের সহিত পান করিবে। মৃগনাভি, ছোট এলাচ, লবঙ্গ, কুঙ্কুম ও বংশ-লোচন এই সমস্ত দ্বারা লেহ প্রস্তুত করিয়া মধু ও ঘৃত সহযোগে সেবন করিলে স্বরভেদ আশু বিনষ্ট হয়। ব্রাহ্মীশাক, বচ, হরীতকী, বাসক ও পিপ্পলীচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে স্বরভেদ আরোগ্য হয় এবং সপ্তাহমধ্যে কিন্নরের ন্যায় সুস্বর হয়।

কণ্টিকারী সাড়েবার সের পিপ্পলীমূল সওয়া তিন সের এবং চিতামূল ও দশমূল প্রত্যেক তিনসের অর্দ্ধপোয়া এই সকল দ্রব্য একত্র ৬৪ সের জল দ্বারা পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। তৎপরে ছাকিয়া উহার সহিত ৮ সের পুরাতন গুড় মিশ্রিত করিয়া পুনরায় পাক করিবে। যখন দেখিবে যে, উহা লেহবৎ হইয়াছে, তখন উহাতে পিপ্পলীচূর্ণ ৮ পল, দারুচিনি, এলাচি ও তেজপত্রচূর্ণ মিলিত ৮ পল, মরিচচূর্ণ ১ পল প্রক্ষেপ এবং উহা শীতল হইলে অর্দ্ধসের মধু উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ অগ্নির বলাবল অনুসারে উপযুক্ত রূপে প্রযুক্ত হইলে স্বরভেদ আশু প্রশমিত হয়। স্বরভেদে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্বরভঙ্গ রোগে তৈলাক্ত খদির, অথবা হরীতকীচূর্ণ, পিপুল-চূর্ণ, কিম্বা হরীতকী ও শুঁঠচূর্ণ মুখে ধারণ করিলে বিশেষ উপকার হয়। বনযমানী, হরিদ্রা, আমলকী, যবক্ষার ও চিতামূল সমভাগে চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে স্বরভেদ ও কাসরোগের উপশম হয়। ইহা ভিন্ন মৃগনাভ্যাদি অবলেহ, দার্ব্ব্যাদি চূর্ণ, নিদিগ্ধিকা অবলেহ, ত্র্যম্বকাভ্র, সারস্বতঘৃত ও ভৃঙ্গরাজাদ্যঘৃত প্রভৃতি স্বরভেদরোগে বিশেষ প্রশস্ত। এই রোগে পথ্যাপথ্য কাস ও শ্বাসরোগের ন্যায় প্রতিপালন করিবে। (ভাবপ্র° স্বরভেদরোগাধিকার)

চরকে ইহার চিকিৎসাবিধান এইরূপ লিখিত আছে, বাতজ স্বরভেদে আহারের পরই ঘৃত পান করিতে হইবে এবং বেড়েলা, রাস্না ও গুলঞ্চ ইহাদিগের কাথ, চূর্ণ, অবলেহ ও কবল এই চারি প্রকারে প্রয়োগ করিলে বাতজ স্বরভেদ আশু প্রশমিত হয়। পঞ্চমূলের অর্দ্ধসৃত কাথে ময়ূর, তিত্তিরী বা কুক্কুটের মাংস পাক করিয়া সেই মাংসরস পান করিবে অথবা ময়ূরসৃত, ক্ষীর, সর্পি বা ত্রিকটুচূর্ণ পান করিবে।

পৈত্তিক স্বরভেদে বিরেচন প্রশস্ত। মধুরগণের সহিত দুগ্ধপাক করিয়া সেই দুগ্ধ এবং সর্পি, গুড়, তিক্তক ঘৃত, জীবনীয়-ঘৃত এবং বৃষ্য ঘৃত পান করিলে ইহা প্রশমিত হয়।

কফজ স্বরভেদে তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচন, নস্য, বমন, ধূম, যবকৃত অন্ন এবং কটু দ্রব্য সেবন করিবে। বচ, বামুনহাটী, হরীতকী, ত্রিকটু, যবক্ষার ও চিতামূল ইহাদের চূর্ণ মধু-মিশ্রিত করিয়া লেহন করিবে। তীক্ষ্ণ মদ্যপানও ইহাতে প্রশস্ত।

রক্তজ স্বরভেদে জাঙ্গলমাংসরস ঘৃতে সংস্কৃত করিয়া পান করিবে এবং ক্ষয়কাসনাশক যে সকল ঔষধ অভিহিত হইয়াছে, বিবেচনাপূর্ব্বক তৎসমুদয় প্রয়োগ করিলে ইহাতে বিশেষ উপকার হয়। পিত্তজ স্বরভেদের ন্যায়ও চিকিৎসা করিবে। ইহাতে শিরাবেধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিলে বিশেষ উপকার হয়। ত্রিদোষজ স্বরভেদে উক্ত বাতজাদি স্বরভেদ ক্রিয়াই করিবে। কেবল শিরাবেধ করিবে না। (চরক চিকি° ২৬ অ°)

ক্ষয়রোগে যক্ষ্মাকাসে যে স্থলে স্বরভেদ হয়, তথায় রোগীর জীবন সংশয়। সেই রোগী অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

স্বরভঙ্গিন্ (পুং) স্বরস্য ভঙ্গোঽস্যাস্তীতি ইনি। ১ পক্ষিবিশেষ।
'স্বরভঙ্গী নবো দৃঙ্ক্ষু বিরুট্ শকুলভেদকাঃ।' (শব্দরত্না°)
(ত্রি) ২ স্বরভঙ্গরোগী। যাহার স্বরভঙ্গ হইয়াছে।

স্বরভেদ (পুং) স্বরস্য ভেদো যস্যাৎ। স্বরভঙ্গরোগ।

স্বরমণ্ডলিকা (স্ত্রী) স্বরাণাং মণ্ডলমস্ত্যস্যেতি ঠন্। বীণা-বিশেষ। কোন কোন পুস্তকে সুরমণ্ডলিকা এরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বরযোগ (পুং) স্বরসংযোগ, সুরলয়।

স্বরলাসিকা (স্ত্রী) স্বরৈর্লসতীতি স্বর-লস-ণ্বুল্ টাপ্, টাপি অত ইত্বং। বংশী। (শব্দরত্না°)

স্বরবৎ (ত্রি) স্বর অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। স্বরবিশিষ্ট, স্বরযুক্ত।

স্বরবিভক্তি (স্ত্রী) সামের স্বরবিভাগ।

স্বরশাস্ত্র (ক্লী) স্বরবিষয়ক শাস্ত্র। যে শাস্ত্রে স্বরের বিষয় অবগত হওয়া যায়।

স্বরস (পুং) স্বস্য রসঃ স্বঃ স্বকীয়ো রসো বা। শিলাপিষ্ট কল্ক।
'স্বো রসঃ স্বরসঃ প্রোক্তঃ কল্কো দৃষদি পেষিতঃ।' (শব্দচ°)
কষায়বিশেষ, ভিজাইয়া উত্তম রূপে কুট্টন বা যন্ত্রাদি দ্বারা পীড়নপূর্ব্বক সূক্ষ্ম ভিজা কাপড়ে ছাকিয়া লইলে তাহাকে স্বরস কহে।

"সত্তঃ কুণ্ণাদার্দ্রবস্ত্রাস্বয়ন্ত্রাদিপীড়নাৎ।
যো রসস্তুভিনির্যাতি স্বরসঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ॥" (বৈদ্যক)

বৈদ্যকশাস্ত্রে স্বরস, কল্ক, কাথ প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ লিখিত আছে। ভাবপ্রকাশে স্বরসের লক্ষণাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, যে বস্তু শীত, অগ্নি ও কীটাদি কর্তৃক আক্রান্ত না হয়, এরূপ দ্রব্য আহরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ কুটিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া যে রস লওয়া যায়, তাহাকে স্বরস কহে। অথবা অর্দ্ধ-পরিমিত দ্রব্য চূর্ণ একসের জলে নিক্ষেপ করিয়া একদিন একরাত্রি ভিজাইয়া ছাকিয়া লইলে তাহাও উৎকৃষ্ট রস বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, ইহাকেও স্বরস কহে। কেহ কেহ বলেন যে, শুষ্ক দ্রব্যের স্বরস নিষ্কাশিত হয় না, অতএব উহা অষ্ট-গুণ জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া স্বরস গ্রহণ করিবে। গুণ—স্বরস পাকে গুরু। ইহা পান করিতে হইলে ৪ তোলা পরিমাণে পান করিবে। জলে ডুবাইয়া বাসি করিয়া এক পল পরিমাণে দেওয়া হইয়া থাকে। (ভাবপ্র°)

স্বরসংযোগ (পুং) স্বরযোগ।

স্বরসংক্রম (পুং) স্বরের আরোহ ও অবরোহ।

স্বরসম্পদ্‌ (স্ত্রী) স্বরস্য সম্পদ্‌। স্বরবত্তা, উত্তম স্বর।

স্বরসম্পন্ন (ত্রি) স্বরযুক্ত, যাহার স্বর উত্তম।

স্বরসামন্‌ (পুং) ১ গবাময়নের বিষুবসংক্রান্তিদিনত্রয়। ২ সামভেদ।

স্বরসাদি (পুং) কষায়। (বৈদ্যকনি°)

স্বরহন্‌ (পুং) স্বরং হন্তি হন্‌-কিপ্‌। স্বরঘ্ন, স্বরনাশক।

স্বরা (স্ত্রী) ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠা পত্নী, ইনি গায়ত্রীর সপত্নী। পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে ১৫৬ অধ্যায়ে ইঁহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

স্বরাংশ (পুং) স্বরস্য অংশঃ। সঙ্গীতে স্বরের অর্দ্ধ পাদ।

স্বরাজ্‌ (পুং) স্বেন রাজতে ইতি রাজ্‌ (সৎসুদ্বিষেতি। পা ৩।২।৬১) ইতি ক্বিপ্‌। ১ বৈদিক ছন্দোবিশেষ, বেদের এক প্রকার ছন্দঃ। যে ছন্দের প্রত্যেক দ্বিপাদে অষ্টাক্ষর ও এক পাদে দশাক্ষর তাহাকে স্বরাজ্‌ কহে। (ত্রি) ২ স্বতো ভাসমান, স্বয়ংদীপ্ত। "সম্রাট্‌ বিরাট্‌ স্বরাট্‌ চৈব সুররাজো ভবোদ্ভবঃ।" ৩ ব্রহ্মা। (বিষ্ণুপুরাণটীকায় স্বামী ১।১২।৫৯) ৪ ঈশ্বর।

স্বরাজন্‌ (ত্রি) স্বরাজ্‌।

স্বরাজ্য (ক্লী) ১ আপনার রাজ্য। ২ নিজের স্বামিত্ব।
"শশা অহিম্নর্জয়মনু স্বরাজ্যং" (ঋক্‌ ১।৮০।১) 'স্বরাজ্যং স্বস্য স্বামিত্বং রাজ্ঞো ভাবঃ কর্ম্ম বা রাজ্যং পত্যন্তপুরোহিতাদিভ্যো যক্‌' (সায়ণ)

স্বরাদিগণ, পাণিন্যুক্ত স্বর আদি করিয়া অব্যয় শব্দের গণ। পাণিনিতে এই শব্দগণের এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। যথা—স্বর, অন্তর, প্রাতর, পুনর, সনুতর, উচ্চৈস্‌, নীচৈস্‌, শনৈস্‌, ঋধক্‌, ঋতে, যুগপৎ, আরাৎ, পৃথক্‌, হ্যস্‌, শ্বস্‌, দিবা, রাত্রৌ, সায়ম্‌, চিরম্‌, মনাক্‌, ঈষৎ, জোষম্‌, তূষ্ণীম্‌, বহিস্‌, অবস্‌, সময়া, নিকষা, স্বয়ম্‌, বৃথা, নক্ত, নঞ, হেতৌ, ইদ্ধা, অদ্ধা, সামি, বৎ, ব্রাহ্মণবৎ, ক্ষত্রিয়বৎ, সনা, সনৎ, সনাৎ, উপধা, তিরস্‌, অন্তরা, অন্তরেণ, জ্যোক্‌, কম্‌, শম্‌, সহসা, বিনা, নানা, স্বস্তি, স্বধা, অলম্‌, বষট্‌, শ্রৌষট্‌, বৌষট্‌, অন্যৎ, অস্তি, উপাংশু, ক্ষমা, বিহায়সা, দোষা, মৃষা, মিথ্যা, মুধা, পুরা, মিথো, মিথস্‌, প্রায়স্‌, মুহুস্‌, প্রবাহুকম্‌, প্রবাহিকা, আর্য্যা, হলম্‌, আভীক্ষম্‌, সাকম্‌, সার্দ্ধম্‌, নমস, হিরুক্‌, ধিক্‌, অথ, অম্‌, আম, প্রতাম্‌, প্রশান্‌, প্রতান্‌, মা, মাঙ্‌, চ, বা, হ, অহ, এব, নূনম্‌, শশ্বৎ, যুগপৎ, ভূয়স্‌, কুপৎ, কুবিৎ, নেৎ, চেৎ, চণ, কচ্চিৎ, যত্র, নহ, হন্ত, মাকিঃ, মাকিম্‌, নকিম্‌, নাকিঃ, মাঙ্‌, নঞ, যাবৎ, তাবৎ, স্বৈ, দ্বৈ, ন্বৈ, রৈ, তুন্‌, তথাহি, খলু, কিল, অথ, সুষ্ঠু, স্ম, আদহ এবং উপসর্গ, অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ, পশু, শুক, যথা, কথা, চ, পাট, প্যাট, অঙ্গ, হৈ, হে, ভো, অয়ে, স, বিষু একপদে, পুৎ, আতঃ এই ৭২টি শব্দ স্বরাদিগণ।

এই স্বরাদিগণ অব্যয়। অব্যয় শব্দের ন্যায় এই সকল শব্দের রূপ হইয়া থাকে। 'স্বরাদিনিপাতমব্যয়ং" (পা ১।১।৩৭)

স্বরাপগা (স্ত্রী) স্বর স্বর্গস্য আপগা। স্বর্গঙ্গা, মন্দাকিনী।
"ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা।" (দুর্গোৎসবপ°)

স্বরামক (পুং) অক্ষোটবৃক্ষ, চলিত আখ্‌রোটগাছ।

স্বরালু (পুং) বচা। (শব্দচ°)

স্বরাষ্ট্র (ক্লী) স্বস্য রাষ্ট্রং। ১ নিজের রাষ্ট্র, নিজের রাজ্য। (পুং) ২ জনপদবিশেষ, সুরাষ্ট্রদেশ। (ভারত) ৩ রাজভেদ, তামস মনুর পিতা। মার্কণ্ডেয়পুরাণে ইহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—স্বরাষ্ট্র নামে সার্ব্বভৌম এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। ইনি অনেক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। মন্ত্রী কর্তৃক আরাধিত ভগবান্‌ ভাস্কর তাঁহাকে অতি দীর্ঘায়ু প্রদান করেন। ইঁহার পত্নীর সংখ্যা এক শত। রাজা সূর্য্যের বরে দীর্ঘায়ু ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পত্নীগণ তদ্রূপ দীর্ঘায়ু হইতে পারেন নাই। এই জন্য কালে তাঁহারা নিধনপ্রাপ্ত হন এবং তাঁহার ভৃত্য, মন্ত্রী ও অন্যান্য পরিজনবর্গও ঐরূপ অল্পায়ু বশতঃ কালধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। এইরূপে ক্রমে তিনি বীর্য্যহীন হইতে লাগিলেন, তাঁহার পরম অন্তরঙ্গ ভৃত্যগণও তাঁহাকে ত্যাগ করিল। তখন বিমর্দ্দ নামে এক রাজা তাঁহাকে পরাজয় করিয়া তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করিল। রাজ্যচ্যুত হওয়াতে তিনি নির্ব্বিণ্ণ হৃদয়ে বনগমন-পূর্ব্বক বিতস্তানদীর তীরদেশে কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন।